শিবনাথ শাস্ত্রী

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা বারো

প্রথম সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৪

প্রকাশক—শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বাগ
ব্রাহ্মমিশন প্রেস
২১১, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট-শিল্পী—
শ্রীবিমল দাশ

ব্লক ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ—
ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও
বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

নিবেদন

আমার ভক্তিভাজন শ্বশুরদেব পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীমহাশয়ের "ইংলণ্ডের ডায়েরি" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই জুলাই হইতে ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী পর্যন্ত ইহা "দেশ" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল। "দেশ" পত্রিকার সুযোগ্য সহযোগী সম্পাদক শ্রীমান সাগরময় ঘোষের সৌজন্যে ও সহযোগিতায় ৬৮ বৎসর পূর্বে লিখিত এই ডায়েরি জনসমাজে প্রথম প্রকাশিত হইবার যে সুযোগ লাভ করিল, সেজন্য আমি তাঁহাকে আমার গভীর কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

এই ডায়েরি প্রকাশ আরম্ভের পূর্বে ৩০শে জুনের (১৯৫৬) "দেশ" পত্রিকায় শ্রীমান সাগরময় ঘোষের অনুরোধে আমি যে মুখবন্ধ লিখিয়াছিলাম, তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত আকারে এখানে পুনরুল্লেখ করিতেছি।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল 'মির্জাপুর' ষ্টীমারে কলিকাতা হইতে শিবনাথের বিলাতযাত্রা আরম্ভ হয়, এবং প্রায় ছয় মাসকাল ইংলণ্ডে অতিবাহিত করিয়া ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে 'রোহিলা' নামক জাহাজে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই ডায়েরিতে ১৫ই এপ্রিল হইতে ২০শে নভেম্বর পর্যন্ত তাঁহার দৈনন্দিন লিপি লিখিত আছে। ঐ তারিখে জাহাজ পোর্ট সৈয়দের নিকটবর্তী হইলে তিনি দৈনন্দিন লিপি লেখা বন্ধ করেন। কিন্তু ইংলণ্ডে অবস্থানকালে ১৩ই জুন, ১৮৮৮ হইতে তিনি তাঁহার আধ্যাত্মিক চিন্তা ও প্রার্থনাদি অপর একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং উহা ১২ই ডিসেম্বর (১৮৮৮) ডায়মণ্ড হারবারে পৌঁছিয়া শেষ করিয়াছেন। ২০শে নভেম্বর হইতে ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এই বাইশ দিনের যাত্রাপথের বিবরণ খুব সংক্ষিপ্ত-ভাবে এই আত্মচিন্তার ডায়েরি হইতে পাওয়া যায়। তাহা হইতে জানা যায় যে, তিনি যে-পথে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন, সেই পথেই—অর্থাৎ এডেন কলম্বো মান্দ্রাজ হইয়া—কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই আত্মচিন্তার ডায়েরিতে তিনি যেসমস্ত ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, উহা

অনেকাংশে দৈনন্দিন লিপি—অর্থাৎ, এই ডায়েরির পরিপূরক। আমরা এই ডায়েরির কোন কোন স্থলে উক্ত আত্মচিন্তার কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করিয়াছি। শিবনাথের এই আধ্যাত্মিক চিন্তাগুলি "ইংলণ্ড প্রবাসীর আত্মচিন্তা" এই নামে "রবিবাসরীয় যুগান্তরে" গত ১৯শে মে হইতে ক্রমশ প্রকাশিত হইতেছে।

বর্তমান যুগের নব্যসম্প্রদায়ের অনেকেই হয়ত জানেন না শিবনাথ কে এবং কি ছিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ৩০শে সেপ্টেম্বর ৭২ বৎসর বয়সে শিবনাথ পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর পরে তাঁহার সম্বন্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় বিবিধ ইংরাজী এবং বাঙলা দৈনিক ও সাময়িক পত্রে যেসমস্ত সন্দর্ভ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার কিছু কিছু নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে।

মত ও বিশ্বাসে যাঁহারা শিবনাথের সমভাবাপন্ন ছিলেন না, প্রথমত তাঁহাদের উক্তি হইতে এখানে কিছু কিছু উদ্ধার করা গেল :

[১]

দেশনায়ক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত দৈনিক পত্রিকা "বাঙ্গালী"তে সুবিখ্যাত সাংবাদিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছিলেন—

"যে নামে অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল বাঙ্গালার সাহিত্যের এবং ধর্মক্ষেত্রের অর্ধেক অংশ পূর্ণ হইয়াছিল, সে নাম এবং সেই নামধেয় দেহী আজ অনন্তের ক্রোড়ে লুকাইল! পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী বাঙ্গালার এবং আধুনিক শিক্ষিত বাঙ্গালী-সমাজের একটা বড় নাম, শ্রদ্ধার এবং শ্লাঘার নাম। সাহিত্যে শিবনাথ একটা অতি বড় নাম; তিনি ব্রাহ্মসমাজের সাহিত্যের একজন সৃষ্টিকর্তা। সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে শিবনাথের নাম চূড়ার উপর ময়ূরপাখার প্রদীপ্ত অক্ষরে লিখিত; এপক্ষে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ অগ্রণী। ধর্মজীবনে শিবনাথ নাম মৃত-সঞ্জীবন মন্ত্রের ন্যায় শক্তিধর নাম। পণ্ডিত শিবনাথ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন স্রষ্টা, পাতা, ধারক ও বাহক। মেধাবী মনীষী প্রতিভাশালী শিবনাথ দেশের ও জাতির জন্য তাঁহার সবটা পণ করিয়াছিলেন; স্বেচ্ছায় সাধ করিয়া তিনি দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করিয়া দেশসেবায় প্রমত্ত হইয়াছিলেন। এখনকার ছেলেরা বুঝিবে না, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম হইয়া, ব্রাহ্মসমাজের জন্য জীবন পণ

করিয়া, কতটা ত্যাগ স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গোড়ার অবস্থার এম এ এবং শাস্ত্রী। তিনি শিক্ষাবিভাগেই যদি থাকিতেন, তাহা হইলে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন। হাইকোর্টের উকীল হইলে হাইকোর্টের জজীয়তি তাঁহার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য পদ হইতনা। এই ত গেল আর্থিক ও অভ্যুদয় ঘটিত ক্ষতি। তাহার উপর পণ্ডিত শিবনাথ ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের ভাগিনেয়; সুপণ্ডিত এবং সুচরিত জনকের পুত্র। বৈদিক ব্রাহ্মণসমাজে তাঁহার পদমর্যাদা খুব ছিল। তিনি সামাজিক ও সাংসারিক পদমর্যাদার সকল লোভ ছাড়িয়া পণ্ডিত পিতার উৎকট বিরক্তি, আত্মীয়স্বজনগণের উপেক্ষা, সমাজের নিন্দা এবং অবনতি সহ্য করিয়া ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। এখন সে হিন্দুসমাজ নাই, সে সমাজের শাসন নাই; এখনকার লোক বুঝিতে পারিবে না—গোড়ায় ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজের জন্য কতটা ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিল, কি কঠোর সমাজ-নিগ্রহ সহ্য করিয়াছিল। এই সকল ত্যাগী পুরুষের ত্যাগ ও তিতিক্ষার প্রভাবে ব্রাহ্মসমাজের উদ্ভব ঘটিয়াছিল; ব্রাহ্মসমাজ এক সময়ে শিক্ষিত সমাজের সেব্য ও পূজ্য সমাজ হইয়াছিল।

*** "পণ্ডিত শিবনাথ কবি ভাবুক ও রসিক পুরুষ ছিলেন; সংস্কৃত সাহিত্য ভাল করিয়া জানিতেন বলিয়া তাঁহার গদ্যে পদ্যে ভাষার পবিত্রতা পূর্ণমাত্রায় রক্ষিত হইয়াছে। পণ্ডিত শিবনাথ সাহিত্যের হিসাবে একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন।

"চলিয়া গেল—একে একে ব্রাহ্মসমাজের সকল স্ফটিক স্তম্ভ খসিয়া পড়িল। যাহারা ব্রাহ্মসমাজের স্রষ্টা, যাহারা ছিল বলিয়া ব্রাহ্মসমাজ এত বড় হইয়াছিল, যাঁহাদের মহিমার জ্যোতিতে সমগ্র বাঙ্গালার ধর্মক্ষেত্র সমালোকিত ছিল, একে একে তাঁহারা সকলেই চলিয়া গেলেন। ব্রাহ্মসমাজের সে আকর্ষণ-শক্তি, সে বিদ্বজ্জনমোহন প্রভাব আর রহিল না। পণ্ডিত শিবনাথ ইদানীং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শিবরাত্রির সলিতার মত ছিলেন; তিনি ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্টতা রক্ষিত হইয়াছিল, তিনি ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রতি

অনেকের একটা মোহ ছিল। তিনি চলিয়া গেলেন। এখন রহিল কেবল ঘোষণা।

"আমরা হিন্দু, চিরদিনই শাস্ত্রীমহাশয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছি। পরন্তু তাঁহার মনীষা, তেজস্বিতা, একনিষ্ঠা ও ধর্মপরায়ণতা দেখিয়া ও সে-সকলের পরিচয় পাইয়া শ্রদ্ধায় আমাদের মস্তক অবনত হইত। আজ ব্রাহ্মসমাজের যাহা গেল তাহা আর মিলিবে না, *** বাঙ্গালী জাতি অমূল্যনিধি হারাইল।"

[২]

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন-পরিচালিত "নারায়ণ" মাসিক পত্রের সম্পাদনা বিভাগের বিশিষ্ট কর্মী ও লেখক, সুসাহিত্যিক শ্রীগিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী উক্ত মাসিক পত্রের কার্তিক সংখ্যায় (১৩২৬ সন) শিবনাথসম্বন্ধে যে দীর্ঘ নিবন্ধটি লিখিয়াছিলেন তাহার কতকাংশ নিম্নে উদ্ধার করা গেল—

"কবি বলিয়াছেন,

'যারা শুধু মরে কিন্তু নাহি দেয় প্রাণ
তাহাদের কেহ কভু করেনি সম্মান।'

"পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মরেন নাই, প্রাণ দিয়াছেন। সুতরাং আমরা তাঁহাকে সম্মান করিব। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের স্মৃতিকে সম্মান করিতে দাঁড়াইয়া আমরা একটা গর্ব অনুভব করিব। উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ অংশের প্রথম ভাগে বাঙ্গলাদেশে আমাদের মধ্যে এমন একজন নির্ভীক স্বাধীনচেতা মনুষ্যকে নিয়মতন্ত্র প্রণালীর (Constitutionalism) পৃষ্ঠপোষক-রূপে আমরা পাইয়াছিলাম ; এ কথা হঠাৎ ভুলিয়া যাইবার মত কথা নয়। আর গত শতাব্দীর সংস্কার-যুগের ইতিহাসের শেষ অধ্যায় হইতে এ কথাটা মুছিয়া ফেলিয়া দিবার মত কথাও নয়। পণ্ডিত শিবনাথের বিদ্যা ছিল, বুদ্ধি ছিল, ধর্মানুরাগ ছিল, স্বদেশের হিতকামনা ছিল ; ইহা ছাড়া তাঁহার কবিত্ব ছিল, বাগ্মিতা ছিল ;—তাঁহার সাহিত্য-সৃষ্টিতে শুধু রস নয়, রসিকতাও ছিল ; ধর্ম্ম-জীবনে সত্যকে জানিবার জন্য তাঁহার একটা অনুসন্ধিৎসা ছিল ; যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, কর্মজীবনে প্রচলিত প্রাচীন রীতি-পদ্ধতির

প্রতিকূল হইলেও, সেই যুক্তিমূলক সত্যকে অবলম্বন করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল, সাহসও ছিল। এদিকে তাঁহার চরিত্রের এই বল, তাঁহার সমসাময়িক ঘটনা-বৈচিত্র্যের মধ্যে ফুটিয়া উঠিবার যথেষ্ট অবসরও পাইয়াছিল। ধর্মে, স্বদেশ-প্রেমে, সাহিত্য-সেবায়, সমাজ-সংস্কারের বিশেষ বিশেষ বিভাগে শিবনাথ চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিশ্লেষণমূলক আলোচনার কষ্টিপাথরে কষিয়া দেখিলে তাহার মূল্য বড় কম হইবে না। তথাপি কেবল বিশ্লেষণমূলক আলোচনার অপপ্রয়োগে শিবনাথ-চরিত্রের মূল ও স্থূল ভাবটিকে কেন্দ্রভ্রষ্ট করিয়া দেওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী।

"পণ্ডিত শিবনাথ বাঙ্গলা দেশের একটা বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার যৌবনকালে, কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষায় দীক্ষিত একদল বাঙ্গালীর মধ্যে একটা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের প্রবল বন্যা বহিয়া যাইতেছিল; যৌবনকাল হইতেই পণ্ডিত শিবনাথের জীবন—আমৃত্যু এই সংস্কার-স্রোতের মধ্যেই প্রবাহিত হইয়াছে। সুতরাং বাঙ্গালীর উনবিংশ শতাব্দীর সংস্কারযুগের ইতিহাসের সহিত পণ্ডিত শিবনাথের জীবন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। শিবনাথের জীবনচরিত আলোচনা করিতে হইলে, সংস্কারযুগের আদি না হউক, মধ্য ও অন্ত্য ভাগ আলোচনা করিতেই হইবে। একটা যুগের ইতিহাসের সহিত এমনি অচ্ছেদ্য ভাবে বিজড়িত হওয়াতেই পণ্ডিত শিবনাথের জীবন ঐতিহাসিক অমরত্বের দাবী রাখে; বাঙ্গলাদেশে পণ্ডিত শিবনাথের সমসাময়িক এমন অনেকে ছিলেন, অনেকে এখনও আছেন, যাঁহারা বিদ্যা বুদ্ধি এমন কি ধর্ম ও চরিত্রবলেও শিবনাথ অপেক্ষা কম নহেন। অথচ তাঁহারা পণ্ডিত শিবনাথের মত ঐতিহাসিক অমরত্বের দাবী রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। তাহার এক কারণ যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই কেবল মরিয়াছেন, কিন্তু প্রাণ দেন নাই। আর দ্বিতীয় কারণ, শিবনাথের জীবন যেমন যৌবনকালের উন্মেষ হইতেই একটা ইতিহাসের স্মরণযোগ্য সংস্কার-স্রোতের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল, তাঁহাদের তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। অবশ্য এই সংস্কার-স্রোতের বিরুদ্ধ স্রোতাবর্তে যাঁহাদের জীবন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের জীবনও ঐতিহাসিক

অমরত্বের দাবী রাখে ; ইতিহাসের যাহা উপাদান, জীবনে এমন কিছু থাকা চাই।

*　　*　　*　　*　　*

"ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের আদ্যোপান্ত একটা ইতিহাস আছে ; পণ্ডিত শিবনাথই তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যাহারা ইতিহাস গড়ে, তাহারা প্রায়ই ইতিহাস লিখিবার সময় পায় না। কিন্তু পণ্ডিত শিবনাথ ব্রাহ্ম সংস্কারযুগের ইতিহাস শুধু লেখেন নাই, এই যুগের শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস তিনি বিশেষ রকমেই গড়িয়াছেন ; অথচ যতটা গড়িয়াছেন ততটা হয়ত লিখিয়া যাইতে পারেন নাই। সুতরাং ব্রাহ্ম সংস্কার-যুগের এই শেষ অধ্যায়ের ইতিহাস পুনরায় লিখিবার প্রয়োজন হইবে এবং সেই অধ্যায়ে ৺পণ্ডিত শিবনাথের কর্মজীবনকে বিশদরূপে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। আশা করা যায়, বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণ ও বিশেষভাবে ব্রাহ্মসমাজের যুবকগণ পণ্ডিত শিবনাথের স্মৃতির প্রতি এই গুরুতর কর্তব্যটি সম্পাদন করিতে অবহেলা করিবেন না। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের পর সংস্কার-যুগের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়ে পণ্ডিত শিবনাথের কর্মজীবনকে যথাযথ ফুটাইয়া তুলিতে পারিলেই পণ্ডিত শিবনাথের স্মৃতিকে প্রকৃতরূপে সম্মান করা হইবে এবং একটা স্থায়ী মর্যাদাও দেওয়া হইবে। অন্যপক্ষে, পণ্ডিত শিবনাথের স্মৃতিকে অমর্যাদা করিলে আমাদিগকে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে। ভবিষ্যদ্বংশীয়েরা ক্রমে অধিকতর আত্মস্থ হইয়া এই কলঙ্কের জন্য লজ্জিত হইবে। তাহারা আমাদিগের এই অপরাধ মার্জনা করিবে না।

*　　*　　*　　*　　*

"সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে নিয়মতন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া, সেই নিয়মতন্ত্রের মধ্যে থাকিয়া, আচার্য শিবনাথ ১৮৭৮ হইতে ১৯১৯ খৃঃ এই ৪২ বৎসর একাদিক্রমে সাক্ষাতে ও পরোক্ষে এই কেশব-বিরোধী নূতন সমাজের নেতৃরূপে ইহাকে পরিচালিত করিয়াছেন। এই ৪২ বৎসরের নেতৃত্বের মধ্যে ইতিহাস বা জীবনচরিতে স্মরণযোগ্য কোন প্রতিবাদ তাঁহার নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ উত্থাপন করিবার সুযোগ পান নাই। এইখানেই শিবনাথ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য

ও সার্থকতা ; এইখানেই বলা যাইতে পারে যে, কেশবচন্দ্রের একাধিপত্যমূলক যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে যে তিনি একদিন ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, তাহা কেশবের বিরুদ্ধে কোন ব্যক্তিগত বিদ্বেষ-প্রসূত নহে ; তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কেননা তাঁহার প্রকৃতিতে সত্যই নিয়মতন্ত্রের বীজ নিহিত ছিল।

* * *"উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গলায় যাঁহারা সমাজে ও রাষ্ট্রে নেতার অংশ গ্রহণ করিয়া অভিনয় করিয়াছেন, ও করিতেছেন, যে-সমস্ত বাঙ্গালী রাষ্ট্রে, প্রাদেশিক ক্ষেত্রে ও এমন কি, কংগ্রেসের সভাপতিরূপে সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও অতি অল্পসংখ্যক নেতাই নিয়মতন্ত্রকে জীবনে, পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর মত, সাধনা করিয়া গিয়াছেন।

"নিয়মতন্ত্রকে সাধনার কথা আমি বলিলাম। বস্তুতই এ যুগে ইহা সাধনারই বস্তু। সংঘবদ্ধ হইতে না পারিলে, জীবন-সংগ্রামে বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব। আমাদের মত একটী প্রাচীন, জীর্ণ, বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্ন ও শিথিল, এবং সর্বোপরি, দরিদ্র জাতিকে এ যুগে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংঘবদ্ধ হইতে হইলে, একটী আদর্শের অনুপাতে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। নিয়মতন্ত্রের ভিত্তির উপরেই সংঘবদ্ধ হওয়া এ যুগে অধিকতর নিরাপদ্। অবশ্য সম্পূর্ণভাবে আপৎ-শূন্য কোন আদর্শই এ পর্যন্ত মনুষ্য চিন্তা করিয়া আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আপদ বিপদের মধ্য দিয়াই সমাজকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে ও হইতেছে। ভবিষ্যতে এই আপদ-বিপদ যত কম হয়, প্রত্যেক সভ্যদেশের জননায়কগণের তাহাই একমাত্র চিন্তার বিষয়। পণ্ডিত শিবনাথ নিয়মতন্ত্রের সাধনা করিয়া বাঙ্গালীকে এ বিষয়ে একটি আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। ইতিহাস একদিন পণ্ডিত শিবনাথের এই আদর্শের সুবিচার করিবে, এই আশা করা যায়।

"বাঙ্গলাদেশে ১৯শ শতাব্দীর প্রথমে রাজা রামমোহন হইতেই এই নিয়মতন্ত্রের উপর সমাজের বিভিন্ন অংশকে এ যুগে আবার সংহত ও সংঘবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইতেছে। নিয়মতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠায় অনেক সময় নেতার পক্ষে আত্ম-বিলোপ আবশ্যক হইয়া পড়ে। হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সময়

ইহার প্রধান উদ্যোগী ছিলেন, রামমোহন রায়। গণতন্ত্রের অনুশাসনে ও নিয়মতন্ত্রের সম্মানার্থে রাজা রামমোহন স্বেচ্ছায় এই হিন্দু কলেজের কার্য-নির্বাহক সমিতি হইতে সানন্দে সরিয়া আসিলেন। এইখানে রামমোহন ডিমোক্র্যাট। দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রে গণতন্ত্রের অনুরোধে রামমোহন-প্রদর্শিত এই প্রকার আত্মবিলোপ অতি অল্পই দেখা গিয়াছে; রাজা রাম-মোহন-চরিত্রের এই দিকটা দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের পর আমাদের পরলোকগত পণ্ডিত শিবনাথের চরিত্রেই ফুটিয়া উঠিয়াছিল। পণ্ডিত শিবনাথ এই জন্য বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালারও একজন নেতা। তাঁহার মৃত্যুতে বাঙ্গালী একজন নেতা হারাইয়াছে।"

বিদেশীয় সংবাদপত্রে শাস্ত্রীমহাশয় সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল:

[৩]

* * * "Preacher, poet, thinker, religious and social reformer, Sivanath Sastri was a man of real distinction. His wide culture, his saintly character, conbined with great simplicity and strength of purpose, marked him out for leadership. In his youth he was attracted by Keshub Chandra Sen; and, cutting himself adrift from family and friends, he joined the Brahmo Samaj in 1869, on the same day as the late Mr. A. M. Bose. Nine years later, he and his friend parted company with Keshub and founded the Sadharan Brahmo Samaj—the most enlightened and progressive Theistic movement in India. Pandit Sastri became its chief missionary minister, an office which he held until his death.

*** "Sivanath Sastri visited England in 1888; and he was for many years an honoured and respected correspondent of the British and Foreign Unitarian Association".

—*Inquirer (London).*

[৪]

**** "Sivanath Sastri was in early youth drawn to the Brahmo Samaj, into which he was initiated by Keshub Chunder Sen; and he abandoned a career in the educational service in which he gave every promise of rising to the very highest rung of the ladder, to serve his God and his country in those fields of work for which Nature had pre-eminently marked him out, but which offered few opportunities of earning renown and none whatever of earning money, and to the end of his days he remained true to the inspiration of his youth and the guidance of his conscience. Such a man is at all times and in all countries a rare asset of national life,' so that India mourns his death as that of a worthy son whose whole life was one long record of highly valuable and utterly disinterested public service."

—*Christian Life* (*London*).

সমবিশ্বাসিগণের দৃষ্টিতে শিবনাথ কি ছিলেন, অতঃপর তাহাও কিঞ্চিৎ নিবেদন করা যাইতেছে :

[৫]

"প্রবাসী" পত্রিকার স্বনামখ্যাত সম্পাদক পরলোকগত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শাস্ত্রীমহাশয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার সম্বন্ধে 'বিবিধ প্রসঙ্গে' যে দীর্ঘ আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা গেল—

"তিনি বিদ্বান, বাগ্মী, কাব্য উপন্যাস জীবনচরিত সন্দর্ভাদির সুলেখক, সুকবি, অতি সামাজিক ও হাস্যরসিক লোক ছিলেন। তাঁহার উপাসনা ও প্রার্থনায় কঠিন প্রাণও বিগলিত এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হইত। তিনি যৌবনকালে আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের সহযোগে দেশের রাজনৈতিক দুর্দশা দূর করিবার জন্য, 'ভারত সভা' স্থাপন করেন এবং তজ্জন্য পরিশ্রমও করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টায় তিনি

একজন প্রধান কর্মী ছিলেন। * * * ছেলেমেয়েদের কাগজ 'মুকুল'এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন তিনি; বালক বালিকাদের জন্য লিখিত তাঁহার অনেক রচনা 'সখা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি ও চরিত্রগঠন জন্য তিনি কখনও স্বয়ং একাকী, কখনও বন্ধুদের সহযোগে 'সিটি স্কুল,' 'ব্রাহ্ম-বালিকা শিক্ষালয়,' 'রামমোহন সেমিনারি' প্রভৃতি স্থাপন করেন। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, প্রধান কর্মী, প্রধান আচার্য ও প্রধান প্রচারক তিনি ছিলেন। ইহার বাংলা ও ইংরাজী মুখপত্র দুটি তিনি স্থাপন ও বহুবৎসর সম্পাদনা করেন। তৎপূর্বে 'সমদর্শী' ও 'সমালোচক' স্থাপন করিয়া তাহা পরিচালনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মমিশন প্রেস স্থাপন করিয়া তিনি উহা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজকে দান করেন। ধর্ম-সমাজের কাজে নিয়মতন্ত্র প্রণালী পূর্ণ মাত্রায় প্রবর্তন, আধুনিক ভারতে নূতন জিনিস। শাস্ত্রীমহাশয় ও তাঁহার কতিপয় বন্ধুর ইহা একটি কীর্তি। এই প্রণালী প্রবর্তন করিতে হইলে, বিশ্বনিয়ন্তার মঙ্গলনিয়মে যেমন বিশ্বাস চাই, মানবপ্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাও তেমনি আবশ্যক; সাহসেরও একান্ত প্রয়োজন। শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সমুদয়ই ছিল। তাঁহার গৃহে অনেক অনাথ ও বিধবা আশ্রয় পাইয়া মানুষ হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যের জন্য তাঁহার গৃহদ্বার উন্মুক্ত ছিল। * * * এই ভগবদ্ভক্ত, সত্যনিষ্ঠ, দ্বেষ-অসূয়া-শূন্য, পরচর্চা—পরনিন্দা-বিমুখ, মানব-প্রেমিক, দেশ-ভক্ত, অক্লান্তকর্মী, নির্লোভ, ত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, সাধুপুরুষের কীর্তি অনেক। মনুষ্যত্বে তিনি তাঁহার সমুদয় কীর্তিরও বহু উর্ধ্বে। তথাপি তিনি নিজেকে অতি অধম মনে করিতেন, তাহার কারণ এই যে, তাঁহার মনুষ্যত্বের আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে, তিনি তাহার তুলনায় আপনাকে হীন মনে করিতেন।"

[৬]

১৩২৬ সনে শাস্ত্রীমহাশয়ের পরলোকগমনের পর অগ্রহায়ণ মাসের 'প্রবাসী'তে, রবীন্দ্রনাথ শিবনাথসম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এইরূপ:

***"তিনি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে যে সংস্কারের মধ্যে জন্মিয়াছিলেন, তাহার বাধা অত্যন্ত কঠিন। কেননা সে শুধু অভ্যাসের বাধা নহে, শুধু জন্মগত

বিশ্বাসের বেষ্টন নহে। মানুষের সব চেয়ে প্রবল অভিমান যে ক্ষমতাভিমান, সেই অভিমান তাহার সঙ্গে জড়িত। এই অভিমান লইয়া পৃথিবীতে কত ঈর্ষা-দ্বেষ, কত যুদ্ধ-বিগ্রহ। ব্রাহ্মণের সেই প্রভূত সামাজিক ক্ষমতা, সেই অভ্রভেদী বর্ণাভিমানের প্রাচীরে বেষ্টিত থাকিয়াও তাঁহার আত্মা আপনার স্বভাবের প্রেরণাতেই সমস্ত নিষেধ ও প্রলোভন বিদীর্ণ করিয়া মুক্তির অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। 'তমসো মা জ্যোতির্গময়' —এই প্রার্থনাটি তিনি শাস্ত্র হইতে পান নাই, বুদ্ধি বিচার হইতে পান নাই; ইহা তাঁহার জীবনী-শক্তিরই কেন্দ্রে নিহিত ছিল; এই জন্য তাঁহার সমস্ত জীবনের বিকাশই এই প্রার্থনার ব্যাখ্যা। * * * শিবনাথের প্রকৃতির একটি লক্ষণ বিশেষ করিয়া চোখে পড়ে, সেটি তাঁহার প্রবল মানব-বাৎসল্য। অথচ এই তাঁর মানব-বাৎসল্য প্রবল থাকা সত্বেও সত্যের অনুরোধে তাঁহাকেই পদে পদে মানুষকে আঘাত করিতে হইয়াছে। আত্মীয়-পরিজন ও সমাজকে ত আঘাত করিয়াইছেন, তাহার পরে ব্রাহ্মসমাজে যাঁহাদের চরিত্রে তিনি আকৃষ্ট হইয়াছেন, যাঁহাদের প্রতি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও প্রীতি তাঁহার বিশেষ প্রবল ছিল, তাঁহাদের বিরুদ্ধেও বরাবর তাঁহাকে কঠোর সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। মানুষের প্রতি তাঁহার ভালবাসা, সত্যের প্রতি তাঁহার নিষ্ঠাকে কিছুমাত্র দুর্বল করিতে পারে নাই। যে ভূমিতে তিনি জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা মানব-প্রেমের রসে কোমল ও শ্যামল; আর যে আকাশে তিনি তাহাকে বিস্তীর্ণ করিয়াছিলেন, তাহা সত্যের জ্যোতিতে দীপ্যমান ও কল্যাণের শক্তি-প্রবাহে সমীরীত।"

কেবল 'ভারত সভা' সংগঠনের মধ্যেই তাঁহার দেশপ্রেম সীমাবদ্ধ ছিল না। স্বদেশী আন্দোলনের বহুপূর্বে বিবিধ কবিতা, প্রবন্ধ এবং বক্তৃতাদির দ্বারা তিনি দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার নির্ভীক স্বদেশ-প্রেমের কথা বর্তমান কালে অনেকেই বোধ হয় জানেন না। লর্ড কার্জনের শাসনকালে 'বঙ্গভঙ্গ' আদেশের বিরুদ্ধে এতদ্দেশে স্বদেশী আন্দোলনের যে প্রবল বন্যা প্রবাহিত হয়, বিদেশী শাসক তাহাতে শঙ্কান্বিত হইয়া কঠোর হস্তে উহার দমনে প্রয়াসী হ'ন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রভৃতি নয়জন বিশিষ্ট নেতা কারারুদ্ধ হইলে কলিকাতায় যে বিরাট প্রতিবাদ-সভা হয়, তৎকালীন নেতাদের মধ্যে অনেকেই তাহার সভাপতিপদ গ্রহণে অসম্মত হওয়ায় পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীই তাহাতে সভাপতিত্ব করেন। আলিপুর বোমার মামলার অন্যতম আসামী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর (ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র) যখন ফাঁসির আদেশ হয়, তখন উক্ত আসামীর শেষ ইচ্ছা জানিয়া শাস্ত্রীমহাশয় কারাগারে গিয়া তাঁহাকে লইয়া উপাসনা করেন।

বিলাতগমনের সংকল্প বহুদিন হইতে তাঁহার প্রাণে জাগিতেছিল, এবং তাহারও মূলে তাঁহার দেশপ্রেম এবং সমাজসেবার আকাঙ্ক্ষাই প্রবল ছিল। ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তাঁহার ডায়েরিতে লিখিয়াছিলেন—"ভারতের নবজীবন লাভের জন্য পাশ্চাত্ত্য উদ্যোগশীলতা, কার্যতৎপরতা ও স্বাধীনতা-প্রিয়তা এদেশে লোকের মনে স্থানপ্রাপ্ত হওয়া উচিত। ব্রাহ্মসমাজ এদেশকে সেই শিক্ষা দিবেন, অথচ এদেশীয় ভাবপ্রবণতা, সরসতা ও ধ্যানপরায়ণতা রক্ষা করিবেন।" ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে বিলাত গমনকালে ষ্টীমারে বসিয়া ডায়েরিতে লিখিয়াছেন—"ইংলণ্ডে আমি ভাষাতাত্ত্বিক বা পণ্ডিত বা দার্শনিক হইতে যাইতেছি না, কিন্তু ব্রাহ্ম মিশনারীর ও মিশনের কার্য সমুচিতরূপে করিতে আরও সমর্থ হইব বলিয়া যাইতেছি।" এ সম্বন্ধে পাঠকপাঠিকাগণ তাঁহার ডায়েরি হইতেই সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

যাঁহারা শিবনাথের 'আত্মচরিত" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্যই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন যে, তাঁহার হৃদয়ে কোনো আদর্শই ক্ষুদ্র ছিল না। তাঁহার বক্তৃতা এবং উপদেশাদির মধ্যে তিনি বহুবার মনুষ্যত্বের যে আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাহা এই: "জ্ঞানে গভীরতা, প্রেমে বিশালতা, চরিত্রে সংযম, কর্তব্যে দৃঢ়তা, মানবে প্রেম এবং ভগবানে ভক্তি"। এই আদর্শ স্বীয় জীবনে রূপায়িত করিতে জীবনের উষাকাল হইতে তিনি ক্রমাগত সংগ্রাম করিয়াছেন এবং অনেকাংশে সফলতাও লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আদর্শ এত উচ্চ ছিল যে, সে-সফলতায় তিনি সন্তোষ লাভ করিতে পারেন নাই।

এই কারণে ডায়েরির মধ্যে অনেকস্থলে পাঠকপাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন, তিনি কত আক্ষেপ ও আত্মগ্লানি প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার শ্রদ্ধেয়া ননন্দা স্বর্গীয়া হেমলতা সরকার তাঁহার পিতৃদেবের জীবন-চরিতের মধ্যে কয়েক স্থানে এই ডায়েরির কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন—'শিবনাথের ডায়েরি অপূর্ব জিনিষ; আশা আছে, তার কিছু কিছু সাধারণকে দেখাইতে পারিব'। কিন্তু এই আশা তিনি কার্যে পরিণত করিয়া যাইতে পারেন নাই। শ্বশুরদেবের সন্তানতুল্য, তাঁহার পরবর্তী ব্রাহ্ম সমাজের বিশিষ্ট প্রচারক, পরলোকগত সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী-মহাশয়ও ডায়েরি-গুলি প্রকাশের উদ্দেশ্যে কিছু কিছু দেখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কিছু করিয়া যাইতে পারেন নাই। আমিও জীবনসন্ধ্যায় উপনীত হইয়াছি—আমার বয়স এখন ৭৭ বৎসর চলিতেছে। বিধাতার কৃপা ও গুরুজনদিগের আশীর্বাদ স্মরণ করিয়া এই অপ্রকাশিত মূল্যবান ডায়েরি প্রকাশে ব্রতী হইয়াছিলাম। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিয়া, দেশপ্রেম মানব-হিতৈষণা ও সমাজ-সেবায় উৎসর্গীকৃত ধর্মপ্রাণ শিবনাথের মহান আদর্শটি পাঠকপাঠিকাগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারিলাম, ইহাতেই আমি আনন্দিত ও নিজেকে কৃত-কৃতার্থ জ্ঞান করিতেছি।

শিবনাথের সহকর্মী সোদরপ্রতিম বন্ধু তেজস্বী সত্যনিষ্ঠ অবলা-বান্ধব দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র, সুপরিচিত রাজনৈতিক কর্মী ও সাংবাদিক শ্রীমান প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায় এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

শিবনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর জামাতা, শ্রীমান অমল হোম এই ডায়েরি সম্পাদনায় কত সময় নানা তথ্য ও মূল্যবান পরামর্শ দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। এ কাজ তো তাঁদেরই। তাঁহাকে আর কি ধন্যবাদ দিব?

আমার সোদরপ্রতিম স্নেহাস্পদ শ্রীমান নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যিনি যৌবনের ঊষাকালে, ছাত্রাবস্থায়, স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া, ভক্তিভাজন শিবনাথের সেবার জন্য তাঁহার পরিবারে আসিয়া দীর্ঘকাল নানাভাবে তাঁহার সেবা করিবার সৌভাগ্য পাইয়া নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছেন; এবং তদবধি, এই দীর্ঘ ৪৪

বৎসর কাল, যিনি এই পরিবারের সঙ্গে সুখে-দুঃখে জড়িত থাকিয়া পরমাত্মীয়-রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছেন; "ইংলণ্ডের ডায়েরি" প্রকাশে তাঁহার স্বেচ্ছাপ্রণোদিত অপরিসীম সাহায্যের কথা বলিবার ভাষা আমার নাই। তাঁহার সাহায্য না পাইলে ইহা এমন যথাযথভাবে প্রকাশ করা আমার সাধ্যাতীত ছিল। পাদটীকাগুলি সংগ্রহ ও প্রকাশ তাঁহারই বহু শ্রমের ফল এবং এই পুস্তকের মুদ্রণ ব্যাপারেও তিনি বিশেষরূপে সহায়তা করিয়াছেন। তিনি যে শিবনাথ ও তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী বিরাজমোহিনী দেবীর নিকট পুত্রতুল্য ছিলেন, এই সাহায্যের ভিতর দিয়া সেইসব দিনের পুণ্যস্মৃতি উজ্জ্বল হইয়া প্রাণকে কি এক অপূর্ব ভাবে স্নিগ্ধ সরস করিয়া দিতেছে।

৩৩।৩, ল্যান্সডাউন রোড,
কলিকাতা-২০

শ্রীঅবন্তী দেবী
১০-৯-৫

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠাংক
নিবেদন	।১।
সূচীপত্র	।১৫।
ভূমিকা	।১৭।
ভ্রম সংশোধন	।২২।
বিলাত যাত্রা	১
মাদ্রাজ	৭
সিংহল	৯
ভারত মহাসাগর	১৩
এডেন	১৬
লোহিত সাগর	১৯
ইংলণ্ডের কার্যতালিকা	২৩
সুয়েজ	২৮
ভূমধ্য সাগর	৩৩
মার্সেলিস	৪২
বিস্কে উপসাগর	৪৮
ইংলণ্ডে আগমন	৪৯
ব্রিস্টল	৫০
লণ্ডন	৫২
নূতন বাসা	৫৩
ইউনিটেরিয়ানগণের অভ্যর্থনা	৫৬
প্রবাসের কর্মপদ্ধতি	৬১
কোয়েকার সম্প্রদায়	৬৫
রেভারেণ্ড ভয়সী	৬৯
আত্মপরীক্ষা	৭১
জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান	৭৭
ডাঃ বার্নার্ডো'জ হোম	৭৯
কাতর প্রার্থনা	৮১
ব্রিটিশ মিউজিয়ম	৮৫
ডিভাইজেস	৯৭
স্যালভেশন আর্মির উৎসব	১০৭
কেম্ব্রিজ	১১০
রেভাঃ স্টপফোর্ড ব্রুক	১১৪
ট্র্যাফাল্গার স্কোয়ার	১১৮
বোর্ড স্কুল	১২১
ডব্লিউ টি স্টেড	১২৬
ইটালিয়ান এগ জিবিশন	১২৯
আন্তরিক প্রার্থনা	১৩৭
পাণ্ডুলিপির কিয়দংশ	১৩৮
অধিক রাত্রের লণ্ডন	১৪১
'জেনারল' বুথ	১৪২
ম্যাট্লক ব্রিজ	১৪৫
'ক্রনলজিক্যাল রেস'	১৫৫
রামমোহন স্মৃতিতর্পণ	১৫৭
জর্জ ম্যুলারের অরফ্যানেজ	১৬১
প্রফেসর এফ নিউম্যান	১৬২
'স্ট্রীট'-এর ইম্পে-পরিবার	১৬৪

বিষয়	পৃষ্ঠাংক
আমার জীবনের লক্ষ্য	১৭১
"প্রভুর ভোজ"	১৭৫
রামমোহন রায়ের 'কাস্ট'	১৭৭
কোয়েকারদিগের য়্যাডাল্ট স্কুল	১৭৯
ডি. এফ. স্ট্রাউস	১৮১
'মিরাৎ-উল-আখ্‌বর'	১৮৫
ফাউণ্ডলিঙ য়্যাসাইলাম	১৮৮
রামকুমার বিদ্যারত্ন	১৯০
অন্নপূর্ণা দেবী	১৯১
আত্মোৎসর্গ	১৯৩
ইংলণ্ড ত্যাগ	১৯৬
ইংরাজের সদ্‌গুণাবলী	১৯৭
পারিবারিক ধর্মশিক্ষা	১৯৯
যীশু-কাহিনীর বর্জনীয় কি কি	২০১
যীশু-চরিত্রের সৌন্দর্য	২০২
ধর্মজীবনে নিষ্ঠা ও নিয়মশৃঙ্খলা	২০৩
জনসেবাই ঈশ্বরের সেবা	২০৪
নূতন কার্যপ্রণালী গ্রহণ	২০৬
ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্য	২০৯
কং ফুচ	২১১
ভারতের সাধুভক্তি	২১৩
আসাম কুলী আইন	২১৫
যীশুর উপদেশ	২১৬
মহাজনগণ সম্বন্ধে ব্রাহ্ম মনোভাব	২১৯

বর্ণানুক্রমিক বিশদ নামসূচী ... ২২১

ভূমিকা

অধীনতার অভিশাপে সন্তপ্ত, মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট, ভারত-বাসীর জীবনে নূতন পথে চলার প্রবৃত্তি জাগাইবার সাধনায় রাজা রামমোহন রায় নব ভারতের "জনক" রূপে স্বীকৃত হইয়াছেন। তিনি প্রধানতঃ ধর্মপ্রবর্তক হইলেও তাঁহার সাধন-ধারা এদেশের চিরাচরিত সাধনধারা হইতে স্বতন্ত্র ছিল। সেই স্বাতন্ত্র্যের স্বরূপটি না বুঝিলে যেমন তাঁহাকে ঠিক জানা হয় না, তেমনই তিনি যে-হোমাগ্নি ভারতের কল্যাণের জন্য জ্বালিয়া গিয়াছিলেন, সেই অনির্বাণ শিখা হইতে আপন প্রাণের প্রদীপটিকে জ্বালাইয়া উনবিংশ-শতকে মনীষার দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল যে সমস্ত স্মরণীয় ও বরণীয় নেতারা ভারতবাসীকে এবং বিশেষভাবে বাঙ্গালীজাতিকে গৌরব-মণ্ডিত করিয়াছেন, তাঁহাদেরও স্বরূপটি অচেনা থাকিয়া যাইবে।

এই ডায়েরীর লেখক আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী সেই রামমোহনের ভাবধারার অন্যতম ধারক ও বাহক। সেজন্য তাঁহাকে এবং তাঁহার অন্তরের গোপনতম বাসনা—যাহা অতি মর্মস্পর্শী ভাষায় এই ডায়েরীতে প্রকাশ পাইয়াছে—বুঝিতে হইলে রামমোহনের সেই সাধনধারাটি সম্যক উপলব্ধি করা প্রয়োজন।

মনুষ্যসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন, মানুষের সুখ-দুঃখকে উপেক্ষা করিয়া নিজের ব্যক্তিগত মুক্তি-সাধনা ও ঈশ্বর সান্নিধ্য লাভ প্রচেষ্টাই ছিল ভারতের প্রাচীন ধারার বিশেষত্ব; রামমোহনের ধর্মসাধনার স্বাতন্ত্র্য এই যে, এই সাধনধারায় ঈশ্বরের প্রতি প্রীতির মূল্যায়ন তাঁহার প্রিয় কার্য সাধনের উপর নির্ভরশীল। এই সাধনা মানব-প্রেমরসে কোমল ও শ্যামল, এবং তাহা সত্যের জ্যোতিতে অন্তরে উদ্ভাসিত হইয়া জন-কল্যাণের শক্তিপ্রবাহে বহমান। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের সেবক হইবার সর্বোত্তম উপায় হইল মানবের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করা। তাই বেদান্তবাদী হইয়াও রামমোহন ভারতকল্যাণের তথা বিশ্বকল্যাণের বহুধা কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ধর্ম-ও কর্মবীর হইতে পারিয়াছিলেন।

তাঁহার মানস শিষ্যগণও যে ভারতে নিত্য-নব কল্যাণ-কর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতে এক নূতন চেতনার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহার মূলেও এই ধর্মসাধনার প্রেরণা রহিয়াছে বলিয়াই সম্ভব হইয়াছিল। শিবনাথ ছিলেন এই ধর্মধারার একজন একনিষ্ঠ সাধক; তাই সহজেই আত্মপ্রতিষ্ঠা ও যশের আকাঙ্ক্ষাকে জয় করিয়া মানুষের সেবায় নিজেকে অকাতরে তিনি বিলাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন।

শিবনাথ অসাধারণ প্রতিভা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জীবনের যে-যে-ক্ষেত্রে তাঁহাকে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, সেই সকল ক্ষেত্রেই তিনি স্বল্পায়াসেই যে-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা এতই প্রবল যে, তাহার একটি-মাত্র ক্ষেত্রে যদি তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখিতেন, তাহা হইলে সে-ক্ষেত্রের শিখরে তাঁহার প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইত। কিন্তু ধর্মসাধনার প্রবল আকূতি তাঁহাকে "ব্রাহ্মসমাজের দাস" হইতে যে-প্রেরণা দিয়াছিল, তাহার ফলে তাঁহার শক্তি প্রধানত রামমোহনের সর্বাঙ্গীণ সাধনপথে প্রবাহিত হওয়াতে জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তি পূর্ণতম বিকাশের সুযোগ পায় নাই। যৌবনে তিনি সাহিত্য-সাধনায় কিছুটা রত হইয়াছিলেন, এবং সাহিত্যক্ষেত্রে এই ক্ষণিক বিচরণেই কাব্য উপন্যাস ও সন্দর্ভ লেখকরূপে যে-প্রতিষ্ঠা তিনি লাভ করিয়াছিলেন তাহা বড় অল্প নহে। জীবনচরিত লেখক হিসাবে উনবিংশ-শতকের বাঙ্গলার মনীষীদের যে বৃত্তান্ত তাঁহার "রামতনু লাহিড়ীও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক পুস্তকে দিয়াছেন, সুললিত বাঙ্গলায় এমন তথ্য-বহুল ও বিশ্লেষণাত্মক গ্রন্থ বাঙ্গলা দেশে আর নাই। এই গ্রন্থখানি আজিও উনবিংশ শতকের বাঙ্গলার ঐতিহ্যের প্রামাণ্য পুস্তকরূপে আদৃত আছে। তাঁহার "আত্ম-চরিত"ও বাঙ্গলা ভাষার এক অপূর্ব সম্পদ। তাঁহার এই সাহিত্যপ্রতিভা লক্ষ্য করিয়াই রবীন্দ্রনাথ এক সময় তাঁহাকে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "বঙ্গসাহিত্যকে বঞ্চিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজকেই আপনার সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিলে চলিবেনা, কারণ সাহিত্যে আপনার ঈশ্বরদত্ত অধিকার আছে।"

শিবনাথ কিছুদিন শিক্ষকতাকে বৃত্তিহিসাবে ও ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি শিক্ষাবিভাগেই থাকিতেন, তাহা হইলে পণ্ডিতবর মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের পরে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হইতে পারিতেন। অসাধারণ বাগ্মিতার অধিকারী এই ব্যক্তিটির ধর্ম ছিল, সকল প্রকার অধীনতা হইতে মুক্ত হইবার সাধনা; এবং সে-হিসাবে সর্বাঙ্গীণ মুক্তি-সাধনার অঙ্গস্বরূপ রাজনৈতিক মুক্তির জন্যও এই তেজস্বী পুরুষের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কম ছিল না। ভারত সভা বা ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠায়, আসামের চা-বাগানের কুলিদের অমানুষিক অবস্থার প্রতিকার-আন্দোলনের ও মাদকতা নিবারণের জন্য খোলাভাঁটি বন্ধ করিবার আন্দোলনের অন্যতম নেতারূপে, শ্রমিকদিগের জাগৃতিপ্রচেষ্টার অন্যতম উদ্‌গাতা রূপে তাঁহার অপরিমেয় শক্তির একাংশ ব্যয় করিয়াই তিনি যে-কীর্তির অধিকারী হইয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায় যে, রাজনীতিক্ষেত্রে একনিষ্ঠ কর্মী হইলে তিনি এদেশের রাজনৈতিক মহলেও সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিতেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের ডাক তো তাঁহার নিকট কোনও বিশেষ সম্প্রদায়ের ডাক ছিল না; তিনি এই ডাককে মানব-কল্যাণে নিয়োজিত হইবার ডাকরূপেই অনুভব করিয়াছিলেন, এবং সেজন্যই আপনার প্রতিষ্ঠা ও বৈভবের বিষয় বিস্মৃত হইয়াই ধর্মসাধনায় ব্রতী হইয়াছিলেন। স্বেচ্ছায় তিনি দারিদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া লোকহিতব্রতে তাঁহার সবটাই পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট "মানবজীবন মানবপ্রকৃতি মানবদেহ ও মানবসমাজ ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র"; মানবসেবাই ঈশ্বরের সেবা, এই সাধনাই ব্রাহ্মসমাজের সাধনা; সত্য ও সাধুতায় বিশ্বাস, সদনুষ্ঠানে রুচি ও দীনজনে দয়াই এই ধর্মসাধনের নিরিখ।

নিত্য নূতন জ্ঞান অর্জন ও উন্নততর কার্যপ্রণালীর পরিচয় লাভ করিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই আকাঙ্ক্ষাই তাঁহার মনে ইংলণ্ড গমনের ইচ্ছা জাগায়। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তাঁহার যে কর্মতালিকা অবলম্বনের অভীপ্সা তাঁহার বিলাতগমনের মুখ্য কারণ হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই এই ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; তাহার পরিচয় পাঠক এই

পুস্তকের ২৩-২৫ পৃষ্ঠায় পাইবেন। পাঠ ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা নিজের মানসিক উন্নতিবিধান যেমন তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তেমনই দারিদ্র্য সুরাসক্তি ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইংলণ্ডের জন-হিতব্রতী কর্মিগণ যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া শিক্ষালাভও তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। ইংলণ্ডের শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার ফলাফল পর্যবেক্ষণ প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের হিতসাধনের কথা স্মরণে রাখিয়া—ইংলণ্ডে অবস্থানকালে—বিদেশে ভারতীয় কুলি চালান দেওয়া, আসামের কুলির প্রতি যে অকথ্য অত্যাচার অবাধে চলমান ছিল, তাহার ও মদ্যব্যবসায়ের সম্প্রসারণ প্রভৃতি অকল্যাণকর কার্যের বিরুদ্ধে ইংলণ্ডের জনমতকে প্রভাবিত করিবার প্রয়াস পাওয়াও তাঁহার লক্ষ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার পর্যবেক্ষণের পরিচয়, তাঁহার ইংলণ্ড প্রবাসের শিক্ষা, ইংলণ্ডের মনীষী ও লোকহিতব্রতীদের রেখাচিত্র, তাঁহার এই ডায়েরিতে তিনি নিপুণ তুলিকায় আঁকিয়া গিয়াছেন। এই সুখপাঠ্য সরল আলেখ্য যেমন চিত্তবিনোদনের সহায়, তেমনই জ্ঞানের প্রসারক। বহু ব্যক্তি ও বিষয়ের অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভের পক্ষে ইহা এক অপূর্ব মণিমঞ্জুষা। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে যে তিনি দাদাভাই নৌরোজীর সহযোগিতায় প্রফেসর ষ্টুআর্ট এবং স্মিথ, কেইন, ম্যাকলারেন, প্রভৃতি পার্লামেণ্টের সভ্যদিগকে আসামের কুলিদের প্রকৃত অবস্থা গোচর করাইয়া তাঁহাদের দিয়া পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করাইয়াছিলেন এ তথ্য এই ডায়েরি প্রকাশের পূর্বে অজ্ঞাত ছিল। অবশ্য তাহার পূর্বে তিনি, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দুর্গামোহন দাস, প্রভৃতি মিলিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুদ্রণালয় হইতে পার্লামেণ্ট-সভার সদস্যদের অবগতির জন্য কুলিসম্পর্কে এক মহা বিচার-বিভ্রাটের প্রমাণ-সম্বলিত বিবরণ বিতরণার্থ ইংলণ্ডে ব্রাহ্মসমাজের হিতৈষী বন্ধুদের মাধ্যমে প্রেরণ করিয়াছিলেন। চা-কুলিদের সম্পর্কে দ্বারকানাথ ও রামকুমার বিদ্যারত্নের যে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল, তাহার সদ্ব্যবহার দ্বারা এবং ইংলণ্ডে অবস্থান কালে "আসাম কুলী য়্যাক্‌ট"-এর বিশদ আলোচনা করিয়া শিবনাথ অতি সহজেই উদারপন্থী "পেল মেল গেজেট"-এর সুবিখ্যাত সম্পাদক উইলিয়ম স্টেডকে প্রভাবিত করিয়া

তাঁহার দ্বারা 'A Plea for Slavery in India' শীর্ষক কতকগুলি প্রবন্ধ লিখাইবার ব্যবস্থাও করিয়াছিলেন (ডায়েরির ১৩৫ ও ১৪১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এ সম্পর্কে ইহাও স্মরণীয় যে সেবাব্রত শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এদেশে সর্বপ্রথমে শ্রমিক কল্যাণার্থ "ভারত শ্রমজীবী" নামক পত্রিকা বাহির করেন, তখন শিবনাথ প্রাণস্পর্শী ভাষায় শ্রমিকগণকে উদ্বোধিত করিয়া একটি কবিতা প্রকাশ করেন। শ্রমিকদরদী মনের পরিচয় সেই সময় হইতেই তাঁহার অন্তরে উৎসারিত হইয়া ইংলণ্ড-প্রবাস-কালে মুঞ্জরিত হয়।

একান্তভাবে নিজের জন্য লিখিত বলিয়া এই পুস্তকে আন্তরিকতার অনবদ্য সুন্দর রূপটি প্রকাশ পাইয়াছে; তাহা লেখাটিকে মধুরতায় মণ্ডিত করিয়াছে এবং পুস্তকের সেইটিই শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ।

এই ডায়েরির ফুটনোটে যে পরিচয়-লিপি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে পাঠকের পক্ষে বুঝিবার সুবিধা হইবে। এই পুস্তকটির অনেক বিষয়ে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়া তাহা করিবার বাসনা হইয়াছিল; কিন্তু পাঠকগণের চিন্তাশীলতা ও অনুসন্ধিৎসার দ্বার রুদ্ধ না করিয়া তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধি ও চয়নশক্তির উপর ছাড়িয়া দিয়া রসগ্রহণের পথ অনবরুদ্ধ রাখাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া ভূমিকা লেখার কাজ এইখানেই শেষ করিলাম।

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

ভ্রম-সংশোধন

পৃষ্ঠা		লাইন					
১১	পৃষ্ঠায়	১৯শ	লাইনে	'গ্যাট্ ফ্রী'	স্থলে	'গল ফ্রী'	হইবে
২৪	”	১৫শ	”	আকজ্ঞা	”	আকাঙ্ক্ষা	”
৩২	”	১৯শ	”	৩-৫-৮৮	”	৬-৫-৮৮	”
৩৪	”	২৪শ	”	১৮২২-২৮	”	১৮২২-৮৮	”
৪০	”	২২শ	”	(১)	”	(২)	”
৪৫	”	২২শ	”	প্রত্যাদিষ্ঠ	”	প্রত্যাদিষ্ট	”
৪৭	”	৯ম	”	বলিবেন	”	বলিলেন	”
৫৫	”	১৩শ	”	স্যর ক্রিস্টফার	”	স্যার ক্রিস্টফার	”
”	”	২১শ	”	'ডিউক অব ওয়েলিংটন'	”	'ডিউক' (অব ওয়েলিংটন)	
৬২	”	১৪শ	”	(১)	”	(২)	”
৯২	”	২য়	”	এক্সিষ্টার	”	এগ্‌জিটার	”
৯৪	”	৮ম	”	ক্রিষ্ট্যাল	”	ক্রিস্ট্যাল	”
১০৫	”	১৮শ	”	১৮০৩	”	১৮৭৩	”
”	”	২১শ	”	ক্যণ্টারবেরি	”	ক্যাণ্টারবেরি	”
১১০	”	২৩শ	”	ডিসেষ্ট	”	ডিসেণ্ট	”
১৩৪	”	১৬শ	”	বয়স	”	বয়স	”
১৫০	”	১৯শ	”	দলের সহায়তায়	”	দল কর্তৃক	”
১৬৯	”	২৪শ	”	জয়কালি	”	জয়কালী	”
২০১	”	৯ম	”	৬০ পৃষ্ঠায়	”	৬৩ পৃষ্ঠায়	”
২০৮	”	৩য়	”	বোধ হয়	”	সম্ভবত	”

পৃষ্ঠা		লাইন					
৪২	পৃষ্ঠায়	২২শ	লাইনে	'বিশিষ্ট'	কথাটির পরে	'ইউনিটেরিয়ান'	যোগ হইবে
৪৩	”	১৯শ	”	'ফ্রান্সের'	”	'তৎকালীন'	”
৬১	”	২১শ	”	'ভারত-হিতৈষিনী'	”	'ইউনিটেরিয়ান'	”
৬৭	”	২১শ	”	'ইঁহার প্রণীত'	”	'পুস্তকাবলীর মধ্যে'	”

আচার্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী

ইংলণ্ডের ডায়েরি

বিলাত যাত্রা—রবিবার, ১৫ই এপ্রিল, ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ।

অদ্য ইংলণ্ড যাত্রা করিবার দিন। অতি প্রত্যূষ হইতেই বাড়িতে গোলমাল লাগিয়াছে। আমারও ভাল নিদ্রা হয় নাই। দুর্ভাবনায় ও দুঃখে হেমের মারও (১) নিদ্রা হয় নাই। রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে একটি দুইটি করিয়া পাড়ার লোক বাড়িতে জমিতে আরম্ভ হইল। আমার কাজের জিদ্ কিন্তু মরে নাই। সর্বাগ্রে সকলে একত্র হইয়া পারিবারিক উপাসনা হইল; তৎপরে অবশিষ্ট যে দুই একখানা পত্র লিখিতে বাকি ছিল তাহা লিখিলাম। ঠাকুরদাসী (২) বেচারি এত কষ্ট করিয়া দেশ হইতে আমাকে দেখিবার জন্য আসিল; তাহার সঙ্গে যে নির্জনে দুইটা কথা কহিব, তাহার সময় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। চিঠি লিখিতেছি, আর দুই একটা কথা বলিতেছি। তাহার মুখখানি কাঁদ কাঁদ হইতেছে। নড়িতেছি, চড়িতেছি, আর হেমের মা এক একবার নিকটে আসিয়া অধীর হইয়া কাঁদিতেছেন। তাঁহার মুখে এমন কাতরতার চিহ্ন অতি অল্পই দেখিয়াছি। বিরাজ (৩) বেচারির সঙ্গে ত আমার মেশামিশি কম, তিনি অত করে নিকটে আসিতে পারিতেছেন না; কিন্তু এই ব্যস্ততার মধ্যে তাঁহারও মুখ নিতান্ত বিষণ্ণ ও মলিন দেখিতেছি। ক্রমে যাত্রা করিবার বেলা ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। ভয়ানক ত্বরা পড়িয়া গেল; কি করিতেছি, কি বলিতেছি, কি দেখিতেছি, কি শুনিতেছি, যেন বুঝিতেও পারিতেছি না। বাড়ি লোকে লোকারণ্য! আহা, আমার প্রতি ব্রাহ্ম বন্ধুদিগের কি সদ্ভাব! আমি আত্মীয় স্বজন কর্তৃক তাড়িত হইয়া, কত আত্মীয় পাইয়াছি।

---

(১) শিবনাথের প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী।

(২) শিবনাথের প্রথমা কন্যা।

(৩) শিবনাথের দ্বিতীয়া পত্নী বিরাজমোহিনী দেবী।

ইহারাই ত প্রকৃত আত্মীয়। আধ্যাত্মিক রক্তের পরিবার। জগদীশ্বর দেখাইতেছেন, তাঁহার সেবার জন্য যে রতিপ্রমাণ আপনাকে ব্যয় করে, তিনি ভরি-ভরি, তোলা তোলা পরিমাণে লোকের প্রেম দিয়া তাহাকে কৃতার্থ করেন। এই দুঃখ যে, আমি এই সম্ভাবের অনুরূপ আপনার দেহ মন-প্রাণ তাঁহার চরণে আজিও অর্পণ করিতে পারি নাই। আর কবেই বা করিব! বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর হইল, জরার লক্ষণ সকল এখনই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহার কাজে যাহাতে আরও প্রাণ দিতে পারি, সেই জন্যই ইংলণ্ডে যাইতেছি। দেখি এবার কি হয়।

ঘোর ত্বরার মধ্যে এর সঙ্গে দুই একটি কথা, ওর প্রতি দুই একটি প্রশ্ন, ইহাকে একটি নমস্কার, উহাকে একটু সাদর সম্ভাষণ—এইরূপ করিতে করিতে গাড়িতে গিয়া উঠিলাম। পূর্বদিন রাত্রি হইতে হেম (১) এই বলিয়া দুঃখ করিতেছে যে, বাহিরের লোকেরা সর্বদা আমাকে ঘিরিয়া থাকিতেছে, বাড়ির লোকে দুইটা কথা বলিবার সময় পাইতেছে না; বলিতেছে—আমরা বাহিরের লোক হইলে ভাল হইত, বাবার সঙ্গে দুইটা কথা কহিতে পারিতাম। আমি বলিতেছি—"That is the penalty we pay for being public men." আর এইরূপই ত হইবে। আমি ত আর নিরবচ্ছিন্ন আমার পরিবার পরিজনের নহি। আমার প্রতি পরিবার পরিজনের যেরূপ অধিকার, ব্রাহ্মসমাজের লোকেরও সেইরূপ অধিকার আছে। অতএব হেমের দুঃখ করাই অন্যায়।

যাহা হউক, যথাসময়ে গাড়ি গঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিল। আমার গাড়িতে হেম, রাজু (২), সরলা (৩) প্রভৃতি; আর এক গাড়িতে বৌ-

---

(১) শিবনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবী; পরে ডাক্তার বিপিনবিহারী সরকারের সহিত ইহার বিবাহ হয়।

(২) রাজবালা—শাস্ত্রীমহাশয়ের পরিবারে প্রতিপালিতা ও হরিনাভি-নিবাসী, অধুনা পরলোকগত, ডাক্তার শ্রীশচন্দ্র রায়ের সহধর্মিণী।

(৩) শাস্ত্রীমহাশয়ের অপর একটি পালিতা কন্যা।

ঠাকুরানী (১) প্রভৃতি ; আর এক গাড়িতে ভুবনবাবু (২) ও তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতি ; এইরূপ গাড়ির মালা আমার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। স্টীমার ঘাটে ৮নং জেটিতে উপস্থিত হইয়া দেখি, লোকে লোকারণ্য ; বহু সংখ্যক ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা উপস্থিত। স্টীমারের লোক বোধহয় এত বাঙ্গালীকে কখনও স্টীমারঘাটে একত্র হইতে দেখে নাই। হা ভগবান, আমি এই সদ্ভাবের উপযুক্ত কি করিতে পারি! হেমের মুখচুম্বন করিয়া যখন বিদায় লইলাম, তখন সে আকুল হইয়া কাঁদিতে লাগিল। এত লোক, আমি সকলের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিলাম না ; প্রত্যেকের নিকট বিশেষভাবে বিদায় লইতে পারিলাম না। গড়ের উপরে সকলকে নমস্কার করিয়া 'মির্জাপুর' নামক স্টীমারে আসিয়া উঠিলাম।

স্টীমার যতক্ষণ চক্ষের অগোচর না হইল, ততক্ষণ তাঁহারা ঘাটে দাঁড়াইয়া রহিলেন, আমরাও রৌদ্রে ডেকের উপর দাঁড়াইলাম। তৎপরে নামিয়া ক্যাবিনে আসিলাম।

ক্যাবিনে আসিয়া দেখি, বিগত ছয় বৎসরের মধ্যে জাহাজের কি উন্নতিই করিয়াছে! ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে যখন এই পি য়্যাণ্ড ও কোম্পানির জাহাজে মাদ্রাজে যাই, তখন জাহাজের অবস্থা যাহা দেখিয়াছিলাম, এবং এখন যাহা দেখিতেছি—এ উভয়ে অনেক প্রভেদ। ক্যাবিনগুলির অনেক উন্নতি করিয়াছে। প্রত্যেক ক্যাবিনে ইলেক্‌ট্রিক লাইট—তড়িতালোক, তড়িত ঘণ্টা, মুখ হাত ধুইবার জলধারা, আয়না প্রভৃতি সমুদয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী। দ্বিতীয় শ্রেণীর আহারের স্থানটি কি বিস্তৃত ও পরিষ্কার, বায়ুপূর্ণ ও সুন্দর রূপে সুসজ্জিত! সেখানে চারটি টেবিল, এক এক টেবিলে দশজন করিয়া চল্লিশ জনের উপযুক্ত স্থান আছে। প্রত্যেক টেবিলে এক-একজন স্টুআর্ড আর মহিলাগণ যে টেবিলে বসেন, সেখানে একজন স্টুআর্ডেস।

---

(১) পরলোকগত ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের সহধর্মিণী ; প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের মাতা।

(২) জনৈক ব্রাহ্ম, ভুবনমোহন ঘোষ।

জাহাজের কর্মচারিগণ আরোহীদিগের প্রতি অতিশয় সৌজন্যের সহিত ব্যবহার করে; আমাদিগকেও সৌজন্যের সহিত ব্যবহার করিতে হয়। তাহারা ভৃত্য বটে, কিন্তু কিছু আদেশ করিবার সময়— "অনুগ্রহ করিয়া" এটা কর কি ঐ জিনিসটা আনিয়া দেও বলিতে হয়। এইখানেই ইংলণ্ডের মহত্ত্বের ভিত্তি দেখিতেছি। ইহারা সামান্য চাকর,—রাঁধে, পরিবেশন করে, বিছানা ঝাড়িয়া দেয়, জুতা ব্রাশ করে, তথাপি ইহাদের আত্মমর্যাদা-জ্ঞান এরূপ স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল যে, আমরা সমুচিত সৌজন্য ব্যতীত ইহাদের সঙ্গে কথা কহিতে পারি না। তুলনায় আমাদের সঙ্গে কি আশ্চর্য প্রভেদ। বিবিধপ্রকার পরাধীনতার মধ্যে বহুকাল বাস করিয়া আমাদের দেশের লোকের আত্মমর্যাদাজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। এই খানেই আমাদের সকল দুর্গতির মূল। প্রাচী ও প্রতীচী উভয়ের এই এক বিষয়ে মহা প্রভেদ দেখিতেছি। প্রতীচীতে ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাজ্ঞান খুব পরিস্ফুট, প্রাচীতে ইহা বিলীন। এইজন্যই প্রাচীতে রাজকীয় যথেচ্ছাচার বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছে।

কিন্তু এই প্রাচ্য আত্মমর্যাদাজ্ঞান বিলোপের মূল কোথায়? আমার বোধহয়, গোত্রপ্রথা ও জাতিভেদ-প্রথার ন্যায় সামাজিক প্রথাসকল প্রচলিত হওয়াতে প্রাচীতে সমাজাঙ্গীকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে সমাজের অধীন হইয়া পড়িয়াছে। ক্রমে সমাজশক্তি দ্বারা ব্যক্তির শক্তি পরাহত ও চূর্ণীকৃত হইয়াছে। প্রতীচীতে ইহার বিপরীত কারণে, ব্যক্তিগত শক্তি সুরক্ষিত হইয়াছে। ফিউড্যাল সিস্টেম ব্যক্তিগত শক্তির পরিপোষক হইয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছে। এখন ভারতবর্ষকে তুলিতে গেলে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে এই আত্মমর্যাদা জ্ঞান প্রস্ফুটিত করিতে হইবে।

সে যাহা হউক, আমরা জাহাজে পদার্পণ করিতে-না করিতে প্রাতরাশের ঘণ্টা বাজিল। আমি কিন্তু আজ প্রাতরাশে গেলাম না। আমার জন্য নিরামিষের কিরূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে, তাহা জানিবার অগ্রে গিয়া কি হাস্যভাজন হইব?

ক্যাবিনে আসিয়া একটু সুস্থির হইয়াই হিগিন্স-সাহেবের পত্র লইয়া পার্সার-এর সঙ্গে ও চীফ স্টুআর্ড-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া নিরামিষের বন্দোবস্ত করিয়া ফেলা গেল। তৎপরে উঠিয়া দুর্গামোহনবাবু (১) ও পার্বতীবাবুকে (২) কোন ক্যাবিন দিয়াছে তাহা দেখিয়া আসা গেল। জাহাজ দেখিতে দেখিতে মুচিখোলা, বজবজ প্রভৃতি ছাড়াইয়া অপরাহ্ণে ডায়মণ্ডহারবারের সন্নিধানে আসিয়া পৌঁছিল এবং রাত্রের মত সেখানে নঙ্গর করিল।

কে বলিবে জাহাজে আছি। সন্ধ্যার সময় আহারের হল-এ পিয়ানো বাজিতেছে, নাচ ও গান চলিতেছে। কতকগুলি বিবি সঙ্গে রহিয়াছেন; ছোট ছেলেও আছে, যেন ঘর ঘর বোধ হইতেছে।

এখানেই অদ্য রাত্রি যাপন করা গেল। সন্ধ্যাকালে ডেকে বসিয়াই সায়ংসন্ধ্যা (সন্ধ্যাকালীন উপাসনা) সমাধা হইল।

১৬-৪-৮৮। অদ্য বেলা প্রায় ৮।৯টা পর্যন্ত জাহাজ ছাড়িল না। আমাদের আহারাদি নিয়মিত চলিতেছে। পরে জাহাজ ছাড়িয়া সমুদ্রের অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্রমে আর উভয় কূল পরিদৃষ্ট হয় না। কিছু কিছু দূর অন্তর একটি একটি বয়া; অনেক পরে একটি রাঙ্গা বয়া দেখা গেল। আমাদের ওদিকের লোকে গল্প করে—এই বয়ার দক্ষিণে যদি নৌকা আসিয়া পড়ে, তবে আর বাঁচে না।

যাহা হউক, আর একটু অগ্রসর হইয়া দুইখানি জাহাজ দৃষ্ট হইল। একখানির নাম 'আপার গ্যাস্পার' আর একখানির নাম 'লোআর গ্যাস্পার'। মধ্যে জাহাজের সঙ্গীদিগের মুখে শুনিতে পাওয়া গেল যে, জাহাজের পাইলট

(১) দুর্গামোহন দাস—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দানবীর আইনসেবী (হাইকোর্টের উকিল) ও সমাজ-সংস্কারক; ইনি ব্যারিস্টার এস. আর. দাস (ভারত গবর্নমেণ্টের য়্যাড্ভোকেট জেনারল ও আইন-সচিব) ও জাস্টিস জে আর দাসের পিতা এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন।

(২) তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পার্বতীচরণ রায়।

পথে জাহাজ হইতে নামিয়া যাইবে ও সেই সঙ্গে আমাদের পত্র লইয়া যাইবে। তাড়াতাড়ি হেমকে ও রামব্রহ্মবাবুকে (১) দুই পত্র লিখিলাম।

ক্রমে যতই সাগরে আসিয়া পড়িলাম ততই জলের বিক্রম ও বাতাসের বেগ দৃষ্ট হইতে লাগিল। তরঙ্গের এত জোর যে, জাহাজের উপরের ছাদে জল উঠিতে লাগিল. সেকেণ্ড ক্লাস এর সমুদায় ক্যাবিনের জানালা বন্ধ করিতে হইল।

ক্রমে অপরাহ্ণ ৫টা কি ৫৷৷টার সময় 'পাইলট ব্রিগ' নামক জাহাজের নিকট উপস্থিত হওয়া গেল। ইহা একখানি জাহাজ. সর্বদা সমুদ্রের জলে ভাসিতেছে; ঐখানে দাঁড়াইয়া আছে। পাইলট ইহাতেই থাকেন; যে জাহাজ নদীতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে তাহাতে উঠিয়া পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে হয়; আবার কোন স্টীমার আসিবার সময় তাহাতে উঠিয়া নদী-পথটুকু তাঁহাকে পার করিয়া দিতে হয়। নদীর মধ্যে কোন বিপদ ঘটিলে সে দায়িত্ব তাঁহার; সেজন্য কাপ্তেনকে দায়ী করা হয় না।

অনুমান ছয়টার সময় পাইলট কাপ্তেনের হাতে জাহাজ দিয়া আমাদের জাহাজ পরিত্যাগ করিলেন। সেই জোর বাতাসের মধ্যে 'পাইলট ব্রিগ' হইতে একখানি 'লাইফ বোট' আসিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল। আমরা অকূল সমুদ্রে ভাসিলাম। বাপরে, সমুদ্র-তরঙ্গের কি অপূর্ব নৃত্য! জাহাজ-খানি একবার তরঙ্গপৃষ্ঠে উঠিতেছে আবার তরঙ্গগর্ভে নামিতেছে। অনেক সাহেব-বিবির মাথা ঘুরিয়া বমন আরম্ভ হইল। পার্বতীবাবুরও মাথা ঘুরিতে লাগিল; তিনিও তাঁহার ক্যাবিনে পড়িয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল। ডেকের উপরেই সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করা গেল।

১৭৷১৮ই এপ্রিল, ১৮৮৮। এই দুই দিনের বিশেষ বিবরণ কিছু নাই; সেই নীল জলরাশি, সেই জাহাজের লোক, সেই নিয়মিত আহার। সবই সেই, অধিকের মধ্যে এই দুইদিনে আমি অনেক কাজ করিয়া ফেলিয়াছি।

(১) রামব্রহ্ম সান্যাল—তৎকালীন আলিপুর চিড়িয়াখানার প্রথম বাঙ্গালী অধ্যক্ষ ও বিশিষ্ট ব্রাহ্ম।

'রঘুবংশ'-এর শেষ পঞ্চাশটি কবিতার নোট লিখিলাম ও একটি ভূমিকা লিখিলাম। দশখানি পত্র লিখিলাম। 'সঞ্জীবনী' (১)-র জন্য একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিলাম ও 'মেসেঞ্জার' (২)-এর জন্য একটি আর্টিকেল লিখিলাম। সঙ্গের ইংরাজেরা দেখিয়া একটু আশ্চর্য; ভাবিতেছেন যে লোকটি এত লিখিতেও পারে। একজন ক্যানাডার লোক আমাদের সঙ্গে যাইতেছেন; তিনি বলিলেন, তুমি দুদিন বড় লিখিয়াছ। আমি বলিলাম—পরিশ্রম করা আমার অভ্যাস, না করিলে আমার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব।

জাহাজের একজন ইংরাজের সহিত ইংলণ্ডের মেষ ও গরুর সম্বন্ধে কথা হইল। জাহাজে যে ভেড়াগুলি যাইতেছে, সেগুলি লম্বে আড়াই হাত, উচ্চে পৌনে দুই হাত হইবে। আমাকে একজন বলিলেন, একশত বৎসর পূর্বে ইংলণ্ডের মেষ এত সবল ও হৃষ্টপুষ্ট ছিল না। বিগত একশত বৎসরের মধ্যে কেবল কৃষকদিগের যত্ন ও পরিশ্রমের গুণে তাহাদের এত উন্নতি হইয়াছে। আমাদের দেশের গৃহপালিত পশুবংশের উন্নতির কোনপ্রকার উপায় অবলম্বন না করিলে তাহাদের দৈনন্দিন দুর্গতি অপরিহার্য।

মাদ্রাজ

১৯-৪-৮৮। অদ্য প্রাতে মাদ্রাজ উপকূলে সূর্যোদয় হইল। শীঘ্র শীঘ্র কূলে নামিয়া যাইব বলিয়া অতি প্রত্যুষে স্নানাদি সারিলাম ও চা খাইয়া লইলাম। একটু বেলা না হইতে হইতে পিণাকপাণি মুদালিয়ারের পুত্র বোট লইয়া আমাকে লইতে আসিলেন। রামস্বামী আইয়ারও দুর্গামোহন বাবুর জন্য ফলফুলরি লইয়া উপস্থিত। ক্রমে আমরা নামিয়া গেলাম; নামিয়া গিয়া দেখি ব্রাহ্মসমাজের কতকগুলি সভ্য অপেক্ষা করিতেছেন।

(১) দেশনেতা এবং বিশিষ্ট ব্রাহ্ম কৃষ্ণকুমার মিত্র কর্তৃক সম্পাদিত বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা।

(২) 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'—শিবনাথ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্র—ইংরেজী সাপ্তাহিক।

তৎপরে সকলে একত্র হইয়া সমাজে যাওয়া গেল। সেখানে তাঁহাদের নূতন ছাপাখানা ও র‍্যাগেড স্কুল (১) দেখা গেল। তৎপরে বাজারে গিয়া অনেক জিনিস কেনা গেল; কিনিতে প্রায় ১২॥টা বাজিল। তৎপরে পোন্নো স্বামী পিলের বাড়িতে গিয়া আহার করিয়া সুন্দরম্ পিলে ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া গেল। বেচারা সুন্দরম্ পিলে আমাকে অনেক দিনের পর দেখিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিল। তাঁর স্ত্রীটি বড় লক্ষ্মী; ইচ্ছা হইল তাঁহার সহিত আলাপ করি: কিন্তু তামিল জানি না, কি করি! সুন্দরম্ পিলে ইণ্টারপ্রিটারের কাজ করিতে লাগিলেন। সুন্দরম্ পিলে বেচারা আমাকে জিনিসপত্র কিনিতে দশ টাকা দিলেন। চিঠিগুলি ডাকে পাঠান গেল। পরে সকলের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিয়া সাড়ে-চারটার সময় জাহাজে আসা গেল। জাহাজে আসিয়া আর একবার স্নান করিয়া দিনের শ্রম নিবারণ করা গেল। আবার সন্ধ্যার সময় জাহাজ ছাড়িল।

আজ একটি দৃশ্য দেখিলাম; যাহা দেখিয়া কিঞ্চিৎ ক্লেশ হইল। জাহাজ মাদ্রাজ বন্দরে ধরিলে এখানকার মুটে ও বোটম্যানগণ জাহাজে উঠিল। ও দেশের এই সব লোকের কাপড় পরিবার রীতি নাই; একটু একটু নেংটি পরিয়া আছে। দেখিলাম, জাহাজের ইংরাজ কর্মচারী ও অফিসারগণ যে যেখানে পাইতেছে তাহাদের পশ্চাদ্দেশে লাথি ও ছড়ি মারিতেছে। বেচারারা মারের জ্বালায় অস্থির, লোক জুটাইবে কি! তাহাদের এমনি অবস্থা যে, এই প্রহারকে তাহারা আপনাদের উপযুক্ত বলিয়াই গ্রহণ করিতেছে!

আজ মাদ্রাজ হইতে অনেকগুলি ইংরাজ ও বিবি প্যাসেঞ্জার জাহাজে উঠিলেন। আহারের স্থানের চারিটি টেবিল আজ পরিপূর্ণ; রীতিমত স্থানাভাব। যুগলে নৃত্য, গীত, বাদ্য চলিতেছে। সকলে বেশ সুখী। বিবিদের এক আধজন বেশ সুন্দরী। ইহাদের অনেকে লঙ্কাদ্বীপে নামিয়া

(১) Ragged School—অনাথ ও দরিদ্র বালক বালিকাদিগের শিক্ষার জন্য অবৈতনিক বিদ্যালয়।

যাইবেন। আমার ক্যাবিনে একজন সঙ্গী জুটিয়াছেন। ইনিও অষ্ট্রেলিয়াতে যাইবেন।

২০-৪-৮৮। আজ আমরা সিংহলের অভিমুখে চলিয়াছি। পাছে অধিক দিন বসিয়া থাকিতে হয়, এই জন্য আমাদের ষ্টীমারের বেগ কমাইয়া দিয়াছে। ষ্টীমার ধীরে ধীরে চলিয়াছে। গঙ্গাসাগরের সঙ্গমে পড়িয়া সাগরের যে অবস্থা দেখা গিয়াছিল, এদিকে সে অবস্থা নাই। নির্বাত নিস্তরঙ্গ সমুদ্রের শোভা অতি অপূর্ব। ষ্টীমারের লোকের আমোদ প্রমোদ আহার বিষয়ে এক প্রকারই চলিয়াছে। বিশেষ নূতনত্ব কিছু নাই।

মাদ্রাজ হইতে কতকগুলি নূতন লোক আসিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে দুইটি বিবি সন্তান-সন্ততি লইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদের ভাবটি ভাল। আমি তাঁহাদের ছেলেদিগকে কিছু পিণ্ডী খেজুর ও লেবুপ্রভৃতি খাওয়াইতেছি।

সিংহল

২১-৪-৮৮। আজ প্রাতঃকাল হইতে একটু একটু জমি দেখা যাইতেছে। আমরা সিংহল বেষ্টন করিয়া চলিয়াছি। ইংরাজেরা বাইনোকুলার গ্লাস চক্ষে লাগাইয়া দেখিতেছেন। আমিও পার্বতীবাবুর গ্লাসখানা আনিয়া একবার দেখিলাম। সিংহলের পাহাড় সকল দৃষ্ট হইতেছে। অদ্যকার দিনও একভাবেই গেল।

২২-৪-৮৮। আজ প্রাতে আমরা কলম্বো বন্দরে পৌছিলাম। সত্বর স্নান আহার সারিয়া, নয়টার সময় দুর্গামোহনবাবু, পার্বতীবাবু ও আমি জাহাজ হইতে নৌকাযোগে কূলে গমন করিলাম। সেখানে একখানি ভাড়াটে গাড়ি করিয়া শহর দেখিবার জন্য বাহির হওয়া গেল।

সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়া, দুর্গামোহনবাবু ও পার্বতীবাবু টেলিগ্রাম করিলেন। তৎপরে পোস্টাফিসে গিয়া বিপিনের (১) পত্র, কাশীর মহেন্দ্রনাথ

(১) সুবিখ্যাত বাগ্মী ও দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পাল এই সময়ে উৎসাহী ব্রাহ্ম-যুবক।

সরকারের পত্র, হেমের পত্র ও দ্বারিবাবুর (১) পত্র, এই কয়খানি পত্র ডাকে ফেলিয়া দিলাম। তৎপরে গাড়িতে চড়িয়া শহর ঘুরিতে ঘুরিতে এখানে গবর্নরের কাউন্সিলের মেম্বার ও ব্যারিস্টার অনারেবল রামানাথন মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাওয়া গেল। ইনি মৃত স্যার মুথু কুমারস্বামীর ভাগিনেয়। ইনি এবং ইহার ভ্রাতা মিঃ অরুণাচলম, সি. এস্, একবার কলিকাতায় গিয়াছিলেন; কিন্তু আমার সহিত আলাপ হয় নাই। দুর্গা-মোহনবাবু পূর্বে যখন সিংহলে আসিয়া একমাস ছিলেন, তখন ইহাদের সঙ্গে তাঁহার আলাপ হয়। দুইটি ভাই ইংরাজী ধরনে থাকেন। বাংলো দুইটি বাগানের মধ্যে; অতি সুন্দর বাড়িগুলি, ইংরাজের বাড়ির ন্যায় অতি সুন্দররূপে সাজান। দুজনেই অতি ভদ্র। ইহাদের সদ্ব্যবহারে আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম।

দুই ভাইয়ের সঙ্গে অনেকক্ষণ যাপন করিয়া এখানকার 'বিদ্যোদয় কলেজ' নামক বৌদ্ধ কলেজ সন্দর্শন করিতে গেলাম। এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ পুরোহিত সম্মঙ্গলাম-নামক পণ্ডিতের সহিত সংস্কৃতে কিঞ্চিৎ আলাপ হইল। তিনি বলিলেন, এখানে যে-সকল ছাত্র আছে, তাহারা বৌদ্ধ শাস্ত্র পাঠ করে। রবিবার হওয়াতে, ছাত্রগণকে কলেজে দেখিতে পাওয়া গেল না। কতগুলি ছাত্র রহিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই অবিবাহিত, গৈরিকধারী, মুণ্ডিতশির, বৌদ্ধ চিহ্নের মধ্যে এইমাত্র। আমি ইহাদের উপাসনা স্থান দেখিতে চাহিলাম; ইহারা লাইব্রেরী ঘরে লইয়া গেলেন। সেখানে হাতের লেখা সুন্দর সুন্দর অনেক পুঁথি দেখা গেল। তৎপরে আমাদিগকে একটি ঘরে লইয়া গেলেন; সেখানে একটি শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত শয়ান মূর্তি রহিয়াছে। আমাদের পথপ্রদর্শক বৌদ্ধ ছাত্র বলিলেন যে, তাহা বুদ্ধমূর্তি এবং বৌদ্ধ ভক্ত পুষ্পাদি দ্বারা তাহাকে পূজা করিয়া থাকে। একথা কতদূর বিশ্বাস্য জানি না; কিন্তু ঐ মূর্তির

(১) ব্রাহ্ম অগ্রসরদলের নেতা, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং নারী-প্রগতি-সম্বন্ধীয় সংবাদপত্র "অবলাবান্ধব"-এর সম্পাদক দ্বারকানাথ গংগোপাধ্যায়।

সমীপে কতকগুলি ফুল পড়িয়া রহিয়াছে—দেখিলাম। তৎপরে আমরা চলিয়া আসিলাম।

সিংহলের অধিবাসিগণ প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত—তামিল, সিংহলী ও বর্গার। বর্গারগণ আদিম পোর্তুগীজ ঔপনিবেশিকদিগের সন্তান। ইহারা পূর্বে গভর্নমেণ্টের বিশেষ অনুগৃহীত ছিল; কিন্তু এখন ততদূর নহে। তামিলগণ উৎসাহী ও কর্মঠ; এখানকার ব্যবসায় বাণিজ্য অধিকাংশ তাঁহাদেরই হস্তে। ইহাদের তিন শ্রেণীর প্রতিনিধি এখানকার গভর্নরের কাউন্সিলে আছে।

মিঃ রামানাথন উদ্যোগী হইয়া এখানে 'সিলোন এক্সামিনার' নামে একখানি দৈনিক ইংরাজী কাগজ চালাইতেছেন। জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি দ্বারা এই কাগজ পরিচালিত। বেতন দিয়া একজন বর্গারকে সম্পাদক রাখা হইয়াছে। এখানে কোনও ক্লাব প্রভৃতি নাই। রামানাথন বলিলেন, একটা ক্লাবের মত ছিল, লোকে সেখানে বড় মদ খায় বলিয়া তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

সিংহলীদিগের মধ্যে বালিকাদিগের বাল্যকালে বিবাহ দিবার রীতি নাই; ১৮।১৯ বৎসরের পূর্বে বালিকাদের বিবাহ হয় না। হিন্দুদিগের মধ্যে কোন কোন স্থলে বালিকাদের ১২।১৩ বৎসরের সময় বিবাহ হয়, কিন্তু তাহাও বিরল।

বিদ্যোদয় কলেজ হইতে আমরা 'গ্যাট্ ফ্রী' নামক হোটেলের সম্মুখবর্তী সমুদ্রকূলস্থিত রাস্তায় বেড়াইতে গেলাম। এইটি কলম্বোর সর্বোৎকৃষ্ট স্থান বলিয়া বোধ হয়। অনেকক্ষণ বেড়াইয়া আবার আহারের জন্য মিঃ রামানাথনের বাড়িতে যাওয়া গেল।

আহারের পর প্রায় রাত্রি নয়টায় আমরা স্টীমারে আসিলাম; আসিয়া শুনিলাম যে, সত্যের (১) নিকট হইতে টেলিগ্রামের উত্তর আসিয়াছে; দুর্গামোহনবাবুর বাড়ির সব ভাল।

---

(১) দুর্গামোহন দাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র, ব্যারিস্টার সত্যরঞ্জন দাস।

২৩-৪ ৮৮। আজও আমরা কলম্বোর নিকট দাঁড়াইয়া রহিয়াছি; শুনিতেছি রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় জাহাজ ছাড়িবে। অষ্ট্রেলিয়াগামী আরোহিগণ প্রায় ১৮।২০ জন কল্য নামিয়া গিয়াছে; আমাদের দিকটা যেন সেজন্য নিস্তব্ধ।

আহারান্তে মিউজিয়ম দেখিবার জন্য তিনজনে আবার কূলে যাওয়া গেল। সর্বপ্রথমে এখানকার এক ইংরাজের দোকানে গিয়া আমার জন্য একটি প্যাণ্টালুন ও ছয়টা সাদা শার্ট ক্রয় করা গেল। সাদা শার্ট কয়টিতে ২০ টাকা ও প্যাণ্টালুনটি ৪ টাকা, মোট এই ২৪ টাকা লাগিল। দুইটি পাউণ্ড দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে ৪ টাকা ফিরিয়া পাইলাম। আমার ৫টি পাউণ্ডের মধ্যে দুইটি তো গেল; আর তিনটি পাউণ্ড হাতে আছে। বইগুলি আনিয়া ৭ শিলিং ৬ পেন্স ডিউটি দিতে হইয়াছে। আমাকে অতিশয় মিতব্যয়িতার সহিত চলিতে হইবে। মিউজিয়ম দেখিয়া ফিরিবার সময় রামানাথন্ মহাশয়ের নিকট গিয়া বিদায় লইয়া আসিলাম।

স্টীমারে আসিয়া আহারাদি করিয়া সায়ংসন্ধ্যার জন্য ডেকের উপরে বসা গেল। আগে ভাবিয়াছিলাম, জাহাজে অনেক সময় পাইব, মনের সাধে চিন্তা ও লেখাপড়া করিতে পারিব; কিন্তু এখন দেখিতেছি, জাহাজে ঠিক কাজের সুবিধা হয় না। বড় ভিড়, কোন একটি নির্জন স্থান পাওয়া যায় না; সকল স্থানেই লোকের গতায়াত। আমি জাহাজে আশানুরূপ কাজ করিতে পারিতেছি না; প্রাণ জুড়াইয়া প্রভুর পূজা করিতে পারিতেছি না; আমার ইন্স্পিরেশন হইতেছে না। এত বড় মহাসমুদ্র যাহা দেখিয়া ভাবোদয় হওয়া নিতান্ত উচিত, কই তদনুরূপ ত হইতেছে না!—আমার ভাল লাগিতেছে না। আমি যে-সকল লক্ষ্য লইয়া ইংলণ্ডে যাইতেছি তাহার অনুরূপ পাঠ ও আত্মচিন্তা দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারিতেছি না।

দুইটা দিন কিছু হইল না, কেবল ছুটাছুটিতে গেল। অদ্য রাত্রি ১২টার সময় স্টীমার ছাড়িল। আমি ১১টার পর প্রভুকে স্মরণ করিয়া শয়ন করিলাম। চীন ও জাপান হইতে অনেক লোক আসিয়াছেন।

ভারত মহাসাগর

২৪-৪-৮৮। অদ্য জাহাজ ভারত মহাসাগরে ভাসিতেছে। আজ সমস্ত দিনের মধ্যে অনেক কাজ করিতে পারা গিয়াছে। প্রাতে আহারের পর 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'তে 'Then and Now' নামক প্রবন্ধটি পড়িয়া ফেলিলাম ও নোট লইলাম। মধ্যাহ্নে আহারের পরে ঐ রিভিয়ুতে রবার্ট কাস্ট (১)-এর লিখিত Liquor Traffic in India-নামক প্রবন্ধ পড়িয়া ফেলিলাম। এই প্রবন্ধে রবার্ট কাস্ট ক্যানন ফ্যারার (২)-এর উক্তির প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, সুরাপান প্রথা ইংরাজেরা এদেশে আনেন নাই। তিনি ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করিয়া বলিয়াছেন যে, রাজস্বের জন্য আবগারি বিভাগ রাখা হয় না; কিন্তু পানাসক্তিকে নিয়মিত করিবার জন্যই ঐরূপ করা হয়।

অদ্য সায়ংকালে অনেকক্ষণ একলা বসিয়া উপাসনা করা গেল। প্রাণে অনেকটা শান্তি পাওয়া গেল। ষ্টীমারে লোকারণ্য; ভাল

---

(১) Robert N. Cust, I. C. S—ওরিয়েণ্টাল স্কলার এবং রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা; প্রথমে বাংলাদেশে এবং পরে শিখযুদ্ধে ও পাঞ্জাবের শাসনকার্যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন; অবসর গ্রহণের পর বিলাতে ১৮৭৮—৯৯ রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সেক্রেটারী পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

(২) Dr. Frederic William Farrar, F. R. S.—অ্যাংগ্লিক্যান চার্চের সুপণ্ডিত ধর্মযাজক ও গ্রন্থকার; ১৮৭৬—৯৫ ওয়েস্টমিন্স্টার অ্যাবি নামক বিখ্যাত গীর্জার 'ক্যানন', পরে উহার 'আর্চডীকন' এবং অবশেষে ক্যাণ্টারবেরি ক্যাথিড্রালের 'ডীন' পদ প্রাপ্ত হন।

গীর্জা সংক্রান্ত নানাবিধ কার্যের জন্য অ্যাংগ্লিক্যান চার্চে বিবিধ শ্রেণীর কর্মচারীর বিভিন্ন পদবী আছে; যথা প্যাস্টর, ভিকার, রেক্টর, ডীকন, ক্যানন, আর্চডীকন, চ্যাপ্লেন, ডীন, বিশপ, মেট্রোপলিট্যান, আর্চবিশপ, প্রিমেট, প্রিলেট ইত্যাদি।

করিয়া উপাসনা করিতে পারা যাইতেছে না বলিয়া প্রাণটা তেমন হইয়া খুলিতেছে না।

আজ রাত্রে হাত-পা কামড়াইতে লাগিল; এই জন্য সত্বর আসিয়া ক্যাবিনের মধ্যে শয়ন করিলাম; আজ আর বাহিরে শয়ন করা গেল না।

২৫-৪-৭৮। আজ প্রাতের উপাসনায় প্রাণে অনেক বল পাওয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজের সেবার জন্য প্রভু আমাকে অনিয়াছেন—এই বিশ্বাস হৃদয়ে অত্যন্ত উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তিনি আমাকে বলিতে লাগিলেন যে, আমার দ্বারা তাঁহার কাজ করাইবেন। অমনি আমার নিজের দুর্বলতা স্মরণ হইয়া মন লজ্জাতে অধোবদন হইতে লাগিল। আমি কী দুর্বল! আমি আজিও সম্পূর্ণরূপে আত্মসংযম করিতে পারি নাই। ব্রহ্মশক্তিতে মানবের আত্মশক্তির পরাজয় হয়। সেই ব্রহ্মশক্তি এখনও ভাল করিয়া আমাতে অবতীর্ণ হইতেছে না,—আমি আপনাকে কায়-মন-প্রাণে তাঁহারই চরণে উৎসর্গ করিতে পারিতেছি না বলিয়া। এই যে ইংলণ্ডে চলিয়াছি আত্মোন্নতির উদ্দেশ্যে, আমি যদি দৃঢ়রূপে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকি, তাহা হইলেই সে উদ্দেশ্য সফল হইবে। তাঁহার কৃপা ও নিজের দুই পা, ইহার উপরেই ভর করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। আমি তো এ জীবনে কোন মানুষ, কোন বন্ধুর উপর নির্ভর করি নাই। যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহার কৃপা ভরসা করিয়া পড়িয়া থাকিয়াছি। সকল প্রকার নিরাশাজনক অবস্থা হইতেই তিনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। এখন তিনি এই করুন, আমি যেন তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারি।

একজন চীন দেশ হইতে সমাগত মিশনারীর সহিত আজ প্রাতেই সাক্ষাৎ ও আলাপ হইল। ইঁহারা ফেইথ প্রিন্সিপ্‌ল্ (১)-এ বিশ্বাস করেন। ইঁহাদের মিশনে প্রায় ২২৮জন লোক খাটিতেছেন। ইঁহারা সকলেই ফেইথ প্রিন্সিপ্ল-এ কাজ করিয়া থাকেন। আগামী ২৭শে মে লণ্ডনে ইঁহাদের

(১) Faith Principle—ঐশী শক্তি ও ভগবদ্ বিধানের উপরে একান্ত নির্ভরশীলতা।

মিশনের বাড়িতে সম্মেলন হইবে। তখন সেই সভায় আমাকে উপস্থিত থাকিতে হইবে। আমি ইঁহাকে বলিলাম,—আপনারা এতগুলি ধর্মানুরাগী লোক যখন আসিয়াছেন, তখন রবিবার-রবিবার আপনাদের উপাসনা কেন করেন না? তিনি বলিলেন পূর্বাবধিই তাঁহারা তাহার যোগাড় করিতেছেন। অদ্য প্রাতে সেকেণ্ড ক্লাস-এর আহারের স্থানে ১০।১৫ মিনিট সময় ইঁহাদের একটু উপাসনা হইল। আমি উপস্থিত ছিলাম। একটি চমৎকার স্তোত্র (hymn) গাওয়া হইল ও একটি প্রার্থনা করা হইল। তৎপর সকলে স্ব স্ব কার্যে গমন করিলেন। এরূপ বন্দোবস্ত হওয়াতে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। কেবল খাওয়া-দাওয়া লইয়া সকলে রহিয়াছি; ইহার মধ্যে একটু ভগবানের নাম হয় এটা ভাল। মান্দ্রাজের বিশপ (১) এই জাহাজে যাইতেছেন, তিনি ইঁহাদের উপাসনাতে আসিয়া যোগ দিলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি কথা হইল।

২৬।২৭।২৮।২৯ এপ্রিল ॥ এই কয়দিন আমার জ্বর হওয়াতে শরীর ও মন দুইই অসুস্থ ছিল, লেখাপড়া কিছুই করিতে পারি নাই। কোনো কাজ ভাল লাগে নাই। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক দিন সায়ংকালে ইন্‌ল্যাণ্ড চাইনীজ মিশন-এর মিশনারীদিগের সহিত ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা হইয়াছে। তাহাতে প্রাণ ভরিয়া রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত্র বলিয়াছি এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্যকলাপ তাঁহাদিগকে বলিয়াছি।

এই কয়দিন স্টীমারস্থিত খৃষ্টানদিগের উপাসনা উপদেশাদি শুনিতেছি। দেখিয়া মনে গভীর বেদনা পাইতেছি, যীশু খৃষ্ট সম্পূর্ণরূপে পরমেশ্বরকে আবরণ করিয়া ফেলিয়াছেন। রেভারেণ্ড ভয়সী (২)-র খৃষ্টের প্রতি ক্রোধের কারণ কতকটা বুঝিতে পারিতেছি।

---

(১) The Rt. Rev. Frederick Gell ১৮৬১—৯৮ পর্যন্ত মান্দ্রাজের লর্ড বিশপ ছিলেন।

(২) Rev. Charles Voysey—অক্সফোর্ড হইতে বি. এ. ডিগ্রী লাভের পর ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ইনি অ্যাংলিক্যান চার্চের ধর্মযাজক পদে বৃত

এডেন

৩০-৪-৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আগামী জন্মোৎসবে পড়িবার জন্য একটা প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে মনে হইল,—আমি একজন লোক, অতি অপদার্থ; আমি কোথায় যাইতেছি সে কথা তাহাদিগকে মনে করাইবার জন্য লেখা আমার ধৃষ্টতার কর্ম। আমি কিসের অহঙ্কার করি? আমাকে তাহারা ভুলুক। আমি অধিক গোলমাল না করিয়া বিনয়ের সহিত চুপে চুপে প্রভুর কাজের জন্য একটু প্রস্তুত হই। এই ভাব মনে উদয় হওয়াতে আবার লেখাটি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। এ ভাব ঈশ্বর স্বয়ং আনিয়া দিলেন এবং এইভাবে আমাকে ইংলণ্ডে প্রবেশ করিতে ও থাকিতে হইবে।

কিয়ৎক্ষণ পরেই আমরা এডেন বন্দরের সমীপে পৌছিলাম। এই আরবের উপকূল। কত কথাই স্মরণ হইল। আরব কখনও চক্ষে দেখিব—ইহা কি স্বপ্নেও জানিতাম! মনে হইল, এখানে যাযাবর জাতিসঙ্ঘ উষ্ট্রারোহণে ভ্রমণ করিত এবং নানা জাতীয় আরবদিগের বিবাদে এক সময় পূর্ণ ছিল। এডেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করি—উদ্ভিদবিহীন, প্রাণিবিহীন, বারিবিহীন পর্বতশ্রেণী; দেখিতে চক্ষুর তৃপ্তি নাই; ক্ষণেক কাল দেখিলে যেন তৃষ্ণার্তের ছাতি শুকাইয়া

হন; কিন্তু ঐ সম্প্রদায়ের মতবাদ-বিরুদ্ধ উদার ধর্মমত প্রচারের জন্য পদচ্যুত হন। তখন তিনি খৃষ্টীয় ত্রিনীতিবাদ ত্যাগ করিয়া উদার একেশ্বরবাদ গ্রহণপূর্বক লণ্ডনে ইউনিটেরিয়ানগণের জন্য স্বতন্ত্র ভজনালয় (Theistic Church) স্থাপন করিয়া স্বীয় মতবাদ প্রচার করিতে থাকেন। ইনি একজন সরল সাধুপ্রকৃতি এবং ধার্মিক সুবক্তা ছিলেন।

পিতা-ঈশ্বর (God), পুত্র-ঈশ্বর (অর্থাৎ যীশুখৃষ্ট) এবং পবিত্রাত্মা-ঈশ্বর (Holy Ghost)—ভগবানের এই ত্রিমূর্তিতে বিশ্বাসকে খৃষ্টীয় ত্রিনীতিবাদ বলে। ইউনিটেরিয়ানগণ এই 'একে তিন, তিনে এক' ত্রিত্ববাদে বিশ্বাস করেন না; তাঁহাদের মতে ভগবান এক ও অদ্বিতীয় এবং যীশু একজন বিশিষ্ট সাধুব্যক্তি, মহামানব মাত্র; কষ্টকল্পিত হোলিঘোস্ট-এর অস্তিত্বই তাঁহারা স্বীকার করেন না।

উঠে। এখানে মানুষই বা থাকে কিরূপে?—বন্দরই বা হইল কিরূপে? দুর্গামোহনবাবুকে বলিলাম, "এমন দেশেও মহম্মদ ধর্ম প্রচার করিয়াছেন!" পার্বতীবাবু বলিলেন, "এইজন্যই তাঁহার ধর্ম এত কড়া"। ক্রমে বোটসকল আসিয়া জাহাজে লাগিল, আমরাও লম্ফ দিয়া বোটে পড়িলাম। তাহারা আমাদের ইংরাজী বোঝে না, আমরা তাহাদের ভাঙ্গা ইংরাজী বুঝি না, এও এক জ্বালা! বোটম্যানগুলিরই বা শ্রী কি! কাফ্রি রাজ্যের কি এই আরম্ভ? —এরা বুঝি আবিসিনিয়ার লোক? আরবদিগের চেহারা তো এমন নয়—জিজ্ঞাসাই বা করি কাহাকে? দূর হোক ছাই, যেখানকার লোক হউক, তাহাই থাকুক! বোট লইয়া টেলিগ্রাফ অফিসের নিকট লাগাইল। টেলিগ্রাফ অফিসটি ছোট। দুটি একটি শ্বেতকান্তি যুবা পুরুষ কাজ করিতেছে। দুর্গামোহনবাবুর একটা টেলিগ্রাম পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল; জিজ্ঞাসা করিলেন—এক এক শব্দে কত খরচ। তাহারা উত্তর করিল, দু টাকা। অমনি দুর্গামোহনবাবুর উৎসাহটা খর্ব হইয়া গেল; এত দরকার নাই যে কথাপিছু দু টাকা দিয়া টেলিগ্রাম পাঠাইবেন। তারপর আমরা এক গাড়ি ভাড়া করিয়া পোস্টাফিসে গেলাম। আমি ত ছয় পয়সা দামের ছয়খানি পোস্টকার্ডে চিঠি লিখিয়া লইয়া গিয়াছি। পথে দুর্গামোহনবাবু বলিতেছেন, "তুমি যেমন বোকা, এ যে বোম্বাই গভর্ণমেন্টের এলাকা, এখানে এক পয়সা দামের পোস্টকার্ডেই চিঠি যাইবে।" আমি মূর্খ মানুষ, মুখটি চুন হইয়া গেল; ভাবিলাম—হায় হায়, ছয় পয়সার জায়গায় নয় আনা খরচ করিলাম! আবার একটু ফিলসফার হইয়া ভাবিলাম—তা হোক, লোকে অজ্ঞতার জন্য জরিমানা না দিলে শিখিবে কেন? কিন্তু পোস্ট অফিসে গিয়া দেখি, আমারই জিত, দুর্গামোহনবাবুর হার! তাঁহার চিঠি পাঠাইতে তিন আনা করিয়া মাশুল লাগিল। তিনি তাঁহার এক পয়সাওয়ালা কার্ড কয়খানা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। আমি ড্যাং ড্যাং করিয়া আমার কার্ডগুলি চিঠির বাক্সে ফেলিয়া দিলাম!

ভাল কথা, আমরা যখন নৌকাতে উঠি, তখন কলিকাতার কয়েকখানি পত্র

পাইলাম ; পরেশনাথ সেন (১)-এর এক কার্ড, হেমের এক পত্র ও রাজবালার এক কার্ড। হেমের পত্র পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। আমার ঐ একটা বড় দোষ, একটু কেহ ভালবাসার কথা লিখিলে এই পোড়া চক্ষু দুইটায় জল রাখিতে পারি না। লোকজন থাকিলে মুশ্‌কিলে পড়ি। সেদিন লাবণ্যর (২) পত্র পড়িয়া কাঁদিয়াছি। দুর্গামোহনবাবু কয়েকখানি পত্র পাইলেন। পার্বতীবাবু বেচারা একখানাও পাইলেন না, মুখটা কেমন করিয়া রহিলেন ! সরলা (৩) দুর্গামোহনবাবুকে এক সুন্দর পত্র লিখিয়াছে, তাহাও পড়িতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম। আনন্দমোহনবাবু (৪) আমাদের তিনজনকে এক পত্র লিখিয়াছেন, তাহাও অতি সুন্দর ; তাহা পড়িতেও চক্ষে জল পড়িল।

আমরা জাহাজে আসিয়া কিছু আহার করিয়া ডেকের উপরে আসিলাম। জাহাজে কয়লা উঠিতেছে। আর এক আশ্চর্য দেখিলাম, কতকগুলি বালক ছোট ছোট ডিঙ্গিতে করিয়া জাহাজের নিকট আসিয়াছে। তাহাদের অধিকাংশ সমুদ্রের জলে সাঁতার দিতেছে ; ২০।৩০ হাত উঁচু জাহাজের উপর হইতে জলে লাফাইয়া পড়িতেছে। আরোহিগণ সিকি, দুয়ানি ফেলিয়া দিতেছেন, উহারা ডুব দিয়া তুলিতেছে ; ঠিক মাছের মত, কোন প্রভেদ নাই।

---

(১) ইনি একজন বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, বহুবৎসর বেথুন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন।

(২) ইনি স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী, পরে বিশিষ্ট ব্রাহ্ম প্রচারক হেমচন্দ্র সরকারের সহিত বিবাহিতা হন।

(৩) ইনি দুর্গামোহন দাসের কন্যা এবং ডক্টর পি. কে. রায়ের পত্নী।

(৪) স্বনামধন্য ব্যবহারজীবী, দেশনেতা ও সমাজসংস্কারক আনন্দমোহন বসু, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করিয়া ইনি ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বিলাত গমন করেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ম্যাথেম্যাটিক্যাল ট্রাইপস-এ প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া, প্রথম ভারতীয় র‍্যাংগ্‌লার (Wrangler) হইবার গৌরব অর্জন করেন। ১৮৯৮ অব্দে ইনি মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

একটা ছেলে জাহাজের তলা দিয়া অপর পারে গেল এবং আসিল। এক অপূর্ব দৃশ্য।

তৎপর তিনটার পরে জাহাজ ছাড়িল। কিছুদূর আসিয়া একপ্রকার নূতন মাছ কি শামুক দেখিলাম; যেন ছোট ছোট ঝুনা নারিকেলের মালার মুখের দিক কাটিয়া তূলা পুরিয়া দিয়াছে। সে যে কি, কেহ বলিতে পারিল না। কেহ বলিল, 'জেলি ফিশ'—কেহ বলিল, 'শেল ফিশ'। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া গেল। সন্ধ্যার আহারান্তে দুর্গামোহনবাবু আসিলেন। দুইজনে পরস্পরের জীবন বিষয়ে অনেক কথা হইল। দুর্গামোহনবাবু কিরূপে জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইবেন তাহা খুব চিন্তা করিতেছেন। লর্ড শ্যাফ্ট্‌স্‌বেরির (১) জীবনচরিত, যাহা আমি চীনের মিশনারীদিগের নিকট হইতে লইয়া তাঁহাকে পড়িতে দিয়াছি, তাহা পড়িয়া তাঁহার অনেক উপকার দর্শিয়াছে। আমার পত্নীদ্বয়-ঘটিত যে সকল সংগ্রাম গিয়াছে সে-বিষয়ে আমি তাঁহাকে অনেক কথা বলিলাম; এ সকল বলিতে লজ্জা হয়। জগদীশ্বরের মহিমা! আমি অতি দুর্বল, তিনি আমাকে বিনয়ী রাখুন।

লোহিত সাগর

১-৫-৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করিয়া চা খাইলাম। তৎপর স্নানান্তে উপরে গেলাম। বড় মুশ্‌কিল; ষ্টীমারে এমন ভিড় যে, একটু নির্জনে বসিবার জায়গা নাই। মাদ্রাজে পৌঁছিবার পূর্বে যে-জায়গায় বসিয়া লিখিতাম, তাহা আর নির্জন থাকিল না। মাদ্রাজে ও কলম্বোতে এত লোক আসিল—

(১) Anthony Ashley Cooper—Seventh Earl of Shaftesbury—(১৮০১—৮৫) অতি ধর্মপরায়ণ উদারপন্থী উচ্চশিক্ষিত রাজনীতিক,—বহুবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানের জন্য, বিশেষতঃ কারখানা ও খনির মজুরদিগের রক্ষাকল্পে এবং দরিদ্র অসহায় বালকবালিকাগণের রক্ষণ ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার জন্য আজীবন প্রয়াস করেন। 'র‍্যাগেড স্কুল ইউনিয়ন' স্থাপন করিয়া ইনি ৩০ বৎসর কাল উহার সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ছেলেপিলে ও স্ত্রীলোকে ষ্টীমার পূর্ণ হইয়া গেল। আর কোন স্থানই নির্জন নাই। একটু বসিয়া ভাবিবার বা লিখিবার সুবিধা নাই। হ্যাচ্‌ওয়ের উপরে একটা জায়গায় বসিয়া ডায়েরি লিখিতেছি, দুর্গামোহনবাবু আসিলেন। তিনি বলিলেন, ষ্টীমারের লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন।

ষ্টীমারে লাইব্রেরী আছে। মাসে দুই টাকা করিয়া দিলে নানাপ্রকার ভাল ভাল বই পাওয়া যায়। দুর্গামোহনবাবু বলেন যে নভেলই বেশী।

আজিকার দিনটা হেথায়-হোথায় বসিয়া গড়াইয়া বেড়াইতেছি, কোন কাজই হইতেছে না।

গতকল্য রাত্রি এগারটার সময় আমরা বাবেলমাণ্ডব প্রণালী দিয়া লোহিত সাগরে প্রবেশ করিয়াছি। দুর্গামোহনবাবু জাগিয়াছিলেন, আমি অথবা পার্বতীবাবু জাগিয়াছিলাম না। আজ সমস্ত দিন বড় গরম বোধ হইতেছে; কিন্তু জাহাজের লোকে বলিতেছে, এ গরম কিছুই নয়। লোহিত সাগরে ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক গরম হয়।

আজ বেলা ২।৩টার সময় সাগরের মধ্যে অনেকগুলি পাহাড় দেখা গেল। লোকে এই বারোটি পাহাড়ের নাম ট্যুয়েল্‌ভ্‌ য়্যাপস্‌ল্‌স্ (১) দিয়াছে।

জাহাজে আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস-এ সুরতি খেলা চলিয়াছে। আমাকে সুরতি খেলিবার জন্য একজন ডাকিলেন। আমি বলিলাম, "মাপ করুন, আমার সুরতি খেলিবার ইচ্ছা নাই।" তাহাতে লোকটি যেন একটু বিরক্ত হইলেন। লোকে কি করিয়াই বা দিন কাটায়! কাজেই কোন না কোন-প্রকার খেলার সৃষ্টি করিয়া পরস্পরকে বিনোদন করে। ফার্স্ট ক্লাস-এ আরোহিগণ এক একদিন এক-এক প্রকার খেলা খেলিতেছেন: কনসার্ট, ফ্যান্সি ড্রেস, বল নাচ, নৃত্যগীত প্রভৃতি চলিয়াছে।

সেদিন শুনিয়াছিলাম যে, তাঁহারা 'মির্জাপুর গেজেট' নামে সংবাদপত্র করিয়াছেন এবং তাহার একজন সম্পাদক স্থির করিয়াছেন। এ-ও এক খেলা।

---

(১) Twelve Apostles—মহাত্মা যীশুর প্রথম বারোজন অনুগত শিষ্যকে খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে এই আখ্যা দেওয়া হয়।

সম্পাদক সংবাদসকল লিখিয়া পড়িয়া থাকেন। গতকল্য নাকি দুইজন কর্ণেল্-পণ্ডেণ্ট-এর দুই পত্র পড়া হইয়াছে। তাহার একখানিতে একজন নামবিহীন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন যে, তিনি ছেলেদের উৎপাতে আর কাজ করিতে পারেন না। মায়েরা যদি ছেলেদের ধরিয়া না রাখেন, তবে তাহাদিগকে দশ সের ভারি এক-একটি চেন গলায় বাঁধিয়া রাখা হইবে। শুনিলাম সেজন্য ফার্স্ট ক্লাস ডেক্-এ ছেলেদের উৎপাত কিছু কম হইয়াছে। হনুমানগুলি সন্ধ্যার পূর্বেই আমাদের ডেকে আসিয়াছে!

আজ সন্ধ্যার সময় প্রথম শ্রেণীর বাহাদুরদিগের অনেকে জিম্‌নাষ্টিক ক্রীড়া দেখাইতেছিলেন; দেখাইতে দেখাইতে বাঁকগাছি ভাঙ্গিয়া গেল।

সন্ধ্যার আহারের পর কয়বন্ধুতে একত্র হওয়া গেল। ব্রাহ্মধর্ম ভাল করিয়া প্রচার হইতেছে না কেন, এই বিষয়ে অনেকক্ষণ কথা হইল।

যতই চিন্তা করিতেছি, এতদিন যেভাবে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করিয়াছি, তাহার জন্য মনে বড় লজ্জা হইতেছে। আমার ত কোন বন্ধন নাই; আমি অর্থ চাই না, পদ চাই না, কেবল ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তারের জন্য জীবন সমর্পণ করিয়াছি; এবং সেজন্য বৃদ্ধা জননী ও বৃদ্ধ পিতাকে মৃতপ্রায় করিয়াছি। কিন্তু আমি বন্ধনবিহীন হইয়াই বা কি করিলাম! কই প্রচারকার্যে কত দেহ-মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারিলাম! এইজন্যই ত প্রকৃত ধর্মজীবন পাইলাম না। প্রেমাগ্নি সমুদয় হৃদয়-মনকে পরিব্যাপ্ত না করিলে আমাদের প্রাণের পাপ-প্রবৃত্তিসকল দগ্ধ হয় না।

২-৫-৮৮। আমরা আজও লোহিতসাগরে চলিয়াছি। সাড়ে আটটার সময় প্রাতরাশ আরম্ভ হইল। আহারের পর একটু ডেকে বেড়াইয়া তৎপরে নিম্নে আসিয়া এক্সাইজ কমিশন-এর রিপোর্ট পাঠ করিলাম ও লেখাপড়া করিলাম। ইতিমধ্যে খৃষ্টানদিগের ধর্মসভা হইল; তাহাতে উপস্থিত থাকিলাম। ইহাদের দৈনিক উপাসনাদি কি প্রকারে চলে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি। বিগত রবিবার মিঃ বলার-নামক একজন চীনদেশীয় মিশনারীর সার্মন শুনিয়াছি। "আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে"—কেবল যীশু, আর যীশু; যীশুর গুলট—যীশুর

পাল্‌টে ! প্রভু পরমেশ্বর কোথায় গিয়া পড়িয়াছেন ! মুক্তির জন্য তাঁহার সঙ্গে প্রয়োজন নাই ! সকল সম্প্রদায়ের উপাসনাদি লক্ষ্য করাই আমার কার্য ; নতুবা ঈশ্বরের দুরবস্থা দেখিয়া তাহাতে যোগ দিতে পারিতাম না।

বিলাতে পৌঁছিবার পূর্বে রামমোহন রায়ের "থ্রী অ্যাপীল্‌স্‌ টু দ খৃষ্টিয়ান পাবলিক" পড়িয়া ফেলিতে হইতেছে। সেখানে আমাকে চারিদিক দিয়া ধরিতে ছাড়িবে না। আমার হস্তে যথাসাধ্য অস্ত্রশস্ত্র রাখিতে হইবে।

অদ্য প্রাতে রেভাঃ মিঃ কুক (Cook), একজন সিঙ্গাপুর মিশনারী, বঙ্গদেশীয় মিশনারীদিগের একখানি মাসিক পত্রিকা আনিয়া দেখাইতেছেন ; তাহাতে আমার 'চাইল্ড ম্যারেজ' সংক্রান্ত বক্তৃতার প্রশংসা আছে। তিনি প্রস্তাব করিলেনে যে, এক এক দিন, এক একজন কিছু কিছু বলিলে হয়। মিঃ ক্লার্ক 'ট্রাভেল্‌স্‌ ইন চায়না' বিষয়ে কিছু বলিতে রাজি হইলেন ; মিঃ বলার কি বিষয়ে বলিবেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিতে পারিলেন না। আমার বিষয়— "The Effect of English Education on Native Society in Bengal." দুর্গামোহনবাবু বলিতেছেন, এ বিষয়ে এমন অনেক কথা বলিতে হইতে পারে, যাহা ইংরাজদিগের ভাল লাগিবে না ; ইহা অপেক্ষা ভাল হয়— "The History of the Rise and Progress of the Brahmo Samaj।" মিঃ কুককে এই কথাটা বলিতে হইবে। কুক্‌ আর এক কাণ্ড করিয়া বসিয়াছেন। আমার ইচ্ছা ছিল, লেকচার-টেকচার যদি হয়, সেকেণ্ড ক্লাস সেলুন-এ হইলেই ভাল ; কিন্তু এই প্রস্তাবটি তিনি ফার্স্ট ক্লাস-এর কমিটির হাতে দিয়াছেন। নৃত্য, গীত, বলনাচ প্রভৃতির উপর তাঁহাদের প্রধান দৃষ্টি ; তাঁহারা কি এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন ? অত বড়লোক অডিয়েন্স-এর নিকট কিছু বলিতে ইচ্ছা হয়না। মিঃ কুক্‌-এর সঙ্গে আজ এ বিষয়ে কথা কহিতে হইবে।

স্টীমারের গোলমালে আমার নভেল লেখাটি বন্ধ হইয়া গেল ; এত গোলে কি তাহা হয় ? অন্যান্য কাজও ভাল করিয়া করিতে পারিতেছি না। ভজন-সাধনও যে খুব প্রাণ জুড়াইয়া করিব, তাহাও হইয়া উঠিতেছে না। গড়ের

উপরে ষ্টীমারে যতটা উপকার লাভ করিব ভাবিয়াছিলাম তাহা হইয়া উঠিতেছে না। এই ইংলণ্ড গমনের দ্বারা আমার জীবনের একটি বিশেষ পরিবর্ত্তন আনীত হওয়া উচিত; তাহার চিহ্ন এখনও সম্পূর্ণভাবে দেখিতেছি না। ত আমার জীবনের উপরে যে প্রভুর হস্ত রহিয়াছে,—সে বিশ্বাস দিন দিন বর্ধিত হইতেছে। তিনি করুন, তাঁহার প্রতি আমার নির্ভর বাড়িয়া আমি সম্পূর্ণরূপে তাঁহারই হই।

Programme of my work during stay in England :

1. To ascertain what are the prospects of liberal religion in the West.

(a) Its adversaries say it is not thriving in the West;

(b) If so, what are the causes of its weakness;

(c) What are the obstacles in the way of its general acceptance.

This is to be done by private and semi-formal conferences with (1) advanced

ইংলণ্ডে অবস্থান কালে আমার কার্যতালিকা :—

(১) পাশ্চাত্ত্য দেশে উদার ধর্মমতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা কতখানি তাহা অবধারণ করা।

(ক) বিরুদ্ধবাদিগণ বলেন যে, পশ্চিমে উহা তেমন সতেজ হইতে পারিতেছেনা;

(খ) যদি তাহাই হয়, তবে উহার দুর্বলতার কারণ কি কি হইতে পারে;

(গ) উদারধর্ম জনসাধারণের দ্বারা গৃহীত হইবার পথে বাধা কি কি?

এ সম্বন্ধে আমার অনুসন্ধান ব্যক্তিগতভাবে এবং আধা-আনুষ্ঠানিকভাবে তিন শ্রেণীর লোকের নিকটে করিতে হইবে:—(১ম) প্রগতিপন্থী চিন্তাশীল একেশ্বর

unitarian thinkers, (2) professed agnostics and secularists, and (3) with Christian workers.

বাদিগণ; (২য়) স্পষ্টতঃ যাঁহারা ধর্মবিষয়ে উদাসীন—অর্থাৎ ইহ-সর্বস্ববাদ, নাস্তিকতা অথবা অজ্ঞেয়তাবাদের সমর্থনকারী; এবং (৩য়) খৃষ্টীয় কর্মিদল।

(d) They say liberal religion does not produce many fruits in the shape of practical philanthropy; —if true, to ascertain its causes.

(ঘ) লোকে বলে উদার ধর্মমতের প্রেরণায় জনহিতকর কার্যাবলীর বেশী প্রকাশ দেখা যায় না; এ অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে তাহারই বা কারণ কি নির্ধারণ করিতে হইবে।

2. To try to impress on the theists and advanced unitarians of England, something like an adea of the aims and aspirations of the Brahmo Samaj, and its characteristics, as contradistinguished from those of Western Theism.

(২) ইংলণ্ডের উদার একেশ্বরবাদী এবং প্রগতিশীল ইউনিটেরিয়ানগণের মনে (ভারতীয়) ব্রাহ্ম ধর্মের আশা, আকাঙ্ক্ষা এবং বৈশিষ্ট্য কি, আর পাশ্চাত্য একেশ্বরবাদের সহিত তাহার পার্থক্য কোথায়—এ সম্বন্ধে কতকটা ধারণা মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

3. To take notes of the various measures adopted by the English philanthropists to fight the three great evils —Poverty, Intemperance and Impurity.

(৩) দারিদ্র, সুরাসক্তি, ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ইংরাজ জনহিতকর্মিগণ যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে।

4. To obtain general information, as far as possible, about the internal spiritual life and religious activity of the leading Christian sects.

(৪) এ দেশের প্রধান প্রধান খৃষ্টীয় সম্প্রদায়গুলির আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম জীবন ও ধর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে, সাধারণভাবে যতটা সম্ভব, সংবাদ লইতে হইবে।

5. To study, particularly, the educational systems of the country, with their results.

(৫) বিশেষত এ দেশের শিক্ষাপদ্ধতি ও তাহার ফলাফল পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে।

6. To try to influence public opinion on the subjects of Coolie Emigration and the Liquor Traffic.

(৬) বিদেশে (ভারতীয়) কুলী চালান দেওয়া এবং (ভারতে) মদ্যব্যবসায়ের সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে এতদ্দেশীয় জনমতকে প্রভাবিত করিতে চেষ্টিত হইতে হইবে।

7. The last, but most important with me, is to try to improve my own mind by study and observation, and by cultivating the art of public speaking, so that I may return to my country better-fitted, to carry on the mission to which God has called me.

(৭) পরিশেষে, আমার সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয় হইতেছে—পাঠ ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা আমার নিজের মানসিক উন্নতি-বিধান এবং বক্তৃতা শক্তিকে বাড়াইবার চেষ্টা করা, যাহাতে আমার বিধি নির্দেশিত জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য যোগ্যতর হইয়া আমি দেশে ফিরিতে পারি।

As preparatory to the successful carrying out of the

উপরিউক্ত কর্মতালিকাটিকে কার্যত প্রতিপালনে সফলতা লাভ

above programme, I must finish the undermentioned studies before I leave England :—

(1) To finish the study of the Excise Commission's Report—taking notes of important facts ;

(2) To finish, if possible, the study of the reports of the Director of Public Instruction and of the Education Commission ;

(3) To frame a number of questions on each of the above heads ; and

(4) To finish reading Ram Mohan Roy's Three Appeals.

Leading questions for directing my enquiries :—

(1) What is the number of liberal Churches ?

(2) What the number of new accession during the last ten years ?

করিতে হইলে আমার পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন ইংলণ্ড পরিত্যাগের পূর্বে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির পাঠ সমাধা করা :—

(১) আবগারি কমিশনের রিপোর্টটি পড়িয়া তাহা হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যসকল সংগ্রহ করা ;

(২) সম্ভব হইলে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরের এবং শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টগুলি পড়িয়া শেষ করা ;

(৩) উপরিলিখিত বিষয়-গুলির প্রত্যেকটির সম্বন্ধে কতক-গুলি প্রশ্ন প্রণয়ণ করা ; এবং

(৪) রামমোহনরায়ের লিখিত "থ্রী য়্যাপীল্‌স্‌ টু দ্য ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক" পড়িয়া শেষ করা।

তথ্যানুসন্ধানে নিম্নলিখিত প্রশ্ন-গুলিকে প্রাধান্য দিতে হইবে :—

(১) (এদেশে) উদারমতাবলম্বী ভজনালয়ের সংখ্যা কত ?

(২) বিগত দশ বৎসরে তাহাদের কিরূপ সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছে ?

(3) What their work and influence among the younger generation?

(৩) তাহাদের কার্যাবলী এবং যুব-সম্প্রদায়ের উপর তাহাদের প্রভাব কিরূপ?

(4) Liberalism—how far affecting the theology of orthodox Churches?

(৪) লিবার‍্যালিজ্‌ম্ বা উদার মতবাদ শাস্ত্রনিষ্ঠ খৃষ্টীয় সম্প্রদায়-গুলির ধর্মতত্ত্বের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে?

(5) What is the proportion of annual defections from the liberal Churches?

(৫) উদার মতাবলম্বী সম্প্রদায় গুলি হইতে দলত্যাগীর বার্ষিক অনুপাত কত?

৩-৫-৮৮। আজও আমরা লোহিতসাগরে চলিতেছি। প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া ও চা খাইয়া প্রাতের উপাসনা সারিলাম। তৎপরে প্রাতরাশের সময় পর্যন্ত 'পিলগ্রিম্‌স প্রগ্রেস' হইতে জন বানিয়ান (১) -এর জীবনচরিত পাঠ করিলাম। তৎপরে আহারের পর পূর্বদিনের দৈনিক লিপি লিখিলাম এবং 'সঞ্জীবনী' হইতে 'আউট-ষ্টিল' সম্বন্ধে কতকগুলি নোট লিখিয়া লইলাম। দুপুরবেলা ও বৈকালে জন বানিয়ানের জীবনচরিত পড়িয়াছি। রাত্রে আমার ইংলণ্ডের কাজের একটি প্রোগ্রাম নোটবুকে লিখিয়া ফেলিয়াছি। একটি লক্ষ্য স্থির না হইলে কোন কাজই অগ্রসর হয় না।

আমরা জাহাজে উঠিয়া যে পাঁচটি পশ্চিমা গরু দেখিয়াছিলাম, তাহার চতুর্থটি অদ্য বলিদান হইল; তৃতীয়টি পূর্বদিন হইয়াছে। অতগুলি ভেড়া

---

(১) John Bunyan (১৬২৮—৮৮) ইনি একজন সাধুপ্রকৃতি ইংরেজ ধার্মিক এবং সুলেখক। ইঁহার রচিত The Pilgrims Progress নামক বিখ্যাত গ্রন্থে রূপকচ্ছলে অধ্যাত্ম-পথের পথিক মানবাত্মার তীর্থপথ পর্যটনের কাহিনী সহজ এবং সুললিত ইংরাজীতে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রায় সবই গিয়াছে ; কয়েকটী মাত্র আছে। মানব দুর্বল প্রাণীদের রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হয়, ইহা মানবের পক্ষে অতি হীন কার্য ; কিন্তু মাছ-মাংস খাওয়ার প্রথা প্রচলিত থাকাতে এই হীনতা হইতেছে।

রেভাঃ কুক্ যে লেকচারের হুজুক খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন তাহাতে আমাকে ফার্স্ট ক্লাস ডেক-এ একদিন "দি ইফেক্টস অফ ইংলিশ এডুকেশান অন নেটিভ সোসাইটি ইন বেংগল" বিষয়ে লেকচার দিতে বলিতেছেন। লেকচার যেরূপ পাকিয়া দাঁড়াইতেছে তাহাতে ইঁহাদের হাত এড়াইতে পারিব এরূপ বোধ হয় না।

আজ রাত্রে ফার্স্ট ক্লাস-এ অভিনয় হইল।

সুয়েজ

৪-৫-৮৮। আজ প্রাতে আমরা গাল্ফ্ অব সুয়েজে প্রবেশ করিয়াছি। প্রাতে উঠিয়াই দেখি—উত্তরদিকে পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে। এখানে সাগরের বিস্তৃতি পদ্মার বিস্তার অপেক্ষাও অল্প। খৃষ্টীয় মিশনারীগণ বলিতেছেন, আর একটু উপরে গেলে সেই স্থানে যাইব, যেখানে ইস্রায়েলাইটগণ (১) মুসার আদেশানুসারে লোহিত সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়াছিল এবং সমুদ্র তাহাদিগকে পথ দিয়াছিল। এসব গল্প রামচন্দ্রের সাগর বন্ধনের ন্যায়।

আজ স্নান ও উপাসনা সারিয়া পত্র লিখিতে বসিলাম। হেমকে এক পত্র লিখিলাম, তার মধ্যে পণ্ডিতমহাশয়ের (২) এক পত্র ও বিরাজের এক পত্র দিলাম। মিঃ এ এম বসুকে আর এক পত্র লিখিলাম। আজ ষ্টীমারে এক

---

(১) হিব্রুজাতির এক গোষ্ঠীপতির নাম জেকব বা ইস্রায়েল ছিল। তাঁহার বারোটি পুত্র ও তাহাদের সন্তান-সন্ততিগণ হইতে টুয়েল্ভ্ ট্রাইব্স্ অব ইস্রায়েল বা ইস্রায়েলাইটগণের উৎপত্তি। মুসা বা মোজেস এই বংশেই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ইহুদী জাতির শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাদাতা এবং প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ।

(২) কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়—জনৈক পরোপকারী বিশিষ্ট ব্রাহ্ম।

নোটিস দিয়াছে যে, তিনটার মধ্যে ডাক বন্ধ হইবে, ষ্টীমারেই ডাক টিকিট পাওয়া যাইবে। দুইখানি তিন আনা দামের টিকিট কিনিলাম। ইহা ইজিপ্-শীয়ান গভর্নমেণ্টের টিকিট। চিঠিগুলি কলিকাতায় যাইবে।

দুর্গামোহনবাবু আমার লিখিত মিঃ বসুর পত্রে দুই কথা লিখিয়া দিলেন। মিসেস বসুকেও আমি এক পত্র লিখিয়া মিঃ বসুর পত্রে দিলাম। পত্রগুলি লেখা হইলে আমাদের সেলুন-এর বারম্যানের নিকট দেওয়া গেল।

পত্রলেখার পর রসিকের প্রদত্ত অবশিষ্ট 'সঞ্জীবনী'গুলি পড়িয়া ফেলিলাম। এই কাগজগুলি পড়িয়া আউটস্টিল সিস্টেম (১) কিরূপ কাজ করিতেছে তাহা বুঝিতে পারিলাম। আবশ্যকমত নোট লইয়া সঞ্জীবনীতে মুদ্রিত গভর্নমেণ্ট অব ইণ্ডিয়ার ডেস্‌প্যাচটি আমার 'নিউজপেপার স্ক্র্যাপ-বুক'-এ আঠা দিয়া জুড়িয়া দিলাম। এই সকল কাজ করিতে প্রায় দিবা অবসান হইয়া আসিল।

এদিকে জাহাজ সুয়েজ নগরের অভিমুখে আসিয়া উপস্থিত। উপস্থিত হইবামাত্র একখানি স্টীমলঞ্চে করিয়া কয়েকজন কর্মচারী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, জাহাজ কোথা হইতে আসিতেছে? উত্তর—কলিকাতা। প্রশ্ন—তোমরা কি মান্দ্রাজে লাগাইয়াছিলে? উত্তর—হ্যাঁ। আদেশ হইল—তবে

---

(১) Outstill System—খোলাভাঁটি অর্থাৎ অনিয়ন্ত্রিত ও অপরিমিত দেশী মদ চোলাইয়ের ব্যবস্থা। মদ চোলাইয়ের অন্য ব্যবস্থাকে ডিস্টিলারি সিস্টেম বলে; উহা সম্পূর্ণরূপে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন—বোথ ফর কোয়ালিটি য়্যাণ্ড কোয়াণ্টিটি। খোলাভাঁটি প্রথায় সরকারী লাইসেন্স লইয়া যে মদ প্রস্তুত হইত, তাহার গুণ পরিমাণ এবং মূল্যের উপর কোন বিধি-নিষেধ ছিল না। বিভিন্ন প্রদেশে, বিশেষতঃ পার্বত্য অঞ্চলে, মদ্যব্যবসায়ীরা এই প্রথায় অধিক পরিমাণে মদ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের কুপ্রবৃত্তি বাড়াইতেছিল। ইহার ফলে সরকারের আবগারি আয় এবং দেশের নৈতিক অধোগতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল বলিয়া দেশনেতাগণ ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইয়াছিলেন।

কোয়ারান্টাইন আইন অনুসারে চব্বিশ ঘণ্টা এখান হইতে নড়িতে পারিবে না এবং হলদে পতাকা তুলিয়া দেও।

তদনুসারে হলদে পতাকা তুলিয়া দেওয়া হইল। ইহার অর্থ এই, এই জাহাজ কোয়ারান্টাইন শাসনে শাসিত হইয়া রহিয়াছে। এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে জাহাজ হইতে কেহ নামিতে পারিবে না বা কেহ জাহাজে আসিবে না।

আজ অবশিষ্ট গরুটিকে হত্যা করিল।

এখানে আবদ্ধ হইয়া বসিয়া সন্ধ্যা সমুপস্থিত হইল। ডেকে বসিয়া কোন প্রকারে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করা গেল।

আজ দুর্গামোহনবাবু একটা কথা বলিয়াছেন: আনন্দমোহনবাবুকে আমি যে পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহার মধ্যে এক জায়গায় লিখিয়াছি—"আই য়্যাম ওন্‌লি সরি ছাট দ্য ফায়ার অব সেল্‌ফ-সাক্রিফাইস হ্যাজ নট বার্ণ্‌ট অল দি ইম্পিউরিটীজ অব মাই নেচার।" দুর্গামোহনবাবু পড়িয়া বলিলেন—"হোয়াই ডু ইউ টেক স্যুচ গ্ল্যুমি ভিউজ, মাই ডীয়ার ফেলো? গড নেভার ক্রীয়েটেড আস ফর ইম্পিউরিটীজ; দেয়ার আর নো ইম্পিউরিটীজ ইন ইউ।" বেশ কথা; আমিও অনেকবার মন্দিরে উপাসনাদির সময় বলিয়াছি, ঈশ্বর আমাদিগকে তাঁহার আনন্দের অংশী হইবার জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন। সমুদায় প্রাণী আনন্দে বিহার করিবে, আর মানব—যে তাঁহাকে জানিবার ও প্রীতি করিবার অধিকার পাইয়াছে—সেই মানব কেবল তাঁহার চরণতলে পড়িয়া সর্প-মুখগ্রস্ত ভেকের ন্যায় চিরদিন কাঁদিবে! ইহা কি তাঁহার ইচ্ছা হইতে পারে? এরূপ কখনই বোধ হয় না। আমাদিগকে আনন্দে তাঁহার সঙ্গে বাস করিতে হইবে। এই ভাবটা দুই মাস পূর্বে বেশ প্রবল ছিল। কিন্তু বিগত দুই-আড়াই মাস ভাল উপাসনা হয় নাই; প্রথম—এগ্‌জামিনেশন পেপার-এর তাড়াতে, দ্বিতীয়—স্টীমারযাত্রার গোলমালে। তাহাতেই বা এই ভাবটা ম্লান হইয়া গিয়াছে। যাহা হউক, দুর্গামোহনবাবু কথার মাত্রায় কথাটা বলিলেন বটে, কিন্তু কথাটা আমার মনে রহিয়া গেল।

হারিকেন ডেকে রাত্রি প্রায় নয়টা পর্যন্ত বেড়াইয়া ও জাহাজীদের সঙ্গে

অনেকক্ষণ কথাবার্তা কহিয়া অবশেষে রাত্রি নয়টার সময় আসিয়া শয়ন করিলাম।

৫-৫-৮৮। আজও আমরা সুয়েজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ২৪ ঘণ্টা অতীত না হইলে সুয়েজ ক্যানালে প্রবেশ করিতে পারিব না। সকাল পাঁচটায় উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া, চা খাইয়া ক্যাবিনে গিয়া শয্যায় বসিয়া উপাসনা করা গেল। অদ্যকার উপাসনা বেশ লাগিল। দুর্গামোহনবাবুর পূর্বদিনের কথাটার বিষয় অনেক ভাবিয়াছি। আজ ঈশ্বরের নাম মিষ্ট লাগিতেছে।

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় কাপড় চোপড় পরিয়া উপরে গিয়া দেখি যে এখানকার লোকেরা নানা প্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। আমি এক শিলিং দিয়া একটা ট্যর্কিশ ক্যাপ কিনিলাম; এক শিলিং দিয়া এক রকম পিণ্ডি খেজুর কিনিলাম এবং এক শিলিং দিয়া একটা গলাবন্ধ কিনিলাম। তিনটা শিলিং গেল। গলাবন্ধটি দুর্গামোহনবাবুকে দেখাইতে তিনি বলিলেন, তাহার কোন প্রয়োজন নাই। পরে ভাবিলাম, পয়সাগুলি কি বৃথা গেল? জিনিস দেখিলে কিনিতে ইচ্ছা হয়, এ ভাবটা বোধ হয় এখনও দূর হয় নাই। যেরূপ স্থানে যাইতেছি—এরূপ ছেলেমানুষি থাকিলে রক্ষা নাই। আমাকে মিতব্যয়িতার অতি সুদৃঢ় রজ্জুদ্বারা আপনাকে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে; তবে রক্ষা পাইতে পারিব। প্রাতঃকালের আহারের পর একটু পড়িব ও লিখিব ভাবিয়াছিলাম। এক্সাইজ কমিশনের রিপোর্টখানি আনিয়া খানিক পাঠ না করিতে করিতে নিদ্রাকর্ষণ হইতেছে। ক্যাবিনে আসিয়া একটু ঘুমান গেল।

ডেকের উপর গিয়া দেখি, আমাদের ক্যাবিনের ছাতে ইলেকট্রিক আলোর মস্ত এক য়্যাপারেটস সাজান হইতেছে। শুনিলাম, জাহাজ অদ্যই ক্যানালে প্রবিষ্ট হইবে। সেখানে যাইতে হইলে উজ্জ্বল আলোকের প্রয়োজন, এই জন্য এই ইলেকট্রিক আলোর বন্দোবস্ত হইতেছে।

বৈকালে প্রায় পাঁচটার সময় জাহাজ ছাড়িল ও ক্যানাল অভিমুখে অগ্রসর হইল। আমরা ক্রমে ক্রমে সুয়েজ বন্দরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম।

ইংরেজেরা থাকিতে জানে। অল্প পরিশ্রমে ও অল্প ব্যয়ে, নিতান্ত প্রাণীবিহীন মরুময় স্থানকে কিরূপ করিয়া রাখিতে পারা যায়, এই সুয়েজে ইংরেজেরা তাহা দেখাইয়াছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড ডক আছে; তাহাতে অনেকগুলি জাহাজ মেরামত হইতেছে। একটি সুন্দর এভিন্যু; ইহার দুই পার্শ্বে বৃক্ষ বসাইয়াছে। মরুমধ্যে বৃক্ষগুলির সচরাচর যেরূপ দুর্দশা হয়, এগুলিরও সেইরূপ দুর্দশা দেখা গেল।

ক্রমে আমরা ক্যানালের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলাম। মধ্যে মধ্যে সাইডিং ও স্টেশন আছে।

একটি ইউরোপীয় বাচ্চা খেলা করিতেছে। দুই একটি শ্বেতাঙ্গীর মুখ দেখা যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে দুই একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষ স্টেশনের জেটির উপর আসিতেছেন। এই দুই এক প্রাণীতে ঐ সকল স্থানের জনশূন্যতা, মরুময়তা ও নিস্তব্ধতা আরও বাড়াইতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত। সন্ধ্যা হইতে না হইতে স্টীমারের মাথাতে তড়িত-আলোক জ্বলিয়া উঠিল। স্টীমারখানা যেন কি এক দুরন্ত জানোয়ারের মত চলিয়াছে, তাহার মস্তকে এক অপূর্ব মণি জ্বলিতেছে। ক্রমে রাত্রি অধিক হইয়া পড়িল। পার্বতীবাবু শয়ন করিতে গেলেন। দুর্গামোহনবাবু ও আমি আরও অনেকক্ষণ ডেকের উপর রহিলাম। তৎপরে শয়নার্থ ক্যাবিনে আসা গেল।

৩-৫-৮৮। অতি প্রাতে জাগিয়া দেখি খুব বাতাস বহিতেছে। স্টীমার সৈয়দ বন্দরের কুড়ি মাইলের মধ্যে আসিয়াছে। প্রাতরাশ সমাপনান্তে, গরম কাপড়-চোপড় বাহির করিতে ও পাতলা কাপড় প্রভৃতি তুলিতে প্রায় বেলা দশটা বাজিয়া গেল। ওদিকে জাহাজ সৈয়দ বন্দরে আসিয়া উপস্থিত।

অনুমান বেলা সাড়ে দশটার সময় পার্বতীবাবু ও আমি সৈয়দ বন্দর দেখিবার জন্য তীরে নামিয়া গেলাম। তীরে নামিয়া দেখি নানা জাতীয় ইউরোপীয় লোক এখানে আছে। তন্মধ্যে গ্রীক ও ফরাসী অনেক। এত মদের দোকান আর কোথাও কখনও দেখি নাই। ইহারা পূর্ব দেশীয়

লোকদিগকে এই দেখাইতেছে যে, সুরাপান পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার একটি প্রধান অঙ্গ। হোটেল, বার রুম, বীয়ার-রুম, কফি-হাউস, সর্বত্রই মদ-মদ-মদ! সুরাদেবীর এমন পূজা জীবনে কখনও দর্শন করি নাই। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার দ্বারে রুদ্রমূর্তি দুই যমদূত দণ্ডায়মান—মদ ও মাংস। নম্রপ্রকৃতি হিন্দুগণ ইহাদিগকে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতেছে। বাজারে ঘুরিয়া আসিলাম—শহরটি ক্রমে বাড়িতেছে। কিন্তু সর্বত্রই জার্মান ও ইতালীয় বারবণিতাগণকে দেখিতে পাইলাম। যেখানেই মদিরা সেখানেই ইহারা; সভ্যতার চির সঙ্গিনী! আমরা কয়েকটি রাস্তায় বেড়াইয়া স্টীমারে আসিলাম।

স্টীমারে কয়লা তোলাটা কি ভয়ানক বিরক্তিকর ব্যাপার! সমুদায় স্টীমার কয়লার ধূলাতে পরিপূর্ণ।

আড়াইটার সময় স্টীমার ছাড়িল। আমরা গভীর ভূমধ্য সাগরে আসিয়া পড়িলাম। বৃষ্টি ও ঠাণ্ডা বাতাসে ডেকে থাকা যায় না, নীচে সমুদয় সময় থাকিতে হইল।

সায়ংসন্ধ্যাটি ডেকেই হইল। প্রাণটা একটু একটু করিয়া প্রভুর সঙ্গ অধিক অনুভব করিতেছে। প্রভু এস, প্রভু এস, তোমার দাসের প্রাণে এস; আমাকে যে জন্য লইয়া যাইতেছ তাহা যেন পূর্ণ হয়! ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্য এইবার ফিরিয়া একেবারে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে হইবে। ইংলণ্ডে আমি ভাষাতাত্ত্বিক বা পণ্ডিত বা দার্শনিক হইতে যাইতেছি না, কিন্তু ব্রাহ্ম মিশনারীর ও মিশনের কার্য সমুচিতরূপে করিতে আরও সমর্থ হইব বলিয়া যাইতেছি। প্রভু, তোমার দাসকে উপযুক্ত কর।

ভূমধ্য সাগর

৭-৫-৭৮। অদ্য আমরা ভূমধ্য সাগরে রহিয়াছি প্রভাতকালে সমুদ্রের অবস্থা মন্দ বোধ হইল না।

অদ্য প্রাতে খৃষ্টানদিগের ধর্মসভায় রেভাঃ কুক্ ও বিশপ্ সাহেব আসিলেন। সকলে বসিয়া স্থির হইল যে মিঃ বলার অদ্য তিনটার সময়

চীনদেশ সম্বন্ধে কিছু বলিবেন। কল্য অর্থাৎ মঙ্গলবার বিশপ দক্ষিণ ভারতের বিষয় কিছু বলিবেন। বুধবার আমি 'ইংলিশ এডুকেশন ইন বেংগল' এই বিষয়ে কিছু বলিব। বৃহস্পতিবার মিঃ ক্লার্ক চীন-এর বিষয়ে কিছু বলিবেন। অদ্য দুপুর বেলা দুর্গামোহনবাবু লর্ড শ্যাফ্‌টস্‌বেরীর জীবন-চরিত ফিরাইয়া দিলেন; পাইয়াই আহারান্তে উহা পড়িতে আরম্ভ করিলাম।

আজ পেল্ মেল্ গেজেট-এ পড়িলাম যে ম্যাথ্যু আর্নল্ড(১) এর মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে একজন একটি সুন্দর কবিতা লিখিয়াছেন; পার্বতীবাবু তাহা কাটিয়া রাখিলেন।

আমি পেল্ মেল্ গেজেটের 'ওভারল্যাণ্ড মেইল' পড়িয়া, আমার 'নিউজ পেপার স্ক্র্যাপ্‌-বুক'-এ, কিছু সংবাদ কাটিয়া রাখিলাম।

আজ আহারের পর সমস্ত দিন ও রাত্রি প্রায় দশটা পর্যন্ত লর্ড শ্যাফ্‌টস্‌-বেরীর জীবন-চরিত অনেকটা পড়িয়াছি।

আজ সায়ংসন্ধ্যাটা বড় মিষ্ট লাগিয়াছে; 'সত্যং শিবং সুন্দরম্' এই নাম ১০৮ বার আঙ্গুলে জপিয়া বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি।

৮-৫-৮৮। বিগত রাত্রিতে বাতাস বাড়িয়া, সমুদ্রের তরঙ্গ খুব প্রবল হইয়াছে। প্রাতে উঠিয়া দেখি শয্যাতে বসিলে দুলাইয়া ফেলে। গড়িমসি করিয়া উঠি-উঠি করিতে বিলম্ব হইয়া গেল। আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, জাহাজ দুলিতেছে. তরঙ্গ ছুটিতেছে; জাহাজের কর্মচারিগণ সেলুন ও ক্যাবিনের দরজা সব বন্ধ করিতেছে।

আহারের পর ডেকের উপরে গিয়া একটু বসিয়া রহিলাম, তৎপরে নীচে আসিয়া পরদিনের বক্তৃতার নোটগুলি শেষ করিয়া রাখিলাম। সেজন্য এডুকেশন কমিশন-এর রিপোর্ট ও ডাইরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন-এর রিপোর্ট পাঠ করিলাম। নোট লওয়া হইলে ডায়েরি লিখিয়া লর্ড শ্যাফ্‌টস্‌-

(১) Mathew Arnold (১৮২২-২৮) বিখ্যাত ইংরেজ কবি শিক্ষাবিদ ও সাহিত্য-সমালোচক; অকস্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে কাব্যের অধ্যাপক এবং বহু গ্রন্থের রচয়িতা।

বেরীর জীবনচরিত পড়িব স্থির করিয়া উপরে গেলাম। পার্বতীবাবুর সী-সিক্‌নেস হইবার উপক্রম; তাঁহাকে দেখিতে গিয়া তর্ক ও গল্পগাছায় তিন চার ঘণ্টা কাটিয়া গেল। ক্রমে দুর্গামোহনবাবু আসিয়া জুটিলেন। পার্বতীবাবুর সহিত ইংরেজী পোশাক লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। আমি বলিলাম—আমার মত এই যে, পোশাকে ন্যাশনালিটি থাকে না। ইউরোপের সকল জাতির এক পোষাক। আমি ভদ্র ও কার্যের উপযোগী পোষাক গ্রহণ করিতে সম্মত, কিন্তু ইংরাজের পোশাকের অনুকরণ করিতে প্রস্তুত নই।

আরও অনেক বিষয়ে কথা হইল। দুর্গামোহনবাবু বলিলেন, যাহারা উপাসনার সময় হাউ হাউ করিয়া কাঁদে, তাহারা বোধ হয় গোপনে কোন পাপ করে; উপাসনার সময় তাহা মনে পড়ে, তাই কাঁদে। আমি ইহার প্রতিবাদ করিলাম। তৎপরে নিজের প্রতি ঘৃণার কথা হইল। দুর্গামোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নিজের প্রতি এত ঘৃণা কেন? তোমাকে ত বদমায়েস বলিয়া জানি না।" আমি বলিলাম, "কে জানে, আমার একটু আধ্যাত্মিক শুচিবাই আছে; এ বোধ হয় পীড়া বিশেষ।" তৎপরে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, মনে করুন, আমাদিগকে ঈশ্বরের গৃহে এক প্রকাণ্ড হল-এ লইয়া গিয়া এই বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন যে, তোমরা নিজ নিজ গুণ অনুসারে বস; তাহা হইলে আপনারা কি করেন? দেখিলেন—প্রথম বেঞ্চে বুদ্ধ, যীশু, প্রভৃতি বসিয়া আছেন।" * * *

তাঁহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি বলিলাম, "আমার বেঞ্চ বাছিয়া বসা মুশ্‌কিল হয়; বোধ হয়, দ্বারের নিকট দাঁড়াইয়া থাকি; না হয়, শেষ বেঞ্চে বসি।" ইহাতে দুর্গামোহনবাবু বলিলেন, "ইহা তোমার মনের রোগ। এটা শুধরান উচিত।" এইরূপ নানা কথার পর নীচে নামিয়া আসিলাম।

আমি সায়ংকালের আহারান্তে, সায়ংসন্ধ্যার জন্য ডেকে গিয়া বসিলাম। লোকের ভিড়, তবু তাহার মধ্যে মনকে একটু নির্জন করিয়া "সত্যং শিবং সুন্দরম্"—প্রিয় মন্ত্রটি জপ করিবার চেষ্টা করিলাম এবং কলিকাতার পরিবার পরিজন ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য তাঁহার নিকট একান্ত অন্তরে প্রার্থনা করিলাম।

তৎপরে নামিয়া আসিয়া 'ব্ল্যাবাইড ইন ক্রাইস্ট' নামক পুস্তক, রেভাঃ মিঃ ক্লার্ক যাহা পড়িতে দিয়াছেন, তাহার খানিকটা পড়িয়া শয়ন করিতে গেলাম।

৯-৫-৮৮। আজ প্রাতে আকাশ পরিষ্কার, একটু মেঘের কুটিও নাই ; বায়ু প্রবল নাই, সমুদ্রও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়াছে। জাহাজের সকলেই প্রফুল্ল, সকলের মুখেই 'নাইস্ ওয়েদার' শুনা যাইতেছে। প্রাতরাশের পর ডেকে গিয়া অনেকক্ষণ উপাসনার ভাবে চিন্তাকে রাখিবার চেষ্টা করিলাম। আমার জীবনের সকল ভার তাঁহার হস্তে,—দিন দিন এই চিন্তা উজ্জ্বল হইতেছে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাঁহার হস্তে মন প্রাণ দেহ সমুদায় সর্বতোভাবে অর্পণ করিতে পারি না কেন ? এইখানেই আমার হীনতা।

আজ একটু বেলা না হইতে হইতে ইটালীর পর্বতমালা ও সিসিলি দ্বীপের পর্বতমালা দেখা যাইতেছে। ম্যাট্‌সিনি (১) ও গ্যারিবল্ডির (২) দেশ দেখিব—এই উৎসাহে মনে কেমন এক প্রকার আনন্দের সঞ্চার হইতেছে। দৃষ্টি এক একবার ইটালী হইতে ভারতবর্ষের দিকে গিয়া পড়িতেছে। ইটালীর কি দশা

(১) Mazzini (উচ্চারণ 'ম্যাট্‌সিনি')—ইটালির সুবিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক নেতা। পরাধীন এবং বহুধাবিভক্ত মাতৃভূমির অধীনতাপাশ ছিন্ন করিতে প্রয়াসী হইয়া ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে স্বদেশ হইতে নির্বাসিত হন। ফ্রান্সের অন্তর্গত মার্সেলিস হইতে এবং পরে লণ্ডন হইতে "ইয়ং ইটালি" নামক একখানি পত্রিকা প্রকাশ করিয়া তিনি ৪০ বৎসর কাল ইটালির স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করিতে থাকেন। মাতৃভাষা ভিন্ন ইংরেজী ও ফরাসী ভাষাতেও তিনি অতি সহজ ও সাবলীল ভাবে লিখিতে পারিতেন। স্বদেশ-প্রেমিক নেতা ক্যাভুর ও গ্যারিবল্ডির সহায়তায় জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়া ইটালিকে বৈদেশিক-শাসনমুক্ত, স্বাধীন ও একতাবদ্ধ রাষ্ট্ররূপে দেখিয়া যাইবার সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল।

(২) Garibaldi (1807—82)—ইটালির সুপ্রসিদ্ধ স্বাধীনতা-সৈনিক ও দেশপ্রেমিক নেতা। ম্যাট্‌সিনির "ইয়ং ইটালি" সমিতির সভ্যরূপে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে স্বদেশে বিদ্রোহ ঘটাইবার ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত হইয়া ১৮৩৪

ছিল, আর কি দশা হইয়াছে। আগে 'ইউনাইটেড্ ইটালী' হইয়াছে, তৎপরে 'ফ্রী ইটালী' হইয়াছে। ভারতবর্ষও অগ্রে 'ইউনাইটেড' ভারতবর্ষ হওয়া চাই, তৎপরে 'ফ্রী' ভারতবর্ষ হইবে।

ক্রমে আমরা ইটালীর সন্নিকটে আসিয়া পড়িলাম, পর্বতপৃষ্ঠে গ্রাম ও জনপদসকল দূর হইতে পরিলক্ষিত হইতেছে। রেলগাড়ি শূকরপালের মত চলিয়াছে; গিরিনদী সকল শুষ্ক বালুকাময় বোধ হইতেছে; তদুপরি রেলওয়ে সেতুসকল সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; সুন্দর নগর, সুরম্য হর্ম্যমালা, বিচিত্র উদ্যান—দূর হইতে বোধ হইতে লাগিল। এই সকল স্থানে বুঝি সুখ ও স্বাস্থ্য চিরবিরাজিত। ক্রমে মেসিনা নগরের সন্নিধানে জাহাজ উপস্থিত। মেসিনা সিসিলির রাজধানী। নগরটি অনুমান ৬।৭ মাইল বিস্তৃত; দূর হইতে ত বড়ই মনোহর মনে হয়; দেখিলে সুখ সৌভাগ্যের আলয় বলিয়া মনে হয়। সমুদ্রের একটি শাখা বাঁকিয়া মেসিনার ক্রোড়ে প্রবেশ করিয়াছে; সেইটির জন্য শহরটি আরও সুন্দর দেখাইতেছে। দূর হইতে আর অধিক কিছু দেখিবার সুবিধা নাই। তবে বাইনোকুলার গ্লাসের সাহায্যে যতদূর দেখা গেল, তাহাতে শহরটি অতি মনোহর বোধ হইল।

দেখিতে দেখিতে সিলা য়্যাণ্ড ক্যারিব্ডিস(১)-এর মধ্যে উপস্থিত হইলাম।

খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়, কিন্তু দক্ষিণ আমেরিকায় পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করেন। ১৮৪৮ অব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া সার্দিনিয়ার ইটালীয় রাজা ভিক্টর এমানুয়েলের পক্ষাবলম্বনপূর্বক স্বদেশ হইতে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার শাসন উচ্ছেদ করিতে প্রয়াসী হন। তাঁহার নেতৃত্বে গঠিত "লাল-কুর্তাধারী" একদল স্বেচ্ছা-সৈনিক লইয়া কয়েকটি যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরত্ব ও কৃতিত্ব দেখাইয়া অবশেষে প্রধান সেনাপতির পদ লাভ করেন। ফ্রান্সের বুর্বোঁ-বংশীয় রাজার অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া সিসিলি ও নেপ্ল্‌স্‌কে মুক্ত করিয়া তিনি ভিক্টর এমানুয়েলকে সমগ্র ইটালির রাজত্বলাভে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন।

(১) Scylla and Charybdis—প্রাচীন গ্রীক পুরাণে কথিত হয়—সিলা নামে এক দৈত্য ইটালি ও সিসিলির মধ্যবর্তী মেসিনা প্রণালীর পূর্বদিকে,

এতদিন Scylla and Charybdis কথা ব্যবহারই করা যাইত; কিন্তু প্রকৃত অর্থ কি তাহা জানিতাম না। এখন দেখিলাম সিলা একটি পাহাড়ের অংশের নাম, ইহা ইটালীর অন্তর্গত এবং ক্যারিব্‌ডিস একটি অন্তরীপের নাম ইহা সিসিলির অন্তর্গত। সিলা-ক্যারিব্‌ডিস অতিক্রম করিয়া আমরা আবার বিস্তীর্ণ সিন্ধু জলে পড়িলাম; মার্সেলিসের অভিমুখে চলিয়াছি। অনুমান শুক্রবার সেখানে পৌঁছিব।

অদ্য তিনটার সময় সি এম সোসাইটি-র বিশপের বক্তৃতা হইল। তিনি দক্ষিণ ভারতের বিষয়ে কিছু গল্পগাছা করিলেন; ডেভিল ডান্স ও শতাবধানীদের বিষয়ে কিছু বলিলেন। বড় ভাল লাগিল না।

সন্ধ্যার সময় চাইনীজ মিশনারী ক্লার্ক-সাহেব আসিয়া জুটিলেন। 'মিলেনিয়ম' (১) বিষয়ে কথা হইল। তিনি বলিলেন, ক্রাইস্ট যখন আসিবেন, তখন পৃথিবীতে পাপ থাকিবে না; কারণ ক্রাইস্ট শয়তানকে ধরিয়া বাঁধিবেন এবং তাহাকে এক অন্ধকার গর্তে পুরিয়া রাখিবেন; সুতরাং লোকের পাপ-

---

অর্থাৎ ইটালির দক্ষিণ প্রান্তস্থ এক পাহাড়ের উপর বাস করিত; আর ক্যারিব্‌ডিস্ একজন কলহপ্রিয়া রমণী, যাহাকে দেবরাজ জুপিটার একটি ঘূর্ণাবর্তে পরিবর্তিত করিয়া ঐ প্রণালীর পশ্চিম দিকে, অর্থাৎ সিসিলির উপকূলের নিকট স্থাপন করেন। প্রাচীন গ্রীকরা মনে করিতেন, যে ঘূর্ণাবর্তটি ঐ স্থানে জলমধ্যস্থ এক পাহাড়বাসী দৈত্য সৃষ্টি করেন। যে সমস্ত জলযান ঐ প্রণালী-পথে যাতায়াত করিত, তাহারা এই দুই বিপদের একটিকে এড়াইতে গিয়া অন্যটির খর্পরে পড়িত। এই জন্য একটি প্রবচনের সৃষ্টি হয়—'বিটুইন সিল্লা য়্যাণ্ড ক্যারিব্‌ডিস'।

(১) Milleneum—খৃষ্টীয় ধর্মশাস্ত্রে অর্থাৎ 'বুক অব ড্যানিয়েল' ও 'রেভেলেশন'-এ কথিত আছে যে, মেসায়া বা ক্রাইস্ট পুনরায় ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া এক হাজার বৎসরকাল পৃথিবীতে রাজত্ব করিবেন; তখন পৃথিবীতে পাপ অন্যায় আর থাকিবে না। 'মিলেনিয়ম' কথাটি ল্যাটিন; ইহার অর্থ—এক হাজার বর্ষকাল।

প্রবৃত্তি আর থাকিবে না। জগতে যে চিন্তার এত আন্দোলন চলিয়াছে, ইঁহারা তাহার সংবাদ কিছু রাখেন না; কেমন সুখে আছেন! এইরূপ নিদ্রাগত বিশ্বাস অধিক দিন টিকিবে না। সন্দেহ ও অজ্ঞেয়তাবাদের আঘাতে ইহা এক সময় ভগ্ন হইবে। পাশ্চাত্ত্য দেশে একেশ্বরবাদ যে ভাল করিয়া দাঁড়াইতে পারিতেছে না, তাহার কারণ বোধ হয় এই: অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়সকল সুদৃঢ় বিশ্বাসের বাঁধ দিয়া আধুনিক চিন্তাকে আপনাদের হৃদয়-ক্ষেত্রের বাহিরে রাখিয়া নিজেদের কার্যের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের ভিত্তি বর্তমান চিন্তার তরঙ্গের আঘাতে আলোড়িত হইতেছে না। একেশ্বরবাদিগণ সেই বাঁধের বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছেন, সুতরাং চিন্তাসাগরের তরঙ্গ তাঁহাদিগকে চারিদিক হইতে আঘাত করিতেছে; তাঁহাদিগকে সেই তরঙ্গের মধ্যে আপনাদের জীবন ও কর্মের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইতেছে; সুতরাং হঠাৎ ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে না। এই তরঙ্গের মধ্যে ব্রেকওয়াটার নির্মাণের উপায় কি? সে ইঞ্জিনীয়ার কোথায়? সে ক্ষমতাশালী মনস্বী পুরুষ কোন্ দেশে জন্মিবেন?

কিন্তু এটাও হওয়া নিতান্ত আবশ্যক যে, যে-টুকু সত্যভাবে বিশ্বাস করি, প্রাণ-মনের সহিত বিশ্বাস করিতে হইবে; তাহাকে যদি সত্য বলি, সত্যের হাতে প্রাণ সমর্পণ করিতে হইবে।

সন্ধ্যার সময় ক্লার্কসাহেব 'লাইফ ফর দ্য লাস্ট্ ডেজ'-নামক এক প্রকাণ্ড পুস্তক আনিয়াছিলেন। গ্রন্থকর্তার গ্রন্থ লেখার উদ্দেশ্য এই যে, যীশুর পুনরাগমনের দিন সন্নিকট। কি আশ্চর্য, এই বিষয় লইয়া এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ রচিত হইয়াছে!—যেমন বুদ্ধের নানা জন্মের বর্ণনা করিয়া প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রন্থ সকল রচিত হইয়াছে। মানুষ ধর্মভাবের দ্বারা অন্ধ হইয়া অনেক শক্তি কেবল ভ্রমের মধ্যে ক্ষয় করিয়াছে; প্রকৃত ধর্মসাধনে, মানুষের উপকারে, সেই শক্তির অর্ধেক ব্যয় হইলে, জগতের অবস্থা আর এক প্রকার হইত। অদ্য এই ভাবিয়া সকাল সকাল শয়ন করিতে যাওয়া গেল যে, রাত্রি শেষে উঠিয়া ব্রাহ্মসমাজের ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ে চিন্তা করা যাইবে।

১০-৫-৮৮ অন্ত প্রাতে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত দশ বৎসরের কার্য ও উন্নতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলাম। মনে করি, বেশ স্থিরচিত্তে ভাবি। মনটা কিন্তু আবলতাবল ভাবিতে যায়। কিয়ৎক্ষণ পরে হুঁশ হয়, আবার ব্রাহ্মসমাজের ভূত-ভবিষ্যৎ ভাবিতে যাই, আবার মনটি বক্তৃতার বিষয় ভাবিতে চায়। এইরূপ অনেকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর উপাসনা করা গেল।

উপাসনা সারিয়া সাজিয়া বাহির হইতে প্রায় প্রাতঃকালের আহারের সময় হইল। আমার ক্যাবিনের নরওয়েজিয়ান বন্ধুটি, আমার পোশাক দেখিয়া বলিলেন, "তোমার ঐ চোগা-চাপকান আমি বড় ভালবাসি, তুমি ইংলণ্ডে এই পোশাক ছাড়িয়ো না"। আমি বলিলাম, 'সত্যি নাকি, তোমার ভাল লাগিতেছে?' উনি বলিলেন, 'হাঁ'। আমার কোন জন্মে কেহ কি বিলাতী শার্ট পরিয়াছে, কপে বোতাম পরাইয়াছে? ভট্‌চায্যিগিরি করিতেছি আর ভাবিতেছি,—বাপ রে, শার্ট পরা এত মুশ্‌কিল! এমন সময় নরওয়ের বন্ধু বলিলেন, "তুমি এসব পরিতে জান না! এস, এস, আমি পরাইয়া দি"—বলিয়া চক্ষের নিমেষে পরাইয়া দিলেন। যখন তিনি পরাইলেন, ভাবিলাম,—বাঃ, এ তো বেশ সহজ!

প্রাতঃকালে আহারের পর ডাইরেক্টর অব্ পাব্লিক ইন্‌স্ট্রাক্‌শন-এর রিপোর্ট পড়িলাম। তৎপর কর্সিকা (১) ও সার্দিনিয়া (২) দেখিতে বাহিরে গেলাম।

---

(১) 'কর্সিকা' ইটালির পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি নাতি-বৃহৎ ভূমধ্য সাগরীয় দ্বীপ, ইহা ফ্রান্সের অধিকৃত। এই দ্বীপের রাজধানী য়্যাজাক্‌সিও ভুবনবিখ্যাত মহাবীর নেপোলিয়নের জন্মস্থান।

(২) 'সার্দিনিয়া'—কর্সিকার সাড়ে সাত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত ভূমধ্য সাগরস্থ বৃহৎ দ্বীপ, ইহা ইটালির অন্তর্গত। উনিশ শতকে এই দ্বীপের রাজা ভিক্টর এমান্থয়েলকে কেন্দ্র করিয়া ইটালির জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সেই আন্দোলন জয়যুক্ত হইয়া এমান্থয়েলের অধীনে ইটালি একটি একতাবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

দূরে কর্সিকার তুষারমণ্ডিত পর্বত দেখা যাইতেছে। সমুদ্রের এই অঞ্চলটি পর্বতাকীর্ণ; ইহারই সন্নিকটে "টাস্‌মানিয়া" জাহাজ সাগরস্থ গিরিশৃঙ্গে ঠেকিয়া ভগ্ন ও জলমগ্ন হয়। বামদিকে তাহার নিকট আর একখানি জলমগ্ন জাহাজের মাস্তুল দেখা যাইতেছে। এই সঙ্কট স্থানে দিনে দিনে আসা গিয়াছে—এ একটা সৌভাগ্য।

তিনটার সময় আমার বক্তৃতা 'ইংলিশ এডুকেশন ইন বেংগল' বিষয়ে। বক্তৃতার প্রস্তাব হওয়াতে আমি রাজি হইয়াছিলাম। কি করি, কোন রকমে বক্তৃতাও হইয়া গেল। যেটুকু ইংরাজী জানি, যদি নার্ভাস না হই, তাহা হইলে বেশ একপ্রকার বলিতে পারি। কিন্তু নার্ভাস্‌নেস্‌ আর যাইতেছে না। অদ্যকার বক্তৃতা আমার সন্তোষজনক হইল না। কিন্তু অনেকে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। দুর্গামোহন বাবুও বলিলেন, অনেক জায়গায় রিপিটিশান হইয়াছে; বিচিত্র নয়। পার্বতীবাবু বলিলেন, আলংকারিক ভাষা যত কম ব্যবহার করা যায়, ততই ভাল।

সন্ধ্যার সময় ব্যারাকপুর মিশনের লেডিটির সহিত কিছু কথাবার্তা হইল। আমি ব্রাহ্মসমাজেরই উন্নতির আশাতে ইংলণ্ডে যাইতেছি, এটা তাঁহার ভাল লাগিল না। আমাকে বারবার বলিতে লাগিলেন, আপনি প্রভু যীশুখৃষ্টকে না ধরিলে শান্তি পাইবেন না। আমি উত্তর করিলাম, যিনি আমাকে এতদূরে আনিয়াছেন, আমার কল্যাণের জন্য যেখানে লইয়া যাওয়া আবশ্যক, তিনিই লইয়া যাইবেন।

দেখিতেছি, মিশনারী ভাবাপন্ন লোকের সহিত আলাপ ও আত্মীয়তা করা ভারি মুশ্‌কিল। সকল চিন্তার অগ্রে ইহাদের এই চিন্তার উদয় হয়, ইহাকে শিকার পাকড়ান যায় কিনা। এই ভাবের উপরে যে আলাপাদি হয়, তাহা কখনই প্রীতিজনক হইতে পারে না। আমিও ত মিশনারী, আমি কি এইভাবে লোকের সহিত মিশি? প্রচার সম্বন্ধে দেখিয়াছি—প্রচার করিব বলিয়া প্রচার করিয়া যত উপকার না হয়, চরিত্রের অদৃশ্য প্রভাবে তত্তোধিক কার্য হয়। ধর্মভাবকে জীবনে পরিণত করিতে হইবে। তাহা ত এখনও করিতে পারিতেছি

না। ঈশ্বরের সেবক সেই, যাহাকে দেখিলে ঈশ্বরকে স্মরণ হয়। রাত্রে রেভাঃ স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক(১)-এর 'ইটারন্যাল পানিশ্‌মেন্ট' সম্বন্ধীয় সার্মনটি পড়িব মনে করিলাম, কিন্তু খানিকটা পড়িতে না পড়িতে নিদ্রাকর্ষণ হইল; শয়ন করিতে গেলাম।

মার্সেলিস

১১-৫-৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া পোশাক পরিয়া ডেকে গিয়া দেখি, দূর হইতে ফ্রান্সের পর্বতশ্রেণী দৃষ্ট হইতেছে এবং দূরে মার্সেলিস্‌ নগর ধূ ধূ করিতেছে। চক্ষে দূরবীণ লাগাইলে উক্ত শহরের হর্ম্যশ্রেণী, গিরিশৃঙ্গবর্তী রোমান ক্যাথলিক সন্ন্যাসীদিগের আশ্রম এবং বহুসংখ্যক কলের চোঙ দৃষ্ট হয়। দেখিতে দেখিতে জাহাজ মার্সেলিস বন্দরে আসিয়া প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। বন্দর জাহাজে জাহাজে ছয়লাপ। কত বোট, কত জাহাজ, কত স্টীমার!

আমরা সত্বর প্রাতরাশ সম্পন্ন করিয়া শহর দেখিবার জন্য নামিয়া গেলাম। কুকের ইন্টারপ্রিটারদিগের মধ্যে একজনকে পাওয়া গেল। সে ব্যক্তি আমাদিগকে সমুদয় দেখাইতে স্বীকৃত হইল। আমরা তিনজন ও আর একজন ইংরাজ—এই চারিজন একত্রে যাওয়া গেল। প্রথমেই দেখি, ঘোড়াতে মালের গাড়ি টানে। ক্রমে শহরে গিয়া প্রবিষ্ট হইলাম। রাস্তাগুলি যেমন বিস্তীর্ণ তেমনি পরিষ্কার। দুই পাশে ৩।৪ তলা বাড়ি, বাড়িগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দোকানগুলি ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সাজান। প্রত্যেকটিই যেন কলিকাতার উইলসেন হোটেলের ন্যায়। রাস্তা দিয়া পুরুষ স্ত্রীলোক দলে দলে চলিয়াছে, সকলেরই বেশভূষা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। ফরাসী জাতির সৌন্দর্যপ্রিয়তার ভূরি ভূরি

(১) Stopford Brooke—(১৮৩২-১৯১৬) বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক ও বিশিষ্ট ধর্মযাজক। ২৫ বৎসর বয়সে অ্যাংগ্লিক্যান চার্চের ধর্মযাজকের পদে বৃত হইবার ২৩ বৎসর পরে ঐ ধর্মমত ও যাজকের পদ ত্যাগ করিয়া উদার একেশ্বরবাদ প্রচার আরম্ভ করেন। সমবিশ্বাসীরূপে ইনি ভারতীয় ব্রাহ্মধর্মের প্রতি গভীর আস্থা পোষণ করিতেন।

নিদর্শন পাওয়া গেল। ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ সমুদয় বস্তু, সমুদয় ব্যাপার—সুন্দর। প্রথমেই ব্যাঙ্কে যাওয়া গেল। স্থানটি পরিষ্কার, সুন্দর। সেখান হইতে জলজিক্যাল গার্ডেন-এ যাওয়া গেল। সেখানে একটি জলপ্রপাত আছে। তাহাতেই বা কি কারিগরি করিয়াছে! কি সব মূর্তি পাথরে খুদিয়াছে! এই স্থানটি মার্সেলিস নগরে একটি প্রধান ও সুরম্য দৃশ্য। এখানে যে চিত্রশালা আছে, তাহার ন্যায় চিত্রশালা ইতিপূর্বে দেখি নাই। কি সুন্দর-সুন্দর ছবি! র‍্যাফেল প্রভৃতি অনেক জগদ্বিখ্যাত চিত্রকরের ছবি এখানে বিদ্যমান আছে। মঃ থিয়ের (১)-এর প্রস্তর খোদিত এক মূর্তি এখানে দেখিলাম। তৎপরে Zoo-তে ভ্রমন করা গেল। এখানে আমাদের দেশের অনেক পাখী ও জন্তু দেখা গেল।

সেখান হইতে বাহির হইয়া মিউজিয়মে যাওয়া গেল। সেখানে বিস্ময়জনক বস্তুর মধ্যে মিসরের মমী (২) কতকগুলি দেখিলাম। তৎপরে একটি হোটেলে গিয়া টিফিন খাওয়া গেল। সর্বনেশে খরচ! সেখান হইতে প্যালে ক্রিস্টাল দেখিতে যাওয়া গেল। এটি রঙ্গালয়, চতুর্দিকে আয়না মণ্ডিত। ভিতরটি চমৎকাররূপে সুসজ্জিত। শুনিলাম, অদ্য রাত্রেই সেখানে অভিনয় হইবে।

তৎপরে একটি স্থানে অনেকক্ষণ বেড়ান গেল। সে স্থানটি শহরের

(১) Louis Adolphe Thiers—বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনেতা; ১৮৭০-৭১-এর ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধের পর পরাজিত ফ্রান্সের সহিত জার্মানির যে সন্ধি হয়, সেই সন্ধিপত্রে ফ্রান্সের প্রধান নেতা হিসাবে ইঁহাকেই স্বাক্ষর দিতে হয়।

(২) Mummy—মৃতদেহে পচনক্রিয়া নিবারণার্থে মোম, মধু, আলকাতরা ইত্যাদির সহিত বিভিন্ন মসলাসংযোগে প্রাচীন মিশরীয় প্রথায় সংরক্ষিত শবদেহকে 'মমী' বলা হয়। প্রাচীন মিশরের মৃত রাজন্যবর্গের সমাধিস্তূপ, বা পিরামিডের মধ্য হইতে প্রস্তরনির্মিত শবাধারে রক্ষিত ৫।৬ হাজার বৎসরের সংরক্ষিত অনেক মৃতদেহ (মমী) পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরে মমী রক্ষিত আছে।

লোকের বেড়াইবার জন্যই করিয়া দেওয়া হইয়াছে। স্থানটির দুধার দিয়া রাস্তা, তাহাতে নিরন্তর ট্রাম, ওম্‌নিবাস, ঘোড়ার ছক্কড় চলিয়াছে; মধ্য-স্থানটি বৃক্ষশ্রেণী দ্বারা ছায়াযুক্ত; মধ্যে মধ্যে বসিবার বেঞ্চ ও চেয়ার প্রভৃতি আছে। তাহাতে দলে দলে লোক বসিয়া রহিয়াছে। রাস্তার লোকেরা গল্পগাছা করিয়া বেড়াইতেছে। এখানকার লোকের বিশেষত্ব একটি দেখিতেছি, সকলেরই মুখ গোল ও চেপ্টা। কেল্টিক রেস(১)-এর এটাই বোধ হয় বিশেষ লক্ষণ। রমণীদিগের মধ্যে অনেকে বেশ সুন্দরী, এক-একজন নিখুঁত। তৎপরে আমরা রেলওয়ে স্টেশনে খবরের কাগজ কিনিতে গেলাম। স্টেশন ও গাড়ি দেখিয়া গরীবের পাড়া দেখিতে গেলাম। স্ত্রীলোকেরা কাপড় কাচিতেছে। কাপড়গুলো কাদা ধূলা মাখা; গলিতে দুর্গন্ধ, দাঁড়াইবার যো নাই; শীঘ্র বাহির হইয়া আসিতে হইল। সে স্থান অতিক্রম করিয়া একটা বাস্কেট কিনিয়া ছটার সময় জাহাজে আসা গেল। আজ দুর্গামোহনবাবুর টাকার শ্রাদ্ধ হইল।

স্টীমারে আসিয়া দেখি, কয়লা তোলা হইতেছে। এই কয়লা তোলা একটি বড় জ্বালা। কয়লার ধূলাতে স্টীমার ধূলাময় হইয়া যায়, নড়া চড়া কষ্টকর, ক্যাবিনে যাতায়াত করা কঠিন; ক্যাবিনের দরজা কম্বল দিয়া ঢাকিয়া দেয়। আজিকার কয়লা তোলা শেষ করিতে সমস্ত রাত্রি কাটিয়া গেল। সমস্ত রাত্রি আমার ক্যাবিন-এর মাথাতে খট্‌-খট্‌, ধুপ-ধাপ চলিল; ভাল করিয়া ঘুম হইল না।

১২-৫-৮৮। আমরা অদ্য প্রাতে আবার দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিলাম। অদ্যকার দিনের বিশেষ ঘটনার মধ্যে প্রথমে চীনসম্বন্ধে রেভাঃ মিঃ ক্লার্ক-এর

---

(১) Celtic race—কেল্টিক বা সেল্টিক জাতি আর্য ভাষাভাষী ককেশীয় জাতির একটি প্রাচীন ও ব্যাপক শাখা; এই জাতীয় মানুষ ব্রঞ্জযুগে কৃষ্ণসাগরের উত্তরাঞ্চল হইতে দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে অগ্রসর হইয়া পিঙ্গলবর্ণ আইবিরীয় আদিম অধিবাসীদিগকে হটাইয়া এসিয়ামাইনর হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র দক্ষিণ ইয়োরোপ এবং আয়ার্ল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল।

বক্তৃতা; চীন-এর বিষয়ে অনেক কথা শুনিতে পাওয়া গেল। যাহা শুনা গেল, তাহাতে বোধ হইল যে, হিন্দুদিগের ন্যায় চীনাদিগেরও ভূতকালের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি এবং সেই জন্যই তাহাদের উন্নতি হয় না। তাহাদের সাহিত্য প্রাচীনকালের সাহিত্য; তাহাদের আইন প্রাচীনকালের আইন। হিন্দুদিগের ন্যায় তাহারা পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধ করে। হিন্দুদিগের ন্যায় পুত্রের উপরে পিতার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব। পিতৃপুরুষের প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি ও বিদেশীয়দিগের প্রতি অতিরিক্ত ঘৃণা,—এই দুইটি জাতীয় ভাব বিদ্যমান থাকাতে চীনবাসিগণ বর্তমান উন্নতির অংশীদার হইতে পারিতেছে না। সভ্য জগতের নবাবিষ্কৃত তত্ত্বসকল তাহাদের নিকট প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। ভারতবর্ষেও উক্ত উভয় কারণ বিদ্যমান। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট ও ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হইয়া উক্ত উভয় ভাবকে ক্রমে শিথিল করিতেছে। ব্রাহ্মসমাজ উক্ত উভয় ভাব ভগ্ন করিবার পক্ষে সহায়তা করিতেছে।

অদ্যকার আর একটি প্রধান ঘটনা এই: মার্সেলিস হইতে মিঃ ডব্লিউ এফ হাণ্ট নামে একজন ইংরাজ সস্ত্রীক আসিয়াছেন। পরিচয়ে জানা গেল, ইনি একজন থীইস্ট, বা একেশ্বরবাদী (১); রেভারেণ্ড মিঃ ভয়সীর চার্চের একজন বহুদিনের সভ্য। ইঁহার ও ইঁহার স্ত্রীর সহিত ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে অনেক কথা হইল ও ভয়সীর কার্যের বিষয়েও অনেক আলোচনা হইল। কথাবার্তাতে বোধ হইল, ইংলণ্ডে থীইস্টিক মুভমেণ্ট-এর জীবনীশক্তি নাই, অর্গানিজেশন নাই, কোন কাজে উদ্যোগ নাই। আমার বোধ হইতেছে, ইংলণ্ডের থীইস্টগণ কেবল খৃষ্টধর্মের ভ্রম প্রদর্শন লইয়া ব্যস্ত আছেন; থীইজ্‌ম্‌-এর

(১) থীইস্ট—ইউনিটেরিয়ানগণের মধ্যে একদল আছেন, যাঁহারা যীশুখৃষ্টকে ভগবানের "একজাতপুত্র" বা প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষ ও পরিত্রাতা বলিয়া স্বীকার না করিলেও তাঁহাকে ধর্মগুরুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া একান্ত ভাবে বিশ্বাস ও মান্য করেন; কিন্তু আর এক দল আছেন, যাঁহারা তাঁহাকে মহামানব বলিয়া স্বীকার করিলেও একান্তভাবে তাঁহারই অনুগত নহেন। থীইস্টগণ এই শেষোক্ত দলভুক্ত; তাঁহারা উদার ভাবে জগতের সমস্ত মহাপুরুষগণকেই শ্রদ্ধা করেন।

সৌন্দর্য লোকের হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার জন্ত তাঁহারা ব্যস্ত নহেন। ইহাদের সোসাইটি নাই, ধর্ম শিক্ষার উপায় নাই, সান্‌ডে স্কুল নাই। এইজন্য ইহাদের দলে লোক দাঁড়ায় না। একদিকে থীইজ্‌ম্‌-এর দুর্দশা শুনিয়া যেমন দুঃখ হইল, অপরদিকে স্পার্জন(১)-এর কর্মের বিবরণ শুনিয়া প্রাণ খুবই আনন্দিত হইল। আমি হাণ্টকে বলিলাম, যদি থীইজ্‌ম্‌ সত্য হয়, কেন অর্গানাইজ করিব না, কেন ইহা দুর্বল থাকিবে? বোধ হইল, আমার কথাগুলি হাণ্ট-এর প্রাণে লাগিল। তিনি আমাকে বলিলেন, 'আমি ইংলণ্ডে ফিরিয়া আসিয়া একটা কিছু করিব। আমার কন্যা দুইটিকে লইয়া তুমি কার্য আরম্ভ করিতে পার'। লোকটি বুদ্ধিমান এবং কার্যক্ষম, উদ্ভাবনী শক্তিও আছে। যেই আমার কথাগুলি মনে লাগিল, অমনি ভাবিতে আরম্ভ করিলেন, কিরূপে থীইজ্‌ম্‌কে অর্গানাইজ করা যায়। লণ্ডনের ওয়েস্টএণ্ড্‌ (২)-এ একটি চ্যাপেল ভাড়া করিয়া কাজ আরম্ভ করা যাইতে পারে। ভাড়া ধরা হইল বছরে ১০০ পাউণ্ড, অর্থাৎ আমাদের ১৪০০ টাকা। বাবাঃ, এসব দেশে সকল বিষয়েই কি ব্যয়বাহুল্য!

জিব্রাল্টার

১৪-৫-৮৮। আজ রজনী প্রভাত না হইতেই স্পেনের উপকূলভাগ দৃষ্ট হইতেছে। ক্রমে সাড়ে নয়টার সময় আসিয়া জিব্রাল্টারে পৌঁছিলাম। জিব্রাল্টার দুর্গ অতি সুরক্ষিত, অত্যুচ্চ পাহাড় ও সুরম্য নগরী—উভয়ে এই স্থানের আশ্চর্য শোভা সম্পাদন করিয়াছে। অল্প অল্প বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমাদের তীরে যাইবার ইচ্ছা ছিল, তাহা হইল না। মিঃ হাণ্ট ও তাঁহার পত্নী এখানে নামিয়া গেলেন।

আজিকার দিনে মনটা বড় উপাসনার জন্য ব্যাকুল হইয়াছে, প্রাতঃকাল

(১) Rev. C. H. Spurgeon—তৎকালীন ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় সুবক্তা ও উদার মতাবলম্বী খৃষ্টীয় ধর্মযাজক।

(২) West End—ইহা লণ্ডনের পশ্চিম অঞ্চল—ধনী সম্ভ্রান্ত এবং সৌখীন অধিবাসীদিগের বাসস্থান।

হইতে ডিমপাড়া মুরগীর স্থায় যেখানে-সেখানে বসিতে চাহিতেছে, কিন্তু স্টীমারে গোলমাল। "তুমি হে ভরসা মম"—গানটি মনে ঘুরিতেছে। ঈশ্বরের উপরে নির্ভরের মিষ্টতা মনে বড়ই লাগিতেছে। আজ কি ২রা জ্যৈষ্ঠ?—জানি না। যাহা হউক, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মোৎসব করিব।

এদিকে আর বড় কাজ হইতেছে না; পড়াশুনা বা লেখাপড়া করিতে পারিতেছি না। যেন আমার মানসিক শক্তি খেলিতেছে না। ভাল করিয়া উপাসনা করিতে পারিতেছি না বলিয়াই বুঝি মনটা খুলিতেছে না।

আজ বৈকালে আবার ক্লার্কসাহেবের বক্তৃতা হইল। চীনের বিষয়ে আরও অনেক কথা বলিবেন।

১৫-৫-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে পার্বতীবাবুর ক্যাবিনে যাওয়া গেল। ক্রমে দুর্গামোহনবাবু আসিয়া জুটিলেন। আজ সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা করা গেল। ব্রহ্মসঙ্গীত করিবার শক্তি নাই—তাল মান জ্ঞান নাই; তবু "কর তাঁর নাম গান", "এবে জাগ সকলে", "দয়ার সাগর পিতা", "তুমি নাহি দিলে দেখা", "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই", "তুমি একজন হৃদয়ের ধন"—এই গানগুলি করা গেল ও একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করা গেল। এই আমাদের উপাসনা। প্রার্থনাটি দুর্গামোহনবাবুর অনুরোধে হইল; আমার কেবল ব্রহ্মসঙ্গীতে উপাসনা করিবার ইচ্ছা ছিল। আহা ব্রহ্মসঙ্গীত কি মিষ্ট লাগিল! হরিমোহন (১) ব্রজবাবু (২) মহলানবীশ মহাশয় (৩)—উপাসকমণ্ডলীর সকলকে স্মরণ হইতে লাগিল। এই পাষাণ চক্ষে অনেক জল পড়িল। অনেক দিনের পর প্রাণটা বেশ ঠাণ্ডা হইয়াছে। তাঁহার কৃপা ধন্য!

অদ্য বৈকালেও পার্বতীবাবুর ঘরে একটু সঙ্গীত করা গেল। তৎপূর্বে

---

(১) হরিমোহন ঘোষাল—ব্রাহ্মসমাজের সুগায়ক ও বিশিষ্ট ব্রাহ্ম।

(২) ব্রজলাল গঙ্গোপাধ্যায়—তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট গায়ক।

(৩) গুরুচরণ মহলানবীশ—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম নেতা, এবং প্রফেসর প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের পিতামহ।

আমি একলা উপাসনা ও প্রার্থনা করিয়াছি। রাত্রির উপাসনার পর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বিগত দশ বৎসরের কার্যবিবরণ যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহা দুর্গামোহনবাবুকে পড়িয়া শুনাইলাম। শেষভাগে যেখানে বলিয়াছি—আমার মান সম্ভ্রমের স্পৃহা নাই, সেখানে দুর্গামোহনবাবু বলিলেন, "হাম্‌বাগ! মানসম্ভ্রমের স্পৃহা কি মন্দ? কেন তাহা দমন করিব।"

পার্বতীবাবু বলিলেন, "যদিই দমন কর, বলিয়ো না,—মানুষ বিশ্বাস করিবে না"। পার্বতীবাবুর কথাগুলি বেশ লাগিল। আমি কিন্তু আপনার কথা বলিয়া ফেলি। আমার ভ্যানিটি ইহার কারণ। এই ভ্যানিটিটা আমার মন হইতে যাইতেছে না।

বিস্কে উপসাগর

১৬-৫-৮৮। আমরা অদ্য প্রাতে বিস্কে উপসাগরে আসিয়া পড়িয়াছি। এই উপসাগর উন্মত্ততার জন্য প্রসিদ্ধ। আমরা তার কিছু পরিচয় পাইতেছি। এখন জাহাজ দুলিতেছে। অনেকের মাথা ঘুরিতেছে। পার্বতীবাবু শয্যা আশ্রয় করিয়াছেন। প্রাতে বেশ রৌদ্র ছিল। দুপুর বেলা হইতে মেঘ ও বৃষ্টি হইয়া মহা অসুবিধা উপস্থিত করিয়াছে। ডেকে যাইবার যো নাই। আজ কোন বিশেষ কাজ করিতে পারি নাই। প্রাতঃকাল হইতে লগেজ গুছাইতেছি।

১৭-৫-৮৮। অদ্য সমস্ত দিন দুর্যোগ; সর্বদা বৃষ্টি, তাহাতে আবার জাহাজ বিস্কে উপসাগরের মধ্যে। সমস্ত দিনটা কোন কাজ হইল না। আজ সন্ধ্যার সময় প্লীমাথ (১) পৌছিবার কথা; কিন্তু সন্ধ্যার পূর্বেই কুয়াশা হওয়াতে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। জাহাজ পথ হারাইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল, অবশেষে নঙ্গর করিয়া পথের মধ্যেই রহিল।

(১) Plymouth (ইহার উচ্চারণ প্লীমাথ)—ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলস্থ বন্দর ও পোতাশ্রয়—লণ্ডন হইতে ২৪৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত।

প্লীমাথ

১৮-৫-৮৮। অদ্য প্রাতে দেখা গেল যে, আমাদের জাহাজ প্লীমাথ হইতে অনেক দূরে রহিয়াছে। আবার হটিয়া যাইতে হইল। প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় আমরা প্লীমাথে পৌছিলাম। সেখানে নামা গেল, নামিয়া অদ্যকার দিন এখানে অবস্থিতি করা গেল। এখানকার পাব্লিক বাথ্, পিয়ের ও কেল্লা দেখিয়া আসা গেল। মার্সেলিসে রাস্তাতে যেমন লোকে লোকারণ্য, এখানে তত লোক দেখা গেল না। ফরাসীরা বুঝি ঘরের বাহিরে থাকিতে ভালবাসে; ইংরাজেরা বোধ হয় ঘরের ভিতরটাই ভালবাসে। যাহা হউক, প্লীমাথে জনতা কিছু অল্প বোধ হইল। আজ দুর্গামোহনবাবুর মধ্যম পুত্র সতীশকে(১) অনেক দিনের পরে দেখিলাম। ছেলেটি বেশ চালাক চতুর হইয়াছে এবং জ্ঞানও আছে।

আজ আহারের সময় রবিন্সন (সত্যের বন্ধু) বলিলেন যে, এখানে যে সকল বাঙ্গালী আসিয়াছে, তাহাদের অনেকেই নিজেদের চরিত্রের দোষে বাঙ্গালীর নামে কলঙ্ক আনিয়াছে।

প্লীমাথে আসিয়া মিঃ টাইসেন (২) ও মিঃ এয়ারটন (২)-এর দুই পত্র পাইলাম। মিঃ টাইসেন যে সদ্ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হয়। টাইসেনের পত্রের উত্তর দেওয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে মঙ্গলবার দেখা করিবার কথা লিখিলাম।

এখানে আসিয়া আপাতত আমার একটা উপকার হইল। আমার সাবধানতা বৃদ্ধি হইবে। সাবধান হইয়া পত্র লিখিতে হইবে, সাবধান হইয়া কথা কহিতে হইবে, সাবধান হইয়া বসিতে হইবে। ইহাতে অনেক উপকার হইবে।

---

(১) ইনি ব্যারিষ্টার এস আর দাস, পরে ভারত সরকারের অ্যাডভোকেট জেনারল ও আইন-সচিব হইয়াছিলেন।

(২) Mr. Tyssen ও Mr. Ayrton—উভয়েই ইউনিটেরিয়ান, সুতরাং ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন।

টাইসেন লিখিয়াছেন যে, তিনি 'ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার'-এ আমার বিলাত যাত্রার সংবাদ পড়িয়া জানিয়াছেন যে, আমি ইংলণ্ডে আসিতেছি। মিস কলেট(১)-কে যে আসিবার এক সপ্তাহ পূর্বে পত্র লিখিলাম, তিনি কেন সংবাদ দিলেন না? তবে কি তিনি লণ্ডনে নাই; অথবা আমি আমার জীবনচরিত যা তাঁহাকে বলিয়াছি, তাহাতে কি তিনি আমার প্রতি অশ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমার সহিত আত্মীয়তা ঘুচাইতে চান? তাহাই বা কিরূপে হইবে? হেরম্ব (২) জাহাজে উঠিবার সময় কলিকাতায় আমাকে বলিলেন যে, মিস কলেট আমার পত্র না পাইয়া চিন্তিত আছেন। তবে কি হইল? লণ্ডনে গিয়া দেখিতে হইবে যে, যদি তিনি আমাকে বন্ধুতা হইতে বিদূরিত করেন, তাহা হইলে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া তিনি যেরূপ রাখেন, থাকিব ও বিনম্রভাবে আত্মোন্নতি করিয়া যাইবার চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসায় চিরদিন তাঁহার দাওয়া থাকিবে। তিনি ব্রাহ্ম সমাজের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা কখনও ভুলিব না। প্রাণে সেই ভাবই রক্ষা করিব। দূর হোক, এত চিন্তাই বা কেন! যখন যাহা উপস্থিত হইবে, তখন সে-বিষয় ভাবিব। স্থির হইয়া না বসিলে ভাল করিয়া উপাসনাও করিতে পারিতেছি না। সকল বিষয়েই যেন খেই হারাইয়া গিয়াছে। ছেঁড়া স্তুতা জোড়া দিতে কয়েক দিন লাগিবে।

ব্রিস্টল

১৯-৫-৮৮। আজ প্রাতে আমরা তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রাতরাশ সমাপন করিয়া রেলযোগে লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করিলাম। রেলের দুই পার্শ্বে ক্ষেত্র

(১) Miss Sophia Dobson Collet—ব্রাহ্মসমাজের পরম হিতৈষিণী ইউনিটেরিয়ান ইংরেজ মহিলা; রাজা রামমোহন রায়ের ইংরেজী জীবনচরিত "Life and Letters of Raja Rammohan Roy", এবং "Brahmo Year Book নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িত্রী।

(২) হেরম্ব চন্দ্র মৈত্র—পরে ইনি সিটি কলেজের অধ্যক্ষ এবং ব্রাহ্মসমাজের নেতা হিসাবে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন।

সকল দেখিতে দেখিতে আসিতে লাগিলাম। ইংলণ্ডের কৃষিকার্যের অবস্থা এই প্রথম লক্ষ্য করিলাম। ক্ষেত্রগুলি পরিষ্কার, অতি উৎকৃষ্টরূপে কর্ষিত। প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রই বেড়ার দ্বারা সুরক্ষিত। শুনিলাম, গো মেষ প্রভৃতি নিবারণের জন্যই এ সকল বেড়া দেওয়া হইয়াছে।

দেখিতে দেখিতে আমরা কয়েক ঘণ্টা পরে ব্রিস্টল নগরে উপনীত হইলাম। ব্রিস্টলের নাম আমার নিকট অতি প্রিয়, নামিয়াই গাড়ি করিয়া 'আর্নোজ ভেল'(১) নামক সমাধি ক্ষেত্রে যাওয়া গেল। রামমোহন রায়ের কবরের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া মনে কি এক অপূর্ব ভাবের সঞ্চার হইতে লাগিল। রামমোহন রায়ের সমাধিস্থান দেখিব—স্বপ্নেও ভাবি নাই; সেখানে দাঁড়াইয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিলাম। অন্য লোক সঙ্গে না থাকিলে তদুপরি মাথা রাখিয়া উপাসনা করিতাম। পার্বতীবাবু কোথা হইতে কিছু ফুল আনিলেন, সেই ফুল দুজনে তদুপরি দেওয়া গেল। তৎপরে দ্বারের নিকট আসিয়া কয়জনে একখানি খাতাতে নাম স্বাক্ষর করা গেল। তাহাতে কেশববাবু (২) প্রতাপবাবু (৩) ও শশীপদবাবু (৪) প্রভৃতির নাম দেখা গেল।

এই সমাধি ক্ষেত্রে মিস কার্পেণ্টার (৫) ও তাঁহার পিতারও কবর দেখা গেল।

---

(১) Arno's Vale—ব্রিস্টলের সমাধি ক্ষেত্র, যেখানে রাজা রামমোহনের দেহাবশেষ Stapleton Grove হইতে উঠাইয়া আনিয়া সমাহিত করা হয়।

(২) আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ও নববিধানের প্রবর্তক।

(৩) ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট প্রচারক।

(৪) শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়—ব্রাহ্মসমাজের অগ্রসর দলের অন্যতম নেতা।

(৫) Miss Mary Carpenter—ইংল্যাণ্ডে প্রবাস কালে রাজা রাম-মোহনের চরিত্র-প্রভাবে প্রভাবিত ইউনিটেরিয়ান ইংরেজ মহিলা। ইনি এবং ইঁহার পিতা ডক্টর ল্যাণ্ট্ কার্পেণ্টার অন্যান্য বন্ধুবর্গের সহিত রামমো নের অন্ত্যেষ্টিকালে স্টেপ্‌ল্‌টন গ্রোভে উপস্থিত ছিলেন। মেরী কার্পেণ্টার স্বীয়

রামমোহন রায়ের সমাধিটির মেরামত আবশ্যক বোধ হইল। দুর্গামোহন-বাবু মেরামত করিয়া দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি বিলাত হইতে ফিরিবার পূর্বে এ কাজটি যদি হইয়া যায়, তাহা হইলে বড় ভাল হয়।

ছটার সময় লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিলাম।

লণ্ডন

২০-৫-৮৮ অদ্য প্রাতে উঠিয়া উপাসনান্তে ডায়েরি লিখিতে ও একটু পড়িতেই প্রাতরাশের সময় হইল। তৎপরে আমরা ক্লার্কসাহেবের বাড়ি খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য বাহির হইলাম। সেখান হইতে আসিয়া মধ্যাহ্ন আহারান্তে মিস কলেট-এর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম। সেখানে যাইবামাত্র পরিচারিকা উপরে লইয়া গেলেন। মিস কলেটকে দৃষ্টিগোচর করিলাম। যখন দেখা হইল, কিভাব হইল—আমি বর্ণনা করিতে পারি না। উনিও ভাবোচ্ছ্বাসে হাঁপাইতে লাগিলেন। কি ভালবাসা! কি ভালবাসা! আমি তাঁর পত্র না পাইয়া কত কি ভাবিতেছিলাম! তিনি বলিলেন যে, তিনি গ্রীমাথে এক লম্বা পত্র লিখিয়াছিলেন; তাহা আমরা পাই নাই। বাপরে, পত্রখানা না পাইয়া কত কি ভাবিতেছিলাম!

মিসেস য়্যানী বেসাণ্ট (১)-এর বিষয় কিছু কিছু শুনিলাম। তিনি ও

অভিজ্ঞতা হইতে The Last Days in England of the Rajah Rammohan Roy.—নামক মূল্যবান পুস্তিকা লিখিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের ব্রত লইয়া ইনি অন্যান্য নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া কয়েক বার ভারতবর্ষেও আসিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্মৃতি রক্ষাকল্পে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ে 'মেরী কার্পেণ্টার হল' নির্মিত হয়।

(১) Dr. Mrs. Annie Besant—এই সময়ে তিনি নাস্তিক ও সোশ্যালিস্ট ভাবাপন্ন ইংরেজ মহিলা; পরে মাদাম ব্ল্যাভাট্স্কির প্রভাবে পড়িয়া থিয়সফি বা ব্রহ্মবাদের অনুরক্ত হইয়া ভারতে আসেন এবং এই দেশকেই

স্টেড(২) দুজনে 'লিঙ্ক' নামে এক কাগজ বাহির করিতেছেন। শুনিলাম—মিসেস বেসাণ্ট মন্দ লোক নহেন; দেখিতে হইবে। মিস কলেট অনেক কথা বলিলেন; বড় তাড়াতাড়ি কথা কহিবার অভ্যাস।

মিস কলেট-এর নিকট প্রায় দেড় ঘণ্টা যাপন করিয়া ৭টার পর ফিরিলাম। এখানে ৮৷৷টার সময় সন্ধ্যা হয়। ৮৷৷টার সময় বাতি জ্বলিল।

লণ্ডন, মাল্লেক রোড, 'কিউ'তে দুর্গামোহনবাবুর সঙ্গে আমরা রহিয়াছি। এখানে ফিরিতে প্রায় ৯৷৷টা হইল।

শুনিলাম দেশ হইতে আমার নামে যে সকল চিঠিপত্র আসিয়াছে, তাহা দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট রহিয়াছে।

নূতন বাসা, লণ্ডন

২১-৫-৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া উপাসনার পর প্রাতরাশ সমাপ্ত করিয়া আবার মিস কলেট-এর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। সেখানে গিয়া দেখি,

মাতৃভূমিরূপে বরণ করিয়া ইহার নৈতিক, সামাজিক এবং শিক্ষা-বিষয়ক উন্নতির জন্য প্রাণপণ প্রযত্ন করেন। বারানসীর সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজ তাঁহারই প্রয়াসে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই পরে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎপত্তি হয়। মাদাম ব্ল্যাভাট্‌স্কির মৃত্যুর পরে মিসেস বেসাণ্ট বহুবৎসরকাল থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রেসিডেণ্ট পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির আন্দোলনেও ইনি পরে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভানেতৃত্ব করিয়াছিলেন।

(২) সম্ভবত ইনি উইলিয়ম টি স্টেড (Stead)—তৎকালে ইনি 'পেলমেল গেজেট'-এর সম্পাদকতা করিতেন; তৎপরে 'রিভিয়ু অব রিভিয়ুজ' নামক উদার-মতাবলম্বী সুবিখ্যাত মাসিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর "আত্মচরিত" (সিগনেট প্রেস)-এর ২২৮ পৃষ্ঠায় ইহার বিষয়ে উল্লেখ আছে।

দ্বিজদাস দত্ত (১) ও দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২) উপস্থিত। তাঁহাদের সঙ্গে বাড়ি দেখিতে বাহির হওয়া গেল। অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা বাড়ি এক-প্রকার স্থির করা গেল। একটি শয়নের ঘর ও তিনবার আহার—সমুদয় একত্র করিয়া সপ্তাহে ২৮ শিলিং দেয় স্থির হইল। বাড়িটির ঠিকানা—৩১, হিলড্রপ রোড, সাউথ লণ্ডন—মিসেস টাওয়েল, ল্যাণ্ডলেডি।

তৎপরে মিস কলেট-এর বাড়ি হইতে দ্বিজদাস দত্তের বাসাতে যাওয়া গেল। সেখানে উত্তমরূপে খিচুড়ি আহার করিয়া রাত্রে 'কিউ'তে ফিরিয়া আসিলাম।

'কিউ' স্থানটি নির্জন ও সুন্দর, কিন্তু এটি শহরের বাহিরে ও অনেক দূরে। এখান হইতে লণ্ডনের মধ্যে যাতায়াত করিতে অনেক খরচ। বিশেষত আমাকে মিস কলেট-এর সহিত সদা-সর্বদা দেখা সাক্ষাৎ করিতে হইবে। অতএব আপাততঃ দক্ষিণ লণ্ডনে বাসা স্থির হইল; যদি অসুবিধা হয়, অন্যত্র সরিয়া যাইতে পারি।

কিউতে থাকিলে দুর্গামোহনবাবুর উপরে বেশি খরচের চাপ পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। এখানে প্রাতে আহারের পর নূতন বাসাতে যাওয়া যাইবে।

(১) দ্বিজদাস দত্ত ইনি তখন উৎসাহী ব্রাহ্ম যুবক : বি এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে ইনি বিলাত গমন করেন; সেখান হইতে এম এ পাস করিয়া দেশে ফিরিয়া প্রথমে কিছুকাল গভর্নমেন্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকতা করেন, পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, এবং অবশেষে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তাঁহার পুত্র উল্লাসকর আলিপুর বোমার মামলায় দণ্ডিত হইলে পুত্রের অপরাধে পিতা কর্ম হইতে অবসর গ্রহণে বাধ্য হন এবং তাঁহার পেনশনও কিছুকাল বন্ধ থাকে। ইংরাজি ভিন্ন তিনি সংস্কৃত, আরবি, ফারসি ও উর্দুতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

(২) পরলোকগত বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ডি এন মুখার্জি : ইনি সরকারী বৃত্তি পাইয়া কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থে ঐ সময়ে বিলাত গমন করিয়াছিলেন এবং শিক্ষান্তে দেশে ফিরিয়া ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হইয়াছিলেন।

২২-৫-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে মিস কলেট-এর বাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে ব্রাহ্মবন্ধু মিঃ রোল্যাণ্ড হিল-এর আসিবার কথা ছিল। কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিতে করিতে হিল আসিলেন। দেবেন্দ্র মুখুজ্যের সহিতও এখানে সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্তার পর ব্রিটিশ য্যাণ্ড ফরেন ইউনিটেরিয়ান য্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারী মিস্টার টারসন-এর সহিত দেখা করিবার জন্য হিল-সাহেবের সহিত বাহির হইলাম। পথে এক্সচেঞ্জ, ম্যান্‌শন হাউস (১) দেখিয়া সেণ্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল (২)-এ ডিউক অব্‌ ওয়েলিংটন (৩) এবং জেনারল গর্ডনের (৪) প্রতিমূর্তি দেখা গেল। গর্ডনের

(১) Mansion House—লণ্ডনের লর্ড মেয়রের জন্য নির্ধারিত সরকারী বাসভবনের নাম।

(২) St. Paul's Cathedral—বিশপ অব্‌ লণ্ডনের অধীন প্রধান ভজনালয়, ইহা লণ্ডনের মধ্যভাগে অবস্থিত। ইংরেজ জাতির মহাবীরগণের অনেকের কবর এবং প্রতিমূর্তি এই গীর্জার সংলগ্ন ভূমিতে স্থিত। স্যর ক্রিস্টফার রেন (Wren) কর্তৃক রেনেসাঁস পদ্ধতিতে নির্মিত এই ভজনালয়টি অতুলনীয়। ইহার উপরে ডোমটি সুবৃহৎ এবং ইহার চূড়া ভূমিতল হইতে ৩৬৫ ফুট উচ্চ।

(৩) Duke of Wellington—ইংরেজ জাতির সুবিখ্যাত সেনানায়ক ও রাজনৈতিক নেতা। ইনি ভারতের গভর্ণর জেনারল লর্ড ওয়েলেস্‌লীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা; আর্থার ওয়েলেসলী নামে ভারতীয় সৈন্যবিভাগে সেনাপতিরূপে মহীশূর ও মারাঠাযুদ্ধে বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন; পরে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের সম্রাট মহাবীর নেপোলিয়নকে ওআটার্লু'র যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অক্ষয়-কীর্তি অর্জন করেন এবং শ্রেষ্ঠ রাজসম্মান 'ডিউক অব ওয়েলিংটন' উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ১৮২৮ অব্দে বৃটিশরাজের প্রধান মন্ত্রী ও পরে পীল (Peel) মন্ত্রিসভায় বৈদেশিক সেক্রেটারি হইয়াছিলেন।

(৪) General Charles E. Gordon—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ কর্তৃক সুদানের গভর্ণর নিযুক্ত হইয়া মিশরীয় সুদানের রাজধানী খার্টুমে প্রেরিত হন। সেখানে সুদানের বিদ্রোহী নেতা মহম্মদ আমেদ (The Mahdi)

মূর্তি শয়ান অবস্থাতে স্থিত। সেখান হইতে এসেক্স হল-এ মিঃ টারসনের সহিত সাক্ষাৎ করা গেল। তাঁহার সহিত অনেক কথাবার্তা হইল। তিনি 'নিউ ডিস্‌পেন্‌সেশন' (১)-এর বর্তমান অবস্থার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমার যথাজ্ঞান বলিলাম। তৎপরে সেখান হইতে দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত স্টেশনে আসিয়া নূতন বাসাতে পৌছিলাম। দেখিলাম—গৃহস্বামী বড় ভদ্রলোক। আহারের সময় grace (২) বলিয়া আহার করেন। এখানে আর চারিজন 'লজার' আছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন রাশিয়ান। গৃহস্থের চার কন্যা, একজন বিবাহিতা, অপর তিনটি অবিবাহিতা।

ইউনিটেরিয়ানগণের অভ্যর্থনা

২৩-৫-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে দুর্গামোহনবাবুকে ধরিবার জন্য কিউতে যাওয়া গেল, কিন্তু ধরিতে পারা গেল না। তিনি বাহির হইয়া গিয়াছিলেন। কি করি, তাড়াতাড়ি আবার এসেক্স হলের দিকে ছুটিলাম। সেখানে ইউনিটারিয়ানদিগের উপাসনা ছিল। প্রফেসর এস্‌লিন কার্পেণ্টার (৩)

কর্তৃক প্রায় এক বর্ষকাল অবরুদ্ধ থাকিবার পর বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন। সম্ভবত এই কারণেই তাঁহার মূর্তিটি 'শয়ান অবস্থাতে' রক্ষিত হইয়াছে।

(১) আচার্য কেশবচন্দ্র প্রবর্তিত নূতন ধর্মমত (নব বিধান) এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ইংরেজি মুখপত্রের নাম।

(২) আহারের অব্যবহিত পূর্বে বা পরে ভগবানকে স্মরণ করিয়া প্রার্থনা।

(৩) Joseph Estlin Carpenter—একজন বিশিষ্ট ইউনিটেরিয়ান দার্শনিক ও ধর্মযাজক; তখন ইনি ইউনিটেরিয়ানদিগের দ্বারা পরিচালিত ম্যান্‌চেষ্টার নিউ কলেজে হিব্রু, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও চার্চ-হিস্ট্রির অধ্যাপক এবং উক্ত কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল ছিলেন। পরে ঐ কলেজ লণ্ডন হইতে অক্সফোর্ডে সরাইয়া লওয়া হইলে, ১৯০৬—১৫ পর্যন্ত ইনি তাহার প্রিন্সিপাল পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন; ১৯১৪—২৪ পর্যন্ত ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন।

-এর উপদেশ দিবার কথা ছিল। সার্মনটি শুনা গেল। সুন্দর ভাষায় চিন্তাপূর্ণ সার্মন; কিন্তু আমার যেন বোধ হইতে লাগিল যে, যে-সকল মহিলা উপস্থিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে তত উপকারজনক হইতেছে না। স্ত্রীলোকের সংখ্যা ও যুবকের সংখ্যা অতি অল্পই দেখা গেল। ইউনিটেরিয়ানগণ (১) বোধ হয় যুবক ও মহিলাদের মধ্যে বিশেষ কার্য করিতেছেন না। ইঁহাদের উপাসনার পর একটি নিরামিষভোজীদের রেস্তোরাঁতে যাওয়া গেল। নানা প্রকার ভোজ্য দ্রব্য আছে; কিন্তু এ-দেশের লোক পাক করিতে জানে না। সেখানে আহার করিবার পর আবার এসেক্স হল-এ গেলাম। এখানে ইউনিটেরিয়ানদিগের সাম্বৎসরিক সভা আরম্ভ হইল; খুব বক্তৃতা চলিল; প্রস্তাব সকল একে একে শেষ হইল। অবশেষে একজন আমেরিকান ও একজন ফ্রান্স দেশ হইতে আগত ব্যক্তিকে এবং আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য এক প্রস্তাব উপস্থিত হইল। সেই সম্পর্কে আমাকেও কিছু বলিতে হইল, কিন্তু যাহা বলিলাম তাহাতে আমার চিত্তের সন্তোষ হইল না।

২৪-৫-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া ব্রিটিশ য়্যাণ্ড ফরেন ইউনিটেরিয়ান য়্যাসোসিয়েশনের সভাতে আমি যে দুকথা বলিয়াছিলাম, তাহার একটি রিপোর্ট লিখিয়া ফেলিলাম। তৎপরে আহারান্তে আবার এসেক্স হল-এর

(১) খৃষ্টানগণ সাধারণতঃ ট্রিনিটেরিয়ান, অর্থাৎ ঈশ্বরের ত্রিধা প্রকাশে—পিতা-ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর (অর্থাৎ যীশু), এবং পবিত্রাত্মা-ঈশ্বর—এই কাল্পনিক ত্রিত্ববাদে বিশ্বাসী। কিন্তু ইউনিটেরিয়ানগণ এই মতবাদকে যুক্তিসহ মনে করেন না; তাঁহাদের মতে ভগবান এক এবং অদ্বিতীয়; ত্রিত্ববাদ সম্পূর্ণ বিচার বিরুদ্ধ ও কষ্টকল্পিত। খৃষ্টধর্মের প্রবর্তক যীশুকে তাঁহারা অন্যান্য ধর্মপ্রবর্তকের ন্যায় মহামানব বলিয়াই মনে করেন এবং অনেকে তাঁহাকে সাধুত্তম এবং শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরু বলিয়া একান্ত ভাবে মান্য করেন। মাতা মেরীর গর্ভে যীশুর অপ্রাকৃত জন্মকাহিনী, তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ, বা তাঁহার পাপীকে পরিত্রাণ দানের ক্ষমতা ইত্যাদি ব্যাপার যাহাতে খৃষ্টান-সাধারণের অবিচলিত বিশ্বাস—সে সমস্তই ইউনিটেরিয়ানগণ অবিশ্বাস্য কাহিনী বলিয়া মনে করেন।

দিকে যাত্রা করা গেল। সেখানে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের ডিভোশনাল মীটিং ও কনফারেন্স দেখা গেল। ডিভোশনাল মীটিঙের মধ্যে একটু আবার ব্যক্তিগত প্রার্থনার জন্য সকলে চুপ করিয়া থাকিলেন। কনফারেন্সের সময় দুজনে কাগজ পড়িলেন ও তদুপরি অনেকে মত প্রকাশ করিলেন। ইহাদের কথাবার্তাতে বুঝা গেল যে, ইঁহাদের দিকে আর লোকে আকৃষ্ট হইতেছে না; কিন্তু ইঁহাদের মত ও ভাব সমুদায় খৃষ্টীয়মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছে।

সেখান হইতে নিরামিষ রেস্তোরাঁতে আহার সারিয়া বাসাতে আসিয়া স্পষ্ট জ্বর বোধ হইল। আজ পূর্ণিমা। ঠিক তুলীর (১) বিবাহের পূর্বদিন যেরূপভাবে জ্বর হইয়াছিল, সেইভাবেই জ্বর হইল। দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আমার সঙ্গে ছিল। তাহার দ্বারা কয়েকখানি পত্র লিখাইলাম।

২৫-৫-৮৮। আজ প্রাতে জ্বরত্যাগ হইয়াছে। উঠিয়া মুখহাত ধুইয়া পরিচ্ছদ পরিয়া নীচে আসিলাম। দেবেন্দ্রকে সিসেস্টার(২)-এ যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিলাম। তৎপরে ডক্টর টাইসেন আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে অল্পক্ষণ কথাবার্তা হইয়া রবিবার তাঁহার বাড়িতে আহার করার বিষয় স্থির করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। তৎপরে দুর্গামোহনবাবু ও সতীশ আসিয়া কিছুক্ষণ থাকিয়া চলিয়া গেলেন। আজ আর কোথাও গেলাম না। সমস্ত দিন এখানে বসিয়া থাকা বড় বিপদ; আমার যেন ভাল লাগিতেছে না। জিনিসপত্রগুলি আজও পৌছে নাই, মনটা ভাল হইয়া বসিতেছে না। অনেকদিন হইল প্রাণ জুড়াইয়া উপাসনা করা হয় নাই। সেই জন্য প্রাণটা শুষ্ক হইয়া রহিয়াছে।

এ বাড়ীতে একজন রাশিয়ান ভদ্রলোক আছেন। ইঁহার নাম Ostrogorski; ইনি রাশিয়ার একজন লেখক ও পণ্ডিত লোক; কন্স্টি-

(১) শিবনাথের দ্বিতীয়া কন্যা তরঙ্গিনী দেবী; যশোহরের অন্তর্গত বাঘআঁচড়া নিবাসী যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ইহার বিবাহ হয়।

(২) Cirencester—ইহার উচ্চারণ সিসেস্টার বা সীস্টার; ইহা লণ্ডন হইতে শতাধিক মাইল পশ্চিমে গ্লস্টারশায়ারের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র শহর। এখানকার রয়্যাল এগ্রিকালচারাল কলেজ কৃষিবিদ্যাশিক্ষার প্রধান কেন্দ্র।

টিউশনাল ল' অধ্যয়ন করিবার জন্য এখানে অবস্থিতি করিতেছেন; ব্রিটিশ মিউজিয়মে গিয়া পড়িয়া আসেন।

গৃহস্থ মিঃ ট্যাওয়েল বৃদ্ধ মানুষ; ভদ্রলোকের বয়স এখন ৭০ বৎসর, অতি গোঁড়া খৃষ্টান। তিনটি অবিবাহিতা মেয়ে, বেশ ভাল। ইহাদের সঙ্গে আলাপাদি করিতে করিতে আমার ইংরাজীর বিশেষ উন্নতি হইতে পারে।

আমার বাক্স কয়টি প্লীমাথ হইতে আজ আসিয়া পৌছিল। ১৪ শিলিং ভাড়া লাগিল। বাপ্ রে, কি সর্বনাশ!

২৬-৫-৮৮। অদ্য প্রাতরাশের কিয়ৎক্ষণ পরেই হ্যামারগ্রেন (১) আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা হইল। বেচারীর আমার মতই অবস্থা: একটি ভগিনী, সে টীচার; একটি ভাই ধর্মযাজক; একটি ভাই এক আত্মীয়ের সাহায্যে পড়িতেছে। হ্যামারগ্রেন বেচারা জোয়ারের জলের আবর্জনার ন্যায় ভাসিয়া বেড়াইতেছে। এখানে ম্যানচেস্টার নিউ কলেজে (২)-এ ফ্রী পড়িবার জন্য আসিয়াছে। বড় ইচ্ছা যে, ব্রাহ্মসমাজের মিশনারি হয়। কিন্তু দীনদরিদ্র। রেভারেণ্ড ভয়সীর নিকট হইতে ১৩ পাউণ্ড ঋণ লইয়া খরচ চালাইতেছে; কি করিয়াই বা শুধিবে!

হ্যামারগ্রেনের সহিত অনেকক্ষণ আলাপাদি করিয়া দুইজনে মিস্ কলেট-এর বাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে অনেক কথাবার্তার পর বাসাতে ফিরিয়া বইগুলি বাক্স হইতে বাহির করিলাম। আগে ভয় হইয়াছিল দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশববাবুর উপদেশগুলি বুঝি আনি নাই; এখন দেখিতেছি, আছে; দুর্ভাবনা দূর হইল। যাহা হউক একটা কিছু করা যাইবে।

---

(১) Hammergren—ইনি একজন ইংরেজ যুবক, যিনি শাস্ত্রী-মহাশয়ের সহিত এই সময়ে একই বাসায় বাস করিতেন এবং ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতেন।

(২) Manchester New College—ইউনিটেরিয়ানদিগের দ্বারা পরিচালিত উদারভাবে ধর্মতত্ত্ব (Theology) চর্চার প্রধান কেন্দ্র; এই সময়ে ইহা লণ্ডনেই অবস্থিত ছিল, পরে অক্সফোর্ডে স্থানান্তরিত হয়।

বই গুছাইতেছি, এমন সময় বাড়িওয়ালা বন্ধুটি, মিঃ ট্যওয়েল, আসিলেন। ধর্ম বিষয়ে কথাবার্তা হইল, দেখিলাম তিনি গোঁড়া খৃষ্টান। আমিও গোঁড়া ব্রাহ্ম। এখন গোঁড়াতে গোঁড়াতে মিলিলে হয়!

রাত্রে ড্রইং রুমে বসিয়া অনেক কথাবার্তা হইল।

২৭-৫-৮৮। অদ্য প্রাতে হ্যামারগ্রেনের সঙ্গে রেভাঃ ভয়সীর ভজনালয়ে যাওয়া গেল। উপাসনা আরম্ভ হইবার কিছুক্ষণ পূর্বেই পৌছিয়াছিলাম। রেভারেণ্ড ভয়সীর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হইল মাত্র। তিনি আমাকে লোক দিয়া একটি স্থানে বসাইয়া দিলেন। উপাসনা যথাসময়ে আরম্ভ হইল; তাঁহার প্রণীত প্রার্থনা পুস্তক পড়িয়া দেখিলাম যে, তাহা চার্চ অব ইংলণ্ডের প্রেয়ার বুক এর অনুকরণে লিখিত হইয়াছে। তিনি পুস্তক দেখিয়া সমুদায় সার্ভিস (উপাসনা)-টি পড়িলেন। সঙ্গীতের বন্দোবস্ত বড় মন্দ বোধ হইল না। উপাসকসংখ্যা প্রায় ১১০ হইবে। উপাসনান্তে তিনি গ্ল্যাড্‌স্টোনের(১) একটি উক্তি উদ্ধৃত করিয়া উপদেশ দিলেন। উপদেশটি এই: গ্ল্যাড্‌স্টোন বলিয়াছেন যে, খৃষ্টীয় বিধান যাঁহারা মানেন না, তাঁহাদের পাপের জ্ঞান সেরূপ উজ্জ্বল নয়। ইহার উত্তরে ভয়সী হিব্রু প্রফেটদিগের উক্তি হইতে উদ্ধৃতি দ্বারা দেখাইলেন যে, তাঁহাদের পাপের জ্ঞান অতি উজ্জ্বল ছিল। তিনি যদি বাংলা জানিতেন, তাহা হইলে আমাদের সংগীত পুস্তক হইতে দেখাইতে পারিতাম যে, পাপের জ্ঞান ব্রাহ্মসমাজমধ্যেও উজ্জ্বল হইয়াছে।

ভয়সীর ভজনালয় হইতে ডঃ টাইসেন আমাকে তাঁহার বাড়িতে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহার পত্নী ও ভগিনীর সহিত ও আর একটি ইংরাজ মহিলার সহিত পরিচয় হইল। আমার মনটা যেন এখানে খুলিল না। টাইসেনের পত্নী ও ভগিনীর ভাবে বোধ হইল, তাঁহারাও যেন আমাকে পছন্দ

(১) William E. Gladstone (১৮০৯-৯৮)—স্বনামধন্য উদারপন্থী ইংরেজ রাজনীতিবিদ, সুবিখ্যাত বাগ্মী ও ধর্মভীরু রাষ্ট্রনেতা—ব্রিটিশ জাতির খ্যাতনামা প্রধান মন্ত্রিগণের অন্যতম। ইনি চারিবার প্রধান মন্ত্রীর পদ লাভ করিয়াছিলেন।

করিলেন না। আমি যে রকম খাপছাড়া লোক, আমার ইংরাজ ভদ্রলোকদিগের সহিত ডাইন করাই মুশ্‌কিল। এ বিদ্যাটা শিখিতে যে কতদিন যাইবে, তাহা বলিতে পারি না। লেডিদের সঙ্গে ডাইন করা এমনই মুশ্‌কিল বোধহয় যে, কেহ ডিনারের নিমন্ত্রণ না করিলেই বাঁচি।

ডঃ টাইসেনের বাড়ি হইতে মিস্ ম্যানিং(১)-এর বাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে কয়েকটি স্বদেশীয় যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। মিস্ ম্যানিঙের মুখখানি দেখিয়া বোধ হইল, স্ত্রীলোকটি অতি সাধুশীলা, অতি কোমলস্বভাবা। ইনি যে য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান দলের প্রভাবের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে পড়িয়া যাইবেন, তাহা বিচিত্র নয়। এই য়্যাংলো-ইণ্ডিয়ান প্রভাব অধিক হইলে, ইঁহার দ্বারা যে মহৎ কার্য হইতেছে, তাহার ব্যাঘাত হইবে। ইংলণ্ডে যেসকল ভারতবর্ষীয় যুবক আসে, তাহাদের দেখিবার কেহ নাই। ইঁহারা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন; ইহা কি সামান্য সৌভাগ্যের বিষয়! মিস্ ম্যানিঙের বাড়ি হইতে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। সায়ংকালে নিজ ঘরে বসিয়া উপাসনা করা গেল।

প্রবাসের কর্মপদ্ধতি

২৮-৫-৮৮। আজ প্রাতঃকালীন উপাসনাটি বড় মিষ্ট লাগিল। এতদিনের পর আমার মনটা একটু একটু বসিতেছে। আমার একটা বড় দোষ—কোন প্রকার উদ্বিগ্ন হইবার কারণ থাকিলে মন বসে না। আজ আমাকে যাঁহারা প্রেরণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা মনে প্রবলভাবে উদিত হইতেছে। আমাকে যে তাঁহারা কত আশা করিয়া প্রেরণ করিলেন, আমি কিরূপে সেই আশা পূর্ণ করিতে পারি? আমি ব্রাহ্মসমাজের দাস; আমার এমন একটি দিনও যাওয়া

(১) Miss Elizabeth A. Manning—ভারত-হিতৈষিণী ইংরেজ মহিলা। মিস্ মেরী কার্পেন্টারের প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন, ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠাত্রীর মৃত্যুর পরে, ব্রিস্টল হইতে লণ্ডনে স্থানান্তরিত হইলে এই মহিলা তাহার অবৈতনিক সেক্রেটারীরূপে আমৃত্যু বিলাতপ্রবাসী ভারতীয় যুবকগণের তত্ত্বাবধান করেন।

উচিত নয়, যেদিন আমি ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্মসমাজের জন্য কিছু না ভাবিলাম, বা করিলাম। আমাকে পাঠ, চিন্তা ও পরিদর্শনাদির দ্বারা আত্মোন্নতি করিতে হইবে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও ব্রাহ্মসমাজের উন্নতির জন্য কিছু করিতে হইবে। প্রভু আমাকে পথ প্রদর্শন করুন।

প্রাতরাশের পর কিয়ৎকাল কাগজপত্র পড়িয়া দেশের চিঠি আনিবার জন্য মিস্ কলেট-এর বাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে এই কথা হইল যে, ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যপ্রণালী, উদ্দেশ্য ও আশা নির্দেশ করিয়া একখানি গ্রন্থ এবং বিশিষ্ট ব্রাহ্মদিগের গ্রন্থাবলী হইতে বচন সংগ্রহ করিয়া 'সাস্পায়ারিয়া ইণ্ডিকা' (১) নামে একখানি বই লিখিলে ভাল হয়। দ্বিতীয় গ্রন্থের নাম মিস কলেট-এর প্রদত্ত। এ নামে তাঁহার একখানি গ্রন্থ লিখিবার ইচ্ছা ছিল এবং তিনি তাহা লিখিতে আরম্ভও করিয়াছিলেন। সেই সকল কপি আমাকে দিলেন। বাড়ির অনেক চিঠি পাইলাম; চিঠিগুলি পরিতৃপ্ত অন্তরে পাঠ করিলাম।

বৈকালে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। মিস্ য়্যালিস (১)-এর সাহায্যে আমার বইগুলি সাজাইয়া ফেলা গেল। বইগুলি দেখিয়া চক্ষু জুড়াইতেছে। এত সংস্কৃত পুস্তক আনিয়াছি—কি করিব? এখানে তো আর ব্রাহ্মসমাজের কাজের তাড়া নাই, দিনরাত্রি লোক ডাকাডাকি করে না। এই সুযোগে সংস্কৃত শাস্ত্রগুলি আবার একবার পড়িয়া ফেলিতে হইবে।

সায়ংকালে আহারের পর মরিসন্ নামক এক যুবকের সহিত অনেক কথাবার্তা হইল। এই যুবক বাঁকিপুরের গুরুপ্রসাদ সেন (৩) মহাশয়ের পুত্র কুমুদনাথ সেনের একজন বন্ধু।

(১) Suspiria Indica—এই ল্যাটিন নামটির অর্থ—ভারতীয় আশা আকাংক্ষা। এই নামে মিস কলেট একখানি বই লিখিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

(২) গৃহকর্তা Mr. Tawell-এর অবিবাহিত কন্যাত্রয়ের একটির নাম য়্যালিস, অপর দুইটির নাম নেলী ও এডিথ।

(৩) পাটনার তৎকালীন প্রসিদ্ধ আইনজীবী।

আমার কাজের ও সময়ের একটা ভাগ করিয়া লইতে হইতেছে :—

(১) উপাসনা ও ধর্মগ্রন্থ পাঠ—৭টা হইতে ৮।টা

(২) খবরের কাগজ পড়া—৯টা হইতে ১০টা

(৩) পত্র লেখা—১০টা হইতে ১১টা

(৪) সংস্কৃত চর্চা—১১টা হইতে ১॥টা

(৫) ইংরাজি চর্চা—২॥টা হইতে ৩॥টা

(৬) দর্শন ও ধর্মতত্ত্ব চর্চা—৩॥টা হইতে ৪॥টা

(৭) ভ্রমণ—৪॥টা হইতে ৬॥টা

(৮) ডিনার—৬॥টা হইতে ৭॥টা

(৯) ড্রয়িংরুমে আলাপ—৭॥টা হইতে ৯টা

(১০) গ্রন্থাদি লেখা—৯টা হইতে ১২টা

ইহার মধ্যে উপাসনা, কাগজ পড়া, পত্র লেখা, গ্রন্থাদি লেখা এই কয়টি নিত্য ; অপরগুলি নৈমিত্তিক। প্রথমোক্তগুলি এমন সময়ে রাখিতে হইবে যে সময়ের ব্যাঘাত না জন্মে।

৩০-৫-৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া ডেভিড(১)-এর সাম (Psalm) ও ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখান (২) পড়িয়া উপাসনা করিলাম। প্রাতরাশের পরে খবরের কাগজ দেখিলাম। তৎপরে বিষ্ণু পুরাণ হইতে শ্রীকৃষ্ণের বালচরিত্র পড়িলাম ;

(১) David—প্রাচীন হিব্রু বা ইহুদী জাতির অন্যতম শক্তিশালী রাজা। সাহস, দৈহিক শক্তি ও রণকুশলতার জন্য ইনি ইহুদীগণের জাতীয় মহাবীর বলিয়া খ্যাত। তাঁহার শাসনাধীনে প্রাচীন 'জুডিয়া' রাজ্য বিশেষ উন্নতি ও ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছিল। প্রাচীন বাইবেল বা ওল্ড্ টেস্টামেন্টের Book of Psalms এর অনেকগুলি ধর্ম-সঙ্গীত (Psalms) দায়ুদ নরপতির সংগ্রামময় জীবনের ঘটনাবলী লইয়া রচিত।

(২) আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক রচিত ব্রাহ্মধর্ম প্রতিপাদ্য কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বনে উপদেশগ্রন্থের নাম।

ইতিমধ্যে হ্যামারগ্রেন আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে কিয়ৎকাল কথাবার্তা করিয়া পরে মিস্ কলেট-এর বাড়ি যাইবার সময় হকু (১) ও ভুবনবাবুর (২) পত্রের প্রত্যুত্তরপত্র দুইখানি ডাকে ফেলিয়া দিয়া গেলাম। মিস কলেট-এর বাড়িতে দুর্গামোহনবাবু আসিলেন। মিস কলেট আমাদিগকে রামমোহন রায়-সংক্রান্ত বহু কথা পড়িয়া শুনাইলেন। স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট(৩) এর বিবরণ তন্মধ্যে প্রধান। ঐ ব্যক্তি কিরূপ জঘন্য উপায়ে রামমোহন রায়ের গ্লানি প্রচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, তাহার অনেক বিবরণ পড়িয়া শুনাইলেন। সেখান হইতে ৬টার পর আসিলাম। তাড়াতাড়ি ছুটিয়া ঠিক ডিনারের পূর্বে বাড়িতে আসিয়া পৌছিলাম। ডিনারের পর একজন সোসাইটি অব্ ফ্রেণ্ড্স(৪)-এর মিনিস্টারের সহিত আলাপ হইল। তাঁহারা সার্মন লিখিয়া

(১) (হকু)—তেজস্বী ব্রাহ্মযুবক হরকুমার গুহ—তখন ব্রাহ্মবয়োজ্যেষ্ঠগণের নিকট সংক্ষেপে 'হকু' নামেই সুপরিচিত ছিলেন। তিনি সরকারী কৃষি বিভাগের কর্মচারী ছিলেন এবং বিভাগীয় কার্যোপলক্ষে এই সময়ে বিলাতেই ছিলেন।

(২) ব্যারিস্টার ও বিশিষ্ট ব্রাহ্ম ভুবনমোহন চট্টোপাধ্যায়—ইনিও তখন বিলাতে ছিলেন।

(৩) Sandford Arnot—এই ইংরেজটি রাজা রামমোহনের ইংল্যাণ্ডে অবস্থিতিকালে তাঁহার বেতনভুক্ সেক্রেটারী ছিলেন। রাজার মৃত্যুর পরে ইনি দাবী করেন যে, বিভিন্ন ব্যাপারে রামমোহন রায়ের নামে লিখিত ও প্রচারিত অধিকাংশ পত্রাদি রচনার কৃতিত্ব তাঁহারই! এইরূপে রামমোহনের মাহাত্ম্য খর্ব করিতে প্রয়াসী হইয়া তিনি স্বদেশীয়গণের নিকটেও নিন্দা ও ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন।

(৪) Society of Friends—ইহা একটি ধর্মপ্রাণ সরলবিশ্বাসী ক্ষুদ্র খৃষ্টীয় সম্প্রদায়; সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জর্জ ফক্স নামে একজন জুতাপ্রস্তুত-কারী ইংরেজ মুচী ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করেন। নানা স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফক্স প্রচার করিতে আরম্ভ করেন যে, ধর্মবস্তু অন্তরাত্মার আলোকস্বরূপ; উহা সাধন লভ্য; কোন বাহ্য প্রক্রিয়া বা আচার-অনুষ্ঠানের

পড়েন না ; বলেন—জগদীশ্বর সেই সময় যেসব সত্য প্রেরণ করেন, তাহাই প্রচার করা কর্তব্য। ইনি বলিলেন যে, ইনি আমার জন্ম কোয়েকার সম্প্রদায়ের মতাদি সংক্রান্ত একখানি বই পাঠাইবেন। ভালই, ইহারা কি বলেন তাহাও একপ্রকার জানাতে ক্ষতি কি? বিশেষ শুনিয়াছি—ইহাদের কার্য্যপ্রণালী অনেকটা ব্রাহ্মসমাজের ন্যায়।

তিনি চলিয়া গেলে অনেকক্ষণ বাগানে বেড়াইলাম। ৮টা বাজিয়া গিয়াছে, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই, অন্ধকার আসিতেছে ; এ এক নূতন ব্যাপার!

৩১-৫-৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া যথানিয়মে ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও উপাসনা করা গেল। প্রাতরাশের পর 'কিউ'তে দুর্গামোহনবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। দুর্গামোহনবাবু পরদিন ম্যাঞ্চেস্টার যাত্রা করিবেন। পার্বতীবাবু আজও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা ভাঙ্গান নাই। আমার টাকার দরকার হইবে।

মধ্য দিয়া উহা লাভ করা যায় না। তাঁহার অনুবর্তিগণের অপর নাম 'কোয়েকার' সম্প্রদায়। ইহারা শান্তিবাদী এবং সম্পূর্ণ যুদ্ধ-বিরোধী ; ইহারা হাল্কাভাবে ঈশ্বরের নাম উচ্চারণ বা ধর্মের নামে বিচারালয়ে শপথ গ্রহণ করেন না। ইঁহাদের ধর্মসভায় কোন ধরাবাঁধা উপাসনা-পদ্ধতি বা পূর্বনিরূপিত আচার্য বা উপদেষ্টার প্রয়োজন তাঁহারা স্বীকার করেন না। সভাস্থলে সম্মিলিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে যদি কেহ সাময়িক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া প্রার্থনাদি করেন ভালই, নতুবা নির্বাকভাবেই ইঁহাদের উপাসনা সম্পন্ন হয়। ইহাদের অনেকেই যীশুর অপ্রাকৃত জন্ম ও তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের কাহিনী বিশ্বাস্য মনে করেন না এবং তাঁহার মশীহত্ব (messiahship) অর্থাৎ পাপীকে পরিত্রাণ দানের ক্ষমতাও স্বীকার করেন না।

সহজ সরল অনাড়ম্বর বেশভূষা কথাবার্তা ও জীবনযাত্রার পবিত্র রীতি-নীতি এবং জনসেবার জন্য এই সম্প্রদায় সুবিদিত। এই কারণে মহাত্মা গান্ধি যখন গোল টেবিল বৈঠকে আমন্ত্রিত হইয়া ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে গিয়াছিলেন, তখন ঈস্ট্ এণ্ড-এ ইহাদেরই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পার্বতীবাবুর সহিত ঠিক করা গেল যে, আহারান্তে তাঁহার সহিত ব্যাঙ্কে যাওয়া যাইবে। সেখান হইতে আসিবার সময় হেয়ার কাটারের বাড়ি হইতে চুল কাটিয়া ৪ পেন্স দিয়া আসা গেল। তৎপরে বাড়িতে আসিয়া এটা-ওটা পড়িতে পড়িতে প্রায় আহারের সময় হইল। আহারান্তে মিস্ ম্যানিঙের সার্ভিসে (উপাসনায়) যাওয়া গেল। এখানে ডক্টর মারে মিচেল্(১)-এর সঙ্গে দেখা হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে আসিয়া পড়িলে কেন? আমার ত নির্জন স্থানে যাইতে ইচ্ছা করে"। তিনি আনন্দমোহনবাবুর প্রতি বিশেষ সদ্ভাব প্রকাশ করিলেন। এখানে জে বি নাইট (২) সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল। স্যার এডুইন আর্নল্ড(৩)-কে এখানে দেখিলাম। শুনিলাম স্যার মনিয়ার মনিয়ার-উইলিয়ম্‌স্ (৪)-ও উপস্থিত, কিন্তু দেখা হইল না। আমার

(১) Dr. John Murray Mitchel—(১৮১৫-১৯০৪) ভারতে ফ্রী চার্চ্ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা, বিশিষ্ট খৃষ্টীয় মিশনারী এবং ওরিয়েণ্ট্যাল স্কলার। 'হিন্দুইজ্ম্—পাস্ট্ য়্যাণ্ড্ প্রেজেণ্ট' এবং 'দ্য গ্রেট রিলিজ্যন্‌স্ অব্ ইণ্ডিয়া' নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা।

(২) একজন ইউনিটেরিয়ান ব্রাহ্মবন্ধু ইংরেজ; ইনি ইতিপূর্বে সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন।

(৩) Sir Edwin Arnold—(১৮৩২-১৯০৪) ইংরেজ কবি এবং সাংবাদিক; একসময়ে পুনা ডেক্কান কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। তথাগত ভগবান বুদ্ধের জীবন বৃত্তান্ত সংবলিত 'দ্য লাইট অব্ এসিয়া' নামক বিখ্যাত কাব্যের রচয়িতা বলিয়া সমধিক প্রসিদ্ধ। ১২।১৩ বৎসর লণ্ডনের 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' নামক পত্রিকার সম্পাদকতা করিয়া ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ইনি কে, সি, আই, ই—উপাধি লাভ করেন।

(৪) Sir Monier Monier-Williams, D.C.L.— (১৮১৯-১৮৯৯) বম্বে নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া লণ্ডনে ও অক্সফোর্ডে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ইনি বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত, ওরিয়েণ্ট্যাল স্কলার; ১৮৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে অক্সফোর্ডে

পোশাক দেখিয়া নাইটসাহেব বোধ হয় হাসিতেছিলেন। আমি চোগাতে যে কলার লাগাইয়াছি তাহাতে বোধ হয় ইহা কদাকার হইয়াছে।

নাইটসাহেব কেন হাসিতেছিলেন, কেনই বা আমাকে লোকের সহিত পরিচয় করিয়া দিতে চাহিতেছিলেন না, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। এখানে সুরেন্দ্রবাবুর (১) ভাই জিতেনের সঙ্গে দেখা হইল। কয়েকটি ভারতীয় মহিলাকেও দেখিলাম, ইঁহারা কে তাহা জানি না। পোশাক লইয়া ত এদেশে বড়ই গোলমাল দেখি।

১-৬-৮৮। আজ মেলে বাড়িতে পত্র লিখিলাম। প্রাতে উঠিয়া উপাসনান্তে নীচে আসিয়া বসিলাম এবং দেশস্থ বন্ধুদিগকে পত্র লিখিতে আরম্ভ করিলাম; হেরম্ব, সীতানাথ (২), বৌঠাকরুণ, কাশীর মহেন্দ্রবাবু ও রাজনারায়ণ বসু (৩) মহাশয়—এই কয়জনকে কয়েকখানি কার্ড লিখিলাম এবং হেম, লাবণ্য,

Boden Professor of Sanskrit হন এবং প্রধানত তাঁহার প্রেরণা ও চেষ্টায় অক্সফোর্ডে 'ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট' প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ ও সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান সংকলন করিয়া ইনি ১৮৮৬খৃষ্টাব্দে 'নাইট' পদবীতে ও পরে কে, সি, আই, ই—উপাধিতে ভূষিত হন।

(১) স্বনামধন্য দেশনেতা ও বাগ্মীপ্রবর স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সমগ্র ভারতীয় জাতিকে, বিশেষত বাঙালীকে, দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করিতে ইনি প্রাণপণ প্রয়াস করেন। জাতীয় মহাসমিতি বা কংগ্রেসের তিনি একজন প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন এবং দুইবার (১৮৯৫ ও ১৯০২) উহার সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন।

(২) বিশিষ্ট ব্রাহ্ম, দার্শনিক সীতানাথ দত্ত, তত্ত্বভূষণ; ইঁহার প্রণীত 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' ও উপনিষদ্-গ্রন্থমালা বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও সুবিখ্যাত।

(৩) ঋষি রাজনারায়ণ বসু—সুপণ্ডিত ভাষাতত্ত্ববিদ্, সুলেখক ও সাধুচরিত্র সমাজ-সংস্কারক; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে এবং তৎপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভার সংস্পর্শে আসিয়া ইনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।

মিঃ এবং মিসেস এ এম বোস ও ডক্টর পি কে রায় (১)—এই কয়জনকে পত্র লিখিলাম।

মিসেস বেসাণ্ট

বৈকালে আহারের পর হ্যামারগ্রেন, মিঃ অস্ত্রগোর্স্কি এবং আমি এই কয়জনে মিসেস বেসাণ্টের বাড়িতে সোশ্যালিস্ট(২)-দিগের একটি সভাতে গেলাম। সেখানে একজন কোঁৎ (৩)-এর মতাবলম্বন করিয়া সোশ্যালিস্টদিগের মতের প্রতিবাদ করিলেন। মিসেস বেসাণ্ট ও আরও কয়েকজন সোশ্যালিস্ট উঠিয়া প্রতিবাদ করিলেন। মিসেস বেসাণ্ট বলিলেন যে, কোঁৎ 'অথরিটি'কে অতিরিক্ত মর্যাদা দান করিয়াছেন ও স্ত্রীলোককে যদিও নামে পূজা করিয়াছেন বটে, কিন্তু ফলে অবনতই করিয়াছেন।

(১) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম বাঙালী প্রিন্সিপাল—ডক্টর প্রসন্নকুমার রায়। ইনি 'গিলক্রাইস্ট' বৃত্তি লাভ করিয়া বিলাত গমন করেন এবং ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এডিনবরা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মেণ্টাল ও মর‍্যাল ফিলজফিতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ডি এস্‌সি উপাধি লাভ করেন। দুর্গামোহন দাস মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা সরলা দেবীকে ইনি বিবাহ করেন। সরকারী চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পরে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কলেজ সমূহের ইনস্পেক্টর পদে নিযুক্ত হন।

(২) Socialist—সমাজ-সাম্যবাদের পক্ষাবলম্বী; এই মতবাদে রাজা-প্রজা, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ, শিক্ষিত-অশিক্ষিত—ইত্যাদি বৈষম্য অস্বীকৃত হয় এবং সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির ক্ষেত্রে সকল মানুষের সমান অধিকার স্বীকার করা হয়।

(৩) Isidore Auguste Comte—উনিশ শতকের সুবিখ্যাত জড়বাদী ফরাসী দার্শনিক; তাঁহার প্রবর্তিত প্রত্যক্ষবাদ দর্শন (Positive Philosophy) গত শতাব্দীর চিন্তাজগতে বিশেষরূপ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছিল।

এই সভাতে গিয়া আমরা সকলে বিশেষ প্রীতি লাভ করিলাম। ফিরিয়া আসিয়া প্রার্থনাপূর্বক শয়ন করিলাম।

২-৬-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও উপাসনাদির পরে নীচে আসিয়া খবরের কাগজ পাঠ, চিঠিপত্রের উত্তরদান প্রভৃতি কার্যে প্রায় মধ্যাহ্ন আহারের সময় হইয়া গেল। দুইটার সময় 'টীচার্স্ গীল্ড' সভার সাম্বৎসরিক অধিবেশন দেখিবার জন্য ওয়েস্ট্ মিন্স্টার হল (১)-এর উদ্দেশে যাত্রা করা গেল; যাইতে পাঁচ শিলিং, অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চার টাকা খরচ! সেখানে মিস্ ম্যানিঙের সহিত দেখা হইল। তিনি কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত দেখা করাইয়া দিলেন। রাগবি স্কুলের হেড্মাস্টার ডক্টর পার্সিভ্যাল-এর সহিত কয়েকটি কথা হইল। আহারান্তে বাগানে বসিয়া একটু উপাসনা করিলাম। তৎপর ড্রইংরুমে গল্পগাছাতে প্রায় ১০টা বাজাইয়া শয়ন করিতে গেলাম।

রেভাঃ ভয়সী

৩-৬-৮৮। অদ্য প্রাতে ভয়সী সাহেবের গীর্জাতে যাওয়া গেল। ভয়সী গ্ল্যাড্স্টোনের আর্টিকেলের প্রতিবাদ করিয়া আবার এক উপদেশ দিলেন। তাহাতে তিনি যীশুর জন্ম, মৃত্যু, স্বর্গারোহণ প্রভৃতি অপ্রাকৃত কাহিনীকে উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিলেন; বলিলেন—যীশু যে ঈশ্বরের পবিত্রাত্মা (Holy Ghost) দ্বারা জাত, উহার সাক্ষী কেবল মেরী ও ঈশ্বর; কই,

(১) Westminster Hall—লণ্ডনের পশ্চিমাঞ্চলে - যেখানে সেণ্ট-পীটারের গীর্জা (Abbey), সেণ্ট জেম্স প্যালেস, বাকিংহাম প্যালেস ও পার্লামেণ্ট ভবনাদি অবস্থিত—সেইখানে ইংল্যাণ্ডের রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ম ১০৯৯ খৃষ্টাব্দে এই হলটি নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এখানে পার্লামেণ্ট কর্তৃক চতুর্দশ শতকে রাজা দ্বিতীয় রিচার্ড ও সপ্তদশ শতকে রাজা প্রথম চার্ল্স্-এর বিচার নিষ্পন্ন হয়। ইহা ছাড়াও আরও অনেক স্মরণীয় ঘটনা ও সভা-সম্মেলনাদি এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

এই দুই ব্যক্তির মধ্যে কেহই ত স্বপক্ষে সাক্ষ্য দেয় নাই। একটি নূতন কথা ভয়সী বলিলেন : তিনি বলিলেন যে, যীশু কয়েক দিন অজ্ঞান অবস্থাতে ছিলেন তৎপরে উঠিয়াছিলেন। রিসারেক্শন (১)-এর বিষয়ে জনশ্রুতি প্রবল দেখা যায়।

ভয়সীর গীর্জা হইতে আসিয়া জুঅলজিক্যাল গার্ডেন-এ যাওয়া গেল। হ্যামারগ্রেন সঙ্গে ছিলেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া দেখি হাণ্ট-সাহেব এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্র কন্যা প্রভৃতি উপস্থিত। তাঁহাদের সঙ্গে তাঁহাদের বাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে কয়েক ঘণ্টা যাপন করিয়া ও তাঁহাদের সহিত আহার করিয়া রাত্রি ১১টার পর ফিরিয়া আসিলাম।

পশুশালায় আমাদের দেশের জন্তু বড় অধিক দেখা গেল না। বানর, চিতাবাঘ, হাতী, ভোঁদড়, ভালুক, ময়না প্রভৃতি কয়েক প্রকার মাত্র। এ বিবরণটি রামব্রহ্মবাবুকে লিখিতে হইবে।

৪-৬-৮৮। আজ প্রাতে প্রাতরাশের পর কোথাও যাওয়া হইল না। পার্বতীবাবু পূর্বেই লিখিয়াছিলেন যে, তিনি আমার নিকট আসিবেন। তাই তাঁর জন্য অপেক্ষা করা গেল। ১২টার পর তিনি আসিলেন। তিনি বলিলেন যে, তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে বায়োলজির লেকচার শুনিবার জন্য অ্যাড্‌মিশন লইবেন এবং সেইজন্য ইউনিভার্সিটি কলেজে আসিয়া থাকিবেন। আমি এ বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ করিলাম।

তিনি চলিয়া গেলে আমি টিফিনের পর বাড়ির চিঠিপত্র আনিবার জন্য

(১) Resurrection—ক্রসের উপরে লৌহগজালে বিদ্ধ করিয়া যীশুর দেহটিকে ঝুলাইয়া নিষ্ঠুর ভাবে তাঁহার হত্যাসাধনের পর যথারীতি তাঁহাকে কবরস্থ করা হয়। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে যীশু পুনরুজ্জীবিত হইয়া কবর হইতে বহির্গত হন এবং কয়েকবার তাঁহার ভক্ত ও শিষ্যগণের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ ও উপদেশাদি দিয়া সশরীরে স্বর্গারোহণ করেন। ইহাকেই 'রিসারেক্শন' বলে।

মিস্ কলেটের বাড়িতে গেলাম। সেখানে হেমের এক পত্র, আদিনাথবাবুর (১) এক পত্র, বিরাজের এক পত্র, কুঞ্জ সেনের (২) এক পত্র ও রামব্রহ্মবাবুর এক পত্র পাইলাম। বাড়ির সকলে ভাল আছেন। কুঞ্জর পত্রে বোধ হয় আমার এগ্‌জামিনার্স্‌ ফী এখনও পাওয়া যায় নাই। রামব্রহ্মবাবু মায়ের জন্য দশ টাকা নগেন্দ্রবাবুর (৩) নিকট পাঠাইয়াছেন জানিয়া আনন্দ হইল। হেম লিখিতেছে—মা কোন পত্রাদি লিখিতেছেন না, কিংবা সংবাদ দিতেছেন না; বড়ই বিরক্ত হইয়া গিয়াছেন। কি করি! জগদীশ্বর জীবনের যে পথ দেখাইয়াছেন সেই পথে চলিতে এজীবনে আমাকে অনেককে অনেক কষ্ট দিতে হইবে। জগদীশ্বর তাঁহাদিগকে রক্ষা করুন।

কিন্তু আমি যে এত কষ্ট দিলাম ও নিজে এত কষ্ট পাইলাম, তাহার উপযুক্ত সেবা কি ঈশ্বরকে ও তাঁহার সন্তানদিগকে দিতে পারিয়াছি? আমার দিন দিনই লজ্জা বাড়িতেছে। আমার দশটা মত্ত হস্তীর মত বল হইল না কেন? আমি শিক্ষা ও সাধন দ্বারা আরও এই কর্মের উপযুক্ত হইতে পারিলাম না কেন? আমি দেখিতেছি, আমাকে একেবারে তাঁহার দাস করিবার জন্য প্রভু আমাকে ইংলণ্ডে আনিয়াছেন। একেবারে আত্মসমর্পণ করিবার জন্যই এই সকল দেখাইতেছেন। ধন্য তাঁহার করুণা!

আজ স্যার মনিয়ারউইলিয়াম্‌স-এর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা শুনিতে যাই।

(১) আদিনাথ চট্টোপাধ্যায়—সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারকগণের অন্যতম।

(২) জনৈক ব্রাহ্ম।

(৩) নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—দার্শনিক, সুবক্তা এবং সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বিশিষ্ট প্রচারক। তাঁহার প্রণীত 'ধর্মজিজ্ঞাসা', 'মনীষী থিয়োডোর পার্কারের জীবন কাহিনী', বিশেষত রাজা রামমোহন রায়ের সুবিস্তৃত জীবন-চরিত, সমধিক প্রসিদ্ধ।

মিস্ ম্যানিং

৫-৬-৮৮। অদ্য প্রাতে প্রাতরাশের পর কাগজ পড়িলাম, পত্র লিখিলাম; তৎপরে মিস ম্যানিঙের বাড়িতে গেলাম। এখানে থাকিতে একটা মুশকিল: শহরের বন্ধুদের বাড়িতে যাইতে গেলে অনেক খরচ হয়। কিন্তু কি করা যায়? মিস ম্যানিঙের বাসস্থানটি নির্জন ও প্রশান্ত, পরিবারটি সৎ ও ধর্মভীরু, এবং আমাকে ইঁহারা অতিশয় যত্ন করেন।

মিস ম্যানিঙের সঙ্গে প্রায় ৩।৪ ঘণ্টা নানা প্রকার কথা হইল। আমার জীবন সম্বন্ধে, আমার পিতামাতা সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। আমার কি যে স্বভাব, হৃদয়টি হঠাৎ খুলিয়া দি। ইংরাজের এমন স্বভাব নয়। ইহারা বড় চাপা; বিশেষত বিদেশীয়দিগের নিকট। নিজের কথা, রমাবাঈ (১)-এর কথা কলিকাতা ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (২)-এর ব্রাঞ্চের কথা, এখানকার ভারতবর্ষীয় যুবকদের কথা, ইত্যাদি অনেক কথা হইল। আমার একটি বড় দোষ আছে, কথার উপর কথা চাপা দিয়া, নিজেই বলিয়া যাই, অন্যকে

(১) পণ্ডিতা রমাবাঈ সরস্বতী—মহারাষ্ট্রীয় চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প বয়সেই সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। পাণ্ডিত্যের দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়া ইনি দেশব্যাপী সুখ্যাতি অর্জন করেন এবং বঙ্গীয় পণ্ডিতসমাজ কর্তৃক "সরস্বতী" উপাধিতে ভূষিতা হন; পরে শ্রীহট্টের এক শূদ্রবংশীয় শিক্ষিত বাঙালী যুবককে সিভিল ম্যারেজ পদ্ধতিতে বিবাহ করেন। বিবাহের ১৯ মাস পরেই বিধবা হইয়া এই বিদুষী এবং প্রতিভাশালিনী মহিলা সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন এবং পরে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হইয়া ইংরেজি শিক্ষা করেন। ইউরোপ এবং আমেরিকায় পরিভ্রমণ করিয়া এই মহিলা খৃষ্টীয় জগতে বিশেষ সম্মান লাভ করেন এবং অবশিষ্ট জীবন খৃষ্টধর্ম প্রচারে ও সমাজ সেবায় ব্যয়িত করেন।

(২) মিস মেরী কার্পেণ্টার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমিতির কলিকাতা শাখা।

বলিবার বড় অবসর দিই না। অনেকবার মিস ম্যানিঙের কথা চাপা দিয়া কথা কহিয়াছি। ইহা অতি অভদ্রতা, ইহার সংশোধন করিতে হইবে।

মিস ম্যানিঙের বাড়ি হইতে নাইটসাহেবের বাড়ি গেলাম। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইল। মিসেস নাইটের শরীর অসুস্থ শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। সেখানে কিয়ৎক্ষণ যাপন করিয়া গৃহাভিমুখে প্রতিনিবৃত্ত হওয়া গেল। আজ পার্লামেণ্টে যাইবার ইচ্ছা ছিল, টিকিটও ছিল। কিন্তু প্রাতে হাত পা একটু কামড়াইয়াছিল। অমাবস্যা সন্নিকট ; কি জানি যদি জ্বর হয়, এই ভয়ে রাত্রি-কালে পার্লামেণ্ট হইতে আসা অন্যায় বোধে পার্লামেণ্টে গেলাম না। রাত্রে কুইনাইন খাইয়া ১০টার পর শয়ন করিলাম।

৭-৬-৮৮। অদ্যকার বিশেষ ঘটনা রেভাঃ কোপ্ল্যাণ্ড বাউই-র ভজনালয়ে এক সোশ্যাল গ্যাদারিঙে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছু বলিতে হয়।

৯-৬-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনা সারিয়া নীচে আসিলাম, আসিয়া কতকগুলি পত্রের উত্তর দিলাম। নাইটসাহেবকে ও প্রফেসর কার্পেণ্টারকে পত্র লিখিলাম। গোলমালে আর সময় নষ্ট করা কর্তব্য নয়। যাহা করিতে আসিয়াছি, তাহা আরম্ভ করিতে হইতেছে ; অর্থাৎ, লণ্ডনের ইন্‌ষ্টিটিউশন্‌স্ কিছু কিছু দেখিতে হইতেছে, এবং আমার আত্মোন্নতির কিছু উপায় করিতে হইতেছে। নাইটসাহেব আমাকে নানা স্থান দেখাইবেন, প্রফেসর কার্পেণ্টার আমাকে পড়াশুনার বিষয়ে সৎপরামর্শ দিবেন। জগদীশ্বর আমাকে যেসকল মানসিক শক্তি দিয়াছেন, বিনা ব্যবহারে তাহাতে মরিচা পড়িয়া গিয়াছে ; বর্তমান সময়ের জ্ঞানবিজ্ঞান হইতে কত পশ্চাতে পড়িয়া আছি !

প্রাতরাশের পর 'টাইমস' পড়িলাম। সাউথ লণ্ডনে একটি পলিটেক্‌নিক ইন্‌স্টিটিউট খোলা হইবার কথা হইতেছে। কমিশনার অব চ্যারিটি—তাহার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দিতে চাহিয়াছেন ; লর্ড মেয়র আর ১৫ লক্ষ তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। সেইজন্য ম্যান্‌শন হাউসে (১)

(১) Mansion House—লণ্ডনের লর্ড মেয়রের জন্য নিরূপিত সরকারী বাসভবনের নাম।

একটি সভা হইয়াছিল। তাহাতে লর্ড সল্‌জ্‌বেরি (১) সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন।

মধ্যাহ্নে স্যার মনিয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। মিস্ ম্যানিঙের পত্রে বোধ হইয়াছিল যে, তিনি আমার সহিত দেখা করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু কার্ড পাঠানতে বোধ হইল যে, আমাকে চিনিতেই পারিলেন না।

সেখান হইতে আসিবার সময় বেএজওয়াটারে মিঃ মাল্-এর বাড়ি ও দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের বাড়ি খুঁজিয়া বেড়াইলাম। কিন্তু ঠিক নম্বরটি মনে না থাকাতে অনর্থক পরিশ্রম ও অর্থব্যয় হইল। লণ্ডনে ঠিক নম্বর না লইয়া কোথাও যাওয়া উচিত নয়।

অনেক কষ্টে বাড়িতে পৌঁছিলাম; পৌঁছিয়াই মুখ হাত ধুইয়া ডিনারের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। আহারের পর মিস ম্যানিঙের বাড়িতে গেলাম। তিনি এন ঘোষের (২) বিষয় ও বঙ্গ-মহিলা সমাজ (৩) এর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। আজ বিকালে ইংরাজী যেন বলিতেই পারিতেছি না—বোধহয় অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলাম বলিয়া। সেখানে ১০টা পর্যন্ত থাকিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।

(১) Lord Salisbury—(উচ্চারণ সল্‌জ্‌বেরি)— থার্ড মার্কুইস অব সল্‌জ্‌বেরি এই সময়ে রক্ষণশীলদলের নেতা ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৮৮৫ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ১৭ বৎসরের মধ্যে ১৪ বৎসরকাল তিনিই প্রধানমন্ত্রিত্ব করিয়াছিলেন।

(২) নগেন্দ্রনাথ ঘোষ—ব্যারিস্টার, খ্যাতনামা শিক্ষাব্রতী ও সাংবাদিক। ইনি বিদ্যাসাগরের প্রতিষ্ঠিত 'মেট্রোপলিটান' কলেজে অধ্যাপক ও পরে ইহার অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন; 'ইণ্ডিয়ান নেশন' নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা করিয়া বিশেষ খ্যাতিও অর্জন করিয়াছিলেন।

(৩) বঙ্গমহিলা সমাজ—সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্গত একটি মহিলা সমিতি, যেখানে মহিলাদিগের আত্মোন্নতি বিধান ও নারীজাতির কল্যাণের জন্য নানা বিষয়ের আলোচনা হইত।

জগদীশ্বর! আমি তোমার দাস, তোমার দাসখতে নাম লিখিয়াছি; আমাকে তুমি ছাড়িও না; সম্পূর্ণরূপে তোমার উপযুক্ত কর।

১০-৬-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনা করিয়া কয়েক দিনের ডায়েরি লিখিলাম। ক্রমে আহারের সময় হইল। আহারান্তে ভয়সীসাহেবের গীর্জাতে উপাসনায় গেলাম। উপাসনা হইল। আজ 'হস্‌পিট্যাল সান্‌ডে'। এখানে হস্‌পিট্যাল সান্‌ডেতে সমুদায় গীর্জাতে দান সংগৃহীত হইয়া থাকে। ভয়সী-সাহেব 'দি য়ুসেজ অব্‌ পেইন য়্যাণ্ড সাফারিং' বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ক্রমে এখানকার উপদেশাদি ভাল লাগিতেছে।

দুর্গামোহনবাবুও উপাসনাতে আসিয়াছিলেন; তাঁর ত কথাই নাই! তিনি চিরদিন আমাদের ক্রন্দন ও নৃত্যাদির প্রতিবাদ করিয়া আসিতেছেন।

তিনি বলিলেন,—আমার জন্য এই রকম উপাসনাদি ভাল।

আমি বলিলাম—আবেগ-উচ্ছ্বাসকে জোর করিয়া চাপিয়া দেওয়া ভাল নয়। তিনি বলিলেন—আমাদের যথেষ্ট আছে, বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া দমনে রাখিবার চেষ্টা করাই উচিত।

এইরূপ নানা কথা হইতে হইতে বাড়িতে আসা গেল।

আজ দুর্গামোহনবাবু আমাদের সঙ্গে আহার করিলেন। আহারান্তে রেভাঃ হিউ প্রাইস হিউয়েস (১)-এর উপদেশ শুনিবার জন্য দুই বন্ধুতে সেণ্ট্‌ জেম্‌স হ'ল-এর অভিমুখে যাত্রা করা গেল। পথিমধ্যে এখানকার স্ত্রীলোকদিগের অবস্থার বিষয়ে কথা হইল।

তিনি বলিলেন, "আমি দেখিতেছি এ দেশের স্ত্রীলোকেরাই এ দেশকে বড় করিয়াছে। স্বাধীনতার সঙ্গে কেমন পবিত্রতা! আমাদের দেশের লোকের সংস্কার যে, স্ত্রী-স্বাধীনতা থাকিলে সামাজিক অপবিত্রতা বৃদ্ধি হয়; তাহা যে

(১) Rev. Hugh Price Hughes—খৃষ্টীয় মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ধর্মযাজক, 'মেথডিস্ট টাইম্‌স'—নামক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং ফ্রী চার্চ কংগ্রেসের প্রধান উদ্যোক্তা।

কত ভুল, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে ;" এই বলিয়া বলিলেন যে, আমাদের দেশেও স্ত্রীলোকেরা যদি সমাজকে তোলে তবেই উঠিবে।

সেণ্ট জেম্‌স্ হলে রেভাঃ হিউ প্রাইস হিউয়েসের উপদেশ শুনিলাম। খৃষ্টধর্ম ও রোগীর শুশ্রূষা, এই উভয়ের মধ্যে কি সংস্রব, তাহা বর্ণনা করিলেন ; বলিলেন, শরীরকে কষ্ট দিয়া ধর্ম হয় না। বেশ কথা।

খৃষ্টীয় সমাজে এত প্রকার জনহিতকর কার্যের যে প্রাদুর্ভাব, তাহার এক প্রধান কারণ ইহার আচার্যগণ সর্বদা সকল প্রকার জনহিতকর কার্যকে খৃষ্টের প্রেমের সহিত সংযুক্ত করেন।

দ্বিতীয়তঃ, এখানে কেবল নিরবচ্ছিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হয় না, তাহাতে পার্লামেন্টের কথা, সামাজিক নীতির কথা সমুদয় থাকে।

আমাদের ব্রাহ্মসমাজেও এই প্রথা প্রবর্তিত হওয়া কর্তব্য।

রীজেণ্ট'স্ পার্ক

সেখান হইতে বাহির হইয়া হাঁটিয়া রীজেণ্ট্‌স্ পার্কে (১) আসা গেল। রীজেণ্টস পার্কে রবিবার বৈকালে নানা শ্রেণীর লোক নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া থাকে এবং বহুসংখ্যক লোকে মনোযোগপূর্বক শুনিয়া থাকেন। এ দেশের লোকের একটি ভাব দেখিতেছি, আমাদের দেশের লোকের ন্যায় ইহারা জগতের

(১) Regent's Park—লণ্ডনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে সর্ব-সাধারণের ব্যবহারার্থ সুবিশাল প্রমোদ-উদ্যান,—ইহার মধ্যে চিড়িয়াখানা এবং বট্যানিকাল গার্ডেনও অবস্থিত। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশরাজ তৃতীয় জর্জ দ্বিতীয়বার উন্মাদগ্রস্ত হইলে, তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স অব্ ওয়েল্‌স 'প্রিন্স রীজেণ্ট' হইয়া পিতার স্থলে শাসনকার্য পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হন। পিতার মৃত্যুর পরে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইনি 'চতুর্থ জর্জ' রূপে পিতৃ-সিংহাসন লাভ করেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ইহার রীজেন্সির আমলে এই উদ্যানটি পরিকল্পিত হইয়া তাঁহার পরিচিতি লাভ করে।

প্রতি ঔদাসীন্যভাবাপন্ন ও ন্যায়ান্যায়ের প্রতি আস্থাবিহীন নহে। একটা লোক বলিতেছে, "আমি বিশ্বাস করি, এই জগৎই আমার পক্ষে যথেষ্ট"—অমনি চারিদিকে করতালি। ঈশ্বরের নাম ইহারা এভাবে করে ও শোনে, যেন অনুভব করে যে, তিনি একজন ব্যক্তি। অন্যায়ের প্রতিবাদ ও ন্যায়ের মাহাত্ম্য কথায় কথায় করে, ও যখনি করে—অমনি চারিদিকে প্রশংসাধ্বনি উত্থিত হয়। আর একটি দেখা গেল যে, পদে পদে মনুষ্যত্বের গর্ব ও স্বাধীনতার স্পৃহা। এই সকল গুণেই ইহারা এত বড় হইয়াছে।

সেখান হইতে বাড়িতে আসিলাম। আজ আর কোথাও যাওয়া গেল না। চিঠিপত্র লিখিতে ও 'মেসেঞ্জার' প্রভৃতি পড়িতে সময় গেল।

রাত্রে আমাদের গানের বই হইতে কয়েকটি গান মুখে অনুবাদ করিয়া শুনান গেল, সকলে চমৎকৃত হইলেন। বাস্তবিক ব্রাহ্মসমাজ যদি ভারতবর্ষে আর কিছু না করিয়া থাকে, এই ব্রহ্মসঙ্গীতগুলি বঙ্গভাষায় এক অমূল্য সম্পদ হইয়া থাকিবে।

জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠান

১১-৬ ৮৮। আজ উপাসনাকালে যেমন চিত্তের একাগ্রতা হইয়াছিল, অনেকদিন এরূপ হয় নাই। আহারান্তে দরজী আসিল, তাহাকে একটা পেণ্টুলেন বায়না দেওয়া গেল। ১৬ শিলিং লাগিবে। তৎপরে প্রফেসর কার্পেণ্টারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার বাড়িতে গেলাম। তিনি বাড়িতে ছিলেন, আমাকে বেশ ভালভাবে গ্রহণ করিলেন ও আমাকে সকল বিষয়ে সাহায্য করিবেন বলিলেন। সেখান হইতে ইউনিভার্সিটি কলেজের উদ্দেশে যাত্রা করা গেল। সেখানে ড্রামণ্ড স্ট্রীট ভেজিটেব্‌ল্ রেস্তোরাঁতে আহার করিয়া ইউনিভার্সিটি কলেজে দেবেন্দ্রনাথ মল্লিকের সহিত দেখা করা গেল। ছোকরাটি প্রিয়নাথ মল্লিকের (১) সহোদর ভ্রাতা। 'গিলক্রাইস্ট' স্কলারশিপ

(১) ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক—ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট প্রচারক

পাইয়া এখানে আসিয়াছে। তাহার পরীক্ষা হইয়া গেলে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিলাম। ছেলেটি বেশ ইন্‌টেলিজেণ্ট বলিয়া বোধ হইল।

কেন্‌সিংটন ওআর্ক হাউস

তৎপরে মিঃ জে বি নাইটের বাড়িতে যাওয়া গেল। তাঁহার সহিত কেন্‌সিংটন ওআর্ক হাউস দেখিতে গেলাম। সেখানে প্রায় এগার বারো শত গরীব লোক আশ্রয় লইয়াছে। ইহাদের অনেকে অতি বৃদ্ধ। একজন ৯৫ বৎসরের বুড়ী আছে। ছুতার, কামার, ধোবা সকল কাজই এখানে হইতেছে। শ্রমের উপযুক্ত যাহারা, তাহাদিগকে শ্রমসাধ্য কার্য দেওয়া হয়। অথর্বদিগকে অতি সামান্য কার্য দেওয়া হয়। স্পেশ্যাল টী-তে ২৫০টি মেয়ে একত্র আহার করিতেছে। রোম্যান ক্যাথলিক ও প্রটেস্ট্যাণ্ট উভয় সম্প্রদায়ের ভজনালয় ইহার মধ্যে আছে। ইন্‌ফার্মারি আছে। আবার প্রসূতি-আগার প্রস্তুত হইতেছে। প্রতি বৎসর ১০০।১২৫টি জারজ সন্তান এখানে জন্মে। বালিকারা বিপথে নীত হইয়া কাজ হারাইয়া ওআর্ক হাউসের শরণাপন্ন হয়। তাহাদের জারজ সন্তানগুলি ইহাদেরই তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়।

বাসায় ফিরিতে অনেক দেরি হইয়া গেল। আজ আর ভেজিটেব্‌ল্ সোসাইটির সভায় যাইতে পারিলাম না। বাড়িতে আসিয়া দেখি মিঃ এল্স-ওআর্থ আমাকে তাঁহার গীর্জায় 'প্রীচ্' করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন।

১২-৬-৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া বাল্যবিবাহের উপরে বীটন্ (Bethune) সোসাইটিতে গত ডিসেম্বর মাসে আমি যে লেকচার দিয়াছিলাম, মিস ম্যানিং তাহা দেখিতে চাওয়াতে তাঁহার নিকট পাঠাইব বলিয়া লেকচারটি পড়িতে পড়িতে মন তাহাতে মগ্ন হইয়া গেল। আহারের পূর্বে উপাসনা হইল না,

ইহার ভ্রাতা ডি এন মল্লিক কেম্‌ব্রিজ হইতে বি এসসি এবং ডাবলিন হইতে এসসি ডি পরীক্ষা পাস করিয়া পরে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে গণিতের অধ্যাপক হন।

আহারের পর উপাসনা করিলাম। তৎপরে কয়েকখানি চিঠি লিখিলাম। মিস কলেটকে ৭।৮ দিন দেখি নাই; কি লজ্জার বিষয়! প্রায় প্রতিদিন দুপুর বেলা বাহির হইয়া যাই, তাঁহার নিকট যাইবার সময় হয় না। আজ মিস ম্যানিঙের নামে ডাকে আমার 'চাইল্ড ম্যারেজ' সম্বন্ধীয় বক্তৃতাটি পাঠাইলাম। তৎপরে মিস্টার নাইটের সঙ্গে স্ট্রেঞ্জার্স হোম, পীপ্‌ল্‌স প্যালেস ও ডক্টর বার্নার্ডো'জ হোম দেখিবার জন্য যাত্রা করিলাম। মূর গেট স্টেশনে তাঁহার জন্য প্রায় আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করিতে হইল। তৎপরে তিনি আসিলেন। দুজনে লণ্ডনের পূর্বাঞ্চলে (East End) যাওয়া গেল।

স্ট্রেঞ্জার্স হোম

প্রথমে স্ট্রেঞ্জার্স হোম দেখা গেল। বিদেশের অনেক জাহাজ ইহার সন্নিকটে ডক-এ আসিয়া থাকে; তখন জাহাজের আরোহিগণ 'ক্রিম্প্‌' অথবা দালালদিগের হাতে পড়িয়া যায়। এই সকল বিদেশীয় খালাসীদিগকে আশ্রয় দিবার জন্য এই বাড়িটি নির্মিত হইয়াছে। এখানে ভারতবর্ষের লোক আসিয়া কিছু কিছু দিয়া আহারাদি করিতে পায়; তাহাদের টাকা জমা রাখে, এবং যাইবার সময় আবার লইয়া যায়। এইরূপে অনেকে টাকা জমা রাখে। গত মাসে একজন তিন চারি শত টাকা জমা রাখিয়াছে। এটি চমৎকার ব্যাপার।

"ডাঃ বার্নার্ডো'জ্‌ হোম"

তৎপরে আমরা ডাঃ বার্নার্ডো'জ হোম (১) দেখিতে গেলাম; উঃ, এ কি

(১) Dr. Thomas John Barnardo, F. R. C. S. (Edin)—সেবাব্রত খৃষ্টীয় ধর্মযাজক, সেবাকার্যে সুবিধার জন্য চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করেন। প্রথমে তিনি ডাব্‌লিনের বস্তী অঞ্চলে কার্যারম্ভ করেন। অনাথ ও অসহায় বালক-বালিকাদের ভরণপোষণ ও শিক্ষার জন্য তিনি লণ্ডনের শহরতলী স্টেপ্‌নিতে ও অন্যান্য নানাস্থানে 'হোম' স্থাপিত করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত তাঁহার হোমগুলিতে আড়াই লক্ষ বালক-বালিকা প্রতিপালিত হইয়াছিল।

কাণ্ড! কত হাজার হাজার টাকা লোকে দিয়াছে ও কি আশ্চর্য ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। রাস্তা হইতে পিতৃমাতৃহীন গরীবের ছেলে কুড়াইয়া তাহাদিগকে কি আশ্চর্যরূপে মানুষ করান হইতেছে! হাজার হাজার ছেলে মানুষ হইয়া গিয়াছে, কানেডাতে কাজ করিতেছে। শুনিলাম, এক লণ্ডনেই বত্রিশটি হোম আছে। ইহাদিগকে ছুতারের কাজ, চামারের কাজ, দরজীর কাজ, সোডা-ওআটার প্রস্তুত করার কাজ, ফোটোগ্রাফি ইত্যাদি শিখান হইতেছে! এসব শিখাইবার সাজ-সরঞ্জাম ত আছেই, অধিকন্তু আছে খেলাধুলার ব্যবস্থা, স্যুইমিং বাথ এবং সর্বোপরি ধর্মভাব।

পীপ্‌ল্‌স্ প্যালেস

তৎপরে মাইল এণ্ড-এ পীপ্‌ল্‌স প্যালেস (১) দেখিতে যাওয়া গেল। Refreshments, Library Hall, Working Men's Exhibition—সকলি আশ্চর্য। তৎপরে ডিনারের পূর্বে বাড়িতে ফিরিয়া আসা গেল।

ডিনারের পর মিঃ বাণ্টিঙের বাড়িতে একটি ঈভ্‌নিং পার্টিতে যাওয়া গেল। সেখানে মিসেস ফসেট (২) ডেইলি নিউজের এডিটর ও অপর কয়জন লোকের সহিত আলাপ হইল। পুরুষেরা সান্ধ্য পোশাকে আসিয়াছেন। মহিলারা এক-একজন এমন পোশাকে আসিয়াছেন যে, দেখিলে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে হয়!

---

(১) The People's Palace—১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিআ কর্তৃক লণ্ডনের ঈস্ট এণ্ড অঞ্চলে এই ভবনটির দ্বার উন্মোচন করা হয়। ঐ অঞ্চলের দরিদ্র শ্রমজীবিগণের শিক্ষা ও নৈতিক উন্নতি বিধানের জন্য পঁচাত্তর হাজার পাউণ্ড চাঁদা সংগৃহীত হইয়া গৃহটি নির্মিত হয়। এখানে শ্রমজীবীদিগের জন্য আমোদ প্রমোদ ও কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা আছে।

(২) Mrs Henry Fawcet—ইংল্যাণ্ডে নারীগণের উচ্চ শিক্ষার অধিকার, ভোট দিবার ও অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকার লাভের আন্দোলনে ইনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই বুঝি এখানকার মেয়েদের ঈভ্‌নিং ড্রেস! আমি একটা অসভ্য, আমি আমার সাদামাটা পোশাকে গিয়াছিলাম। সেখান হইতে ফিরিতে রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা হইয়া গেল।

দিন দিন ত আমার টাকা খরচ হইতেছে। বন্ধুদের অর্থব্যয় হইতেছে। আমি কি এত ব্যয়ের উপযুক্ত কাজ করিতেছি? কতদিন থাকিব, তাহা স্থির হইতেছে না, সেজন্য কাজের কিছু ক্ষতি হইতেছে। ঘুরিয়া বেড়ান আমার একটা কাজ; ইন্‌স্টিটিউশনগুলি দেখা একটি প্রধান কাজ; তাহাতে ব্যয় আছে, পরিশ্রমও আছে; অথচ না বসিলে পড়াশুনা হয় না। আমি যেন একটি রাস্তা বেশ করিয়া ধরিতে পারিতেছি না। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাস সম্বন্ধে বই লিখিব ভাবিতেছিলাম; বন্ধু রোল্যাণ্ড ছিল তাহা আবশ্যক বোধ করেন না। কি করিলে আমি এখান হইতে প্রভুর কার্যের সমুচিতরূপ উপযুক্ত হইয়া যাইতে পারি!

হে দীনবন্ধু, হে দীনশরণ, আমার জীবন ত তোমারই হস্তে। তুমিই আমাকে বাল্যকালের দারুণ পীড়া হইতে বাঁচাইয়াছ, তুমি আমাকে নরকের দ্বার হইতে ফিরাইয়াছ—কেবল এইজন্যই যে, আমাকে তোমার দাসত্বে নিযুক্ত করিবে। আমি তেমন করিয়া আজিও তোমার কাজে কায়-মন-প্রাণ সমর্পণ করিতে পারি নাই। এই বিদেশে দিনান্তে তোমাকেই স্মরণ করিতেছি ও তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। তুমি আমার পিতা, আমার রক্ষক, আমার প্রভু, আমার সহায়। আমি যাঁহাদের অনুগ্রহে ও সাহায্যে আসিয়াছি, প্রতিদিন যেন তাঁহাদিগকে স্মরণ করি; একটি দিনও যেন কিছু না শিখিয়া যায় না! তুমি আমাকে তোমার চরণে অনুগত করিয়া রক্ষা কর। দিনান্তে তোমার চরণে প্রণত হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে ও দূরস্থিত ব্রাহ্ম বন্ধুদিগকে স্মরণ করিতেছি। ব্রাহ্মসমাজকে তোমার পথে অগ্রসর কর। আমার পরিবার পরিজনদিগকে তোমার পথে রক্ষা কর! আমার বৃদ্ধ পিতামাতাকে শান্তিতে রক্ষা কর! তোমার দাস যেন তোমার সেবার উপযুক্ত হয়!

১৩-৬-৮৮। আজ প্রাতে শরীরটা ভাল নয়; পূর্বদিনের অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর অবসন্ন। প্রাতে উঠিয়া উপাসনান্তর ডায়েরি লিখিলাম। প্রাতঃকালের আহারের পরই হ্যামারগ্রেন ও অন্য একজন সুইডিশ ব্রাহ্মবন্ধু আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে আমি 'কণ্টেম্পরারি রিভিয়ু'(১) এবং 'নাইন্‌টীন্‌থ সেঞ্চুরি'(১)-র কয়েকটি প্রবন্ধ পড়িলাম। তৎপরে আড়াইটার পর মিস্ কলেটের বাড়িতে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বুকে ক্যান্‌সার হইয়াছে, উহাতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইবে—ডাক্তার বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলাম। ইঁহার মাতারও ঐ রোগে মৃত্যু হইয়াছিল। সেখানে বসিয়া বসিয়া জ্বর বোধ হওয়াতে শীঘ্র চলিয়া আসিলাম। পথে বড় শীত করিতে লাগিল। বাড়ীতে আসিয়া একটু ঔষধ খাইয়া শয়ন করিলাম।

১৪-৬-৮৮। আজ প্রাতরাশের পর কয়েকখানি পত্র লিখিলাম। ১১টার পর প্রফেসর স্টুআর্টের বাড়ীতে যাওয়া গেল, ঠিকানা—কুইন য়্যান্'স্ ম্যান্‌শন, ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টার। সেখানে মিসেস বাট্‌লার(২)-এর সহিত দেখা হইল। তাঁহারা যখন শুনিলেন যে, আমি 'ইণ্ডিয়ান-মেসেঞ্জার'-এর সম্পাদক ছিলাম, তখন আমাকে সদ্ভাবের সহিত গ্রহণ করিলেন। মিসেস্ বাট্‌লার বলিলেন, যে, তাঁহারা দাদাভাই নৌরোজীকে পার্লামেণ্টে ঢুকাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন এবং মিঃ পার্নেল (৩) তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। মিসেস্ বাটলারকে দেখিব,

---

(১) সুবিখ্যাত বিলাতী মাসিকপত্রদ্বয়।

(২) Mrs. Josephine Elizabeth Butler—এই মহিলা ইংল্যাণ্ডের নারীগণের উচ্চশিক্ষার অধিকার লাভের আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন এবং দুঃস্থা ও বিপথগামিনী নারীদিগের উদ্ধার ও রক্ষার্থে অনেকগুলি 'হোম' স্থাপন করেন।

(৩) Charles Stewart Parnell—আইরিশ জাতীয় আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সদস্য। উদারনীতিক দলের অধিনায়ক মহামতি গ্ল্যাড্‌স্টোনের আইরিশ হোমরুল পার্টির ইনি প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন।

মনে বড় আকাংক্ষা ছিল, তাহা ঘটিয়া গেল। প্রফেসর স্টুআর্ট বলিলেন—যখন তোমার পার্লামেন্টে যাইবার ইচ্ছা হইবে, আমাকে লিখিলেই প্রবেশপত্র করিয়া দিব।

সেখান হইতে মিঃ হাণ্টের দোকানের উদ্দেশে বাহির হইলাম। উইণ্ডমিল স্ট্রীটে আসিয়া দেখি, গ্রেট উইণ্ডমিল স্ট্রীট স্বতন্ত্র স্থানে; লোকে বলিতে পারে না, ম্যাপেও পাই না। যাহা হউক, খুঁজিয়া পাইতে অসমর্থ হইয়া সে-প্রয়াস পরিত্যাগ করিলাম। বৃষ্টি আসিয়া পড়িল। অবশেষে একটি ভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁতে প্রবেশ করিয়া কিছু মাধ্যাহ্নিক আহার করা গেল। বাড়ি আসিয়া হেরম্ব ও ক্ষেত্রকে (১) দুই পত্র লিখিলাম।

মিস্টার মাল্

বিকালে পাঁচটার পর মিঃ মাল্-এর বাড়িতে আহার করিতে রওনা হইলাম। এখানে আহারান্তে অনেকগুলি ভারতবর্ষীয় যুবকের সহিত সাক্ষাৎ হইল; উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, পাঞ্জাব, মাদ্রাজ, বাংলা—এই সকল স্থানের। তাঁহাদের সঙ্গে আমাদের দেশের রীতি-নীতির বিষয়ে অনেক কথা হইল। এখানে মিঃ ব্যানার্জি বলিয়া একটি চালাক ছেলে দেখিলাম। ছেলেটি গতকল্য ব্যারিস্টার হইয়াছে; শীঘ্রই বাড়ি যাইবে। এ-ব্যক্তি C. N. Banerjea-র কেহ হইবে। মিঃ মাল-এর বাড়ি হইতে রাত্রি ১০টার পর ফিরিলাম। মিঃ মাল আমাকে গাড়িতে তুলিয়া দিলেন।

১৫-৬-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া আহারান্তে একটু কাগজ পড়িয়া বাড়ির চিঠি আনিবার জন্য মিস কলেটের বাড়িতে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি,

(১) ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, বি এ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট—কলিকাতার (দর্জিপাড়া) প্রাচীন ও সম্রান্ত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং বহু ত্যাগ-স্বীকার করিয়া ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন। বিখ্যাত ব্যারিস্টার ডব্লিউ, সি, বনার্জীর বিধবা ভাগিনেয়ীকে ইনি বিবাহ করেন।

চিঠিপত্র আসে নাই। 'ডেইলী নিউজ' খুঁজিয়া দেখা গেল, ব্রিন্দিসি (১) হইতে মেইল যে ছাড়িয়াছে, তাহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। সেখানে মিস্ কলেটের সহিত একটু কথাবার্তা কহিয়া আসা গেল।

আজ অপরাহ্নে ভয়সী-সাহেবের সহিত আহার করিবার কথা ছিল। কিন্তু শরীরটা অসুস্থ বোধ হওয়াতে ও মেঘবৃষ্টি দেখিয়া ভয়সীকে টেলিগ্রাম করিয়া যাওয়া স্থগিত করিলাম। ইহার অল্পক্ষণ পরেই বিলক্ষণ জ্বর বোধ হইতে লাগিল। একটু কম্প দিয়া জ্বর আসিল; নয়টার পূর্বেই গিয়া শয়ন করিলাম। রাত্রে বিলক্ষণ জ্বর ভোগ করিয়াছি; শেষরাত্রে অতিরিক্ত ঘাম হইয়াছিল। সম্ভবত সেই সময় জ্বর ত্যাগ হইয়া থাকিবে।

১৬-৬-৮৮। আজ প্রাতে জ্বরান্তে শরীরটা অতিশয় অবসন্ন ও দুর্বল বোধ হইতেছে। এই দুর্বল অবস্থাতেই কয়েকখানি পত্র লিখিতে হইল। আমি মিস কলেটের বাড়ি হইতে চলিয়া আসিবার পরেই মেইল আসিয়াছিল। হেমের পত্র, সরোজিনী(২)র পত্র, সুহাসিনী(৩)র পত্র— সমুদয় আজ পাইলাম।

(১) Brindisi—আড্রিয়াতিক উপসাগরের প্রবেশ পথে ইটালির দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত সামুদ্রিক বন্দর। জাহাজে সমস্ত ভূমধ্যসাগর অতিক্রম করিয়া ফ্রান্স ও স্পেন ঘুরিয়া ইংল্যাণ্ডে পৌছিতে অনেক সময় লাগিত বলিয়া বিলাতী মেইল ও দ্রুতগমনেচ্ছু যাত্রীদিগকে পূর্বকালে ব্রিন্দিসি বন্দরে নামাইয়া দেওয়া হইত। সেখান হইতে দ্রুতগামী রেলপথে সমগ্র ইতালী ও ফ্রান্স অতিক্রম করিয়া অল্প সময়ে ইংলিশ চ্যানেলের উপকূলবর্তী ক্যালে বন্দরে পঁহুছিবার ব্যবস্থা ছিল। সেখান হইতে স্টীমারে চ্যানেল পার হইয়া ইংল্যাণ্ডে পঁহুছিতে অনেক সময়-সংক্ষেপ হইত। বিমানযান উদ্ভাবিত হইবার পূর্বে বিলাতী ডাক গমনাগমনের জন্য ইহাই প্রশস্ত ব্যবস্থা ছিল।

(২) শিবনাথের পালিতা কন্যা সরোজিনী ঘোষ; ইনি পরে ডাক্তারি পাস করিয়া দীর্ঘকাল নেপাল রাজসরকারের অধীনে কার্য করিয়াছিলেন।

(৩) শিবনাথের কনিষ্ঠা কন্যা—পরে কুঞ্জলাল ঘোষের সহিত এঁর বিবাহ হয়।

আহারান্তে ব্রিটিশ মিউজিয়মে (১) গিয়া রীডিংরুমের টিকিট লইলাম। উঃ কি লাইব্রেরীই করিয়াছে! এই ত পড়িবার স্থান। কত লোক বসিয়া পড়িতেছে, দেখিলে উৎসাহ হয়; একটি বিদ্যার হাওয়া যেন বহিতেছে! বাতাসে যাওয়াতে ও এই প্রকাণ্ড বিদ্যামন্দিরটি দেখাতে শরীর ও মন একটু ভাল হইল।

ফিরিবার পথে ডক্টর উইলিয়াম্‌স্‌ (২)-এর লাইব্রেরী হইতে কয়েকখানা পুস্তক আনিলাম। যেরূপ গতিক দেখিতেছি এখানে বসিয়া যে কিছু কাজ করিতে পারিব, এমন বোধ হয় না। জ্বরও ছাড়িতেছে না। যাহা হউক, হিস্ট্রি, ফিলজফি আর ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখাপড়া আরম্ভ করিতে হইতেছে। তারপর যেরূপ দাঁড়ায়। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া কয়েকখানি পত্রের উত্তর দিতে ও কাগজ-

(১) British Museum—ব্রিটিশ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ যাদুঘর ও গ্রন্থাগার—ইহা লণ্ডন শহরের অন্তর্গত ব্লুম্‌স্‌বেরি অঞ্চলে অবস্থিত এবং সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত। কয়েকটি বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে পুরুষানুক্রমে সংগৃহীত বিচিত্র ও দুর্লভ দ্রব্যসামগ্রী এবং বহু মূল্যবান ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাদির পাণ্ডু-লিপি ক্রয় করিয়া পার্লামেণ্টের আইনবলে এই সংগ্রহ কার্য আরম্ভ হয়। পরে ইহার সহিত ব্রিটিশ রাজকীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত মহামূল্য দ্রব্যসামগ্রী ও পুস্তকাদি যুক্ত হইয়া ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে এই মিউজিয়মের উদ্বোধন হয়। পরবর্তী-কালে জগদ্ব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া ব্রিটিশ শাসকগণ দেশ-বিদেশ হইতে বহুবিধ চিত্তাকর্ষক ও কৌতূহলোদ্দীপক দ্রব্যসম্ভার ও জ্ঞানগর্ভ পুস্তকাবলী হস্তগত করিয়া এই মিউজিয়মে পুঞ্জীভূত করেন। এইরূপে ইহা জগতের এক অতুলন জ্ঞানভাণ্ডারে পরিণত হয়। এখানকার গোলাকৃতি সুবিশাল পাঠাগার (Rotunda)-টি ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয়। লাইব্রেরীতে বিভিন্ন ভাষায় ত্রিশ লক্ষাধিক পুস্তক ও পাণ্ডুলিপি সংগৃহীত আছে।

(২) Dr. Hugh Williams (?)—খৃষ্টীয় মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের দ্বারা পরিচালিত ক্যাল্‌ভিনিস্টিক মেথডিস্ট কলেজের অধ্যাপক।

পত্র সাজাইতে প্রায় পাঁচটা বাজিয়া গেল। এমন সময় হ্যামারগ্রেন আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সহিত কন্‌সার্ভেটিজ্‌ম্ ও লিবার‍্যালিজ্‌ম্ বিষয়ে কথা কহিতে কহিতে ডিনারের সময় হইয়া গেল; আহারান্তেও অনেক কথা হইল।

১৭-৬-৮৮। আজ রবিবার; প্রাতঃকালের আহারান্তে ভয়সী-সাহেবের ভজনালয়ে যাওয়া গেল। মনে করিয়াছিলাম যে, সেখানে দুর্গামোহনবাবুর সঙ্গে দেখা হইবে, কিন্তু হইল না। বোধহয় কোন প্রকার গোলমালে তাঁহার আসা হয় নাই।

ভয়সীর ভজনালয় হইতে আসিয়া মধ্যাহ্ন আহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারান্তে মিঃ অষ্ট্রগোরস্কির সহিত অনেক কথাবার্তা হইল। খাবার টেবিলে লোকটিকে বিষণ্ণ দেখিয়াছিলাম, অমনি একটু সমবেদনা বোধ হইল। বিদেশে একাকী বেচারা একটি মহৎ উদ্দেশ্য ধরিয়া কাজ করিতেছেন। তাঁহার ঘরে গিয়া তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ যাপন করা গেল। লোকটি ভাল ও চিন্তাশীল; কন্‌ষ্টিটিউশানাল ল' বিষয়ে অনেক পড়িতেছেন ও দেখিতেছেন। প্যারিস নগরে চার বৎসর থাকিয়া ফরাসী ভাষা উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। পরে নীচে নামিয়া আসিয়া মনীষী ম্যাক্স্ ম্যুলার (১)-এর হিবার্ট (২) লেকচার লইয়া পড়িতে বসিলাম। কিন্তু মন বসে না; কেমন একপ্রকার বিষাদ অন্তরে প্রবিষ্ট হইতেছে, কি একপ্রকার শূন্যতা প্রাণে অনুভব

(১) Friedrich Max Muller (1823-1900)—বিখ্যাত জার্মান ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব এবং অক্সফোর্ডে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের প্রথম এবং প্রধান অধ্যাপক। ইঁহার অনূদিত ইংরেজি ঋগ্বেদ, সেক্রেড বুক্‌স্ অব্ দি ঈস্ট, এবং হিষ্ট্রি অব্ য়্যান্‌শেণ্ট স্যান্স্‌ক্রিট লিটারেচার—গ্রন্থগুলি সুপ্রসিদ্ধ। প্রাচীন ভারতের মহামূল্য জ্ঞানভাণ্ডার জগৎসমক্ষে এই মনীষীই প্রথমে উন্মুক্ত করেন।

(২) Robert Hibbert—ইঁহার সৃষ্ট ট্রাস্ট্ তহবিল হইতে উদারভাবে ধর্মতত্ত্ব আলোচনার জন্য ১৮৪৭ অব্দে ফেলোশিপ ও স্কলারশিপ প্রতিষ্ঠিত হয়,

করিতেছি; কোন কাজই যেন ভাল লাগিতেছে না। ভাবিলাম, ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়াই ইহার ঔষধ। প্রায় এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা উপাসনা ও প্রার্থনা করা গেল। তৎপরে বোধ হইল যে, কাহারও সহিত ধর্ম বিষয়ে বা অন্য কোন ভাল বিষয়ে আলাপ করিলে মনের এই ভাবটা চলিয়া যাইবে। ড্রয়িংরুমে গিয়া মিসেস ট্যাওয়েলের সহিত ব্রাহ্মসমাজের মত ও বিশ্বাসের বিষয় কিছু বলিতে বলিতে মেয়েরা আসিল; তাহাদের সহিত অনেক কথা হইল। তৎপরে আমার ঘরে আসিয়া ম্যাক্স্‌ ম্যুলারের 'হিবার্ট লেকচার' একটু পড়িতে পড়িতে রাত্রে আহারের ঘণ্টা পড়িল। ক্রমে একটু ক্ষুধা হইয়াছে; বোধহয় জরটা যাইতেছে। রাত্রি এগারটার পর গিয়া শয়ন করা গেল।

হাইগেট গার্ল্‌স্‌ হাই স্কুল

১৮-৬-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনান্তর নীচে আসিয়া পূর্বদিনের দৈনিক লিপি লিখিলাম। ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারান্তে দশটার পর 'হাইগেট গার্লস হাই স্কুল' দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। হ্যাম্‌স্‌ হেড্‌ নামক স্থানে গিয়া মিস্‌ টেশমাখের (Teschemacher)-এর জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হইলেন। দুইজনে মিলিয়া উক্ত স্কুলে যাওয়া গেল; এবং স্কুলটি ঘুরিয়া দেখিলাম। বালিকার সংখ্যা প্রায় চৌষট্টি। ইহারা ইউনিভার্সিটি পরীক্ষায় বালিকা পাঠাইয়া থাকেন। একটি বালিকা পরীক্ষা দিতে যাইতেছে। এ যদি উত্তীর্ণা হয়, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ভারতবর্ষে যাইতে পারে।

সেখানে বালিকাদিগকে কিছু বলিতে হইল। সেখান হইতে বাড়িতে আসিয়া আর কোথাও বাহির হইলাম না। কয়েকদিন হইতে অনেকগুলি খবরের কাগজ জমিয়া রহিয়াছে, যাহা পড়িবার সময় পাই নাই। আজ

সেই সম্পর্কে আচার্য ম্যাক্স্‌ ম্যুলার প্রথম বক্তৃতা দেন ১৮৭৮ অব্দে ভারতীয় ধর্মসমূহ সম্বন্ধে।

সেগুলির অনেক পড়িয়া তৎপরে ম্যাক্স্‌ ম্যুলারের 'হিবার্ট লেকচার' প্রায় ৪০ পৃষ্ঠা পড়িলাম। সে বইখানা এবং 'চিপ্‌স্‌ ফ্রম এ জার্মান ওঅর্কশপ' (১) ফিরাইয়া দিয়া ডক্টর মার্টিনো(২)-র 'স্টাডি অব্‌ রিলিজ্যন' এবং মিল্‌ (৩)-এর 'থ্রী এসেজ অন্‌ রিলিজ্যন' আনিতে হইবে। নয়টা বাজিতে না বাজিতে ঘুম পাইল; শয়ন করিতে গেলাম। বোধ হয় দুর্বলতাই এই নিদ্রাকর্ষণের কারণ।

১৯-৬-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনান্তে মিসেস নাইটকে, প্ল্যাস্‌গোতে হকুকে ও সিসেস্টারে (Cirencester) দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পত্র লিখিলাম। তৎপরে একটু 'চিপ্‌স্‌ ফ্রম এ জার্মান ওঅর্কশপ' পড়িলাম। পরে দৈনিক-লিপি লিখিলাম। দুইটার সময়ে ডক্টর উইলিয়াম্‌স-এর লাইব্রেরীতে দুইখানা বই ফিরাইয়া দিয়া মিল-এর 'থ্রী এসেজ অন রিলিজ্যন' এবং রীজ ডেভিড্‌স্‌ (৪)এর 'হিবার্ট লেকচার্স অন বুড্‌টিজ্‌ম্‌' এই দুইখানা বই আনিতে গেলাম। সেখান হইতে ইউনিভার্সিটি কলেজ হল-এ পার্বতীবাবুর সহিত

(১) Chips from a German Workshop—আচার্য ম্যাক্‌স্‌ ম্যুলারের লিখিত অন্য একখানি পুস্তক—কতকগুলি প্রবন্ধের সংগ্রহ।

(২) Dr. James Martineau (1805-1900)—সুপণ্ডিত দার্শনিক, সুলেখক এবং ইউনিটেরিয়ান ধর্মযাজক; ৮ বৎসর ম্যাঞ্চেষ্টার নিউ কলেজে দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপকতা করিয়া পরে ষোল বৎসর তাহার অধ্যক্ষতা করেন। তাঁহার রচনাবলীর মধ্যে টাইপ্‌স্‌ অব্‌ এথিক্যাল থিয়োরি, এ স্টাডি অব্‌ রিলিজ্যন এবং দ্য সীট অব্‌ অথরিটি ইন রিলিজ্যন সমধিক উল্লেখযোগ্য।

(৩) John Stuart Mill (1806—73)—ঊনবিংশ শতকের সুবিখ্যাত জড়বাদী দার্শনিক এবং উদারপন্থী চিন্তানায়ক; ইউটিলিটেরিয়ানিজ্‌ম্‌ বা হিতবাদ দর্শনের প্রধান প্রবক্তা।

(৪) Dr. T. W. Rhys Davids (1843-1922)—বিখ্যাত ওরিয়েন্টাল স্কলার; সিংহলের সিভিল সার্ভিসে কার্যকালে বৌদ্ধধর্ম, তাহার ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করেন এবং তৎসম্বন্ধে মূল্যবান গ্রন্থসকল

দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বলিলেন যে, আমি অনেক রোগা হইয়া গিয়াছি ও আমার মুখে স্বাস্থ্যের চিহ্ন দেখা যায় না। কোন ভাল ডাক্তারকে দেখাইতে বলিলেন।

মিস্টার হান্ট্

সেখান হইতে আসিয়া সাজিয়া গুজিয়া মিস্টার হাণ্টের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হইলাম; যাইবার সময় মান্দ্রাজী পাগড়িটা পরিলাম; মনে করিলাম হাণ্টের ছেলেমেয়েরা আমোদ পাইবে। পথে কি কৌতুক! কত রঙ্গিণী দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া হাসিয়া লুটাপুটি! একজন ভদ্রলোক, ভারতবর্ষীয় বলিয়া আমার প্রতি তাঁর কতই অনুগ্রহ, ও কত দয়া! তিনি আমাকে বাসে তুলিয়া দিলেন। হাণ্টের বাড়িতে খুব আমোদ; মেয়েরা পাগড়ি মাথায় পরাইয়া দিতে বলে। হাণ্টের টেবিলে আমার আহারের যে দুরবস্থা তার কথা আর নাই বলিলাম। বেচারারা জানে না, নিরামিষাশীরা কি খায়। তাহারা কয়েক জনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল, তাহাদের মতই আয়োজন ছিল। আমি তাহার মধ্য হইতে নিরামিষ দুই চারি রকম বাছিয়া একপ্রকারে কাজ সারিলাম। কান্নাকাটির ব্যাপার! নিরামিষাশী হওয়া ইংলণ্ডে এক বিষম জ্বালা। আহারের পর ড্রয়িং রুমে বসিয়া সঙ্গীত ও জাতিভেদাদি বিষয়ে অনেক গল্প হইল; নানা স্থানে ও নানাভাবে একই কথা! সেখান হইতে ফিরিতে ১১টা বাজিয়া গেল।

২০-৬-৮৮। অদ্যকার বিশেষ ঘটনার মধ্যে আজ বৈকালে মিসেস কীটিং-এর বাড়িতে আহার করা গেল। ইহারা ইউনিটেরিয়ান। কেশব বাবুর এই বাড়ির সঙ্গে আত্মীয়তা ছিল। মিঃ এ এম বোস, জগদীশ (১), প্রভৃতির সঙ্গেও

রচনা করেন। আলোচ্য সময়ে তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে পালি ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন এবং পরে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনিভার্সিটিতে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন।

(১) স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক স্যার জগদীশচন্দ্র বসু।

ইহাদের আত্মীয়তা আছে। ইহারা ভারতবর্ষের লোকের প্রতি সদ্ভাব দেখাইয়া থাকেন। ইহাদের বাড়িতে মিস্টার এইন্সওঅর্থের (১) সঙ্গে আলাপ হইল। ১লা জুলাই ইহার গীর্জাতে বৈকালে সাতটার সময় আমাকে 'মডার্ণ রিলিজ্যস্ ম্যুভমেণ্ট্স্ ইন ইণ্ডিয়া' বিষয়ে কিছু বলিতে হইবে। এইরূপ স্থির হইল যে, আমি প্রথমে মিসেস কীটিং-এর বাড়িতে পাঁচটার সময় যাইব। তৎপরে সেখানে চা খাইয়া সকলে একত্রে তাঁহার গীর্জায় যাইব। সেখানে আমাকে কিছু বলিতে হইবে।

ফিন্সবেরি মিড্ল্ ক্লাস স্কুল

২১-৬ ৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া কতগুলি চিঠিপত্র লিখিলাম। তৎপরে আহারান্তে একটু কাগজ পড়িয়া ফিন্সবেরি মিড্ল্ ক্লাস স্কুল দেখিবার জন্য যাওয়া গেল। সেখানে মিস্ ম্যানিঙের দল অর্থাৎ ভারতবর্ষের অনেকগুলি যুবককে দেখা গেল। তন্মধ্যে উমাশঙ্কর মিশ্র নামে বানারসের একজন ডেপুটী কালেক্টর এখানে ব্যারিস্টার হইতে আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। তৎপরে স্কুলটি দেখিতে গেলাম। এখানে শিক্ষার প্রণালী অতি চমৎকার। প্রত্যেক ক্লাসে ক্লাস-টীচার, আবার স্পেশ্যাল টীচার, ডিসিপ্লিন মাস্টার, ড্রিল মাস্টার, প্রভৃতির সুব্যবস্থা আছে। মাধ্যাহ্নিক আহার (Luncheon)-এর ব্যবস্থা কেমন পরিপাটী। স্কুল হইতেই তাহার বন্দোবস্ত করা হয়। ইহার সঙ্গে আর্ট ইন্স্টিটিউটে অনাবাসিক ছাত্রছাত্রী (ডে স্কলার) প্রায় ১৬০; সন্ধ্যাকালীন ছাত্রের সংখ্যাও এক হাজারের উপরে।

মিস্ কব্

সেখান হইতে ওয়েস্টমিন্স্টার প্যালেস হোটেলে ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট সোসাইটির বার্ষিক অধিবেশনে যাওয়া গেল। সেখানে মিস্ কব্-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ

(১) জনৈক বিশিষ্ট ইউনিটেরিয়ান ধর্মযাজক।

হইল। মিস্ কব্ (১) একটি সুন্দর বক্তৃতা করিলেন, আমাকেও কিছু বলিতে হইল। মিস্ কব্ আমাকে আগামী রবিবার অপরাহ্নে পাঁচটার সময় তাঁহার বাড়িতে চা খাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

২২-৬-৮৮। আজ দেশের ডাকে পত্র লিখিতে সমস্ত দিন ব্যস্ত ছিলাম। ডাক্তার পি কে রায়কে, সর্দার দয়াল সিংকে(২) এবং হেমকে এক-একখানা পত্র, রামব্রহ্মবাবু, কাশীর মহেন্দ্রনাথ সরকার ও ভবশঙ্কর (৩)—এই তিন জনকে তিনখানি কার্ড লিখিলাম।

২৩-৬-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া রাজনারায়ণবাবুর বক্তৃতা অনেক পড়িলাম। তাহাতে অনেক সুন্দর সুন্দর ভাব ও সত্য আছে। প্রাতরাশের পরে হ্যামারগ্রেন আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে কয়েকটি কোয়েকার রমণীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ওআটালু´ স্টেশনে গেলাম। ওআটালু´ স্টেশনে একজন ফিলাডেলফিয়ার ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হইল। শুনিলাম, আগামী বুধবার ভারতবর্ষের

(১) Miss Frances Cobbe—সাধুশীলা এবং সুলেখিকা ইউনিটেরিয়ান ইংরেজ মহিলা; শিক্ষা, নারীকল্যাণ এবং সমাজ সংস্কার কার্যে ইনি মেরী কার্পেণ্টারের সহকর্মিণী ছিলেন। শাস্ত্রী মহাশয় ইহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন।

(২) সর্দার দয়াল সিং—'মঝিথিয়া' নামক পাঞ্জাবের এক প্রসিদ্ধ এবং সম্ভ্রান্ত শিখ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা সর্দার লেহ্না সিং পাঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের এক খালসা সৈন্যদলের অধিনেতা এবং পাঞ্জাবের এক পার্বত্য অঞ্চলের শাসনকর্তা ছিলেন। দয়াল সিং পিতার একমাত্র পুত্র এবং পিতার বিপুল বিভবের অধিকারী; যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দেন এবং নানাবিধ লোকহিতকর কার্যে ব্যাপৃত হইয়া পাঞ্জাবের জাতীয় দলের নেতা হন। লাহোরের "ট্রিবিউন" নামক বিখ্যাত সংবাদপত্র, "সর্দার দয়াল সিং কলেজ", ও "দয়াল সিং লাইব্রেরী" নামক সাধারণ পাঠাগার, ইহার প্রদত্ত বিপুল ট্রাস্ট সম্পত্তি হইতে পরিচালিত হইত।

(৩) ভবশঙ্কর চক্রবর্তী—শাস্ত্রী মহাশয়ের কনিষ্ঠা ভগিনীর স্বামী।

সুরা-ব্যবসায়ের প্রতিবাদ করিবার জন্য ডিউক অব ওয়েস্ট্‌মিন্‌স্টারের সভাপতিত্বে এক্সিটার (১) হল-এ এক সভা হইবে। কিন্তু তাহাতে আমি উপস্থিত থাকিতে পারিব না। এখানে দেখিতেছি বক্তৃতাতে হক্ চকাইয়া দিতে না পারিলে কাহারও কলিকা পাইবার যো নাই। আমারও ইংরাজী বলিতে বাধে। দেখা যাক, ক্রমে কি হয়।

আজ অক্সফোর্ড হইতে হীরালাল কুমার নামক এক যুবকের এক পত্র পাইয়াছি। এই যুবক অকারণ কোনপ্রকার বন্দোবস্ত না করিয়া ইংলণ্ডে আসিয়াছে। নিজের যে বিবরণ দিয়াছে, তাহাতে এই জানা যায় যে, ঘুরিয়া বেড়ান ইহার অভ্যাস; মনে করিয়াছিল যে. এখানে কোন কাজ জুটাইয়া করিয়া খাইতে পারিবে। কিন্তু সে বড় কঠিন কথা। ইহাকে যো-সো করিয়া বাড়ি পাঠান উচিত।

স্যার মনিয়ার মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্

সন্ধ্যার পর স্যার মনিয়ার মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্-এর বাড়িতে যাওয়া গেল। তিনি আমাকে খুব অনুরাগ ও সম্ভ্রমের সহিত লইলেন। অনেক গল্প ও কথাবার্তা হইল। ব্রাহ্মসমাজ সংক্রান্ত অনেক বই দেখাইলেন। তাঁহার গ্রন্থে আমার নাম ও প্রশংসা আছে তাহাও দেখাইলেন। তৎপরে রীজ ডেভিড্‌স্ ও ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিয়ানের নামে দুইখানি পরিচয়পত্র দিলেন। ইঁহার লাইব্রেরী দেখিয়া অবাক হইলাম। সেদিন প্রফেসর কার্পেণ্টারের

(১) Exeter Hall—লণ্ডন শহরের স্ট্র্যাণ্ড অর্থাৎ নদীতীরবর্তী রাস্তার উত্তর দিকে অবস্থিত এই হলটি ঐ সময়ে খৃষ্টীয় ব্যাপ্‌টিস্ট সম্প্রদায়ের অধিকারে ছিল। এখানে তিন হাজার লোকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল এবং অনেক সভা সমিতি কন্‌ফারেন্স ইত্যাদি এখানে অনুষ্ঠিত হইত। ১৯০৭ অব্দে ব্যাপ্‌টিস্টগণ বিক্রয় করিয়া দিলে হলটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া ঐস্থানে "স্ট্র্যাণ্ড প্যালেস হোটেল" নির্মিত হয়।

লাইব্রেরী দেখিয়া অবাক হইয়াছিলাম। স্যার মনিয়ারের লাইব্রেরী আবার তাহা অপেক্ষা বড়। ডক্টর মার্টিনোর লাইব্রেরীও মন্দ নয়। স্যার মনিয়ার বলিলেন, তিনি আমাকে অক্সফোর্ডে অনেকের নিকট পরিচয়পত্র দিবেন; ই বি কাউএল (১)-এর নিকটেও পরিচয়পত্র দিবেন, আর্চবিশপ অব্‌ ক্যান্টারবেরি (২) এবং বিশপ অব্‌ লণ্ডনের গার্ডেন পার্টিতে নিমন্ত্রণ দিবেন। এখন দেখিতেছি, একটু আগে ইঁহার সহিত আলাপ হইলে অনেক দেখা শুনা যাইত।

২৪-৬-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনা সারিয়া আধ্যাত্মিক দৈনিক লিপি লিখিলাম ও একটি নূতন গান (৩) বাঁধিলাম। তৎপরে আহারান্তে

(১) Dr. E. B. Cowell—বিশিষ্ট ওরিয়েন্টাল স্কলার; প্রথম জীবনে ইতিহাস ও পলিটিক্যাল ইকনমির অধ্যাপকরূপে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে কার্যারম্ভ করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর শিক্ষা-বিভাগের সহিত মতদ্বৈধতার ফলে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করিলে কাউএল সাহেব ঐ পদে নিয়োজিত হন। তিনি সংস্কৃত, জেন্দ, ফারসি প্রভৃতি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ১৮৬৭ অব্দে কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃতের অধ্যাপক পদে নিয়োজিত হন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার বিপুল উন্নতি সাধিত হয়।

(২) Archbishop of Canterbury—অ্যাংগ্লিক্যান চার্চের প্রধান কর্মকর্তা এবং ব্রিটিশরাজের শ্রেষ্ঠ রাজপুরোহিত।

(৩) গানটি এই—

স্বদেশে বিদেশে মাগো থাকি না যেখানে,
নয়নে নয়নে তুমি রেখ গো সন্তানে।
বিপদ সঙ্কুল পথে থেক মা আমার সাথে,
যেন ভয় পেয়ে একাকী ছাড়ি না তব চরণে।
(যেন ছাড়ি না মা) (তোমার ওই অভয়চরণ
যেন ছাড়ি না মা)

দুর্গামোহনবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। সেখান হইতে আসিয়া মধ্যাহ্ন আহার সমাপন করিয়া ডক্টর মার্টিনো ও মিস কব্-এর সহিত দেখা করিতে গেলাম। দুইজনেরই সঙ্গে প্রায় এক এক-ঘণ্টা করিয়া আলাপ হইল। মিস্ কব্ বলিলেন যে, নিও-প্যাগানিজ্ম্ (২)-এর গতিবিধি দেখিয়া তাঁহার দিন দিন বোধ হইতেছে যে, যীশু খৃষ্ট যে-ধর্মের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন তাহাই অতি উৎকৃষ্ট। আমি তাঁহাকে খৃষ্টধর্মের প্রতি আমার কি আপত্তি তাহা বলিলাম। তাঁহার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর ঘরে আসিলাম।

ক্রিষ্ট্যাল প্যালেস

২৫-৬-৮৮। পূর্ব রাত্রে জর হইয়াছে। তাই আজ প্রাতে অত্যন্ত কাহিল

তুমি আমায় জন্মের তরে, কিনেছ যে দাস করে,
স্বদেশে বিদেশে, তোমারি সুযশে আমি গাইব বদনে,
জীবন সফল হবে ও-নাম কীর্তনে।
(তাই কর গো মা) (পাপ জীবন সফল হয়
তাই করগো মা)

(২) Neo-Paganism—খৃষ্টীয় তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে মহাত্মা যীশুর একেশ্বরবাদী প্রেমের ধর্ম যখন ক্রমশ শক্তিসঞ্চয় করিয়া অবশেষে রাজধর্মরূপে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকগণের বহুদেববাদকে হটাইয়া সমগ্র ইয়োরোপে দ্রুত পরিব্যাপ্ত হইতেছিল, তখন বহুদেববাদিগণের মধ্যে নষ্টিক (Gnostic), নিও-প্লেটনিক, ইত্যাদি মতবাদের আবির্ভাব হইয়া পৌত্তলিকতাকে একটি গূঢ় রহস্যপূর্ণ অধ্যাত্মভাবে মণ্ডিত করিয়া ক্রিশ্চিয়ানিটিকে বাধা দিতে প্রয়াসী হইয়াছিল। ক্রিশ্চিয়ানিটির নিকট পর্যুদস্ত হইলেও বহুদেববাদ (Paganism) ইয়োরোপে মধ্যে মধ্যে মাথাচাড়া দিয়া উঠিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। ইহাকে নিও-প্যাগানিজ্ম্ বলা হয়।

বোধ হইতে লাগিল। তথাপি আহারান্তে ক্রিস্ট্যাল প্যালেসে (১) হ্যাণ্ডেল (২) ফেষ্টিভ্যাল দেখিতে গেলাম। সেখানে দুর্গামোহনবাবু ও পার্বতীবাবু আসিয়াছিলেন। ক্রিস্ট্যাল প্যালেসটি প্রকাণ্ড ব্যাপার; কিন্তু সর্বত্রই উলঙ্গ পুরুষ ও স্ত্রীলোকের ছবি দেখা গেল। উলঙ্গ ছবি এদিকে একটা বাতিক হইতেছে দেখিতেছি। প্রায় তিন হাজার পুরুষ ও রমণী গান করিল। চমৎকার দৃশ্য। সেখানে বসিয়া থাকিতে থাকিতে শরীরটা আরও খারাপ বোধ হইতে লাগিল। জ্বরভাব বৃদ্ধি পাইল বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিলাম; আসিয়া একজন ডাক্তারকে ডাকান গেল। তিনি বলিলেন যে, অতিরিক্ত শ্রমের দরুন এরূপ হইয়াছে। দুই-চারিদিন বিশ্রাম করিলেই ভাল হইবে। শনিবার বোধহয় পূর্ণিমা গিয়াছে। জ্বরটা ছাড়িয়াও ছাড়িতেছে না।

২৬-৬-৮৮। আজ প্রাতে আমার শরীরটা দুর্বল ও অবসন্ন। ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে আজ কোথাও বাহির হইলাম না; আর হইবার শক্তিও নাই। প্রাতঃকালে হ্যামারগ্রেন দেখা করিতে আসিলেন। তিনি অনেকক্ষণ ছিলেন।

---

(১) Crystal Palace—লণ্ডনের অন্তর্গত এক সুবিশাল প্রমোদ উদ্যানের মধ্যে ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে স্যার যোসেফ প্যাক্স্টনের পরিকল্পনা অনুসারে একটি বৃহৎ স্ফটিকের "হল" প্রস্তুত হয়; ইহার নাম ক্রিস্ট্যাল প্যালেস। এই হল-টিতে চিত্রবিদ্যা এবং ভাস্কর্যের অনেক সুন্দর সুন্দর নিদর্শন রক্ষিত আছে। অন্যান্য আমোদ-প্রমোদের মধ্যে গীত বাদ্যাদির জলসাও এখানে অনুষ্ঠিত হয়।

(২) George Frederick Handel—বিখ্যাত জার্মান কম্পোজার বা সুরকার; ইনি ১৭১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ইংলণ্ডেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং অনেক ধর্ম-বিষয়ক গীতিনাট্য রচনা করেন। মৃত্যুর পর তাঁহাকে ইংরেজ জাতির মহাজ্ঞানী, মহাবীর এবং শ্রেষ্ঠ কবি, সাহিত্যিক ও কলাবিদ্‌গণের কবরের সান্নিধ্যে ওয়েস্টমিন্স্টার য়্যাবির সংলগ্ন সমাধি ক্ষেত্রে সমাহিত করা হয়।

বেচারা লণ্ডন শহরে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। দুঃখের বিষয় যে কন্‌সার্ভেটিভ ভাবাপন্ন হইয়াছে। পপূলার গভর্নমেণ্ট্-এ বিশ্বাস নাই; গ্লাড্‌স্টোনকে ভালবাসে না; আমেরিকান ইণ্ডিপেণ্ডেন্সের জন্য দুঃখ করে! কেমন করিয়া যে এই সকল মত দাঁড়াইল তাহা বুঝিতে পারি না।

হ্যামারগ্রেন চলিয়া গেলে মিস্টার জে বি নাইট আমাকে লইতে আসিলেন। কিন্তু আমাকে ফেলিয়াই তাঁহাকে ডিভাইজেস ফিরিয়া যাইতে হইল। অসুস্থতার জন্য মিসেস্ নাইটের নিমন্ত্রণ রক্ষা করা গেল না,—বড়ই দুঃখের বিষয়।

২৮-৬-৮৮। আজ সমস্ত দিন বাড়িতেই ছিলাম। মেলের চিঠিপত্র আজ লিখিয়াছি। দুপর বেলা দুর্গামোহনবাবু আসিলেন; তিনি বলিলেন আমার শীতকালে ইংলণ্ডে থাকা হইবে না। অক্টোবর মাসে ইংলণ্ড ছাড়িয়া যাইতে হইবে।

তাঁহারও আর ভাল লাগিতেছে না। হঠাৎ বাড়ি ফিরিয়া গেলে লোকে হাসিবে বলিয়া ফিরিতে পারিতেছেন না; নতুবা এ ছুটাছুটি আর তাঁর ভাল লাগে না।

২৯-৬-৮৮। আজকার বিশেষ কাজের মধ্যে সঞ্জীবনী ও মেসেঞ্জার-এর জন্য লেখা পাঠান গেল।

বৈকালে মিস্ কব্-এর বাড়িতে গেলাম। সেখানে অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন, তন্মধ্যে লর্ড মাউণ্ট-টেম্পল ও লেডি মাউণ্ট-টেম্পলের সঙ্গে আলাপ হইল। মিস্ কব্ লেডি মাউণ্ট-টেম্পলকে 'সেণ্ট' (সাধ্বী রমণী) বলিয়া পরিচয় করাইয়া দিলেন। লর্ড মাউণ্ট্-টেম্পল (১) আমার সঙ্গে কার্ড বিনিময় করিলেন।

(১) W. F. Cowper, Baron Mount-Temple—প্রবীণ পার্লামেণ্ট্যারিয়ান এবং অবসরপ্রাপ্ত উচ্চ রাজকর্মচারী।

৩০-৬-৮৮। আজ প্রাতে ডিভাইজেস (১) আসা গেল। এখানে মিঃ জে বি নাইটের বাড়ি। তাঁহার বাড়িতে কয়েক দিন থাকিব বলিয়া আসিয়াছি। রেলওয়ের দুধারে সুন্দর দৃশ্য কি চমৎকার! পাহাড়ময় ভূমি, কৃষির গুণে যেন হাসিতেছে। এই সুন্দর দৃশ্য দেখিতে দেখিতে ডিভাইজেস শহরে আসিয়া উপস্থিত হওয়া গেল। শহরটি ছোট, ছয়-সাত হাজারের অধিক লোকসংখ্যা হইবে না। এখানে প্রাচীন নর্মানদিগের সময়ের ক্যাস্‌ল্‌ ও গীর্জা রহিয়াছে। ক্রমওয়েলের সময়ে এখানে যুদ্ধক্ষেত্র হইয়াছিল।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে এখানে বেড়াইতে যাওয়া গেল। কি নিস্তব্ধতা ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্থান! প্রথমে ওআটার মিল দেখিলাম। প্রকাণ্ড চাকা কেবল জলের বলে ঘুরিতেছে ও তাহাতে গম পেষা হইতেছে।

ফিরিয়া আসিয়া মিসেস নাইটের (২) সঙ্গে অনেক কথাবার্তা হইল। তিনি দেশের কথা অনেক শুনিলেন। মিসেস মৈত্রর (৩) পরিবারের কথা, বঙ্গ মহিলা সমাজের কথা, আমাদের সমাজের সামাজিক প্রধানদের সকলের কথা—অনেক কথা হইল। আজ নিতান্ত ক্লান্ত বোধ হইল। ঘুরুনিটা কিছু বেশি হইয়াছিল। পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাইলাম, কিন্তু সেইজন্য শরীর গরম হইয়া রাত্রে ভাল ঘুম হইল না।

১-৭-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনান্তে দৈনিক লিপি লিখিলাম।

(১) Devizes—লণ্ডন হইতে ৮২ মাইল পশ্চিম-দক্ষিণে একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র শহর, উইল্টশায়ারের অন্তর্গত।

(২) Mrs. J. B. Knight—এই ইউনিটেরিয়ান ইংরেজ মহিলা ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতার ব্রাহ্মদিগের অনেকের সহিত সুপরিচিত ছিলেন।

(৩) স্বর্গীয় প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র ও ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্রের মাতা এবং ডাক্তার লোকনাথ মৈত্রের সহধর্মিণী।

প্রাতরাশের পর ১১টার সময় এখানকার ব্যাপ্‌টিস্ট গির্জাতে মিঃ নাইট ও মিস্ নাইটের সঙ্গে যাওয়া গেল। মধ্যাহ্ন আহারান্তে বৈকাল বেলা বেড়াইতে বাহির হইলাম। রবিবার এই সকল জনপদের কিরূপ নিস্তব্ধতা! সকলেই বিশ্রাম-সুখ অনুভব করিতেছে। বেলা দ্বিতীয় প্রহর পর্যন্ত রাজপথে লোকের পদসঞ্চার নাই; শহরে গাড়ির ঘর্ঘর ধ্বনি নাই। শহরের প্রান্তভাগে যে প্রকাণ্ড জলস্রোত-তাড়িত যাঁতা চলিতেছিল, আজ সেস্থান নীরব। সেই যাঁতাতে যাহারা সমুদায় সপ্তাহ ধূলিধূসরিত হইয়া কাজ করিয়াছে, আজ তাহারা সেখানে নাই। উত্তম সুপরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহারা প্রকৃতির বিশ্রামসুখ, ধর্মের বিশুদ্ধ আনন্দ ও প্রমুক্ত বায়ুর পবিত্র আরাম সম্ভোগ করিবার জন্য বাহির হইয়াছে। কৃষকগণ ও কৃষক পত্নীগণ সমস্ত সপ্তাহ ক্ষেত্রের ধূলি কর্দমে থাকিয়া সপ্তাহান্তে এই বিশ্রাম দিনে নববস্ত্র পরিধান করিয়া নিকটস্থ গীর্জাতে যাইতেছে; লাঙ্গল বাড়ির দ্বারে পড়িয়া রহিয়াছে; অশ্বগুলি প্রমুক্ত ও স্বাধীনভাবে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এবং মধ্যে মধ্যে আনন্দসূচক হ্রেষাধ্বনি দ্বারা পরস্পরকে উৎসাহিত করিতেছে। তাহাদের ভাব দেখিলেই বোধহয় এই বিশ্রামবাসরে তাহারাই সর্বাপেক্ষা আনন্দিত। এই নিস্তব্ধতা ও বিশ্রামসুখ অন্তরে প্রবেশ করিয়া মনে এক অপূর্ব ভাব উপস্থিত করে। অদূরস্থিত গিরি ও উপত্যকার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এমনি অনুভব হয় যে, তাহারাও এই বিশ্রাম বাসরের নিস্তব্ধতা ও শান্তিসুখের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে। অপরাহ্ণে চতুর্দিকের ভজনালয়ে সুমধুর ডিং ডং ধ্বনি নিনাদিত হইতেছে। অমনি প্রত্যেক পথে, সুপরিষ্কৃত বেশে, সুসজ্জিত নরনারী ভজনালয় অভিমুখে চলিতেছে। কোন পথে নরনারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বাঁধিয়া পরস্পর কুশল সদালাপ করিতেছে। কোন পথে "মুক্তি ফৌজ" (১)-এর "সৈন্য-দল" গীত-বাদ্য-সহকারে নিশান উড়াইয়া চলিয়াছে। সর্বত্র ধর্মভাবের ছায়া।

---

(১) মুক্তি ফৌজ—ইহার ইংরেজি নাম—Salvation Army—১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম বুথ (William Booth) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত খৃষ্টীয় মেথডিস্ট

আমরা একটি অতি প্রাচীন ভজনালয়ে গেলাম। এটি নাকি নর্মানদিগের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল ; তৎপরে কিছু কিছু পরিবর্তিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহার প্রাচীন ভাব ও আকার রহিয়াছে। ইহা সাত-আটশত বৎসরের পুরাতন হইবে। ইহারই সন্নিকটে একটি ক্যাস্‌ল্ রহিয়াছে ; ইহাও নর্মানদিগের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল।

এ দেশে ফুলের বড় আদর ; প্রায় প্রত্যেক গৃহে রাস্তার ধারে জানালাতে ফুলের টব ; রাস্তাতে যুবক-যুবতীদিগের বুকে ছোট ছোট ফুলের তোড়া। পার্কে প্রকাণ্ড বাগানে—অতি প্রাচীন বড় বড় বৃক্ষে পূর্ণ—নিস্তব্ধতার রাজ্য। বড় গাছের অধিকাংশই এল্‌ম্ বৃক্ষ। নগর প্রান্তে ক্ষুদ্র নদী ও ওআটার মিল, অর্থাৎ জলস্রোত দ্বারা চালিত কল।

এখানে একটি মিউজিয়ম আছে, ওআর্ক হাউস আছে, সাত আটটি বুক সোসাইটি আছে, দুই তিনখানি সাপ্তাহিক কাগজ আছে, বিদ্যালয় আছে, প্রকাণ্ড মদের ভাটি আছে, টাউন হল আছে।

২-৭-৮৮। আজ প্রাতঃকাল হইতেই বৃষ্টি হইতেছে। এ বৃষ্টি আজ সমস্ত দিনে থামিল না। কোথাও বাহির হইতে পারা গেল না। সমস্ত দিন বাড়ির মধ্যে আবদ্ধ ; কতকটা সময় কাগজ পড়িয়া ও গ্রন্থ পড়িয়া কাটান গেল। গত-কল্য (রবিবার) এই স্থানে যে প্রশান্ত, নিস্তব্ধতা ও লোকের ধর্মভাব দেখিলাম তাহাতে আমার চিত্তকে বিশেষরূপে আলোড়িত করিয়াছে। আজ অনেক সময় ব্রাহ্মসমাজের ভবিষ্যতের বিষয় চিন্তা করিয়াছি। চিন্তা করিয়া দেখিতেছি যে, যে-আধ্যাত্মিক কারণে ভারতের দুর্গতি হইয়াছে, তাহার ঔষধ ব্রাহ্ম-সমাজকে হৃদয়ে ধারণ করিতে হইবে। তবেই ব্রাহ্মসমাজ ভারতবর্ষকে নবজীবন

সম্প্রদায়ের ধর্মান্দোলন প্রতিষ্ঠান। পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া পতিত ও বিপথগামী মানুষকে ধর্মপথে ফিরাইয়া আনিতে বুথ তাঁহার অনুচরগণকে লইয়া মিলিটারী কায়দায় এই প্রতিষ্ঠান গঠন করেন এবং স্বয়ং তাহাদের 'জেনারেল' বা সেনাধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন।

প্রদান করিতে ও নবজীবনপ্রাপ্ত ভারতের ধর্মক্ষেত্র হইতে পারিবে। যে কয় বিষয়ে ভারতবর্ষের অধোগতি হইয়াছে, তাহা এই :—

(ক) মানবাত্মার স্বাধীনতার লোপ—ফল, উচ্চ জাতির প্রভাব ও প্রজাদের দাসত্ব।

(খ) বিবেকের অস্ফূর্তি—ফল, সামাজিক কুরীতি ও দুর্নীতি।

(গ) জীবনে বৈরাগ্য—ফল, আধ্যাত্মিক ও সামাজিক জড়তা।

(ঘ) অনুষ্ঠানাবদ্ধ ধর্মভাব।

প্রথম তিনটি ঘোর ব্যাধির ন্যায় আমাদের সামাজিক জীবনের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়াছে ও তাহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। এই স্থানে পরিবর্তন উপস্থিত করিতে না পারিলে, বাহিরের কোন সংস্কার দাঁড়াইবার ভূমি পাইবে না। আমাকে ভবিষ্যতে প্রচার করিবার সময়, এই কয়টি প্রধানরূপে লক্ষ্যস্থলে রাখিতে হইবে। ইহার মধ্যে মানবাত্মার স্বাধীনতা ও বিবেকের স্ফূর্তি এই দুইটি ব্রাহ্মসমাজে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। প্রথম অক্ষয়বাবু (১) এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, তৎপরে কেশববাবু, এ বিষয়ে অনেক সাহায্য করিয়াছেন। এক্ষণে এই দুইটিকে মলিন করিবার দিকে যে কিছু কিছু গতি হইতেছে, তাহাকে বাধা দিতে হইবে।

জীবন বিষয়ক বৈরাগ্য—দেশের জ্ঞানী, অজ্ঞ, বিশেষত অজ্ঞদিগের মনে এই বৈরাগ্যের ভাব বদ্ধমূল। বহু শতাব্দীর পরাধীনতা, জাতিভেদের

(১) অক্ষয়কুমার দত্ত—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত "তত্ত্ববোধিনী সভা"র সংস্পর্শে আসিয়া ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন এবং দক্ষতার সহিত ১২ বৎসরকাল "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদকতা করেন; তৎপরে বিদ্যাসাগরের সহায়তায় কলিকাতা নর্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি সুপণ্ডিত ও সু-সাহিত্যিক ছিলেন এবং ধর্ম নীতি ও বিজ্ঞান বিষয়ে বহু মূল্যবান গ্রন্থ এবং সন্দর্ভাদি রচনা করেন। ইনি সুকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের পিতামহ ছিলেন।

নিপীড়ন, [illegible] বহুল প্রচার প্রভৃতি কারণে এই বৈরাগ্যের ভাব জাতীয় হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজে আশার শাস্ত্র ও উন্নতির শাস্ত্র প্রচার করিতে হইবে।

চতুর্থ কার্যটি অতি গুরুতর—দেশের ধর্মভাবকে কেবল কতকগুলি বাহ্যিক অনুষ্ঠানে আবদ্ধ না রাখিয়া, পরোপকারে নিয়োগ করিতে হইবে। আমার ভবিষ্যতের প্রচারে এই কথাগুলি মনে রাখিতে হইবে।

সায়ংকালে আমরা মিঃ নাইটের cousin-দের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে আমাকে আমাদের দেশীয় রীতি নীতি প্রথাদি সম্বন্ধে, অনেক কথা বলিতে হইল। সেখান হইতে রাত্রি সাড়ে দশটার সময় আসা গেল।

৩-৭ ৮৮। উপাসনান্তে দৈনিক লিপি লিখিয়া এবং হেমকে ও বনমালীবাবু প্রভৃতিকে পত্র লিখিয়া আহারার্থে নীচে যাওয়া গেল।

অদ্য মধ্যাহ্নে এখানকার স্কুলগুলি দেখিতে গেলাম। একদিকে একটি বালক-বালিকা বিদ্যালয় ও এক ভাগে একটি শিশু বিদ্যালয় রহিয়াছে। বালিকাদিগের স্কুলে স্ত্রী-শিক্ষক এবং ইন্‌ফ্যাণ্ট স্কুলেও সব শিক্ষয়িত্রী; বালকদিগের স্কুলে পুরুষ-শিক্ষক। স্কুলটি সুপরিচালিত বোধ হইল। এখানে ড্রিলিং, ডিসিপ্লিন ও স্টোরি ট্রেনিং সিস্টেমের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি বোধ হইল। বালকদিগের মানসাঙ্কে বিশেষ পারদর্শিতা দৃষ্ট হইল।

আর একটি জিনিস দেখিলাম, অধিকাংশ বালকই সুস্থ ও সবল। শিশুশ্রেণীতে গাল বেশ টেবো টেবো, লালবর্ণ, বালিকাগুলি অতি সুন্দর। বঙ্গদেশের শিশুদিগের সহিত কি আশ্চর্য বৈষম্য। সেখানে একটি বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিয়া একটি শ্রেণীতে দাঁড়াইলে যদি ত্রিশটি ছেলে সেখানে বসিয়া থাকে, দশটি সুস্থ ও বলিষ্ঠ ছেলে পাওয়া যায় কিনা সন্দেহ; অনেক বালিকা-বিদ্যালয়ে গিয়া দেখিয়াছি, বালিকাগুলিকে দেখিলে দুঃখ হয়। এই সকল শিশু যে উত্তরকালে কোন বড় কাজ করিতে পারে না—তাহা বিচিত্র নয়।

আসিবার সময় কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত আলাপ করিয়া আসা গেল। বাড়িতে আসিয়া মাধ্যাহ্নিক আহারান্তে অপরাহ্নে গাড়ী করিয়া অনেক দূর

বেড়াইতে গেলাম। এখানকার পল্লীগ্রাম দেখা গেল কি সুন্দর, কি মনোরম দৃশ্য! কৃষকদিগের অবস্থা আমাদের কৃষকদিগের অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত। বাড়িগুলি সুন্দর উপবনে ও পুষ্পে সুশোভিত। স্কাই লার্ক পক্ষীর গান সর্বপ্রথম শুনিলাম; অমনি কবি শেলীর কথা মনে হইল। বাস্তবিক সুস্বর বটে। ঝোপের মধ্যে কোথায় ডাকিতেছে, দেখিতে দেখিতে আকাশে উড়িল, যত ওঠে তত ডাকে, যত ডাকে তত ওঠে; দেখিতে দেখিতে যেন মেঘমালার সঙ্গে মিশিয়া গেল।

এখানকার বার্ন্‌হাম গীর্জাতে ইউ (Ewe)-বৃক্ষের নিম্নে, যেখানে "rude fore-fathers of the hamlet sleep", তাহার পার্শ্বে এক ধারে আইরিশ কবি টমাস মুর-এর কবর দেখা গেল। এই স্থানের সান্নিধ্যে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। এখানকার পর্বত সকল খড়ির পর্বত।

সায়াংকালে বাহির হইয়া আরও কয়েকজন ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিলাম। বাড়িতে আসিয়া কেম্ব্রিজের সার রোল্যাণ্ড উইলসনের (১) এক পত্র পাইলাম, তিনি আমাকে বর্তমান মাসের মধ্যে একবার কেম্ব্রিজে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

৪-৭-৮৮। প্রাতে উপাসনান্তে মহাত্মা থিয়োডোর পার্কারের Prayer হইতে একটি প্রার্থনা পড়িলাম। ধর্মজীবনের প্রারম্ভে এই প্রার্থনাগুলি আমার আধ্যাত্মিক খোরাক ছিল। অনেক দিনের পর প্রার্থনাগুলি পড়িয়া আবার যেন কি এক নূতন আনন্দ অনুভব করিলাম। আজও প্রাতে আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বৃষ্টি হইতেছে। প্রাতঃকালের আহারের পর একটি ফার্ম দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। কিন্তু কিছু দূর যাইতে না যাইতে বৃষ্টি আসিল। মিঃ নাইটের কাজিনদিগের বাড়িতে গিয়া আশ্রয় লইতে হইল। সেখান হইতে মিঃ নাইট তাঁর কাজিন ও আমি তিনজনে এক ডেয়ারি ফার্ম দেখিতে গেলাম। এখানে কলে মাখন তৈরি হয়। কলটা দেখিলাম, কিন্তু কাজ তখন বন্ধ

(১) Sir Roland Wilson—কেম্ব্রিজের জনৈক একেশ্বরবাদী (Theist) সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; সম্ভবত ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

ছিল। সেখান হইতে আসিবার সময় এখানকার সায়েন্টিফিক ইন্‌ষ্টিটিউশন দেখিতে গেলাম। সেখানে একটি রীডিং রুম, একটি বিলিয়ার্ড রুম এবং একটি লাইব্রেরী আছে; একজন দোকানদার তার সেক্রেটারি। এখানে মধ্যে মধ্যে বক্তৃতাদি হইয়া থাকে। সেখান হইতে বাড়িতে আসিয়া কিছুক্ষণ পরে মিঃ নাইটের সঙ্গে কর্নেল ওআকার(১)-এর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার সঙ্গে দুই চারিটি কথার পর বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।

সায়ংকালে একটি ঈভ্‌নিং পার্টি হইয়াছিল। তাহাতে অনেকগুলি পুরুষ ও রমণী উপস্থিত ছিলেন। প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতদিগের শিক্ষাপ্রণালী ও হিন্দু গৃহস্থদিগের ভাব কিঞ্চিৎ বর্ণনা করা গেল, তাহা শুনিয়া সকলে বিশেষ চমৎকৃত হইলেন। একজন বলিয়া উঠিলেন, তোমাদের নিকট হইতে আমাদের অনেক লইবার আছে। পার্টি ভাঙ্গিলে কিছু আহার করিয়া আসিয়া শয়ন করিলাম।

৫-৭-৮৮। আজ আমার বক্তৃতা ছিল। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনান্তে দৈনিক লিপি লিখিলাম। আহারান্তে মিঃ নাইট ও তাঁহার ভগিনীর সহিত একটু বেড়াইতে বাহির হইয়া এখানকার নূতন গোরস্থান দেখিয়া আসিলাম। আজ এখানকার হাটের দিন; হাটটি দেখা গেল। এক ব্যক্তি একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়াইয়া ঘড়ি বেচিতেছে; ঘড়ির কতই বর্ণনা করিতেছে। আর একদিকে একটা খোঁয়াড়ের মধ্যে কতকগুলি বাছুর বিক্রয় করিতে আনিয়াছে। বাছুরগুলি সবল সুস্থ ও নধর—ইহাদের সঙ্গে আমাদের রোগা শুঁটকে বাছুরগুলার তুলনাই হয় না। এখানকার কৃষকেরা গো-মেষাদি প্রতিপালন করিতে জানে। অনেক ক্ষেত দেখিলাম, সেখানে কেবল গো-মহিষাদির আহারার্থে ফসল বুনিয়াছে। হাটে অনেকগুলি গাভী দেখিলাম। গাভীগুলির পালান

(১) J. T. Walker, Lt. Colonel,—ফীল্ড্‌ ইঞ্জিনীয়াররূপে শিখ যুদ্ধ ও সিপাহী বিদ্রোহের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। পরে গ্রেট ট্রিগনোমেট্রিক্যাল সার্ভের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও সারভেয়র জেনারেল অব ইণ্ডিয়া পদে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কার্য করেন।

দেখিলে মন সন্তুষ্ট হয়। খুব বড় বড় ঘোড়াও বিক্রয় করিতে আনিয়াছে; আর আনিয়াছে ফুল ফল মনোহারির দোকান, বড়বড় মাছ, নানাপ্রকার শস্য। হাটটি সুন্দর!

সন্ধ্যার সময় আমার বক্তৃতা হইল। বক্তৃতাস্থলে এখানকার ভদ্র পুরুষ ও মহিলা অনেকে উপস্থিত ছিলেন। আমাকে সংক্ষেপে ভারতবর্ষের প্রাচীন অবস্থা, রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, ব্রাহ্মসমাজের সামাজিক কার্য বর্ণনা করিতে হইল। আজকার বক্তৃতাতে নার্ভাস্‌নেস বড় বেশি হয় নাই।

সমাজ সম্বন্ধে কোন কোন কথা বলিতে ভুলিয়া গেলাম। বক্তৃতাতে সকলে সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। মিসেস নাইট বলিলেন. "পার্‌ফেক্‌ট!"—সেটা বোধহয় তাঁহার ভালবাসারই জন্য; এবং ইহাও বলিলেন, "এখানকার লোকেরা তোমাকে অনেক দিন স্মরণ করিবে।" যাহা হউক, একপ্রকার ত হইয়া গেল। আমি একটি কথা দিয়াছিলাম, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম।

ডাক্তার মিসেস য়্যাণ্ডার্সন

৬-৭-৮৮। অদ্য প্রাতে ডিভাইজেস্‌ হইতে যাত্রা করিয়া লণ্ডনে ফিরিয়াছি। মিঃ নাইটের ভগিনী আমাদিগকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া গেলেন। লণ্ডনে পৌঁছিয়া 'মেসেঞ্জার' ও 'সঞ্জীবনী'র পত্রাদি ডাকে পাঠাইবার জন্য প্রস্তুত করা গেল। তৎপরে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া উইমেন্‌'স্‌ হস্‌পিট্যাল সম্বন্ধীয় সভাতে উপস্থিত থাকিবার জন্য ম্যান্‌শন হাউস-এ যাওয়া গেল। সেখানে লণ্ডনের লর্ড মেয়র সভাপতির কার্য করিলেন। বোম্বাই হাইকোর্টের একজন জজ একটি বক্তৃতা করিলেন। তিনি তথাকার কামা (Cama) হস্‌পিট্যাল-এর বিষয়ে কিছু বলিলেন এবং তাহার অনেক প্রশংসা করিলেন। মিসেস য়্যাণ্ডার্সন (১) কিছু বলিলেন। আমি দেখিতেছি, ইংরাজ পুরুষদিগের

(১) Dr. Mrs. Elizabeth G. Anderson, M. D. (Paris)—ইংরেজ জাতির প্রথম মহিলা-চিকিৎসক। বহু বাধাবিঘ্ন জয় করিয়া ইনি চিকিৎসা-বিদ্যা অর্জন করেন। কিন্তু উনিশ শতকের মধ্যভাগেও ব্রিটেনে

অপেক্ষা মেয়েরা বলেন ভাল। মেয়েরা নার্ভাস হন না। মিসেস য়্যাণ্ডার্সনের পত্রখানা সঙ্গে লইয়া না যাওয়াতে এবং কার্ড কেসটি ফেলিয়া যাওয়াতে বক্তৃতান্তে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে পারিলাম না। অপরাহ্ণে বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম। সায়ংকালে আহারের অল্পক্ষণ পরেই বড় ঘুম পাইতে লাগিল। সকাল সকাল গিয়া শয়ন করিলাম।

৭-৭-৮৮। আজকার বিশেষ ঘটনা আর্চবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরির গার্ডেন পার্টিতে যাওয়া। স্যার মনিয়ার-উইলিয়াম্‌স্ ঐ টিকিট যোগাড় করিয়া দিলেন। ৪টার সময় ছুটিতে ছুটিতে গিয়া ল্যাম্বেথ প্যালেসে (১) উপস্থিত হইলাম; দেখিলাম, উঠানের মধ্যস্থলে একখানি কার্পেট পাতিয়া আর্চবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরি (২) ও তাঁহার গৃহিনী দাঁড়াইয়া আছেন; তাঁহারা সমাগত ব্যক্তিদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। এক একজন আসিতেছেন, তাঁহার নাম বলিয়া দেওয়া হইতেছে, তাঁহার সঙ্গে দুইজনে হস্ত কম্পন করিতেছেন, তৎপরে একপাশে সরিয়া যাইতেছেন। এখানে আর্চবিশপের ঘর দেখা গেল। একটু চা খাওয়া গেল। এখানে স্যার রিচার্ড টেম্পলের (৩) সঙ্গেও দেখা হইল।

নারীজাতির অধিকার এতই সংকুচিত ছিল যে, চিকিৎসা-বিদ্যা শিক্ষা করিলেও প্রথমে তাঁহাকে কেবলমাত্র ধাত্রীকর্মের (midwifery) জন্যই লাইসেন্স দেওয়া হয়। স্বদেশে নারীজাতির অবস্থার উন্নতির জন্য ইনি অশেষ প্রয়াস করেন। অবশেষে ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ মেডিক্যাল য়্যাসোসিয়েশনের সভ্য মনোনীত হইয়া ইনি চিকিৎসা করিবার পূর্ণ অধিকার লাভ করেন।

(১) Lambeth Palace—ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতে আর্চবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরির বাসস্থান বলিয়া সুবিদিত।

(২) Most Rev. Edward White Benson—এই সময়ে ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ ছিলেন।

(৩) Sir Richard Temple, I. C. S.—১৮৭৪-৭৭ পর্যন্ত বাংলার লেফ্‌টেনাণ্ট গবর্ণর এবং পরে বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর হইয়াছিলেন।

তিনি আমাকে একখানি পার্লামেণ্টের টিকিট দিবেন বলিয়া আমার কার্ড লইলেন। ভারতের সেক্রেটারী—লর্ড ক্রসের সঙ্গেও দেখা হইল; তিনিও কাহাকে এক সুপারিশ পত্র দিবেন বলিলেন। আমি মাদ্রাজী পাগড়িটা বাঁধিয়া গিয়াছিলাম, কেমন কেমন বোধ হইতে লাগিল। সেখানে অনেকক্ষণ ঘুরিয়া সরিয়া পড়িলাম।

বাড়িতে আসিয়া দেশের পত্র পড়িলাম।

৮-৭-৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া দেশের কাগজপত্র পড়িলাম; চিঠিগুলি আবার একবার পড়িলাম। তৎপরে দৈনিক লিপি লিখিতে লিখিতে প্রাতরাশের সময় হইয়া আসিল।

আহারান্তে বেড্‌ফোর্ড গীর্জায় (১) রেভারেণ্ড স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের উপদেশ শুনিতে গেলাম। ব্রুকও ভয়সী-সাহেবের ন্যায় চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের পুরোহিতের পোশাক পরিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। তাঁহার উপাসনা প্রণালীও, ভয়সী-সাহেবের প্রণালীর ন্যায়, চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের প্রণালীর অনেকটা অনুরূপ। Blessed are the poor in spirit, for their's is the Kingdom of Heaven—এই বিষয়ে উপদেশ হইল। সার্মনটি অতি উৎকৃষ্ট, চিন্তাপূর্ণ ও সরস। আমারও অত্যন্ত ভাল লাগিল। উপাসনান্তে স্টপফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে দেখা করা গেল। দুই চারিটি কথা হইল। তিনি আমার পকেট-বুকে তাঁর নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিলেন। তাঁহার কন্যার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

মধ্যাহ্নে বাড়িতে আসিয়া আহারান্তে কয়েকখানি চিঠিপত্র লিখিতে লিখিতে হ্যানারগ্রেন আসিয়া উপস্থিত। দুইজনে স্পার্জনের ভজনালয়ে (২)

---

(১) Bedford Chapel—লণ্ডন সহরের অন্তর্গত, ব্লুম্‌সবেরি অঞ্চলেই অবস্থিত। ব্রুকসাহেব এখানেই ধর্মযাজন করিতেন।

(২) ইহার নাম Metropolitan Tabernacle—স্পার্জন-সাহেব এমনই সুবক্তা ছিলেন যে ব্যাপ্‌টিস্টদিগের একৃজি টার হলে তাঁহার উপাসক-

তাঁহার উপদেশ শুনিতে গেলাম। ৬॥টার সময় উপাসনা আরম্ভ হইবার কথা; ছয়টার পূর্বে দ্বার খোলে না। দ্বার যদি খুলিল প্রবেশ করিয়া শুনি "পাস" লইতে হইবে। সেইখানেই একজন পাস দিতেছেন। একখানি "পাস" চাহিলেই পাওয়া যায়। পাসখানি লইয়া দেখি তাহাতে লেখা আছে "কিছু দিবেন"। এক পেনি দিয়া ভিতরে প্রবেশ করা গেল। কি প্রকাণ্ড ভজনালয়! ৫।৬ হাজার লোকের বসিবার স্থান হইবে। দেখিতে দেখিতে ৩।৪ হাজার লোকে হলটি পূর্ণ হইয়া গেল। যথাসময়ে স্পার্জনসাহেব দেখা দিলেন। প্রথম একটি প্রার্থনা ও সঙ্গীত, তৎপরে বাইবেল হইতে কিছু পাঠ, অবশেষে সঙ্গীত ও একজন ওয়েস্‌লিয়ান (১) উপদেষ্টার একটি প্রার্থনা; অবশেষে স্পার্জনের উপদেশ: মহাপাপী হইলেও তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা আছে—এই বিষয়ে উপদেশ হইল। স্পার্জন উপদেশের মধ্যে ছোট গল্প করেন; সেগুলি বেশ মনোজ্ঞ এবং ঐ সকল গল্প অর্ধশিক্ষিত নরনারীর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। উপাসনান্তে একখানা "ওঅর ক্রাই" পাইবার জন্য স্যাল্‌ভেশন আর্মির হেড-কোয়ার্টার্সে গেলাম। সেখানে দ্বার বন্ধ দেখিয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসা গেল।

স্যাল্‌ভেশন আর্মির উৎসব

৯-৭-৮৮। অদ্য প্রাতরাশের পর অনেকগুলি পত্র লিখিতে প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। তৎপরে স্যাল্‌ভেশন আর্মির (২) ত্রয়োবিংশ অ্যানিভার্সারি দেখিবার

মণ্ডলীর স্থান সংকুলান হইত না। তখন লণ্ডনে তাঁহার জন্য এই নূতন ভজনালয় গঠিত হয় (১৮৬১) এবং আমৃত্যু প্রায় ৩১ বর্ষকাল তিনি এখানেই উপাসনা পরিচালনা করেন। এই ভজনালয়ে ছয় হাজার লোকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল।

(১) Wesleyan—মেথডিস্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা জন এবং চার্ল্‌স ওয়েস্‌লি ভ্রাতৃদ্বয়ের নামানুসারে মেথডিস্টদিগকে ওয়েস্‌লিয়ানও বলা হয়।

(২) Salvation Army—ইহার বাংলা নাম 'মুক্তিফৌজ' (৯৮ পৃষ্ঠায় মুক্তিফৌজ দ্রষ্টব্য)।

জন্য বাহির হইলাম। পথে বৃটিশ মিউজিয়মের একজন মুসলমান যুবকের সহিত দেখা করিবার জন্য গেলাম। কিন্তু দেখা হইল না। তৎপরে কিংগ্‌স্‌ ক্রস স্টেশন হইতে উডগ্রেনের টিকিট লইয়া আলেকজাণ্ড্রা প্যালেসে স্যাল্‌ভে-শুনিস্টদের উৎসব দেখিতে যাওয়া গেল। আলেকজান্দ্রা প্যালেসটি ক্রিস্টাল প্যালেসের ন্যায় কাচ-নির্মিত; ইহা একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত, চতুর্দিকে বাগান বন ও বড় বড় গাছ। স্থানটি অতি সুন্দর, রমণীয়। লোকসমাবেশ বিস্তর দেখিলাম; যতই বেলা বাড়িতেছে, ততই লোক আসিতেছে, সর্বত্র লোকারণ্য। ৩০।৪০ হাজার লোক হইবে এরূপ অনুমান হয়। 'ইণ্ডিয়ান কোর্ট' নামে এক বাড়িতে ভারতবর্ষের নানা স্থানের অনুরূপ বাড়ি সকল নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছে। একদিকে তাজের একটি প্রকাণ্ড ছবি, অপরদিকে—এ প্যালেস ইন লাহোর, এ প্যালেস ইন বেনারস, এ মহমেডান টেম্পল, ইত্যাদি রহিয়াছে। সেখানে ইংরাজসুন্দরীগণ নানাপ্রকার দ্রব্য বিক্রয় করিতেছেন। মধ্যস্থলে কতকগুলি যুবতী দুধ, চা, পিষ্টক প্রভৃতি যোগাইতেছেন; এত লোকের ভিড় যে তাঁহারা যোগাইয়া উঠিতে পারিতেছেন না। অপরদিকে বালক-বালিকারা রকিং হর্স-এ দুলিতেছে। আর একটি হল-এ প্রায় সহস্রাধিক বালক বালিকা গান করিতেছে। মহামেলা!

যথাসময়ে, অর্থাৎ ২-৩০ মিনিটের সময় ইণ্ডিয়ান ডিমনস্ট্রেশন আরম্ভ হইল। একটি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার উপরে প্রায় ১০।১২ জন ইংরাজ মহিলা আমাদের দেশীয় রীতিতে গেরুয়া বসন পরিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ক্রমে মিসেস বুথ-টাকার (১)—জেনারল বুথের কন্যা ও মেজর টাকার-এর নবপরিণীতা পত্নী—যোগিনী বেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই দলে সিংহল হইতে সমাগত কয়েকটি দেশীয় লোক ছিল; তাহার

(১) Mrs Booth-Tucker—স্যাল্‌ভেশন আর্মির প্রতিষ্ঠাতা 'জেনারল' উইলিয়ম বুথের কন্যা; 'মেজর' টাকারের সহিত বিবাহের পর পিতার এবং স্বামীর 'সারনেম্‌' মিলাইয়া 'বুথ-টাকার'—এই বংশ-উপাধি গ্রহণ করেন।

মধ্যে একজন নাকি ২০।২৫ জন চোরের সর্দার ছিল। নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বক্তৃতা চলিল। ভয়ানক গণ্ডগোল। সেখান হইতে বড় বাড়িটার ভিতর যাওয়া গেল; সহস্রাধিক বালিকা গাইতেছে, কি গাইতেছে বুঝা যায় না। এক সহস্র খঞ্জনির ধ্বনি, তৎসহ প্রকাণ্ড এক অর্গানের শব্দ, তুমুল কোলাহল! সেখান হইতে বাহির হইয়া আর একটি বাড়িতে যাওয়া গেল; সেখানেও লোকারণ্য। আসিবার সময় দেখি, এক স্থানে হাজার চারি-পাঁচ লোক সমবেত। জেনারল বুথ কি বলিতেছেন শোনা গেল না। তৎপরে বাড়িতে ফিরিলাম। ইচ্ছা ছিল, আহারের পর রাত্রে কিছু লিখিব, কিন্তু সমস্তদিন ঘোরাতে শরীরটা পরিশ্রান্ত; এমনি ঘুম আসিল যে, আর বসিতে পারিলাম না; সাড়ে নয়টার মধ্যেই ঘুমাইতে গেলাম।

১০-৭-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া আহারান্তে একটু খবরের কাগজ পড়িয়া বাহির হওয়া গেল। প্রথমে মিস্ ম্যানিঙের বাড়িতে গিয়া দেখি যে, তিনি বাড়িতে নাই; তৎপরে ডাক্তার মিসেস য়্যাণ্ডারসনের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার সঙ্গে কলিকাতার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে একটু কথা হইল; আমি অমনি রাজ্যের ধুকড়ি এলাইয়া বসিলাম! ইহাতে আমার অসারতা প্রকাশ করে। আমি অতি সহজে মানুষের নিকট মনের ভাব প্রকাশ করি। বাস্তবিকই ত আমি চিন্তাবিহীন একটি অসার ব্যক্তি। এই জন্যই লোকের সমুচিত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারি না। যাকেতাকে প্রেম দেয়, পথেঘাটে প্রেম ছড়াইয়া বেড়ায়, এরূপ বালিকার প্রেমের যেমন মূল্য নাই; সেইরূপ যার চিন্তা যেখানে-সেখানে উন্মুক্ত, তার চিন্তারও মূল্য নাই। আমার প্রকৃতির গঠনই বোধ হয় এইরূপ!

মিসেস য়্যাণ্ডারসন মেডিক্যাল স্কুল দেখিবার জন্য একখানি পরিচয়পত্র দিলেন। তাহা লইয়া পুনরায় মিস্ ম্যানিঙের বাড়িতে যাওয়া গেল। এইবার তাঁহার সঙ্গে দেখা হইল। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইল। তাঁহার ভারতবর্ষে যাইবার সংকল্প আছে। আমি সেই সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তৎপরে সাউথ কেনসিংটন স্টেশনের নিকট ৫নং ক্রমওয়েল

হাউস-এ মিঃ মরিসনের বাড়িতে ফীমেল সাফ্রেজ(১) মীটিঙে যাওয়া গেল। সেখানে মিঃ ম্যাক্‌ল্যারেন এম পি, মিসেস ফিলিপ্‌স, মিসেস য়্যাশ্‌টন ডিল্‌কি (আমেরিকা হইতে নবাগতা), মিসেস বুল্‌গার্নি, মিসেস বার্টন অতি চমৎকার বক্তৃতা করিলেন। ইংরাজ নারীর সুন্দর বক্তৃতা শুনিলাম। মেয়েরা এমন সুন্দর বক্তৃতা করে, তাহা জানিতাম না। সেখান হইতে ক্লান্ত হইয়া বাড়িতে আসিলাম। আহারান্তে সাবিত্রী ও নল-দময়ন্তীর বিষয়ে মেয়েদের সঙ্গে কয়েকটি কথা হইল। তৎপরে শয়ন করিলাম।

কেম্‌ব্রিজ

১১-৭-৮৮। অদ্য প্রাতে উঠিয়া উপাসনান্তে দৈনিক লিপি লিখিলাম। তৎপরে আহারান্তে কেম্‌ব্রিজ যাত্রা করা গেল। স্যার রোল্যাণ্ড উইলসন স্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে কিয়দ্দূর গিয়া তাঁহার গৃহিণী ও মিস টেশমাথেরের সঙ্গে দেখা হইল। লেডী উইলসনের সঙ্গে ক্রাইস্ট কলেজ দেখিতে গেলাম। কবি মিল্‌টন যে মাল্‌বেরি বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, তাহা রহিয়াছে। ডারউইন (২) যে ঘরে বসিতেন, তাহা দেখিলাম। মিঃ এ এম বোস যে ঘরে ছিলেন সে ঘরও দেখা গেল। তৎপরে গাড়ি করিয়া গার্টন

(১) Female Suffrage—নারীর রাজনীতিক অধিকার লাভের আন্দোলন। প্রাপ্তবয়স্ক নরনারীর সমান ভোটাধিকার ও পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অধিকার বহু আন্দোলনের পর ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আইনে স্বীকৃত হয়।

(২) Charles R. Darwin—(১৮০৯-৮২) ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ প্রাণীতত্ত্ববিদ্, অভিব্যক্তি বা বিবর্তনবাদের জন্মদাতা। স্বাভাবিক নিয়মে বিবিধ পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নিম্নতম প্রাণী হইতে কালক্রমে উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রাণীসমূহ উদ্ভূত হইয়া অবশেষে এজগতে মানবের আবির্ভাব ঘটিয়াছে—এই মতবাদ তাঁহার লিখিত 'দি অরিজিন অব স্পীসীজ' ও 'দ্য ডিসেন্ট অব ম্যান' নামক গ্রন্থদ্বয়ের মধ্য দিয়া অকাট্যভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি জগতের জ্ঞানভাণ্ডারে অবিস্মরণীয় অবদান রাখিয়া গিয়াছেন।

কলেজে গেলাম। অতি চমৎকার বন্দোবস্ত, লাইব্রেরি, রীডিং-রুম, ডাইনিং রুম, নাচঘর ইত্যাদি সমুদয় দেখিলাম। তৎপরে স্যার রোল্যাণ্ডের বাড়িতে আসিয়া আহার করা গেল। আহারান্তে আবার ট্রিনিটি কলেজ দেখিতে বাহির হইলাম। ইহার প্রাঙ্গণটি অতি সুন্দর, এখানে স্যার আইজাক নিউ-টনের (১) বেড়াইবার লাঠিটি, টেলিস্কোপটি ও অন্যান্য স্মারক চিহ্নসমূহ সযত্নে রক্ষিত আছে।

প্রফেসর কাউএল

ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি দেখিয়া স্যার রোল্যাণ্ডের বাড়িতে ফিরিয়া প্রফেসর কাউএলের সঙ্গে দেখা হইল। কতদিন পরে তাঁহাকে দেখিলাম। তাঁহার হস্ত হইতে প্রাইজ লাইয়াছি, তাহা বলিলাম; তদুপলক্ষে যে কবিতাটি আবৃত্তি করিয়াছিলাম, তাহার অর্ধেক পুনরায় আবৃত্তি করিলাম। তিনি আমাকে দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। নীলাম্বরের(২) নাম করিলেন, মহেশচন্দ্র (৩)

(১) Sir Isaac Newton—(১৬৪২-১৭২৭) সপ্তদশ ও শতকের প্রখ্যাত গাণিতিক, জ্যোতির্বেত্তা এবং মহাজ্ঞানী দার্শনিক; মাধ্যাকর্ষ ও মহাকর্ষ শক্তির আবিষ্কর্তা; বর্তমান বৈজ্ঞানিকযুগের সর্বপ্রধান ভিত্তিনির্মাতা, যুগপ্রবর্তক ইংরেজ বৈজ্ঞানিক।

(২) নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়—সংস্কৃত কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র; এম এ, বি এল পাস করিয়া কিছুদিন কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিবার পর কাশ্মীর-রাজের প্রধান বিচারপতি এবং পরে রাজস্ব সচিব হন। অবসর গ্রহণের পর কলিকাতায় ফিরিয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে ইনি কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস-চেয়ারম্যান হন এবং সি আই ই উপাধি লাভ করেন।

(৩) মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন—সুপণ্ডিত সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, পরে ঐ কলেজের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন।

ন্যায়রত্নের নাম করিলেন, বড় মামাকে (১) মনে আছে বলিলেন। সেখান হইতে সন্ধ্যার সময় লণ্ডনে ফিরিয়া আসিলাম।

১২-৭-৮৮। পূর্বদিনের কেম্ব্রিজ যাত্রা ও অতিরিক্ত ঘুরুনির জন্য আজ শরীরটা অবসন্ন। আজ আর সূর্যের মুখ দেখা গেল না; অনেক স্থানে বরফ পড়িতেছে। আজ সমস্ত দিন বাড়িতে বিশ্রাম করিলাম। টাইসেনদের বাড়িতে বৈকালে আহার করিবার কথা ছিল, তাহাও টেলিগ্রাম করিয়া বন্ধ করা গেল। বৈকালে হাত-পা কামড়াইল ও একটু জরভাব হইল। সন্ধ্যার সময় ভাল করিয়া আহার করিতে পারিলাম না। সন্ধ্যা হইতেই ঘরে গিয়া শয়ন করিলাম।

মিস্ ইম্পে

১৩-৭ ৮৮। আজ বাড়িতে পত্র লেখার দিন। প্রাতে উঠিয়া দৈনিক লিপি প্রভৃতি লিখিয়াই পত্র লিখিতে বসিলাম। সীতানাথকে এক পত্র রামব্রহ্মবাবুকে এক কার্ড ও শরৎ লাহিড়ীকে (২) এক কার্ড লিখিলাম। বেলা প্রায় ১০টার সময় মিস ইম্পে নাম্নী এক রমণী আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইনি কোয়েকার সম্প্রদায়ভুক্ত; আমেরিকার জাতিভেদ প্রথার সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করিয়া থাকেন; Anti-caste-নামে কাগজ বাহির করেন। তিনি চলিয়া গেলে মেসেঞ্জার ও সঞ্জীবনীর কপি লিখিয়া শেষ করিলাম। সে সকল পাঠাইয়া দিয়া তাড়াতাড়ি মিসেস ব্রাউনের বাড়ির

---

(১) শিবনাথের মাতুল খ্যাতনামা পণ্ডিত ও সাংবাদিক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণের অধ্যাপক ছিলেন এবং 'সোমপ্রকাশ' নামক তৎকালীন সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদকতা কুড়ি বৎসরের অধিককাল নির্ভীকভাবে এবং বিশেষ যোগ্যতার সহিত নিষ্পন্ন করেন।

(২) ঋষি রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র, বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী ব্রাহ্ম, এস কে লাহিড়ী।

পার্টিতে গেলাম। সেখানে দাদাভাই নৌরোজীকে দেখিলাম এবং আর একটি দেশীয় স্ত্রীলোককে দেখিলাম। তিনি যে কে, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহারা ত্বরায় চলিয়া গেলেন। ইংরাজী পার্টির ধরণ এই : কতকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক একত্র হয় ; পার্শ্বের কোন ঘরে কিছু খাবার জিনিস থাকে, লেডীদিগকে ধরিয়া লইয়া গিয়া খাওয়াইতে হয়। আমাকে একটি যুবতীকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কফি চাহিয়া দিতে হইল। সেখান হইতে ক্লান্ত হইয়া ফিরিলাম। আর মিস ইম্পের মীটিঙে যাইতে পারিলাম না।

১৪-৭-৮৮। আজ এল রহমান নামে একজন মুসলমান যুবক আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। তাঁহাকে ব্রাহ্মধর্ম সম্বন্ধীয় কতকগুলি বই দেখিতে দিলাম। মিস কলেটের হিস্টরিক্যাল স্কেচ অব্ দ্য ব্রাহ্মসমাজ, রাজনারায়ণ বসুর ক্যাটিকিজম অব ব্রাহ্মইজম, এসেন্‌শ্যাল প্রিন্সিপ্‌ল্‌স্ অব্ ব্রাহ্মইজম এইগুলি দিলাম। এই ব্যক্তি থাকিতে থাকিতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাই জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আসিয়া উপস্থিত। জিতেন চলিয়া গেলে দুর্গামোহন বাবুর সহিত দেখা করিতে বাহির হইলাম। সেখান হইতে আসিয়া আর কোথাও গেলাম না। আজ রাত্রে বাড়ির পত্র পাইলাম।

১৫-৭-৮৮। আজ প্রাতে আর কোন গীর্জায় যাওয়া হইল না। মিস্ কলেট যে আর্টিকেলটি লিখিতে বলিয়াছেন, সেইটি লিখিতে প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল ; তৎপরে তাঁহার বাড়িতে গেলাম। তিনি আমার শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যাওয়ার পক্ষে নহেন। যদি আমাকে ভ্রমণের জন্য বাহির হইতে হয়, তাহার পূর্বে তাঁহার রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় কাজ সারিয়া দিতে হইবে। সেখান হইতে আসিয়া আহারান্তে ওয়েস্টমিনস্টার য়্যাবিতে (১) আর্চ-ডীকন

(১) Westminstet Abbey—গথিক শিল্প পদ্ধতিতে নির্মিত জগতের সুন্দরতম ভজনালয়, লণ্ডনে অবস্থিত ; ইহার প্রাচীনতম অংশ নর্মান-বিজয়ের পূর্বে নির্মিত, কিন্তু সপ্তম হেনরির সময়ে নির্মিত অংশই সর্বাপেক্ষা সুন্দর। এখানে ব্রিটিশ রাজগণের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয় এবং ইহার

ক্যান্নারের (২) সার্মন শুনিতে যাওয়া গেল। আমার একটু বিলম্ব হইয়াছিল, গিয়া দেখি এত দুর্যোগসত্ত্বেও ঘর উপাসকে পরিপূর্ণ, অতি ঠেলাঠেলি করিয়া অগ্রসর হইতে হয়। সেইরূপ করিয়াও একটু অগ্রসর হইলাম, কিন্তু সেখানে গিয়া কথা বুঝিতে পারা গেল না। ক্ষণকাল ঠেলাঠেলি ও গরম সহিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। তৎপরে জলে ভিজিয়া বাড়িতে আসিয়া কাপড় ছাড়িয়া রাত্রি নয়টা পর্যন্ত মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তায় কাটাইলাম। দেশের লোকেরা আমাদের কিরূপ বিরোধী ও তাহারা যে সকল মেয়ে বাহিরে যায়, তাহাদিগকে কিরূপ ভাবে, তাহাও বলিলাম।

রেভারেণ্ড স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক

১৬-৭-৮৮। আজ প্রাতে আহারের পর হ্যামারগ্রেনের সঙ্গে য়্যাংলো-ডেনিশ এগ্‌জিবিশন দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া রেভারেণ্ড স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইল। তিনি বলিলেন, "আমি যীশুকে মানুষের অতিরিক্ত কিছু মনে করি না, সুপারন্যাচুরাল (অতি-প্রাকৃত বা অলৌকিক) কিছু মানি না, তবে তাঁহাকে মানবের চীফ গাইড মনে করি"। তিনি একজন ব্রাহ্ম, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁহার গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। তিনি আরও বলিলেন,—'ইউনিটি অব গড য়্যাণ্ড ম্যান'—ধর্মের প্রাণ ও ধর্মের সার;—পিওর থীইজ্‌ম্‌-এ এটি বড় প্রকাশিত হয় নাই। আমি বলিলাম, আমরা

সংলগ্ন কবরক্ষেত্রে ইংরেজজাতির গৌরব মহামানবগণের সমাধিসকল অবস্থিত। ইহার পরিচালনভার একজন ডীনের উপরে ন্যস্ত; তিনি কোন বিশপের অধীন নহেন।

(২) Dr. Frederik W. Farrar, F. R. S.—প্রথমে ওয়েস্টমিন্‌স্টার য়্যাবি নামক গীর্জার ক্যানন, পরে উহার আর্চ-ডীকন হন এবং অবশেষে ক্যান্টারবেরি ক্যাথিড্রালের ডীনপদ প্রাপ্ত হন।

ব্রাহ্মসমাজে খুব জোরের সহিত মানব ঈশ্বরের পুত্র ইহা প্রচার করি। তিনি বলিলেন—তাহা জানি এবং সেইজন্যই তোমাদিগকে ভালবাসি। তৎপরে আমি তাঁহাকে আমার প্রিয় জ্ঞানানন্দ, প্রেমানন্দ ও সেবানন্দের বিষয় কিছু বলিলাম, যাহা শুনিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এক সময়ে এত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি মনোযোগপূর্বক শুনিলেন এবং বোধ হইল যেন কথাগুলি তাঁহার ভাল লাগিতেছে। তাঁহার নিকট হইতে বাহিরে আসিয়া আবার হ্যামারগ্রেনের সঙ্গে জুটিয়া এগ্‌জিটার হলে পণ্ডিত শ্রীলালের 'এগ্রিকালচারাল ইমপ্রূভ্‌মেণ্ট অব্‌ ইণ্ডিয়া' বিষয়ে বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। সেখান হইতে বাসায় ফিরিয়া আহার করিয়া মিস কলেটের বাড়িতে গেলাম। তিনি রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যাহা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া শুনাইলেন। ম্যাডামসাহেব (১) -এর অনেক পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। বাপ্‌রে, কি সংগ্রহের শক্তি! কি সত্যানুরাগ! অদ্ভুত ব্যাপার! সেখান হইতে রাত্রি দশটার সময় বাহির হইয়া বাড়িতে আসিলাম। পথে কত যুবক-যুবতী গলা জড়াজড়ি করিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা পরস্পরকে ভালবাসে। প্রতিদিন রাত্রে এরূপ কত দেখা যায়। এদেশের লোক ইহা অতি স্বাভাবিক মনে করে, ফিরিয়া চাহিয়াও দেখে না। বাড়িতে আসিতে রাত্রি ১১টা বাজিয়া গেল।

১৭-৭-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে তাড়াতাড়ি মিঃ ম্যাক্‌লারেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য বাহির হইলাম। তাঁহার বাসাতে গিয়া তাঁহার

---

(১) William Adam—রামমোহন রায়ের বন্ধু ও সহকর্মী এই ইংরেজ যুবক প্রথমে ব্যাপ্‌টিস্ট সম্প্রদায়ের ধর্মযাজকরূপে ইংল্যাণ্ড হইতে শ্রীরামপুর মিশনে কাজ করিবার জন্য প্রেরিত হন; কিন্তু কয়েক বৎসর রাজার সংস্রবে আসিয়া ইনি ১৮২১ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টীয় মিশনের ধর্মযাজকের পদ ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে একেশ্বরবাদীদিগের মতবাদ গ্রহণ করেন। ইহাই সে যুগে শ্রীরামপুরের ত্রিনীতিবাদীরা 'ম্যাডামের দ্বিতীয় পতন' বলিয়া অভিহিত করেন। ইনি "কলিকাতা ইউনিটেরিয়ান কমিটির" সেক্রেটারী এবং ধর্মযাজক ছিলেন।

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসামের কুলীদিগের বিষয় অনেক তাঁহাকে শুনাইলাম। তৎপরে মিঃ স্যামুয়েল স্মিথের (১) নিকট গেলাম। তাঁহার সঙ্গেও অনেক কথা হইল। তিনি মিঃ কেইন(২)এর নিকট একখানি ইন্‌ট্রোডাক্‌শন কার্ড দিলেন। মিঃ ম্যাক্‌ল্যারেন 'ফর্ট্‌-নাইট্‌লি রিভিয়ু'-এর এডিটারের নিকট একখানি চিঠি দিলেন। মিঃ স্মিথের নিকট হইতে বাহির হইয়া আমি ভেজিটেরিয়ান সোসাইটির সেক্রেটারী মিঃ ও'ক্যালাগানের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার সঙ্গে ও 'ভেজিটেরিয়ান' নামক কাগজের এডিটারের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল এবং অনেক কথাবার্তা হইল। ব্রাহ্মধর্মটা আচ্ছা করিয়া প্রচার করা গেল। সেখান হইতে পার্লামেণ্টের হাউস অব কমন্সে গেলাম। সাধারণরূপ কথাবার্তা হইতেছে, বসিয়া বড় বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল। সেখান হইতে পাঁচটার পর উঠিয়া আধ ঘণ্টা ওয়েস্টমিন্‌স্টার ম্যাবিতে বেড়াইয়া আবার কবিদের চেহারাগুলি দেখিয়া লইলাম। তৎপরে মিঃ মাল্‌-এর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পথে খুব বৃষ্টি, বৃষ্টিতে ভিজিয়া গিয়াই হাজির। ক্রমে দুই চারিটি করিয়া কতকগুলি দেশীয় লোক জুটিলেন। আহারের পর চাইল্ড ম্যারেজ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা কলিকাতায় করিয়াছিলাম, তাহার সারাংশ শুনিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখানে আমার পরলোকগত বন্ধু Wagle (৩)-এর

(১) Samuel Smith, M. P.—বৃটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য, মানবপ্রেমিক উদার মতাবলম্বী রাজনীতিক নেতা; ইনি ভারতবাসীদের প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন এবং বহুবার ভারতে আসিয়াছিলেন। অবশেষে কলিকাতাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

(২) William S. Caine, M. P.—ইনিও ভারতের প্রতি সহানু-ভূতিসম্পন্ন রাজনীতিক; ইনি ভারতের স্বায়ত্তশাসন ও মাদকতা নিয়ন্ত্রণের সপক্ষে ছিলেন।

(৩) বালমংগেশ ওয়াগ্‌লে—ইনি বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথমযুগের গ্রাজুয়েট, বম্বে প্রার্থনা সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও উহার প্রথম মনোনীত সেক্রেটারি।

ভাগিনার সঙ্গে দেখা হইল। ছেলেটি বেশ বুদ্ধিমান বোধ হইল; সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আসিয়াছে। মিস্টার বাথার-এর এক ভাইয়ের সঙ্গেও দেখা হইল। আজকার সন্ধ্যাটা বেশ কাটান গেল।

১৮-৭-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে একটু চিঠিপত্র লিখিয়া ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে পড়িবার জন্য গেলাম। সেখানে কয়েক ঘণ্টা পড়িয়া নর্থব্রুক ক্লাব দেখিয়া বাড়িতে আসিলাম। বাড়িতে আসিয়া "ম্যারেজ রিফর্ম ইন ইণ্ডিয়া" নামক আর্টিকেলটি সংশোধন করিয়া পি. এম. গেজেটের জন্য লিখিলাম; তাহাতে অনেক সময় গেল। রাত্রে অক্সফোর্ড মিশনের মীটিঙে যাইবার ইচ্ছা ছিল, সময় মনে না থাকাতে হইয়া উঠিল না। রাত্রে পড়িবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বড় ঘুম পাইল। সেইজন্য সকাল সকাল ঘুমাইতে গেলাম।

২০-৭-৮৮। আজ দেশে পত্র লিখিতে এবং 'মেসেঞ্জার' ও 'সঞ্জীবনী'র পত্র লিখিতে সমস্তদিন গেল। রাত্রে মিস্ কলেটের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। রামমোহন রায় সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। অনেক বিষয় পড়িয়া শুনাইলেন।

২১-৭-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া প্রায় ৫।৬খানি পত্রের উত্তর দিলাম। তারপর দুপরবেলায় ডক্টর স্মাইল্‌স (১) ও স্যার জন লাবকের (২) জীবন-চরিত পড়িলাম। তৎপরে বিশপ অব লণ্ডনের গার্ডেন পার্টির উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। পথে ন্যাশনাল গ্যালারী (৩) দেখিয়া গেলাম। এখানে নানা দেশের ছবি আছে

(১) Dr. Samuel Smiles—সুলেখক এবং সমাজ-সংস্কারক; বহু জীবন-চরিত এবং উপদেশমূলক গ্রন্থের রচয়িতা।

(২) Sir John Lubbock, F. R. S.—ব্যাংকার, বৈজ্ঞানিক এবং চিন্তাশীল লেখক; লণ্ডন ইউনিভার্সিটির প্রথম ভাইস-চ্যান্সেলার; পরে ইনি 'লর্ড এভবেরি' পদবী দ্বারা সম্মানিত হন।

(৩) British National Gallery—লণ্ডনের অন্তর্গত ট্র্যাফাল্‌গার স্কোয়ারের উত্তর দিকে অবস্থিত বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ চিত্রশালা। এখানে জগদ্বিখ্যাত চিত্রকরগণের বহু চিত্র সংরক্ষিত আছে।

—ওল্ড্ ব্রিটিশ স্কুলের মধ্যে স্যার জোশুয়া রেনল্ডের চিত্রিত ছবিই অধিক দেখিলাম। এই স্থূলভাবাপন্ন বাণিজ্যপ্রিয় জাতি চিত্রবিদ্যার চর্চা পূর্বে করিত না। বর্তমান শতাব্দীতে বোধ হয় ইহা আরম্ভ হইয়া থাকিবে, কারণ মডার্ন ব্রিটিশ স্কুলের অনেক ভাল ভাল ছবি দেখিলাম। চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যার আলোচনা এখন বোধ হয় দিন দিন বাড়িতেছে।

বিশপ অব লণ্ডনের বাড়িতে পরে যাওয়া গেল। বাড়িটির নাম ফুলহাম (Fulham) প্যালেস, লণ্ডন হইতে ৪।৫ মাইল দূরে অবস্থিত। একটি প্রকাণ্ড বাগান ও গোরস্থান বাড়িটির পার্শ্বে। বাগানটিতে প্রবেশ করিয়া আনন্দবোধ হইতে লাগিল; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ, অনেক বৎসরের হইবে। চারিদিক সুকোমল হরিদ্বর্ণ, চক্ষু জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। বাড়িতে প্রবেশ করিয়া দেখি বাগানের দ্বারের নিকট বিশপ অব লণ্ডন (১) এবং তাঁহার গৃহিণী— মিসেস টেম্পল্ সমাগত ব্যক্তিদিগকে অভ্যর্থনা করিতেছেন। তাঁহাদের দ্বারা অভ্যর্থিত হইয়া অগ্রসর হইলাম। দেখি এক পার্শ্বে অতি উত্তম আইসক্রীম ও কেক প্রভৃতি সাজান আছে; অনেকে সেখানে জলযোগ করিতেছেন। আমিও একটু আইসক্রীম ও কেক খাইয়া বাগান দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। বাগান দেখিতে দেখিতে গোরস্থানের নিকট গিয়া উপস্থিত; দেখি পশ্চাতের দ্বার খোলা, অমনি সরিয়া পড়িলাম।

ট্র্যাফাল্গার স্কোয়ার

আসিবার সময় ভাবিলাম, শনিবার বৈকালে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে (২)

(১) Rt. Rev. Frederick Temple—এই সময়ে ইনি লণ্ডনের বিশপ ছিলেন এবং পরে ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ হইয়াছিলেন।

(২) Trafalgar Square—১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজ নৌসেনাধ্যক্ষ মহাবীর নেল্সন ফ্রান্সের অধিপতি সম্রাট প্রথম নেপোলিয়নের অধীনে সম্মিলিত ফরাসী ও স্পেনীয় নৌবহরকে স্পেনের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে

র‍্যাডিক্যাল (১) ও সোশ্যালিস্টগণ বক্তৃতা দিবার চেষ্টা করেন ও পুলিসের সঙ্গে তাঁহাদের ঠেলাঠেলি হয়, একবার দেখিয়া যাওয়া যাক। আসিয়া দেখি কতকগুলি লোক একত্র হইয়াছে, বহুসংখ্যক পুলিস-কর্মচারী তাহাদিগকে দাঁড়াইতে দিতেছে না, লোকগুলি চলিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে, মধ্যে মধ্যে গোলমালের ধ্বনি উঠিতেছে। এদিকে আবার ডিনারের সময় হইয়া আসিল; ছুটিতে ছুটিতে বাসায় ফিরিয়া আসিয়া আহারে বসিলাম। খাইতে বসিয়া ভাবিলাম, আজ শনিবারের রাত্রি, একবার লণ্ডনশহরের কেনা-বেচাটা দেখিতে হইবে। বাড়িওয়ালা মহাশয় বলিলেন, ওয়েস্টমিন্‌স্টার ব্রিজের অপর পারে 'নিউ কাট' নামক স্থানে অনেক গরীব লোকের বাস, সেখানে যাও। তাঁহার পরামর্শ অনুসারে সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি, রাস্তাটি পুরুষ ও স্ত্রীলোকে পরিপূর্ণ। মাংস, রুটি, কারি, তরকারি, বিক্রয় হইতেছে। অনেক স্থানে বহু পুরাতন বই বিক্রয় হইতেছে; অনেক পুরুষ ও মেয়ে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। আমি কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া দেখিলাম, যদি মনের মত কোন পুরাতন বই পাই। তারপর আর এক জায়গায় গিয়া দেখি, 'ফোটো' বিক্রীত হইতেছে; যেগুলি সাজান আছে তাহার মধ্যে বিখ্যাত পুরুষ ও রমণীদিগের ফোটো অনেক। কিন্তু ঐ ব্যক্তি কতকগুলি লুকান ফোটো লোকদিগকে দেখাইতেছে। অনেকে আগ্রহের সহিত উহা দেখিতেছে। মাঝে মাঝে এক-একটি বালিকা আসিয়া উঁকি মারিতেছে। এগুলি স্ত্রীলোকদিগের উলঙ্গ অবস্থার ছবি, বালিকারা দেখিবামাত্রই চলিয়া যাইতেছে।

অবস্থিত ট্র্যাফালগার অন্তরীপের অদূরে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। সেই গৌরবময় বিজয়ের স্মারক হিসাবে লণ্ডনে এই স্কোয়ারটির পরিকল্পনা ও নামকরণ হয়। এখানে একটি সু-উচ্চ স্তম্ভ ও পাদপীঠের উপর নেলসনের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত; সমগ্র কলামটির উচ্চতা ১৪৫ ফীট।

(১) Radical—উদারনীতিক দলের একটি সম্প্রদায়, যাঁহারা সাধারণ উদারনীতিক অপেক্ষা দ্রুততর সংস্কার-প্রয়াসী, কিন্তু সম্পূর্ণ সোশ্যালিজম্‌ বা সাম্যবাদের পক্ষপাতী নহেন—(৭৮ পৃষ্ঠায় Socialist দ্রষ্টব্য)।

ফিরিয়া আসিবার সময় টটেনহ্যাম কোর্ট রোডে একটি ঘেরা বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করিলাম। সেখানে মেলার মত লাগিয়াছে। বালকবালিকা দোলাতে দুলিতেছে, ঘুরন ঘোড়াতে চড়িয়া ঘুরিতেছে। শত শত পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রবেশ করিতেছে ও বাহির হইয়া আসিতেছে। মধ্যে মধ্যে এক একটি মেয়ে আমার মাথায় টার্কিশ ক্যাপ দেখিয়া হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছে। রাস্তাতে বাহির হইয়া একটা গোলাপের তোড়া কিনিলাম। তোড়াটি লইয়া কিছু দূর আসিতে না আসিতে, এক যুবতী যাইতে যাইতে বলিল, "বাঃ, বেশ গোলাপগুলি; আমাকে একটি দাও না"। আমি একটা দিলাম, অমনি. দেখে কে? বালিকা-দঙ্গলে আমাকে চারিদিক হইতে আসিয়া ঘিরিয়া ফেলিল। একটি একটি করিয়া দিতে দিতে আমার সমুদয় ফুল ফুরাইয়া গেল! আমি ট্রামে চড়িলাম, ব্রেকনকের নিকট আসিয়া ভাবিলাম, একবার ব্রেকনকের দোকানে উঁকি দিয়া দেখি। নামিয়া শুঁড়ীর দোকানের কাছে গিয়া দেখি, অনেক মেয়ে শুঁড়ীর দোকানে ঢুকিয়াছে, সুরা কিনিতেছে ও পান করিতেছে।

২২-৭-৮৮। আজ প্রাতে ডক্টর পার্কার (১)-এর গীর্জাতে তাঁহার উপদেশ শুনিতে যাই। আজ হইতে গীর্জা বন্ধ হইল। ডঃ পার্কারের বক্তৃতার প্রণালী নূতন প্রকার—অঙ্গভঙ্গী, নাট্যভাব অনেক। কখনও বা অস্থানে চীৎকার করিয়া উঠেন, আবার তৎপরক্ষণেই স্বর এত নীচু হইয়া যায় যে, প্রায় শুনিতেই

(১) Dr. Joseph Parker, D. D.—কন্‌গ্রিগেশনাল ইউনিয়ন নামক খৃষ্টীয় সমিতির সভাপতি এবং আবেগ, উচ্ছ্বাস ও উদ্দীপনাপূর্ণ ধর্মযাজক।

খৃষ্টানগণ প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত, যথা:—(১) অর্থডক্স চার্চ, (২) ক্যাথলিক চার্চ এবং (৩) প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চ; ইহারা সকলেই ত্রিনীতিবাদী—(১৬ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। প্রটেস্ট্যাণ্ট চার্চের অন্তর্গত দুইটি প্রধান বিভাগ—(ক) অ্যাংগ্লিক্যান চার্চ ও (খ) ফ্রী চার্চ। এই শেষোক্ত ফ্রী-চার্চ প্রটেস্ট্যাণ্টগণ বহুবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত, যথা:—কংগ্রিগেশনালিস্ট, ব্যাপ্‌টিস্ট, মেথডিস্ট, স্যালভেশনিস্ট, প্রেসবিটীরিয়ান, ফ্রী-এপিস্কোপ্যাল, কোয়েকার, ইত্যাদি।

পাওয়া যায় না। যাহা বলিলেন, তাহাও আবার খুব গভীর বোধ হইল না। এখানে উপাসকমণ্ডলীর কার্যনির্বাহের জন্য কতকগুলি ডীকন আছে দেখিলাম; উপাসকমণ্ডলীর কাহারও পীড়া হইলে, ইঁহাদিগকে সংবাদ দিতে হয়। তাঁহারা রোগীর সেবাশুশ্রূষার তত্ত্বাবধান করেন। এ প্রথা সুন্দর।

আর একটা দেখিলাম যে, ইঁহারা স্যাল্‌ভেশন আর্মির লোকদিগকে এই মন্দিরে উপাসনা করিতে ডাকিয়াছিলেন এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের খৃষ্টানদিগকেও ডাকিয়া থাকেন। এখানকার খৃষ্টীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে উদারতা ক্রমশ বর্ধিত হইতেছে।

বোর্ড স্কুল

২৩-৭-৮৮। আজকার বিশেষ ঘটনা, মিস্ টেশমাখের (Teshemacher) ও মিস ব্যাট্রাম-এর সঙ্গে একটি বোর্ড স্কুল দেখিতে গেলাম। বোর্ড স্কুলগুলি গবর্নমেণ্টপরিচালিত স্কুল; স্কুল-ফী বাদে যাহা অভাব পড়ে, রাজস্ব হইতে দেওয়া হয়। কতকগুলি নির্দিষ্ট ভিজিটর বা পরিদর্শক আছে, যাহারা সর্বদা ঘুরিয়া দেখে যে, কোন বালকবালিকা স্কুলে না গিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে কি না। যদি এমন কোন বালক-বালিকাকে দেখিতে পায়, তাহা হইলে তাহার পিতা-মাতার সহিত সাক্ষাত করে এবং ছেলেমেয়ে স্কুলে দিতে বলে। যদি তাহারা না দেয়, ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদিগের দণ্ডবিধান করিতে পারে। স্কুলের মাস্টার ও ম্যানেজার এবং বোর্ডের মেম্বর—সব স্থানীয় লোকেই মনোনীত করে।

নূতন যাহা দেখিলাম :—

সিস্টেম অব্ থ্রী—গণনা শিখাইবার সুন্দর প্রণালী, অব্জেক্ট লেসনের ছোট মিউজিয়ম, র্যাক্শন সংগ্ ও ড্রিল।

সেখান হইতে আসিয়া পার্লামেণ্টে যাওয়া গেল। তিনটা হইতে সাড়ে এগারটা পর্যন্ত থাকিলাম। পরে রাত্রে বাড়িতে আসিবার সময় ক্যাম্‌ডেন টাউন স্টেশনের কাছে নামিলাম; ভাবিলাম এত রাত্রে লণ্ডনের রাস্তাতে কিরূপ লোক থাকে দেখিব; রাস্তাতে বড় বেশি লোক দেখিতে পাইলাম না।

২৪-৭-৮৮। আজ আহারের পর কয়েকখানি পত্রের উত্তর দিয়া পেল মেল গেজেটের প্রুফ লইয়া মিস্ কলেটের নিকট গেলাম। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া একটু ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম, কোথাও বাহির হইতে ইচ্ছা হইল না। পরে পার্কারের প্রার্থনা পড়িলাম ও মিস্ ম্যালিস্‌কে (গৃহকর্ত্রীর এক কন্যা) একটু পড়িয়া শুনাইলাম।

সন্ধ্যার পূর্বে মিঃ মালের বাড়িতে চাইল্ড ম্যারেজের উপর যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহার আলোচনাসভায় গমন করিলাম। মিঃ মালের বাড়ীতে আহার করিলাম। ডিনারের পর ক্রমে ক্রমে এক-একটি করিয়া ভারতবর্ষীয় বন্ধুগণ আসিতে লাগিলেন। ক্রমে আলোচনা আরম্ভ হইল। আমি পূর্বদিনের বক্তৃতা রিক্যাপিচ্যুলেট করিলাম। তৎপরে বিতর্ক আরম্ভ হইল। এই ডিবেটের দুইটি বিষয় দেখিয়া আমি দুঃখিত হইলাম। অনেকগুলি যুবক এমন ভাবে কথা কহিল যে, ইংলণ্ডে বাস করিয়া তাহাদের যে কোন উপকার হইয়াছে এরূপ বোধ হইল না। বিবাহের এমন নিকৃষ্ট আদর্শ উপস্থিত করিতেলাগিল যে শুনিয়া ঘৃণা হয়। একজন পার্সি, যে পাতশার ভাই, বলিল—Spiritual ideal of marriage কি ?—আমি বুঝি না। সে সেন্টিমেণ্টকে অবজ্ঞা করিতে লাগিল। আমি প্রত্যুত্তরে খুব জোরের সহিত বর্তমান জড়বাদ ও তাহার অনিষ্টকারিতা প্রদর্শন করিলাম। আমার কথাতে কেহ কেহ একটু একটু বিরক্ত হইতেছিল; কিন্তু উপসংহারে দেখিলাম, সকলেই সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

সেখান হইতে প্রায় ১১টার সময় রওনা হইলাম। গাওয়ার স্ট্রীট স্টেশন হইতে ইউস্টন রোডের কোণে ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়াছি; এক সুন্দরী হাসিয়া আমাকে বলিলেন—আমাকে বাসে করিয়া লইয়া যাইবে ?—অর্থাৎ বাসাতে। আমি তাহার কথার উত্তর দিলাম না; সে বুঝিল যে আমি ও তন্ত্রের লোক নই; অমনি সরিয়া দাঁড়াইল। বিদেশী লোকের পক্ষে লণ্ডন ভয়ানক স্থান; এখানকার কুলটারা ইংরাজ ভদ্রলোকদিগকে যেরূপ বিরক্ত করিতে সাহস করে না, বিদেশীয়দিগকে সেরূপ বিরক্ত করিতে সাহসী হয়। চরিত্রের তেজ ও মনের বল না থাকিলে সেখানে অক্ষতভাবে দাঁড়াইয়া থাকা বড় কঠিন।

উইণ্ডসর ক্যাস্‌ল্‌

২৫-৭-৮৮। আজ বাড়ি হইতে বাহির হওয়া যায় নাই। মনে করা গেল যে বৃহস্পতিবার উইণ্ডসর ক্যাস্‌ল্‌(১) দেখিতে যাওয়া যাইবে, রাত্রে লর্ড নর্থব্রুক (২)-এর বাড়িতে যাইতে হইবে; সেদিন আর পত্রাদি লেখার সময় হইবে না; আজ বাড়ির পত্রের জবাব লিখি। তাহাতেই দিন কাটিল।

২৬-৭-৮৮। আজকার বিশেষ ঘটনার মধ্যে আমরা প্রায় ২৪ জন ভারত-বর্ষীয় লোক এবং মিস্‌ ম্যানিং, মিস্‌ টেশমাখের ও মিস্‌ ব্যাট্রাম—এই ২৭ জনে মিলিয়া উইণ্ডসর ক্যাসল দেখিতে যাই। মিস্‌ ম্যানিঙের যত্নে ও চেষ্টায় এই বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মহারাণী (ভিক্টোরিআ) এখন উইণ্ডসরে নাই, সুতরাং আমাদের দেখিবার সুবিধা হইয়াছিল। মহারাণীর শয়নঘর ভিন্ন আর সমুদায় দেখা গেল। ছবি, প্রস্তর খোদিত মূর্তি, প্রভৃতি যত কিছু দেখা গেল, তাহার সমুদায় স্মরণ রাখাই কঠিন। তবে ঐতিহাসিক যে সকল বস্তু দেখিলাম, তাহাই স্মরণের যোগ্য :—(১ম) অষ্টম হেনরী রাণী য়্যান্‌বলিনকে যে ঘড়ি উপহার দেন; (২য়) প্রথম চার্ল্‌স্‌ ও ম্যাগ্‌নাকার্টা; (৩য়) ভগ্ন মাস্তুলের উপর প্রতিষ্ঠিত নেল্‌সন (৩)-এর প্রতিমূর্তি; (৪র্থ) জেনারেল গর্ডনের বাইবেল; (৫ম) ডিউক অব ওয়েলিংটন ও প্রিন্সেস রয়্যালকে উপহার দান;

(১) Windsor Castle—এই প্রাচীন প্রাসাদ বৃটিশ রাজপরিবারের প্রধান বাসস্থান ছিল; ইহা লণ্ডন হইতে ২২।২৩ মাইল পশ্চিমে টেম্‌স্‌ নদীর তীরে অবস্থিত।

(২) Lord Northbrook, First Earl of Northbrook—ভারতে বড়লাট (১৮৭২—৭৬); পরে গ্ল্যাড্‌স্টোন মন্ত্রিসভায় ফার্স্ট লর্ড অব দি য়্যাড্‌মিরাল্‌টি হইয়াছিলেন।

(৩) Horatio Nelson, Viscount—ব্রিটিশ জাতির সুবিখ্যাত এবং সর্বশ্রেষ্ঠ নৌসেনাপতি। ইনি ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে "নীলনদের যুদ্ধে" ফরাসী সাধারণ-

(৬ষ্ঠ) ইংলণ্ডের বড় বড় লোকের ছবি (অধিকাংশ ঢাকা); (৭ম) ক্রমওয়েল য়্যাণ্ড রয়ালিস্ট প্রিজনার; (৮ম) দি হাইট অব ক্রমওয়েল'স পোর্টার; (৯ম) উল্‌সি চ্যাপেল।

রাত্রে লর্ড নর্থব্রুকের বাড়িতে লণ্ডনবাসী ভারতবর্ষীয়গণ একত্র হইয়া লর্ড ল্যান্সডাউনকে (১) অভিনন্দনপত্র দেন। তাহাতে আমি উপস্থিত ছিলাম। সেই পত্রখানি দাদাভাই নৌরোজি পড়িলেন।

২৮-৭-৮৮। আজ প্রাতঃকাল হইতে শরীরটা বড় দুর্বল, সুতরাং আজ আর বাহির হইলাম না; কেবল একবার মিস্ কলেটের বাড়িতে গিয়াছিলাম। তাঁহার শরীর পূর্বদিনই বড় অসুস্থ ছিল। তিনি এখন রামমোহন রায়ের মধ্যে বাস করিতেছেন। সেই ধ্যান, সেই জ্ঞান, সেই চিন্তা, সেই স্বপ্ন! কত বিষয়ই পড়িয়া শুনাইলেন; বাপরে বাপ! এই বৃদ্ধাবস্থায় মৃত্যুমুখে সতত বাস করিয়াও এত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন; ইহাই আশ্চর্য।

রাত্রে বাড়ির পত্র পাইলাম। হেম মিস্ য়্যালিসকে যে পত্র লিখিয়াছে তাহা পড়িয়া সকলে সন্তোষ লাভ করিলেন।

ভন্নের সেনাপতি নেপোলিয়নের রণতরী-বহর বিধ্বস্ত করেন; আবার ১৮০৫ অব্দে "ট্র্যাফাল্‌গারের যুদ্ধে" সম্রাট নেপোলিয়ন দ্বারা একত্রিত ফ্রান্স ও স্পেনের সম্মিলিত নৌবহর ধ্বংস করিয়া অক্ষয় কীর্তি অর্জন করেন, যদিও এই বিজয়ের মুহূর্তেই শত্রুর গুলিতে তিনি নিহত হন! তাঁহার মৃতদেহ সসম্মানে লণ্ডনস্থ সেন্ট পল'স ক্যাথিড্রালের সংলগ্ন গোরস্থানে সমাহিত করা হয়। তাঁহার স্মৃতি রক্ষার্থে লণ্ডনের ট্র্যাফাল্‌গার স্কোয়ারে একটি সু-উচ্চ স্তম্ভের উপর তাঁহার প্রতিমূর্তি স্থাপিত হয়।

(১) Lord Lansdowne, Fifth Marquess of Lansdowne—এই সময়ে তিনি ভারতের বড়লাট ও রাজপ্রতিনিধি পদের জন্য মনোনীত হন এবং ১৮৮৮-৯৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত শাসন করেন। পরে তিনি ব্রিটিশ মন্ত্রিসভায় যুদ্ধ এবং বৈদেশিক বিভাগের সেক্রেটারি হইয়াছিলেন।

২৯-৭-৮৮। আজ প্রাতে দেবেন্দ্র মল্লিক ও মাড্‌গাওকার (১)—দুইটি যুবক আমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিলেন; আমি তাঁহাদিগের সহিত ধর্ম বিষয়ে আলাপ করিলাম। মাডগাওকার নামক যুবকটি আমার পরলোকগত বন্ধু ওআগ্‌লের ভাগিনেয়। মাডগাওকারকে খুব মনোযোগী বোধ হইল। টমাস এ-কেম্পিস(২)-এর 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' নামক ধর্মপুস্তক হইতে কিছু কিছু পড়িলাম এবং পার্কারের একটি প্রার্থনা পড়িলাম। "জানলাম না মা, বুঝলাম না মা"—এই গানটি করিলাম। দেবেন মল্লিককে ভক্তিভাবে এই গানে যোগ দিতে দেখিলাম। ছেলে দুটি ভাল ভাবে থাকিলে হয়।

ব্রিক্স্টন চ্যাপেল

রাত্রে ব্রিক্স্টন চ্যাপেলে (৩) মিঃ এইন্সওঅর্থের ভজনালয়ে ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে কিছু বলি। বক্তব্য কিছু লম্বা হইয়া গেল, তেমন ভাল হইল না; যদিও ডেভিড মার্টিনো সন্তোষ প্রকাশ করিলেন, আমার সন্তোষ হয় নাই।

৩০-৭-৮৮। আজ প্রাতে আহারের পর দুর্গামোহনবাবুর সহিত দেখা করিতে গেলাম। সেখানে পার্বতীবাবুও ছিলেন; তিন বন্ধুতে অনেকক্ষণ কথা-

(১) Sir Gobind Dinanath Madgavkar—বম্বে প্রার্থনা সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা দীননাথ বিষ্ণু মাডগাওকারের জ্যেষ্ঠ পুত্র; ইনি ঐ সময়ে আই সি এস পরীক্ষা দিবার জন্য লণ্ডনে অবস্থান করিতেছিলেন। আই সি এস পরীক্ষা পাশ করিয়া পরে তিনি বোম্বাই হাইকোর্টের জজ হইয়া 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন।

(২) Thomas a. Kempis (1379—1471)—একজন জার্মান সাধু। ইনি যৌবনে সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিয়া দীর্ঘজীবন ধর্মচর্চায় যাপন করেন। ইহার লিখিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'-নামক ভক্তিগ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

(৩) Brixton Chapel—লণ্ডন হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত উদার-পন্থী ইউনিটেরিয়ানগণের ভজনালয়।

বার্তা গল্পগাছা হইল। ব্রিক্সটনে যে উপদেশ দিই, সে সম্বন্ধে তাঁহারা উভয়েই বলিলেন যে, আমার ইংরাজীর অনেক উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু দুইটি দোষ তাঁহারা দেখিয়াছেন: প্রথম মুদ্রাদোষ, দ্বিতীয় অতিরিক্ত চীৎকার। এই দুইটি আমার বাংলা বক্তৃতারও প্রধান দোষ। আমি কতবার প্রতিজ্ঞা করিয়া দাঁড়াইয়াছি যে, এই দুইটি পরিহার করিব; কিন্তু একটু উষ্ণ হইলেই তাহা আর মনে থাকে না। এই দুইটি দোষ সংশোধনের জন্য কি করা যায়? কিন্তু সংশোধন করিতেই হইবে। এখানে যদি অধিকদিন থাকিতে পারা যায় ও ডিবেটিং সোসাইটিতে যোগ দেওয়া যায়, তাহা হইলে সংশোধন হইতে পারে। 'কিউ' হইতে ফিরিতে অনেক বিলম্ব হইল বলিয়া আর মিস্ কলেটের বাড়ি যাওয়া গেল না।

মিঃ ডব্লিউ টি স্টেড

আসিয়া তাড়াতাড়ি আবার সাজ গোজ করিয়া মিস্টার স্টেড্-এর বাড়ির অভিমুখে যাত্রা করা গেল। এখান হইতে পাঁচটার সময় বাহির হইয়া উইম্বল্ডনে (১) তাঁহার বাড়িতে পৌঁছিতে ৬॥০টা বাজিয়া গেল। পৌঁছিবামাত্র মিঃ স্টেড আসিয়া একেবারে বন্ধুভাবে লইলেন। লোকটির মুখে এমন সরলতা এবং বালকের ন্যায় নির্দোষ ভাব যে দুই মিনিটের মধ্যে পর ভাব চলিয়া যায়, আত্মীয়তা জন্মে। মিসেস স্টেড্টিও তেমনি। ঐ রমণীর মুখে কি সাধুতা ও সৌজন্যমাখা! 'সেল্ফ গবর্নমেন্ট ইন্ ইণ্ডিয়া' ও 'বার্মীজ কোয়েশ্চন' বিষয়ে অনেক কথা হইল। আমি অসঙ্কোচে সমুদায় মনের ভাব প্রকাশ করিলাম। ইঁহাদের সহবাস এমনি মিষ্ট বোধ হইতে লাগিল যে, আর

(১) Wimbledon—লণ্ডন হইতে ৭॥৮ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মিউনিসিপাল অধিকার-সম্পন্ন একটি ক্ষুদ্র শহর। ইহার উত্তর প্রান্তে সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রান্তর বর্তমানকালে "লন-টেনিস" প্রতিযোগিতার ক্রীড়াভূমিরূপে জগৎ-প্রসিদ্ধ।

ছাড়িয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। অবশেষে রাত্রি দশটার পর বিদায় লইয়া আসা গেল ; বাড়িতে পৌছিতে ১২টা বাজিয়া গেল।

৩১-৭-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে রামমোহন রায়ের ঈশোপনিষদের ভূমিকা হইতে মিস্ কলেটের জন্য একটু অনুবাদ করিলাম। তৎপরে তাঁহার বাড়িতে গেলাম। সেখান হইতে বাহির হইয়া মিস্ ম্যানিঙের বাড়িতে গেলাম। তিনি ইতিমধ্যে ভারতবর্ষে যাইবার জন্য প্যাসেজ বুক করিয়াছেন। সেখান হইতে বাসায় ফিরিয়া শরীরটা খারাপ বোধ হইতে লাগিল। আজ আর বিশেষ কিছু করিতে পারিলাম না। সকাল সকাল শয়ন করা গেল।

১-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহারের পর কয়েকখানি পত্রের উত্তর দিলাম। তৎপরে মিঃ স্টেড্ ও মিঃ ম্যাকল্যারেনের পত্র লইয়া প্রথমে স্যাল্‌ভেশন আর্মির হেড কোয়ার্টার্সে গেলাম। মিসেস বুথ অত্যন্ত পীড়িত বলিয়া দেখা হইল না। দেখিলাম, সেই বাড়ীর নীচের তলায় মীটিং চলিতেছে এবং শুনিলাম যে প্রতিদিন এইরূপ চলিয়া থাকে। নাচুনে স্বরে গান হইতেছে ; একটি বালিকা হাততালি দিয়া গাইতেছে ও মধ্যে মধ্যে এক একদল নিজ নিজ জীবনে ঈশ্বরের করুণার সাক্ষ্য দিতেছে। মিসেস বুথের সঙ্গে দেখা হইল না, কিন্তু আর একজন অফিসার আসিয়া আমার সঙ্গে অনেক কথা কহিলেন ও কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে দিলেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া 'ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ু'-এর সম্পাদকের উদ্দেশে ঐ অফিসে গেলাম। সেখানে শোনা গেল, তিনি সেখানে থাকেন না। বাড়িতে আসিয়া খবরের কাগজ পড়িতে অনেক সময় গেল। তৎ-পরে 'আসাম কুলী য়্যাক্ট' পড়িতে বসিলাম। খানিক পড়িতে পড়িতে আহারের সময় উপস্থিত হইল। আহারের পর আর পড়িতে পারিলাম না ; হাত পা একটু কামড়াইতেছে। যেদিন বৃষ্টি-বাদল হয়, বা ঠাণ্ডা পড়ে, সেই দিনই আমার হয় কাসি, না হয় হাত পা কামড়ান, একটা কিছু হয়।

২-৮-৮৮। আজ প্রাতে দেখি রৌদ্র উঠিয়াছে। আকাশ পরিষ্কার হইয়াছে। আজ প্রাতঃকালে আসাম কুলী আইন পড়িলাম। মধ্যাহ্নে কুক কোম্পানির অফিসে স্টীমারের সময় জানিতে গেলাম। সেখান হইতে হাণ্টসাহেবের বাড়িতে

মিসেস হার্ণ্টের সঙ্গে দেখা করিলাম। ছেলেমেয়েদের মধ্যে 'বার্বারা' ঘরে ছিল। সে বলিল যে, তাহারা ১০ই আগস্ট আইল অব ওআইট(১)-এর Ryde নগরে যাইতেছে, একমাস সেখানে থাকিবে। তাহাদের বাড়ি হইতে আসিয়া আর কোথাও যাওয়া গেল না। আহারাদির পরে একটু পড়িয়া দশটার সময় শয়ন করিতে যাওয়া গেল।

৩-৮-৮৮। আজ দেশে পত্র লিখিবার দিন; প্রাতে আহারান্তে আত্মীয়-বন্ধুদিগকে কয়েকখানি চিঠি লিখিলাম। আজ মন যখন উপাসনাতে নিমগ্ন হইল, তখন একটি সত্য মনে অতি উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল। ধর্মজীবনের প্রারম্ভ হইতে আজ পর্যন্ত আমার আত্মার গভীর বেদনাসকল আমি কাহাকেও বলি নাই; স্ত্রী, কন্যা, বন্ধু-বান্ধব কাহাকেও বলি নাই। ধর্মজীবনের সাহায্য অনেকের নিকট পাইয়াছি, কিন্তু গভীর আধ্যাত্মিক সংগ্রামে কাহারও সাহায্য পাই নাই। আমি দেখিতেছি, পিতামাতা, স্ত্রী-পুত্র, বন্ধুবান্ধব সকলে আমার মনের বাহিরে। সে নিস্তব্ধ রাজ্যে তাঁহাদের প্রবেশাধিকার নাই; প্রবেশ করিবার শক্তিও নাই; প্রবেশ করিলেও স্থায়ী সাহায্য করিবার ক্ষমতা নাই; সুতরাং সেদিক হইতে সাহায্যের আশা করা নির্বোধের কাজ। কিন্তু একজন আমার নিস্তব্ধাগারে রহিয়াছেন, যাঁহা হইতে আমার ইহপরকালে দূরে যাইবার উপায় নাই; যিনি মনের মন হইয়া মনের অন্তস্তলে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। ইহার সখিত্বই আমার প্রকৃত সখিত্ব। এই ভাব ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিল। এই ভাব লইয়া বেড়াইতে বাহির হইলাম; তিন কোয়ার্টার্স কাল রাস্তায় ঘুরিলাম; কি দেখিলাম, কোথায় পা দিলাম, কিছুই জানি না। সায়ংকালে প্রাণে অনেকটা শান্তি আসিল।

(১) Isle of Wight—ইংল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূলের অদূরে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ—ইহার শান্ত প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুর জন্য স্বাস্থ্য ও বিশ্রাম-সুখান্বেষীদিগের অতি প্রিয় স্থান। ইহার প্রধান বন্দর 'রাইড' পোর্ট্‌স্‌মাথ হইতে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত।

ইটালিয়ান এগ্‌জিবিশন

৪-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহারের পর চারখানি পত্র লিখিলাম। তৎপরে "ইটালিয়ান এগ্‌জিবিশন" দেখিতে গেলাম। সেখানে মার্বলপ্রস্তরে খোদিত মূর্তি ও ছবি অতি আশ্চর্য। 'রোমান ফোরাম্ (১)-এর ভগ্নাবশেষমধ্যে জনতার যে ছবিটি আছে, তাহা অত্যাশ্চর্য। একটি রেলওয়ে স্টেশনের যে পার্স্‌পেক্‌টিভ্ আছে তাহাও অদ্ভুত। ইটালীয়গণ শিল্প বিষয়ে অদ্বিতীয়।

সেখান হইতে মিসেস নাইটের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা ও আহার করিয়া মিঃ দাদাভাই নৌরোজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার বাসায় "টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়ার" ভূতপূর্ব এডিটারের সঙ্গে দেখা হইল। নৌরোজী-মহাশয়ের সহিত আসাম কুলী আইন ও লণ্ডনে ভারতবর্ষীয় এজেন্সি সম্বন্ধে অনেক কথা হইল—তৎপরে বাড়িতে আসিলাম। আসিয়া দেখি, ডরোথিনাম্নী মিস্ এডিথ (গৃহকর্ত্রীর এক কন্যা)-এর ছাত্রীটি আসিয়াছে। তাহার মুখে একটি চুম্বন করিলাম ; মেয়েটি দশ বৎসরের হইবে ; সুন্দর মেয়েটি। এইরূপ ছোট ছেলেমেয়ে বাড়িতে আসিলে বড় আনন্দ হয়।

(১) Forum Romanum—'ফোরাম' বলিতে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যে শহরের মধ্যবর্তী সেইসমস্ত উন্মুক্ত স্থানকে বুঝাইত, যেখানে জনসাধারণ সমবেত হইয়া পণ্য দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় ছাড়াও তাহাদের নাগরিক এবং রাজনীতিক জীবনের বিবিধ ক্রিয়াকলাপ—বিশেষত বিচারকার্য—সমাধান করিত। কিন্তু "ফোরাম রোমানাম" ছিল প্রাচীন রোম মহানগরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত সেই সুবিখ্যাত উন্মুক্ত স্থান, যাহার চতুর্দিক বহু সুরম্য অট্টালিকা, বিচিত্র কারুমণ্ডিত মন্দিরাদি এবং সুদৃশ্য বিগ্রহ ও প্রতিমূর্তিসমূহ দ্বারা সুসজ্জিত ছিল। ইহার সন্নিকটে "ক্যাপিটলাইন" পাহাড়ের উপর দেবরাজ জুপিটারের মন্দিরই ছিল প্রাচীন রোমের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবমন্দির। কালক্রমে সে সমস্তই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। আধুনিককালে সেই ধ্বংসাবশেষ খনন করিয়া সেইসব প্রাচীন কীর্তির ভগ্নাবশেষ কিছু কিছু রক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে।

সায়ংকালীন আহারের পর শহরের বেচা কেনা দেখিবার জন্য বাহির হইলাম। হ্যাম্প্‌স্টেড্‌ রোডে অনেকক্ষণ বেড়াইয়া রাত্রি দশটার পূর্বে বাড়িতে আসিয়া শয়ন করিলাম।

৫-৮-৮৮। আজ প্রাতে গোবিন্দ মাড্‌গাওকার আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সঙ্গে 'ইমিটেশন অব্‌ ক্রাইস্ট' হইতে কিছু পড়িলাম। ঈশ্বরের সত্তা সম্বন্ধে কথা হইল ও পার্কারের একটি প্রার্থনা পড়া গেল।

আহারের পর রেভাঃ স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুকের নিকট গেলাম। তিনি বিশেষ ভালবাসা দেখাইলেন; তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইল।

দেশের লোকের যে চারিটি ধারণার সহিত আমরা সংগ্রাম করিতেছি, তাহা বলিলাম :— (১) সাকার ভিন্ন উপাসনা হয় না;
(২) ব্রহ্মোপাসনা গৃহীর জন্য নহে;
(৩) জাতিভেদ ভাঙিয়া ধর্মকে রাখা যায় না;
(৪) দল বাঁধিয়া উপাসনা হয় না।

আমি বলিলাম, এই চারিটি বিষয়ে আমরা কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য হইয়াছি। আমার মা যে হেমকে বলিয়াছেন—"ইহারা কিছু পাইয়াছে", তাহা শুনিয়া তিনি বিশেষ খুশী হইলেন।

সাধুদের প্রতি কি ভাব হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে কথা হইল। তিনি বলিলেন, "গড্‌ রিভীল্‌স্‌ হিমসেল্‌ফ্‌ থ্রু দেম; টু য়্যাটাক দেম উড বী য়্যাটাকিং গড্‌স রেভেলেশন"। আমি তাঁহাকে গোবিন্দ মাডগাওকারের মাতার পত্রের কথা বলিলাম, কেমন তাহার মাতা তাহাকে সাধুদের উপদেশাবলী সংগ্রহ করিতে বলিয়াছেন। ইহা শুনিয়া তিনি বড় খুশী হইলেন। যখন বলিলাম, "ভারত-বর্ষে 'নব্য হিন্দুগণ' আমাদের বিপক্ষে; প্রাচীন সম্প্রদায় নিরাশ হইয়া সমর-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন,"—তখন তিনি বলিলেন, "এই 'নিও-হিন্দু' (১)

(১) Neo-Hindu-দল—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কার-বিরোধী পৌত্তলি-কতার সমর্থনকারী নব্য হিন্দুগণ।

দল দাঁড়াইবে না। খৃষ্টধর্ম প্রচার আরম্ভ হইলে, গ্রীকদিগের মধ্যেও ঐরূপ একদল উঠিয়াছিল; তাহারা দাঁড়াইতে পারিল না।" তিনি আরও বলিলেন, —"দ্য রিলিজ্যাস ফিউচার অব ইয়োর কান্ট্রি ইজ ইন ইওর হ্যাণ্ড"। কি আশার কথা! হায় রে! আমরা এই মহৎ সৌভাগ্যের উপযুক্ত কিছু করিতেছি না।

সেখান হইতে বাড়িতে আসিলাম। মনটি যেন নির্জনতা চাহিতে লাগিল। আজ আর কোথাও গেলাম না।

৬-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহার করিয়া তাড়াতাড়ি প্রফেসার স্টুআর্ট-এর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য গেলাম। কুলী আইনখানি দাগিয়া লইয়া গেলাম। দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি লণ্ডনে নাই; শুনিলাম আজ আসিবেন।

সেখান হইতে সিটি রোডে গ্রীশিয়ান থিয়েটারে স্যাল্‌ভেশন আর্মির মীটিং দেখিতে গেলাম। আমি যাওয়ার পর মীটিং আরম্ভ হইল। নাচুনে সুরে গান, মেয়েরা খঞ্জনী বাজাইয়া হাততালি দিয়া, পুরুষদের সঙ্গে গাইতেছে। গান, প্রার্থনা ও নিজ জীবনে ঈশ্বরের মহিমা প্রকাশ করা—ইহাই ইহাদের প্রণালী। ইহাতে পুরুষ-স্ত্রীলোক প্রভেদ নাই। সকলেরই সমান অধিকার। এখানে একটি লোক—চোয়াড়-চোয়াড় চেহারা, হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈ জ্ঞান নাই— বলিতে লাগিল—They was, me has, thou did, ইত্যাদি ইহার ভাষা। কিন্তু সে ব্যক্তি যখন তেজের সহিত বলিতে লাগিল, অনেকগুলি পুরুষ ও স্ত্রীলোক উৎসাহে উন্মত্তপ্রায় হইয়া এক একজন করিয়া ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য আসিল। ইহারা লোকের ভাবাবেগের উপর কার্য করিতেছে। নিঃস্বার্থতার ভাবকে আগুনের ন্যায় হৃদয়ে হৃদয়ে জ্বালাইয়া তুলিতেছে। আমাদিগকে ইহাই করিতে হইবে। নতুবা ব্রাহ্ম সমাজের দুর্বলতা যাইবে না।

সেখান হইতে মিস কলেটের বাড়িতে গেলাম। মিঃ এ এম বোস আমাকে এক পত্র লিখিয়াছেন; তাহাতে বলিয়াছেন, মাঘোৎসবের পূর্বে ফিরিলে ভাল হয়। মিস কলেট ইহার বিরোধী। বাড়িতে ফিরিয়া আর কোথাও গেলাম না। কাগজপত্র পড়িতে ও ক্রাইস্টের জীবন সম্বন্ধে একখানি বই পড়িতে রাত্রি হইয়া গেল। মনটা কিছুতেই বসিতেছে না।

৭-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে তাড়াতাড়ি প্রফেসর স্ট্ুআর্ট (১)-এর বাড়িতে গেলাম। তিনি 'আসাম কুলী'সম্বন্ধে পার্লামেণ্টে প্রশ্ন করিতে স্বীকার করিলেন। দুইটি প্রশ্ন লিখিয়া আমাকে কুলী আইনের সঙ্গে মিলাইবার জন্য দিলেন। আবার পরদিন যাইবার কথা।

সেখান হইতে দাদাভাই নৌরোজীর নিকট আসিলাম; তাঁহাকে প্রশ্ন দুইটি দেখাইয়া সেখান হইতে বিদায় লইলাম। তৎপরে অক্সফোর্ড ষ্ট্রীটে "ডেভিড স্কট য়্যাণ্ড কোম্পানী"র পুস্তকের দোকানে গেলাম। সেখানে জানিলাম, স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক সাহেব "Early Life of Jesus" বইখানি আমাকে উপহার দিয়াছেন। সেখানে একখানা 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' ক্রয় করিয়া বাড়িতে আসিলাম। শরীরটা অতিশয় ক্লান্ত বোধ হইতে লাগিল। একটু বিশ্রাম করিয়া ডব্লিউ সি বনার্জী (২) ও পি সি রায়কে (৩) পত্র লিখিয়া ডাকঘরে দিয়া আসিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়িতেই থাকিলাম। ইচ্ছা ছিল, কিছু লিখিব; কিন্তু শরীর মন কেমন অসুস্থ; ভাল লাগিল না।

৮-৮-৮৮। আজও প্রাতে আহারান্তে প্রফেসর স্ট্ুআর্টের বাড়িতে গেলাম। যাইবার সময় রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা, পাকড়াশী মহাশয়ের(৪) ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বক্তৃতা প্রভৃতি লইয়া গেলাম। এগুলি যাতায়াতের পথে পড়িবার জন্য সঙ্গে লইলাম। স্ট্ুআর্টসাহেবের ঘরে অন্য একজন লোক ছিলেন, সেই জন্য বেশী

(১) ইনি কোন্ স্ট্ুআর্ট এবং কোথাকার প্রফেসর সন্ধান মিলিল না; এই ডায়েরির বিবরণ হইতে মনে হয় ইনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের সভ্য ছিলেন।

(২) Woomesh Chunder Bonnerjee—প্রখ্যাত ব্যারিস্টার-য়্যাট-ল', জাতীয় নেতা এবং প্রথম ভারতীয় স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল। ইনি জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে (১৮৮৫) ও অষ্টম অধিবেশনে (১৮৯২) সভাপতিত্ব করেন।

(৩) স্বনামখ্যাত বৈজ্ঞানিক, আচার্য স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

(৪) পণ্ডিত অযোধ্যানাথ পাকড়াশী—আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম প্রচারক।

কথা হইল না; তাঁহার নিকট কুলী আইনখানা রাখিয়া ও তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে বলিয়া বাড়ি অভিমুখে ফিরিলাম। পথে ডক্টর টাইসেনের চেম্বার—তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম; কিন্তু দেখা হইল না।

"জর্জ স্যাণ্ড"

তৎপরে ফ্লীট ষ্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকানে স্টেডসাহেবের ছেলেদের জন্য ছবির বই কিনিতে গেলাম। সেখান হইতে বাড়িতে আসিবার সময় "জর্জ স্যাণ্ড" (১) এই ছদ্ম-নামধারিণী প্রসিদ্ধ উপন্যাস-লেখিকার জীবনচরিত একখানি হেমের জন্য ক্রয় করিলাম; আগে পড়িয়া তৎপরে কন্যার হাতে দিতে হইবে। সেই দোকানে তিন ভল্যুমে জর্জ ইলিয়টের (২) জীবনচরিত দেখিলাম। শুক্রবার তাহা কিনিয়া আনিতে হইবে।

বাড়িতে আসিয়া পাকড়াশীমহাশয়ের ব্রহ্ম বিদ্যালয়ের বক্তৃতা সমুদয় পড়িয়া ফেলিলাম। তৎপরে সাজিয়া হার্ট সাহেবের বাড়িতে আহার করিতে গেলাম।

---

(১) Madame Dudevant (Pen-name—George Sand)—এই ফরাসী ঔপন্যাসিকার প্রথম উপন্যাস—Rose et Blanche—"জুল্ সাঁ" এই পৌরুষ ছদ্মনামে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য জগতে ইহা সমাদরে গৃহীত হইবার পর ইনি "Indiana" নামক তাঁহার পরবর্তী উপন্যাস "জর্জ স্যাণ্ড" এই ছদ্মনামে প্রকাশ করেন এবং তদবধি সাহিত্য জগতে এই মহিলা উক্ত পুরুষের নামই রক্ষা করেন। তিনি অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়া ফরাসী সাহিত্যে যশস্বিনী হইয়াছিলেন। ইংরেজ ঔপন্যাসিকা "জর্জ ইলিয়ট"-এর সহিত এই ফরাসী মহিলার জীবনচরিত বহুলাংশে মেলে।

(২) Mary Ann Evans (Pen-name—George Eliot)—এই ইংরেজ মহিলাও পুরুষের ছদ্মনামে অনেকগুলি উপন্যাস লিখিয়া সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'অ্যাডাম বীড', 'রোমোলা', 'সাইলাস মার্নার' 'মিল অন দ্য ফ্লস', ইত্যাদি পুস্তক ইংরেজি-শিক্ষিত-সমাজে সুপরিচিত।

হাণ্ট-এর তিন কন্যা। একটির বিবাহ হইয়া ঈজিপ্টে আছে; বার্বারা ঘরের কাজকর্ম করে, তত বুদ্ধিমতী নয়; লেথী (Lethie) বুদ্ধিমতী, বয়স ১৭ কি ১৮ বৎসর—সপ্রতিভ। অ্যালবার্ট ছেলেটি বোধ হয় গর্দভ হইবে; তামাক খাইতে শিখিয়াছে, বাইসিকেল চড়িতে ভালবাসে, পড়াতে বিশেষ মনোযোগ নাই; ১৬।১৭ বৎসর বয়স হইল, কিছু শেখেও নাই। মিঃ হাণ্টটি বড় ঠাণ্ডা লোক; স্বামী-স্ত্রীতে বড় প্রণয়। আমরা বসিয়া গল্প-গাছা করিতেছি, এমন সময় মিঃ হাণ্ট আসিলেন—আসিয়া আমার সঙ্গে 'গুড ঈভ্‌নিং' করিয়া মিসেস হাণ্টকে বলিলেন, "ও তোমাকে 'গুড ঈভ্‌নিং' করা হয় নাই"—বলিয়া তাঁহাকে চুম্বন করিলেন। অমনি লেথী মেয়েটা লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, "যত চুমা বুঝি কেবল মাকে, আমাকে কেন চুমু দেবে না?"—এই বলিয়া বাপের গলা জড়াইয়া এক প্রকাণ্ড চুমা দিল। কি সুন্দর! কি পবিত্র সরলতা!

আহারের পর আমি মেয়েদিগকে 'বাঘবন্দী' খেলা শিখাইলাম; খুব খেলা চলিল। কি আমোদ! তৎপরে প্রায় ১১টার সময় বাড়িতে ফিরিলাম।

রাত্রি ১১টার পর রাস্তাতে লোক কম হয় এবং কুলটাগণ এই সময় বাহির হয়। ক্যাম্‌ডেন রোডের মোড়ে ট্রামের জন্য অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় দুইটি বালিকা, বয়স ১৯।২০ বৎসর হইবে, আমার দিকে আসিয়া একটু দূরে দাঁড়াইয়া ডাকিতেছে, "Come in, dear." আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা কি আমাকে ডাকিতেছ?" বলিল, হাঁ। কেন? উত্তর—আমাদের দুজনের সঙ্গে একটা ঘরে চল না! আমি বলিলাম, "ক্ষমা কর, আমি ট্রামের জন্য দাঁড়াইয়া আছি, এখনি যাইব।" এমন সময় ট্রাম আসিয়া উপস্থিত হইল। আমিও যাত্রা করিলাম।

৯-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে পার্বতীবাবুর নিকট টাকার জন্য যাওয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে প্রায় চার ঘণ্টা যাপন করিলাম। কিউ গার্ডেনে প্রবেশ করিয়া ইকনমিক মিউজিয়ম ও নানা প্রকার উষ্ণ দেশীয় গাছ, অর্কিড, ক্রোটন প্রভৃতি দেখিলাম। সেখান হইতে বাসাতে ফিরিয়া স্টেড্‌সাহেবের বাড়িতে যাওয়া গেল। তাঁহার সঙ্গে অনেক কথা হইল। তাঁহার পি এর

গেজেট যে সাধারণ লোকের এত প্রিয়, তাহার কারণ বুঝিতে পারিলাম : 'No question can secure the attention of the man of the street, that does not directly appeal to his heart and to his imagination.'—স্টেড এই কথা বলিলেন। আসামের কুলীদের প্রতি অত্যাচারের বিষয় তাঁহাকে বলা গেল। তিনি বলিলেন, "ইহা অপেক্ষা য়্যামেরিকান স্লেভারিও যে ভাল!" ক্রমে কথায় কথায় স্থির হইল যে, "A Plea for Slavery in India" বলিয়া কতকগুলি আর্টিকেল লেখা হইবে; তিনি লিখিবেন, আমি 'আর্মার বেয়ারার' এবং 'ওয়েপন সাপ্লায়ার' হইব। আগামী বৃহস্পতিবার গিয়া তাঁহাকে মকদ্দমা বুঝাইয়া দিব।

জগদীশ্বর এই কাজের সহায় হউন।

স্টেডের বাড়ি হইতে ফিরিতে অনেক রাত্রি হইল।

১০-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহারের পর কয়েকখানি পত্র লিখিয়া প্রফেসর স্টুআর্টের নিকট 'ইন্‌ল্যাণ্ড ইমিগ্রেশন য়্যাক্ট' আনিতে গেলাম। সেখান হইতে বাহির হইয়া হেমের জন্য জর্জ ইলিয়টের জীবনচরিত তিন ভল্যুম কিনিয়া লইয়া হাণ্ট-এর দোকানে গেলাম; সেখানে তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়া বাড়িতে ফিরিয়া আসিলাম।

কয়েকদিন অনিদ্রাতে শরীরটা আজ এত খারাপ ও দুর্বল যে, বাড়িতে কয়েকখানি পত্র লিখিতেও যেন ক্লেশ হইতে লাগিল। কোন প্রকারে কয়েকখানি পত্র শেষ করিয়া অবশিষ্ট সময় বিশ্রাম ও ঈশ্বর-চিন্তাতে যাপন করিলাম। আজ রাত্রে Mr. Waugh(১)-এর সঙ্গে দেখা করিতে যাইবার কথা ছিল, তাহা আর হইয়া উঠিল না।

১১-৮-৮৮। আজ আর কোথাও যাই নাই; কেবল দুপরবেলা মিস

---

(১) Benjamin Waugh—"সান্‌ডে ম্যাগাজিন" নামক সাপ্তাহিক পত্রের সম্পাদক, সমাজ-হিতৈষী, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগী কর্মী এবং কন্‌গ্রিগেশনাল চার্চের ধর্মযাজক।

কলেটের নিকট গিয়াছিলাম। শরীরটা কয়েকদিন ভাল ছিল না, অনিদ্রাবশত ক্লান্ত ছিল। আজ বিশ্রাম করা গেল।

প্রাতে দেবেন লিসেস্টার হইতে আসিল। সে আমার বাসার নিকটে একটা বাসা ভাড়া করিল। সে ধর্মার্থীও ব্যাকুল, কিন্তু যৌবনের যে-অবস্থাতে নানাপ্রকার সংশয় আসিয়া মনকে আন্দোলিত করে সে অবস্থা তাহার এখনও যায় নাই। সম্প্রতি ল্যুএস (১)-এর "জেনারেল ভিউ অব পজিটিভিজ্‌ম্" পড়িয়া তাহার মনে পরকালবিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। তাহার এই সন্দেহ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। সে অনেক আশা করিয়া আমার নিকট আসিয়াছে।

রাত্রে দেশের অনেক চিঠি পাইলাম।

১২-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে স্টপ্‌ফোর্ড ব্রুক-সাহেবের ভজনালয়ে যাওয়া গেল। দেবেন্দ্র মুখার্জি আমার সঙ্গে ছিলেন। ব্রুক একটি চমৎকার উপদেশ দিলেন ; তাহার মর্ম এই : যাহা আমরা ব্যবহার করি না, বা করিতে জানি না, তাহা বাস্তবিক আমাদের নিজস্ব নহে ; ঈশ্বরের নিয়ম এই, যে-শক্তি ব্যবহার করিবে না, তাহা কাড়িয়া লওয়া হইবে। উপদেশটি বেশ লাগিল।

সেখান হইতে মিসেস নাইটের বাড়িতে গেলাম। সেইখানেই আহার হইল। আহারে বসিয়া আমাদের দেশীয় ও এদেশীয় বিড়ালের বিষয় আলাপ হইল। আমাদের দেশের রূপী বিড়াল ও এদেশের একপ্রকার লাঙ্গুলবিহীন বিড়াল দুইয়ের তুলনা হইল। আহারান্তে মিসেস নাইট যে আমার 'জাতিভেদ' বক্তৃতার অনুবাদ করিতেছেন, তাহার কোন কোন অংশ দেখিবার ছিল ; তাহা দেখিয়া বাসাতে আসিলাম। জেম্‌স্ ক্রীম্যান্ ক্লার্ক-এর লিখিত

(১) George Henry Lewes—দার্শনিক এবং সুলেখক ; কয়েক বৎসর "দ্য লীডার" নামক সংবাদপত্রের সাহিত্য সম্পাদনার কার্য করিয়া করিয়া পরে "ফর্ট্‌নাইট্‌লি রিভিয়ু" নামক পাক্ষিক পত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়া ১৫ বৎসরকাল তাহার সম্পাদনা করেন।

"আইডীয়াজ অব্ সেণ্ট পল" নামক গ্রন্থের প্রথম পরিচ্ছেদ পড়া গেল। ডক্টর মার্টিনোর 'স্টাডি অব রিলিজ্যন'ও একটু পড়িলাম।

আজ প্রাতঃকাল হইতে যে প্রার্থনা সমস্ত দিন হৃদয়ে রহিয়াছে, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল—

হে সাধুদিগের চিরবন্দিত পরমারাধ্য পরমেশ্বর, পাপী যদি আপনার ভার আপনি গ্রহণ করে, তবে সে যেন তাহা বহন করিয়া উঠিতে পারে না। সে প্রতিজ্ঞার জোরে আপনার দুষ্প্রবৃত্তিদিগকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিতে পারে না। তাহার একদিক রাখিতে আর এক দিক ভাঙ্গিয়া যায়; অবশেষে সে আপনার প্রতি নিরাশ হইয়া গভীর বিষাদকূপে নিপতিত হয়; তোমার কৃপাতে সন্দিহান হইয়া পড়ে। তাঁহারাই বুদ্ধিমান, তাঁহারাই সুচতুর, তাঁহারাই সৌভাগ্যবান, যাঁহারা একেবারে কায়মনপ্রাণে তোমার শরণাপন্ন হইয়া আপনাদের ভার সম্পূর্ণরূপে তোমার উপরে অর্পণ করিতে পারেন! তোমার সেবাতে আমার এতদিন গেল। তোমার কথা আমি এতদিন বলিলাম। আমি কি এখনও সেইভাবে তোমার উপরে আপনার সমুদয় ভার অর্পণ করিতে পারিব না? তোমার কার্যক্ষেত্রে আরও উৎসাহের সহিত অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইতেছে। কিন্তু তুমি একেবারে আমার ভার না লইলে আমি কিরূপে কাজ করিব? লোকে বলিবে—"তোদের ধর্মে পাপীর পরিত্রাণ হয় না," আর আমি অবিশ্বাসীর ন্যায় সেই কথা শুনিব; তবে কিরূপে প্রচার করিব? একবার আমার পাপের বোঝাটা ধর দেখি, তুমি স্কন্ধে করিয়া লইয়া লও দেখি! আমি ভারহীন হৃদয় লইয়া একবার সিংহের মত "জয়, পতিতপাবনের জয়" বলিয়া লাফাইয়া পড়ি। প্রভু হে, দীনবন্ধু হে, দীনশরণ হে! আমাকে বিশ্বাস-কবচে আবৃত করিয়া অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া ছাড়িয়া দেও। আমি পুরাতন জীবন লইয়া আর থাকিতে ইচ্ছা করিতেছি না, তাহা হইলে আমার দ্বারা তোমার সেবা ভাল করিয়া হইবে না। আমি এবার তোমার কাছে অঞ্জলি বাঁধিয়া নূতন জীবন চাহিতেছি। একবার নূতন জীবন দিয়া ত অনেকদূর আনিয়াছ। যে-জীবনের শক্তিতে

নরকের দ্বার হইতে কতবার ফিরাইয়াছ, সে-জীবন পুরাতন হইয়া গিয়াছে। আর একবার নূতন জীবন দেও। হে ব্রাহ্মসমাজপতি, আমার জন্য আমার পরিবার-পরিজনের জন্য, তোমার প্রিয় ব্রাহ্মসমাজের জন্য ও হতভাগিনী জন্মভূমির জন্য এই প্রার্থনা জানাইতেছি যে, আমাকে স্বার্থ সুখাশা ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ ইন্দ্রিয়-সুখ-লালসা প্রভুত্ব-প্রিয়তা হইতে মুক্ত করিয়া তোমার সেবার উপযুক্ত কর। তোমার প্রেম, তোমার সেবা আমার অন্নপান হউক। তোমার নাম আমার নিকট অমৃত অপেক্ষা মিষ্ট হউক, এবং তোমার ইচ্ছার অনুগত হওয়া, আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ হউক। ওমা, মাগো, আমি যে তোমার, তোমারই—তবে কেন আমার বোঝা নামাইয়া লইবে না ?

ঈশ্বর করুন যে, এই ভাব হৃদয়কে স্থায়িভাবে অধিকার না করিয়া যেন আমাকে পরিত্যাগ না করে।

১৩-৮-৮৮। আজ আর কোথাও যাওয়া হয় নাই। আজ হইতে ব্রাহ্ম ধর্মমত ও সাধন এবং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিতে আরম্ভ করিলাম। আজ ৭০ পৃষ্ঠা লিখিয়াছি। ৫৬ পৃষ্ঠা রেনান (১)-লিখিত পলের জীবনচরিত দুই অধ্যায়, ক্লার্ক-এর লিখিত 'আইডীয়াজ অব সেণ্ট পল', এবং ডক্টর মার্টিনোর 'স্টাডি অব রিলিজ্যন'ও একটু পড়িয়াছি।

মহাপুরুষদিগের জীবন হইতে এই উপদেশ পাই যে, তাঁহারা যেমন ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়া নির্ভরশীল হইতে হইবে।

১৪-৮-৮৮। আজও কোথাও যাওয়া যায় নাই, সমস্তদিন রাজনারায়ণবাবুর

(১) Ernest Renan—উনবিংশ শতকের বিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক এবং ভাষাতত্ত্ববিদ, প্রথমত ধর্মযাজকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে মনস্থ করিয়া খৃষ্টধর্মের মূল অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন ; হিব্রু, গ্রীক, জার্মান প্রভৃতি ভাষায় খৃষ্টধর্মের আলোচনা সমালোচনার সহিত সুপরিচিত হইয়া ইহার প্রচলিত ধর্মের প্রতি অনাস্থা ঘটে এবং ধর্মযাজকের বৃত্তিগ্রহণ আর সম্ভব হয় না। তাঁহার প্রথম পুস্তক —'লাইফ অব ক্রাইস্ট' লিখিয়াই তিনি সমগ্র ইয়োরোপে সুপরিচিত হন।

বক্তৃতাদি পাঠ করা গেল। রেনানের "পল" ও কেয়ার্ডের (১) 'ফিলজফি অব রিলিজ্যন' পড়া গেল।

১৫-৮-৮৮। আজ নূতন পুস্তকের ২১ পৃষ্ঠা লেখা গেল—রামমোহন রায়ের জীবনচরিত শেষ হইল। তৎপরে রেনানের 'লাইফ অব সেণ্ট পল'-এর ৬০ পৃষ্ঠা পড়িলাম। সন্ধ্যার পর আহারান্তে কেয়ার্ডের 'ফিলজফি অব রিলিজ্যন' পড়িতে পড়িতে ঘুম পাইতে লাগিল। ৯টার সময়ই শয়ন করিতে গেলাম।

১৬ ৮-৮৮। আজ বাড়িতে আবদ্ধ। প্রাতে উঠিয়া ডেভিডের 'সাম' ও পার্কারের প্রার্থনা পড়িয়া উপাসনা করিলাম; তৎপরে দৈনিক লিপি প্রভৃতি লিখিয়া আহারান্তে ব্রাহ্মসমাজসংক্রান্ত পুস্তকখানি লিখিতে বসিতেছি, এমন সময়ে দেবেন মুখার্জি আসিল, তাহার সঙ্গে ধর্মবিষয়ে অনেক আলাপ হইল। খৃষ্টধর্মের অদ্ভুত ইতিবৃত্ত ও মহাজনদিগের বিষয়ে কথা হইল; ব্রাহ্মসমাজের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও ভবিষ্যতের বিষয়ে কথা হইল। সে গেলে আমি বই লিখিতে বসিলাম। আজ ১২॥টা হইতে ৫টা পর্যন্ত প্রায় ২৫ পৃষ্ঠা লিখিয়াছি। তৎপরে আহারের পূর্ব পর্যন্ত ৫০ পৃষ্ঠা রেনান-লিখিত 'পলের জীবনচরিত' পড়িয়াছি। সন্ধ্যার পরে বেড়াইয়া আসিয়া ক্লার্কের লিখিত "আইডীয়াজ অব সেণ্ট প'ল"-এর কয়েক অধ্যায় পড়িয়া শয়ন করিতে গেলাম।

১৭-৮-৮৮। আজ দেশে পত্র লিখিবার দিন। হেমকে একখানা, সীতানাথ দত্তকে একখানা পত্র ও রত্‌লামে হেমন্ত(২)কে এক কার্ড লিখিলাম।

(১) Dr. John Caird—এই স্কচ মনীষী উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গ্লাসগো ইউনিভার্সিটিতে ধর্মতত্ত্বের অধ্যাপক এবং পরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত "ইন্ট্রোডাক্‌শন টু দ্য ফিলজফি অব রিলিজ্যন" চিন্তাশীলগণের সুপরিচিত গ্রন্থ। অক্সফোর্ডের প্রফেসর দার্শনিক-প্রবর এডোআর্ড কেয়ার্ড ইঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

(২) মিসেস হেমন্তকুমারী চৌধুরী—শাস্ত্রী মহাশয়ের বন্ধু এবং পাঞ্জাব-প্রবাসী বিশিষ্ট ব্রাহ্মনেতা নবীনচন্দ্র রায়মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। পাঞ্জাব বিশ্ব-

বৈকালে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় পুস্তকের কিয়দংশ লিখিলাম। রেনানের বই-এর প্রথম ভল্যুম পড়িয়া শেষ করিলাম।

ডক্টর রস্ট

১৮-৮-৮৮। আজ ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় বই-এর অনেকটা লিখিয়াছি। বৈকালে দেবেন মুখার্জি ও আমি মিস্ কলেটের বাড়িতে তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সেখানে গিয়া শুনিলাম, ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিয়ান তাঁহাকে এক পত্র লিখিয়াছেন; তাহাতে এই সংবাদ দিয়াছেন যে, কে-একজন ব্রাহ্ম-সমাজের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বই লিখিতেছেন এবং ট্রুবনার কোম্পানি নাকি তাহা ছাপিতেছেন। তিনি আমার সহিত পরামর্শ করিয়া, তখনই ডক্টর রস্ট (১)-কে

বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারের পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া নবীনবাবু এই সময়ে মধ্যভারতে রত্‌লাম স্টেটের দেওয়ানের কার্য করিতেছিলেন। ইতিপূর্বেই শ্রীহট্টনিবাসী রাজচন্দ্র চৌধুরীমহাশয়ের সহিত হেমন্তকুমারীর বিবাহ হইয়া গিয়াছিল। পিতার নিকট হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়া হেমন্তকুমারী হিন্দীতে অনেক পুস্তকাদি রচনা করেন; মহিলা-সম্পাদিত প্রথম হিন্দী মাসিক পত্রিকা "সুগৃহিণী" মিসেস চৌধুরীই রত্‌লাম হইতে সম্পাদনা করিতেন। হিন্দী ভাষায় তাঁহার এরূপ পারদর্শিতা ছিল যে, একবার সর্ব-ভারতীয় হিন্দী সম্মেলনের সভানেতৃত্বও তিনি করিয়াছিলেন।

(১) Dr. Reinhold Rost—ইনি একজন বহুভাষাবিদ্ সুপণ্ডিত; তখন ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সংস্কৃত, পালি, আরবি, উর্দু ছাড়াও তিনি ভারত, ইন্দোচীন, ব্রহ্মদেশ, চীন এবং আফ্রিকার অনেকগুলি আঞ্চলিক ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভারত, ইন্দোচীন এবং ব্রহ্মদেশ সম্বন্ধে অনেকগুলি মূল্যবান গ্রন্থও তিনি রচনা করিয়াছিলেন। ট্রুবনার কোম্পানীর "ওরিয়েন্ট্যাল রেকর্ড" নামক গ্রন্থের সম্পাদনা তিনিই করেন; এই কারণে ঐ কোম্পানীর সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে, আমি এই বিষয়ে এক বই লিখিতেছি এবং তাহা লণ্ডনে ছাপিব। ডক্টর রস্টের সঙ্গে সোমবার দেখা করা স্থির হইল।

বাড়ীতে আসিয়া দেখিলাম, জেনারল বুথের নিকট হইতে নিমন্ত্রণ পত্র আসিয়াছে ; আগামী বুধবার এগ্‌জিটার হলে রাত্রে এক সভা হইবে। ঐ সভায় ভারতবর্ষের জন্য তাঁহাদের নূতন কর্মচারিগণকে বিদায় দেওয়া হইবে। আমার জন্য দুই টিকিট আসিয়াছে, ঐ দিনকার সভায় যাইতে হইবে।

আহারান্তে মিঃ মাল্‌-এর বাড়িতে এক য়্যামেরিক্যান অভিনেতার বক্তৃতা শুনিতে গেলাম। বাড়িতে ফিরিতে রাত্রি প্রায় ১১॥টা হইল। আসিয়া দেখি, দুর্গামোহনবাবুর এক পত্র ; তাঁহার বড় অসুখ, তিন স্টোন ওজন কমিয়া গিয়াছে, ভয়ানক কাশি ও দুর্বলতা। এমন কি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন— তাহাতেই হাতে ব্যথা হইয়াছে। আমার এখনি ইচ্ছা হইতেছে যে ছুটিয়া যাই। আমি কাছে থাকিলে, তাঁহার মন অনেকটা ভাল থাকিতে পারে। তাঁহাকে শীঘ্রই বাড়ি পাঠাইতে হইতেছে।

রাত্রে শয়নের পূর্বে একটু "ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট" পড়িলাম।

১৯-৮-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া দৈনিক লিপি লিখিয়া আহারান্তে রেভাঃ স্টপফোর্ড ব্রুকের ভজনালয়ে যাওয়া গেল। তিনি Selfish life is death-এই বিষয়ে উপদেশ দিলেন। সেখান হইতে আসিয়া আহার করিয়া ব্রুকসাহেবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য যাওয়া গেল। তিনি বড় ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া দেখা হইল না। তৎপর রীজেণ্টস্‌ পার্কের জুঅলজিক্যাল গার্ডেন দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে আসিবার পর সন্ধ্যার সময় দেবেন আসিল ; তাহার সহিত ব্রাহ্মধর্মের কথা অনেক হইল। মহর্ষির একটি ব্যাখ্যান দুইজনে পড়িলাম। শয়ন করিতে গিয়া "ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট" পড়িতে পড়িতে আমার পুরাতন দুই মন্ত্র "আমি অসার, তুমি সার" এবং "সত্যং শিবং সুন্দরম্‌" মনে হইয়া অনেক উপকার লাভ হইল।

২০-৮-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া বাইবেল পড়া হইল না। পার্কারের প্রার্থনা পড়া গেল বটে, মন ভাল বসিল না। দৈনিক লিপি লিখিয়া

আহারান্তে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় গ্রন্থখানির অনেকটা লিখিলাম। তৎপরে ইণ্ডিয়া অফিসে ডক্টর রস্ট-এর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। পথে দ্বিজদাসের সঙ্গে দেখা হইল। সে-ও আমার সঙ্গে সঙ্গে গেল। ডক্টর রস্ট ও ব্রুকসাহেবের সঙ্গে তাহার আলাপ করাইয়া দিলাম। তারপর আমি বাড়িতে আসিয়া আহার করিয়া তাড়াতাড়ি মিস্টার স্টেড-এর বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। দেবেন আজ প্যারিসে বেড়াইতে গেল। স্টেড-এর বাড়িতে গিয়া, তাঁহাকে দুইঘণ্টা ধরিয়া, আসামের কুলীসম্বন্ধীয় কাগজপত্র বুঝাইয়া দিলাম। তাঁহার নিকট কাগজপত্র রাখিয়া বাড়িতে ফিরিলাম।

অধিক রাত্রের লণ্ডন

সাড়ে দশটার সময় ওআটার্লু স্টেশন হইতে বাসে কিংগ্‌স্ ক্রস স্টেশনে আসিলাম। সেখানে তিন স্টেশন, এক মহা জ্বালা। দুই স্টেশন ঘুরিয়া ১১টা ২০ মিনিটের সময় ট্রেনে আসন পাইলাম। রাত্রি যত অধিক হইতেছে, সকলেই চতুরং। টিকিট লইতে যাই, বুকিং ক্লার্ক চতুরং, রসিকতাতে পূর্ণ; আমাকে হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—"একলা নাকি?" প্লাট্‌ফরমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এক সুন্দরী বলিতেছেন, "Are you coming my way, dear?" উত্তর নাই, সুতরাং বুঝিলেন যে, এখানে সুবিধা হইবে না। একজন বিবি এত মদ খাইয়াছে যে, নেশাতে জবুথবু হইয়া বেড়াইতেছে। প্ল্যাট্‌ফরমের চাপরাসী মদে চুর চুর। ১২টার সময় আসিয়া ট্রামে উঠিলাম, একজন লোকও দাঁড়াইতে পারিতেছে না, ঢলিয়া পড়িয়া যায়। অধিক রাত্রে লণ্ডনের রাস্তা কি ভয়ানক হয়!

২১-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে কিউতে দুর্গামোহনবাবুর সংবাদ আনিতে গেলাম। শুনিলাম দুর্গামোহনবাবু 'ম্যাট্‌লক ব্রিজ' হাসপাতালে গিয়া অনেক সুস্থ হইয়াছেন। সেখানে আর চার-পাঁচ সপ্তাহ থাকিতে হইবে। যাহা হউক, একটু চিন্তা দূর হইল।

সতীশ Wren (১)-এর নিকট ভর্তি হইবার জন্য লণ্ডনে আসিয়াছে। 'কিউ' হইতে আসিয়া আমার ঘর গোছাইতে তিনটা বাজিয়া গেল। তৎপরে মিস কলেটের বাড়িতে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় আরও কতকগুলি বই আনিতে গেলাম। সেখান হইতে আসিতে ছয়টা বাজিল। আহারান্তে এত ক্লান্ত বোধ হইতে লাগিল যে, আর কিছু করিতে পারিলাম না। নয়টার সময় শয়ন করিতে গেলাম।

২২-৮-৮৮। আজ সন্ধ্যার পূর্বে বাহির হওয়া যায় নাই। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় বইখানি লিখিবার জন্য পড়িতে ও লিখিতে ব্যস্ত ছিলাম। মধ্যে একবার দেবেন মুখার্জি আসিয়াছিল। তাহার সহিত 'প্যাসিভ গুডনেস' ও 'য়্যাগ্রেসিভ গুডনেস'-এর প্রভেদ বিষয়ে অনেক কথা হইল।

জেনারল বুথ

দুপুর বেলা লেখাতে যাপন করিলাম। সন্ধ্যার সময় এগ্‌জিটার হলে স্যাল্‌ভেশন আর্মির মীটিঙ্গে যাই। স্যাল্‌ভেশনিস্টরা অদ্যকার সভাতে মিসেস্ বুথ-টাকার ও তাঁহার সঙ্গী ও সঙ্গিনীদিগকে ভারতবর্ষে যাইবার জন্য বিদায় দিলেন। জেনারল বুথ সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "আশ্চর্যের বিষয় যে, এত বড় একটি মিশনারি কন্‌ফারেন্স হইয়া গেল, তবু মিশনের কার্যে লোকের উৎসাহ বৃদ্ধি হইল না। পৃথিবীর দুই-তৃতীয়াংশ লোক মুক্তির বার্তা পায় নাই, তথাপি খৃষ্টীয় সমাজে সকলের নিদ্রাভঙ্গ হইতেছে না!"

তৎপরে তাঁহারা কি করিয়াছেন, তাহা বলিলেন। যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক প্রচারার্থ চলিয়াছে, তাহারা অজ্ঞ ও মূর্খ,—এই কথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, একবার একজন উপদেষ্টা Christ austere man ছিলেন—এই

---

(১) Wren—আই-সি-এস পরীক্ষার্থীদিগের শিক্ষার জন্য 'রেন' সাহেবের দ্বারা পরিচালিত 'কোচিং ক্লাস' লণ্ডনের একটি খ্যাতিসম্পন্ন প্রতিষ্ঠান ছিল।

'অস্টীয়ার ম্যান' কথাটাকে তিনি 'অয়েস্টার-ম্যান' অর্থাৎ শামুক-ব্যবসায়ী বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন! অর্থাৎ অয়েস্টার-ম্যান যেমন অন্ধকার রাত্রে, অতি প্রত্যূষে,—সর্বসময়েই অয়স্টার (শামুক) সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকে, তেমনি যীশু প্রেমের জালে, পাপীকে ধরিবার জন্য সদা ব্যস্ত। এই উপদেশেই পাঁচজন লোকের নবজীবন প্রাপ্তি হইল। কিন্তু পরে একজন ভদ্রলোক এই উপদেষ্টাকে বলিলেন, ওটা যে austere man (যাহার অর্থ, কঠোরব্রত সন্ন্যাসী), Oyster-man তো নয়। তখন উপদেষ্টা লজ্জিত হইয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ করিলেন; কিন্তু গড়ে এই বলিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন যে, যাহাই হউক, পাঁচটি পাপী ত নবজীবন পাইয়াছে! জেনারেল বুথ বলিলেন, এই সকল পুরুষ এবং স্ত্রীলোক অনেক ভুল করিবে; কিন্তু আমি তাহা গ্রাহ্য করি না। যদি তাহারা অয়স্টার অর্থাৎ শুক্তি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা হইলেই আমি সন্তুষ্ট হইব।

সেখান হইতে আসিয়া শয়ন করিলাম।

২৩-৮-৮৮। আজ বড় বেশি কাজ করিতে পারি নাই। প্রাতে আহারান্তে "সান্‌ডে মিরর" (১)-এর ফাইল পড়িতে পড়িতে পার্বতীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তাঁহার সঙ্গে ডাক্তার বঙ্কুবিহারী গুপ্তের বাড়িতে তাঁহার ও তাঁহার পত্নীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সেখান হইতে আসিয়া দেখি, দ্বিজদাস আসিয়া বসিয়া আছে। দ্বিজদাসের সহিত ব্রাহ্মসমাজ বিষয়ে অনেক কথা হইল। সে অক্সফোর্ডে একটি চাকরি লইয়া এখানে থাকিবার চেষ্টা করিতেছে। তাহা হইলে স্ত্রী-পুত্র আনিয়া এখানে থাকিবে। দ্বিজদাস এখানে ইউনিটেরিয়ান ধর্মযাজকদিগের মধ্যে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাঁহারা তাহাকে উপাসনা করিতে ডাকেন। দ্বিজদাস চলিয়া গেলে রাত্রে

(১) "ইণ্ডিয়ান মিরর" পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যার এই নাম ছিল। পত্রিকাটি প্রথমে ঠাকুরবাড়ীর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়, পরে আচার্য কেশবচন্দ্র উহার সম্পাদনা এবং পরিচালনা করিতেন।

আহারের পর দেবেন মুখার্জি আসিল; তাহার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের বিষয়ে কথা হইল। আজ আর লেখার কাজ হইল না।

২৪-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে বাড়িতে পত্র লিখিলাম। হেমকে একপত্র, এগ্‌জিকিউটিভ কমীটি (১)-কে এক পত্র এবং আরও কয়েক খানি কার্ড দেশে লেখা গেল। তৎপরে দেবেন মুখার্জির হাতে সেগুলি ডাকে পাঠাইয়া বই লিখিতে বসিলাম। প্রায় পাঁচটার সময় ডাক্তার বঙ্কু গুপ্ত আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। তিনি চলিয়া গেলে ডিনারের পর অনেকক্ষণ উপাসনা করিলাম; তৎপরে একটু রেনানের 'সেণ্ট পল' পড়িয়া শয়ন করিতে গেলাম।

২৫-৮-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে কয়েক ঘণ্টা লিখিয়া তিনটার পরে একটু বেড়াইতে বাহির হইলাম। বেড়াইতে বেড়াইতে ডাক্তার বঙ্কুবিহারী গুপ্ত ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত দেখা করিতে গেলাম। তাঁহার স্ত্রীটি অতি প্রেমিকা ও সরলা। তাঁহাদিগের সঙ্গে একঘণ্টা গল্পগাছা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া আহারান্তে মিস্টার মালের বাড়িতে গেলাম। সেখানে কয়েকজন ভারতবর্ষীয় লোক ও নাইটসাহেব উপস্থিত ছিলেন। 'রামমোহন রায়' বিষয়ে সেখানে কিছু বলিলাম। বলাটা আমার সন্তোষজনক হইল না। সময়াভাববশত তাড়াতাড়ি করিতে গিয়া ভাল করিয়া বলিতে পারা গেল না। আমি দেখিতেছি, বর্ণনীয় বিষয় অপেক্ষা মানুষগুলির প্রতি দৃষ্টি থাকে বলিয়া আমি নার্ভাস হই। আমার এই ক্রুটিটা আর গেল না।

২৬-৮-৮৮। আজ আর সমস্তদিন কোথাও গেলাম না। প্রাতে উপাসনা-কালে এইরূপ সঙ্কল্প হইল যে, সমস্তদিন উপাসনা, শাস্ত্রপাঠ ও ধর্মালোচনাতে কাটাইব। তদনুসারে সমস্তদিন সেই প্রসঙ্গে কাটাইলাম।

২৭-৮-৮৮। আজ দুপুরবেলা মিস কলেটের বাড়িতে গিয়া আরও কতকগুলি বই আনিলাম এবং সমস্তদিন সেইগুলি পড়িয়া নোট লইলাম।

---

(১) সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের কার্যনির্বাহিকা সভা।

ক্রমেই দেখিতেছি যে, এই বই লেখা বড় সহজ নহে ; ভয় হইতেছে—সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ করিতে পারিব কি না। সন্ধ্যার পর উপাসনা অন্তে দেবেন মুখার্জি আসিল। তাহার সঙ্গে রিপু দমন বিষয়ে অনেক কথা হইল।

৩০-৮-৮৮। এই কয়েকদিনের বিশেষ বিবরণ কিছু নাই। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধীয় বইখানি লিখিতে বড় ব্যস্ত আছি। দেবেন মুখার্জীর ঘাড়ে কতক তথ্য সংগ্রহের ভার দিয়া বসাইয়া দিয়াছি। দুইজনে খুব পরিশ্রম করিতেছি ; লিখিয়া সাঙ্গ করি আগে, কিরূপে ছাপা হইবে তাহা পরে ভাবিব।

এই কয়েকদিনের বিশেষ আর এক বিষয় এই যে, গত পরশ্বদিন অর্থাৎ বুধবার প্রাতে দুর্গামোহনবাবুর নিকট হইতে এক পত্র পাইলাম যে, তাঁহার খুব জ্বর হইয়াছে। এই সংবাদ পাইয়া প্রাণটা বড় খারাপ হইয়া গেল। তাঁহার শরীরটা অনেকদিন খারাপ হইয়াছিল ; কোথায় ভাল হইবেন বলিয়া ম্যাট্‌লক ব্রিজ হাইড্রোপ্যাথিক এস্টাব্লিশ্‌মেণ্টে গেলেন, না তাহার বিপরীত ঘটিল! এই পত্র পাইবার কিছু পরেই ডাক্তার গুপ্তের সহিত পরামর্শ করিতে গেলাম। তিনি যাইতে ইচ্ছুক হইয়া কয়েকটি বিষয় জানিতে বলিলেন ; তদনুসারে সেই এস্টাব্লিশ্‌মেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে এক পত্র লিখিলাম। পার্বতীবাবু সেখানে গিয়াছেন, তাঁহাকে টেলিগ্রাম করিতে বলিয়াছি।

ম্যাট্‌লক ব্রিজ

৩১-৮-৮৮। আজ প্রাতে পার্বতীবাবুর পত্র পাইলাম যে, দুর্গামোহন বাবুর পীড়া গুরুতর। অমনি ম্যাট্‌লক ব্রিজে (১) যাওয়া স্থির করিলাম। তাড়াতাড়ি বাড়িতে কয়েকখানা পত্র লিখিয়া ১২টা ৫ মিনিটের সময় সেণ্ট প্যান্‌ক্রাস

(১) Matlock Bridge—লণ্ডন হইতে ১৪৫ মাইল উত্তরে ডার্বিশায়ারের অন্তর্গত ডারওয়েণ্ট নদীর তীরে অবস্থিত একটি শহর। এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক শোভা এবং ভৈষজ্য শক্তিসম্পন্ন গিরি-নির্ঝরিণীর জল সুবিখ্যাত। সেইজন্য এই শহর স্বাস্থ্য এবং বিশ্রাম-সুখান্বেষীদিগের বিশেষ আদরণীয়।

স্টেশন হইতে যাত্রা করা গেল। সন্ধ্যার সময় ম্যাট্‌লক ব্রিজে আসিয়া পৌছিলাম। পার্বতীবাবু যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়িতে আমি আর দেবেন এক ঘরে রহিলাম। আসিয়া দেখিলাম—দুর্গামোহনবাবুর জ্বর গিয়াছে, কিন্তু দুর্বলতা বড় ভয়ানক। তাঁহার পিতার যক্ষ্মারোগে মৃত্যু হইয়াছিল, সুতরাং সেই ভয় যে নাই তাহা নহে।

১-৯-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে দুর্গামোহনবাবুকে দেখিয়া চ্যাট্‌স্‌-ওআর্থ হাউস (১) দেখিতে যাওয়া গেল।

এই মনোহর সময়ে এই সুরম্য গিরিকুঞ্জের যে কি শোভা তাহা ভাষাতে বর্ণন হয় না। গিরি-উপত্যকা, গিরি-নির্ঝরিণী সমুদায় সুন্দর। জলস্রোতের জল লাফাইয়া আসিতেছে, উপত্যকাতে গো-মেষ প্রভৃতি চরিতেছে, ঘন নিকুঞ্জবনে কত পাখী ডাকিতেছে। যাহা দেখি তাহাই মনোরম, তাহাই সজীব, তাহাই সুন্দর। চ্যাট্‌স্‌ওআর্থ হাউস, ডিউক অব ডেভন্‌শায়ারের আলয়, তাহার শোভা ও কাণ্ডকারখানা রাজসম্পদের উপযুক্ত। চ্যাট্‌স্‌ওআর্থ হইতে আসিবার সময় হ্যাডন হল(২) দেখিয়া আসিলাম। ইহার কোন কোন অংশ একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত। বাড়িতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে বাড়ির চিঠিপত্র পাইলাম।

এই চিঠির মধ্যে স্মেড্‌লের এস্টাব্লিশ্‌মেণ্টের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর এক পত্র লণ্ডন হইতে ফিরিয়া আবার এখানে আমার নিকট আসিয়াছে। আমি মেইলের পত্র এক একখানি খুলিয়া, দুর্গামোহনবাবুকে দেশের খবর দিব বলিয়া পড়িতেছি। স্মেড্‌লের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পত্রখানি সেই সঙ্গে খুলিলাম। দুর্গামোহনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, কার পত্র? গোপন করিতে পারিলাম না, কাজেই বলিতে হইল। হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন, আমি ফিরাইয়া

---

(১) Chatsworth House—ডার্বিশায়ারের অন্তর্গত এই সুরম্য এবং সুবিশাল প্রাসাদ ডিউক অব ডেভন্‌শায়ারের বাসভবন।

(২) Haddon Hall—ইহা ডার্বিশায়ারের অন্তর্গত একটি প্রাচীন এবং ঐতিহাসিক অট্টালিকা; বর্ত্তমানে ইহা ডিউক অব রাট্‌ল্যাণ্ডের বাসভবন।

লইলাম; বলিলাম, আমি আগে পড়ি; তারপর আপনাকে শুনাইব। কথা দিয়া পত্রখানি আনিলাম। পার্বতীবাবু প্রভৃতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, পড়িতে না দিলে তাঁহার মনে নানাপ্রকার ভয় হইবে। তাহা অপেক্ষা পড়িতে দেওয়া ভাল। এই বিশ্বাস হওয়াতে সন্ধ্যার পর গিয়া পড়িয়া শুনাইলাম; কিন্তু তার মধ্যে কিছু কিছু ছিল, যাহাতে ভয়ের কারণ আছে। সেগুলিও পড়িতে হইল; কারণ তিনি বার বার সমুদায় পত্র পড়িতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এজন্য পার্বতীবাবু আমাকে রাত্রে অনেক তিরস্কার করিলেন। আমারও মনটা এই ভাবিয়া খারাপ হইল, পাছে দুর্গামোহনবাবুর মন খারাপ হয়। এই সমস্ত ভাবনায় রাত্রে নিদ্রা হইল না।

২-৯-৮৮। আজ রবিবার। প্রাতরাশের পর পার্বতীবাবু ও দেবেন লণ্ডনে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা গেলে আমি পাহাড়ে একটু বেড়াইয়া আসিয়া দুর্গামোহনবাবুকে দেখিতে গেলাম। সেখান হইতে আসিয়া একটু টিফিন খাইয়া আবার বাহির হইলাম। খুব এক চক্র বেড়াইয়া আসিলাম।

আজ চারিদিক নিস্তব্ধ, নরনারী বালকবালিকা সকলেই ভাল পোশাক পরিয়াছে; রমণীগণ উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া বাইবেল হস্তে ভজনালয় হইতে ফিরিতেছে। পুরুষগণ অলসভাবে স্থানে স্থানে দুই তিনজনে একত্র হইয়া গল্পগাছা করিতেছে। আজ শরীর মন দুইই ভাল নয় বলিয়া কোন গীর্জাতে গিয়া বসিতে ইচ্ছা হইল না; শূন্য মনে পর্বত ও উপত্যকার ভিতর ঘুরিতে লাগিলাম। এখানকার দৃশ্য অতি মনোরম; কি শান্তির স্থান! রেলওয়েটা না থাকিলে আরও ভাল হইত।

অনেকক্ষণ বেড়াইয়া প্রাণটা অনেক সুস্থ হইল। তৎপরে সন্ধ্যার পূর্বে গিয়া দুর্গামোহনবাবুর নিকট অনেকক্ষণ বসিয়া তাঁহাকে একটু ব্রহ্মসঙ্গীত শুনাইলাম।

৪-৯-৮৮। পার্বতীবাবু ও দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় লণ্ডনে চলিয়া গিয়াছেন। আমি দুর্গামোহনবাবুকে দেখিবার জন্য এখানে রহিয়াছি। লিখিবার মত নূতন কথা আর কিছু নাই। দুই দিন কেবল এখানকার প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন ও পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াইয়াছি। কি প্রশান্ত ভাব, কি অপূর্ব সৌন্দর্য! আজ

সমাজের কাজের প্রতি আমার যে এত টান, এই সকল সুন্দর স্থান দেখিলে সে টানও যেন হ্রাস হইয়া যায়; চুপ করিয়া এই সৌন্দর্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে ইচ্ছা করে! সোমবার পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় একটু হাত পা কামড়াইয়াছিল ও রাত্রে একটু জ্বর হইয়াছিল। মঙ্গলবার কিন্তু ভাল ছিলাম। ঈশ্বরকৃপায় দুর্গামোহনবাবু সারিয়া উঠিতেছেন। তাঁহার রোগের আর কোন চিহ্ন নাই; কাশি, অর্শ, জ্বর প্রভৃতি সমুদায় অদর্শন হইয়াছে; এখন কেবল অতিশয় দুর্বলতা রহিয়াছে ও স্বরটা যেন ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বোধ হইতেছে। আমি ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তিনি বলিয়াছেন যে লাঙ্স্ পরিষ্কার হইতেছে; তবে এ গলাভাঙ্গাটা বোধহয় দুর্বলতার জন্য। এখন তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দেশে লইয়া পৌঁছিতে পারিলে হয়।

দুর্গামোহনবাবু পীড়িত হইয়া এখন অতীত জীবনের বিষয় চিন্তা করিতেছেন। বরিশালে তাঁহার যে জীবন গিয়াছিল (১) তাহা স্মরণ করিয়া ও এখনকার জীবনের সহিত তুলনা করিয়া ক্ষোভ করিতেছেন। মঙ্গলবার আমাকে বলিলেন, “৫০ বৎসরের পর যদি বাঁচিয়া থাকি, পরের বৎসরগুলি ‘সেকুলার ডিপার্টমেণ্ট অব দ্য ব্রাহ্ম সমাজ অরগানাইজ’ করিবার জন্য চেষ্টা করিব। আমার দেহ মন ব্রাহ্মসমাজের সেবাতে দিব।” শুনিয়া আমার কি আনন্দ হইল! আমি বলিলাম—“এ সঙ্কল্প যদি আপনার হইয়া থাকে, আপনার মার নাই।”

(১) কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করিতে আসিবার পূর্বে দুর্গামোহন দাস-মহাশয় বরিশালে সরকারী উকিল ছিলেন। সেই সময় তিনি নানাপ্রকার লোকহিতকর ও সমাজ সংস্কারের কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। কয়েকটি বালবিধবা ও অসহায় কুলীন কন্যাকে বিবিধ বিপদসঙ্কুল অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়া আনিয়া স্বগৃহে আশ্রয়দান পূর্বক নিজব্যয়ে তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। প্রধানত তাঁহারই চেষ্টায় ও অর্থসাহায্যে বরিশালের ব্রহ্ম-মন্দির নির্মাণ ও অনেকগুলি বালবিধবার বিবাহ সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের জন্যও তিনি বহু অর্থব্যয় করেন।

৫-৯-৮৮। আজ প্রাতে আহারাদির পর দুর্গামোহনবাবুকে দেখিয়া আসিলাম ও সরলার জন্য যে পত্রখানি লিখিয়াছি, তাহা ডাকে দিয়া আসা গেল। আজ হইতে দুর্গামোহনবাবুর চাকর ছাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং তিনি নিজে নীচে আহার করিতে যাইবেন। আর আমার থাকিবার বড় প্রয়োজন নাই। আমি অদ্যই লণ্ডন যাত্রা করিলাম।

৮-৯-৮৮। কয়েক দিন লণ্ডনে বাড়িতে বসিয়া কেবল বই লিখিতে ও সেইজন্য পড়িতে সময়টা গেল। বৈকালে বেড়াইতে যাইবার ইচ্ছা ছিল, না গেলে অন্তত দোকানে গিয়া চুল কাটার ইচ্ছা ছিল—তাহাও ভুলিয়া গেলাম। রাত্রে আহারের পর বেড়াইতে যাইব বলিয়া বাহির হইতেছি, এমনসময় বাড়ির পত্র আসিল। অমনি খুলিয়া পড়িতে বসিলাম। হেমের এক পত্র, তাহাতে অন্যান্য কথার মধ্যে এই এক কথা আছে যে, কোন কোন লোক অসাক্ষাতে আমার নিন্দা করে। ইহা কিছুই বিচিত্র নয়, আমার নিন্দা করিবার ঢের আছে, বরং তাঁহারা কম নিন্দা করেন বলিতে হইবে। কাদম্বিনী গয়াতে যাইতে চাহিতেছে, সরলা উমাপদর (১) বাড়িতে যাইতে চাহিতেছে; তবেই বোধ হইতেছে, আমার পরিবারে অর্থকষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। আমার এদিকে বেশিদিন থাকা মুশ্‌কিল দেখিতেছি। জগদীশ্বর যাহা করেন তাহাই হইবে। রামব্রহ্মবাবুর পত্রে জানিলাম, তিনি আমার জন্য তের পাউণ্ড পাঠাইয়াছেন। ইহাতেই আমার ফিরিয়া যাওয়া পর্যন্ত চালাইতে হইবে। আজ আর বেড়াইতে যাওয়া হইল না।

৯-৯-৮৮। আজ রবিবার। আজ প্রাতে আহারান্তে দেবেন মুখার্জির সঙ্গে সেণ্ট জেম্‌স হলে রেভাঃ হিউ প্রাইস-হিউয়েস-এর উপদেশ শুনিতে যাওয়া গেল। উপদেশটি বেশ লাগিল। লোকটির একটি ক্ষমতা বেশ আছে: হৃদয়ের ভাব জাগাইতে পারেন।

সেখান হইতে আসিয়া মধ্যাহ্ন-আহারান্তে মিস কলেটের বাড়িতে যাওয়া

(১) উমাপদ রায়—জনৈক ব্রাহ্ম, সিটি স্কুলে শিক্ষকতা করিতেন

গেল। ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে আমার বই যতটা লেখা হইয়াছে, তাহা তাঁহাকে পড়িয়া শুনাইলাম; তৎপরে সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিবার পথে স্যাল্ভে-শনিস্টদিগের এক নগরকীর্তন দেখা গেল। ব্যাণ্ড ও নিশান সহকারে এক 'রেজিমেণ্ট' চলিয়াছে। এই রেজিমেণ্টের 'সৈন্য' স্ত্রীলোকই অধিক। এক দরিদ্র পল্লীতে দুইজন স্ত্রীলোক প্রচার করিতেছে। স্ত্রীজাতির মধ্যে উৎসাহাগ্নি ইহারা আশ্চর্যরূপে উদ্দীপ্ত করিয়াছেন। তৎপরে বাড়িতে আসা গেল।

দাদাভাই নৌরোজী

১০-৯-৮৮। অদ্যকার বিশেষ ঘটনার মধ্যে রাত্রে দাদাভাই নৌরোজীর (১) মীটিঙে গিয়াছিলাম। নৌরোজী তিন-তিন-বার মেজরিটির দ্বারা ইলেকটেড হইয়াছিলেন, তবু তাঁহাকে সরাইয়া দিয়া তাঁহার স্থলে আর একজনকে ইলেক্ট করিয়াছে। ইহাতে নৌরোজীর পক্ষীয়গণ বিরক্ত হইয়া তাঁহার পক্ষ বজায় রাখিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই প্রথম এদেশের পলিটিক্যাল সভা দেখিলাম। এমন স্টর্মি মীটিং কখনও দেখি নাই। আমাদের দেশের সভাতে একটু গোলমাল হইলে আমরা কত কি মনে করি—এ ত আর এক ব্যাপার! এখানকার লোকেরা ইহাতে অভ্যস্ত। বড় কৌতুককর দৃশ্য।

১১-৯-৮৮। আজ প্রাতে বড় ভয়ানক কথা শুনিলাম। দুর্গামোহনবাবু

(১) দাদাভাই নৌরোজী বোম্বাই-এর পার্সী পুরোহিতবংশোদ্ভূত বিচক্ষণ জাতীয় নেতা ও রাজনীতিবেত্তা। বিলাতের সাধারণ নির্বাচনে উদারনীতিক-দলের সহায়তায় কয়েকবার মনোনীত হইলেও রক্ষণশীলগণের বিরোধিতায় তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য পদ লাভ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ইলেকশনে গ্ল্যাড্স্টোনের নেতৃত্বে উদারনীতিকগণ জয়লাভ করিলে নৌরোজী ১৮৯২-৯৫ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের সদস্য হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি তিনবার ভারতের জাতীয় মহাসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন (১৮৮৬, ১৮৯৩ এবং ১৯০৬)।

লিখিয়াছেন যে, ডক্টর হাণ্টার (১) বলিয়াছেন যে, প্লুরিসি তাঁহার বক্ষস্থলে ক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে ; অর্থাৎ তাঁহার কনসাম্প্‌শন হইয়াছে। কি সর্বনাশের সংবাদ! এই খবর পাইয়া মনটা এতই খারাপ হইয়া গেল যেন আর কোন কাজে হাত আসে না ; যা করিতে যাই গোলমাল হইয়া যায়। ছ' ছত্র লিখিতে গেলে এক লাইনে ছুটো ভুল হয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঈশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া মনের কোমর বাঁধিলাম। আর কি! ছুর্গামোহন দাস আমাদের প্রত্যেকের জন্য যাহা করিয়াছেন, তাহা শোধ দিবার ক্ষমতা নাই। এখন বন্ধুর কাজ যাহা করিতে পারি, সেজন্যে একেবারে প্রস্তুত হইতে হইতেছে। তিনি ১০০ পাউণ্ড কর্জ করিতে লিখিয়াছেন, তাহা এখনই করিতে হইতেছে। অমনি প্রস্তুত হইয়া পোশাক পরিয়া মিঃ নাইটের বাড়িতে গেলাম। তাঁহাকে ছুর্গামোহনবাবুর পত্র দেখাইলাম। তিনি একশত পাউণ্ড ধার দিতে চাহিলেন, কিন্তু আমাকে 'পাওআর অব য়্যাটর্নি' নিতে বলিলেন।

নাইটের বাড়ি হইতে বাহির হইয়া পি এম গেজেটের অফিস হইতে একখানা ১৭ই আগস্টের গেজেট—যাহাতে আমার 'ম্যারেজ রিফর্ম ইন ইণ্ডিয়া' নামক আর্টিকেলটি বাহির হইয়াছে— কিনিয়া লইয়া ট্রুবনার য়্যাণ্ড কোম্পানির অফিসে গেলাম। সেখানে ম্যানেজারের সহিত দেখা হইল। তিনি আমার বইয়ের প্ল্যান দেখিয়া খুশি হইলেন। তারপর ডক্টর রস্ট-এর সঙ্গে দেখা করিলাম। তিনিও সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। তৎপরে বাড়িতে আসিয়া ছুর্গামোহনবাবুকে পত্র লিখিলাম।

সন্ধ্যার পর মিস্ জিম্মার্ন আসিলেন। মিস কলেট তাঁহাকে আমার বই

(১) Sir Willian G. Hunter, M. D., F. R. C. P.—১৮৫০ খৃষ্টাব্দে বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দিয়া পরে বম্বে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, বম্বের সার্জন-জেনারেল এবং বম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর হন (১৮৮০)। অবসর গ্রহণের পর লণ্ডনে ফিরিয়া গিয়া ১৮৮৫-৯২ পর্যন্ত পার্লামেণ্টের সভ্য থাকেন।

নকল করিবার জন্ম পাঠাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে প্রথম দশ পাতা নকল করিতে দিলাম ও কাগজ কিনিবার জন্ম দুই শিলিং দিলাম।

১৫-৯-৮৮। এ কয়দিন কেবল বাড়িতে বসিয়া লিখিতেছি, কোথাও যাওয়া-টাওয়া হয় নাই।

১৬-৯-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে সাউথ প্লেস চ্যাপেলে গিয়াছিলাম। ইহা এম ডি কন্‌ওয়ের (১) চ্যাপেল। ইহার চারি ধারে মনু, মোজেস, সক্রেটিস, ক্রাইস্ট, প্রভৃতির নাম লেখা। ডক্টর কইট (২) নামে একজন যুবক প্রচারক আমেরিকা হইতে আসিয়াছেন। তিনি বক্তৃতা করিলেন। তিনি একজন এথিক্যাল সোসাইটির লোক; ইনি 'রেস্পন্‌সিবিলিটিজ অব ইয়ং মেন' বিষয়ে বলিলেন;—বলিলেন মন্দ নয়।

গীর্জা ভাঙ্গিলে মিঃ নাইটকে দুর্গামোহনবাবুর আর একশত পাউণ্ডের কথা বলিলাম। তিনি আমাকে লিখিবেন বলিলেন। বাড়িতে আসিয়া আহারান্তে একটু কাজ করিয়া তৎপরে বাড়ির মেয়েদের নিকটে আমার পুস্তকের চল্লিশ পাতা পড়িয়া শুনাইলাম। তাঁহারাও নিতান্ত সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। বইখানা হাতে লইয়া ত বিপদ দেখিতেছি। দুরন্ত পরিশ্রম করিতে হইতেছে। ঐতিহাসিক ভাগ শেষ হইলে আমাকে আর এত পরিশ্রম করিতে হইবে না।

বৈকালে খুব বেড়াইয়া আসিলাম; সন্ধ্যার পরে মিস জিম্মার্ন আসিলেন; তাঁহার সঙ্গেও অনেকটা বেড়ান গেল। আজ প্রাতে উঠিয়া উপাসনা ও দৈনিক লিপি লেখার পর বই লেখা লইয়া বসিলাম। এত পরিশ্রম হইবে, তাহা আগে

(১) Moncure Daniel Conway—বিখ্যাত য়্যামেরিকান লেখক; প্রথমে ইনি মেথডিস্ট সম্প্রদায়ের ধর্মযাজক ছিলেন, পরে সে মতবাদ ত্যাগ করিয়া ইউনিটেরিয়ান প্রচারকরূপে লণ্ডনে আসিয়া উদার একেশ্বরবাদ প্রচার করিতে থাকেন।

(২) Dr. Stanton Coit—২৩শে সেপ্টেম্বরের ডায়েরির মন্তব্যে ইহার কথা আরো পাওয়া যাইবে।

বুঝিতে পারি নাই। এখন কি করা যায়, উপায় নাই। আমার জন্য ট্রুবনার য়্যাণ্ড কোং অন্য একজনের বই ফিরাইয়া দিয়াছেন। এখন আমি ভদ্রতার খাতিরে বইখানি শেষ করিতে বাধ্য।

গতকল্য লিখিতে লিখিতে মাথাটা কেমন করিতে লাগিল; মন আর লিখিতে চায় না, ভাষা আসে না, কথা যোগায় না। দুখানা চিঠি লিখিতে গেলাম, কথা যোগায় না, লেখা কদর্য হইল; ভাবিলাম গতিক ভাল নয়। এক স্থানে এতক্ষণ বদ্ধ থাকা ও গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করা উচিত নয়। অমনি কলম ফেলিয়া বাহির হইলাম। প্রথমে ডক্টর উইলিয়াম্‌সের লাইব্রেরীতে গিয়া তিনখানি বই ফিরাইয়া দিয়া আসিলাম। তারপর ইণ্ডিয়া অফিসে ডক্টর রস্টের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি বলিলেন যে, আমার বই ভাল হইবে, এইরূপ তাঁহারা আশা করিতেছেন। তবেই ত মুশকিল!

সেখান হইতে লাডগেট সার্কাসে টমাস কুক্ য়্যাণ্ড সনের বাড়িতে গেলাম। সেখানে স্টীমারের খবর লইলাম। ২৫শে নভেম্বর 'ক্লাইভ' ও 'পেশাবর' নামে দুই স্টীমার যাইতেছে, তাহার একটিতে প্যাসেজ লইব ভাবিলাম। যথাসময়ে আমাকে পত্র লিখিতে তাহাদের বলিয়া আসিলাম।

তৎপর ভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁতে আহার করিতে গেলাম। সমাগত লোকদিগের মধ্যে কেহ কেহ এখানকার মেয়েগুলির সঙ্গে যেরূপ ইয়ার্কি দেয়, তাহা কয়েকদিন দেখিলাম। এইজন্যই ইহারা মেয়েগুলিকে রাখে—ইহাদের আকর্ষণই এই রেস্তোরাঁর একটা প্রধান আকর্ষণ মনে হইতেছে।

ন্যাশনাল গ্যালারি

সেখান হইতে বাড়িতে আসিবার সময় ন্যাশনাল গ্যালারিতে একবার গেলাম। সেখানে "ম্যাডোনা (১) ইন প্রেয়ার" এবং আরও একখানি ছবি

(১) Madonna—এটি একটি ইট্যালিয়ান শব্দ যাহার অর্থ 'মাই লেডি'; কথাটি সময়ে যীশু খৃষ্টের মাতা "মেরী"র সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়।

'মেরী ম্যাগ্‌ডালেন (১) ইন প্রেয়ার' বড় ভাল লাগিল। তৎপরে বাড়িতে আসিয়া 'নাইন্‌টীন্‌থ্‌ সেঞ্চুরি' হইতে মিলেট-এর জীবনচরিত পড়িলাম। ইনি একজন ফরাসীদেশীয় চিত্রকর ছিলেন—বেচারার দারিদ্র্যের সহিত কি সংগ্রাম হইয়াছিল! বিবাহ না করিলে এবং সংসারভারে ভারাক্রান্ত না হইলে ইঁহার প্রতিভা বোধ হয় আরও বিকশিত হইতে পারিত। আজ আর লেখার কাজ করিলাম না। সকাল সকাল শয়ন করিতে গেলাম।

২১-৯-৮৮। এ কয়দিন আমার দৈনিক লিপি লেখা হয় নাই। বিশেষ কোন নূতন দেখা-শুনা হয় নাই; কেবল ২০শে সেপ্টেম্বর একবার ইটালিয়ান এগ্‌জিবিশনে গিয়াছিলাম এবং মিস্টার নাইটকে দুর্গামোহনবাবুর একশত পাউণ্ডের কথা কহিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত দেখা হইল না; কিন্তু পরদিন লিখিয়াছেন যে দুর্গামোহনবাবু 'কিউ'-তে আসিলেই একশত পাউণ্ড দিবেন।

আজ মিস্টার নাইটের সঙ্গে এক য়্যাটর্নির বাড়িতে যাই। তাঁহাকে একখানা সাধারণ য়্যাটর্নির পাওআর লিখিয়া সোমবার ডাকে আমার নিকট পাঠাইতে বলা হয়; তিনি পাঠাইবেন বলিলেন। তৎপরে আমরা চলিয়া আসিলাম।

মিস্টার নাইট ও আমি দুজনে য়্যাটর্নির বাড়ি হইতে আসিতেছি, তখন একটি মেয়ে ফুল বেচিতেছে; সে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছুটিল; আমি ফিরিয়া একটি গোলাপ এক ফার্দিং দিয়া কিনিলাম। মিস্টার নাইটও একটা কিনিলেন বটে, কিন্তু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হোয়াই ডিড্‌ন্‌ট্‌ ইউ রিজিস্ট হার?' অমনি আমার মনে এই চিন্তার উদয় হইল যে, জীবনে এইরূপ 'রিজিস্ট' না

(১) Mary Magdalene—একজন ভক্তিমতী নারী, যিনি যীশুর ক্রুসিফিক্‌শনের সময়ে সেই স্থানে উপস্থিত থাকিয়া শোকার্তভাবে সেই শোচনীয় মৃত্যু দেখিয়াছিলেন এবং প্রভু যীশুকে কবর হইতে সশরীরে পুনরুত্থিত হইতেও দেখিয়াছিলেন বলিয়া বাইবেলে উল্লিখিত আছে।

করাতে কতবার বিপদে পড়িয়াছি। সে ভালমানুষী—ভালমানুষী নয়, যাহা অন্যায়কে বাধা দেয় না।

২২-৯-৮৮। আজ সমস্ত দিন বাড়িতেই গেল, শুধুই লিখিলাম। দুপুর বেলা দ্বিজদাস দেখা করিতে আসিল। সে বেচারা অক্সফোর্ডের যে কাজের জন্য চেষ্টা করিতেছিল তাহা হইল না; আর একজনকে ট্রায়াল-এ নিযুক্ত করিয়াছে। অতএব সে ডিসেম্বর মাসে দেশে ফিরিয়া যাইতেছে। আমি তাহাকে মাঘোৎসবের সময় যাইতে অনুরোধ করিলাম।

'ক্রনলজিক্যাল রেস'

রাত্রে মিস জিম্মার্ন আমার বইয়ের মুখবন্ধটির কপি লইয়া আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতিসকলের মানসিক ভাব বিষয়ে কথা হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন যে তাঁহারা 'ক্রনলজিক্যাল রেস', তাঁহারা সমুদায় ইতিবৃত্তের দ্বারা বিচার করেন; হিন্দুরা ক্রনলজির প্রতি অমনোযোগী, তাহারা ভাবুক; তাহাদের কোন কথার প্রতি নির্ভর করাই কঠিন। আমি বলিলাম, "দুই দিকেই অতিরিক্ত মাত্রা আছে। আমি হিন্দুভাবকে একেবারে বিনাশ করিয়া তোমাদের 'ক্রনলজিক্যাল' ভাব স্থাপন করিতে প্রস্তুত নই"। এই কথা হইতে হইতে সলিসিটরের বাড়ি হইতে য়্যাটর্নির পাওআর সংক্রান্ত চিঠি আসিল। আমি ব্যস্তভাবে সেইখানি পড়িতে গেলাম। মিস জিমার্নের নিকট "এক্স্‌কিউজ মী" বলিয়া পড়া উচিত ছিল; তাহা ভুলিয়া গেলাম। তাহাতে মনে হইল, তিনি যেন কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন। তাঁহার যেন বোধ হইল আমি 'আর্নেস্ট' নই, অথচ একটা তর্ক উপস্থিত করিয়াছি। আমি তাঁহাকে বলিলাম, গম্ভীর বিষয়ে লঘুভাবে কথা বলা আমার স্বভাববিরুদ্ধ। কিন্তু তাঁহার মনের ভাব গেল কিনা, জানি না।

২৩-৯-৮৮। আজ প্রাতে সাউথ প্লেস চ্যাপেলে (১) মিস্টার নাইটের

(১) এটি কন্‌ওয়ে-সাহেবের ভজনালয়। ১৫২ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলাম। সেখানে ডক্টর স্ট্যাণ্টন কইট উপদেশ দিলেন। লোকটি যুবাপুরুষ। শুনিলাম কনওয়ে নাকি তাঁহাকে আমেরিকা হইতে পাঠাইয়াছেন। উপদেশের বিষয় "রবার্ট এল্‌স্‌মীয়ার"। কইট বলিলেন যে গ্রন্থকর্ত্রী এলস্‌মীয়ারকে (১) চার্চ অব ইংলণ্ড হইতে ছাড়াইয়াও দুইটিতে আবদ্ধ রাখিয়াছেন: প্রথম, 'ট্রাস্ট ইন দি ইটারন্যাল' এবং দ্বিতীয়, "রিমেম্‌ব্রান্স অব্‌ ক্রাইস্ট"। ডক্টর কইট এতদুভয়ের পরিবর্তে "হোপ ইন হিউম্যান এফার্ট্‌স্‌" এবং "ইন্‌সাইট ইন্‌টু হিউম্যান নেচার" অবলম্বন করিতে বলিলেন। কিন্তু এই দুইটিতে যে পূর্বোক্ত দুইটিকে স্বীকার করা হইল তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

মানবের চেষ্টাতে সত্যের জয় হইবে—এ বিশ্বাস যে রাখিব তাহার ভিত্তি কোথায়? জগতের অন্তরালে এমন কিছু আছে যাহা সত্যকে জয়যুক্ত করিতেছে, তাহা না ভাবিলে আমার আশা দাঁড়ায় কোথায়? দ্বিতীয়, আমি যে আপনাকে চিনিব—কেমনে চিনিব? আমার দ্বারা কি হইতে পারে তাহা কিরূপে বুঝিব? মহাজনদিগের জীবন স্মরণ করিয়াই ত এই মানব জীবনে কি হইতে পারে, তাহা বুঝিতে পারি।

এই লোকটির কথাবার্তা শুনিয়া বোধ হইল—এই এক শ্রেণীর লোক এখন দেখা দিয়াছেন যাঁহারা অতি সৎ, আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ, মানবের হিতৈষণা খুব আছে; কিন্তু মহাভ্রমে পড়িয়া ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেছেন না।

(১) Robert Elsmere—মিসেস হাম্‌ফ্রি ওআর্ড রচিত ঐ নামীয় একখানি উপন্যাস ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দেই প্রথম প্রকাশিত হয়। ঐ নভেলখানির নায়ক 'এল্‌স্‌মীয়ার' প্রথম জীবনে চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের ধর্মযাজক ছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের উদার চিন্তা ও ভাবধারার সংঘাতে তাঁহার অন্তররাজ্যে জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির সহিত ধর্মীয় মতবাদের এক দারুণ সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং এই অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে অবশেষে তিনি চার্চ অব ইংল্যাণ্ডের ধর্মযাজকতা ত্যাগ করেন।

বৈকালে মিস্ কলেটকে দেখিতে যাই। তৎপরে 'কিউ'তে দুর্গামোহন-বাবুকে দেখিতে যাই, তিনি অদ্য সেখানে আসিয়াছেন।

২৫-৯-৮৮। গতকল্য কিউতে গিয়া দুর্গামোহনবাবুর পাওআর অব য়্যাটর্নি সই করান গেল। মিস্টার নাইট এবং দ্বিজদাস দত্ত আসিয়াছিলেন।

আজ মঙ্গলবার, দুর্যোগ; সকাল বেলা হইতে অল্প-অল্প বৃষ্টি, মেঘাড়ম্বর ও জোর বাতাস চলিতেছে। আজ সমস্ত দিন ঘরে বসিয়া বই লেখা গেল। আদি সমাজের ইতিবৃত্ত-অংশ পর্যন্ত শেষ হইল।

২৬-৯-৮৮। আজ ১টার গাড়িতে প্যাডিংটন স্টেশন হইতে যাত্রা করিয়া ব্রিস্টলে (১) আসিলাম। এখানে পরদিন অর্থাৎ ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহনের স্মরণার্থ সভা হইবে। মিস্টার নাইট আমার সঙ্গে আসিলেন। দ্বিজদাস বোধ হয় গাড়ি 'মিস্' করিলেন। এখানে হার্বার্ট টমাস নামে একজন ভদ্রলোক আছেন। ইঁহার এখানে কারবার আছে; ধনী লোক, বড় বাড়ি, বাগান, চাকর-বাকর; ইনি আমাকে পূর্ব হইতে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তদ্ভিন্ন স্টেশনেও গাড়ি পাঠাইয়াছিলেন। ইঁহার গাড়িতে একেবারে ইঁহার বাড়িতে আসিয়া পৌঁছিলাম। মিস্টার টমাস বাড়িতে ছিলেন না। তাঁহার গৃহিণী আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন। মিঃ টমাস পূর্বে মিস্ কার্পেণ্টারের এক ভগিনীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ইনি দ্বিতীয় পক্ষের ভার্যা। টমাস-সাহেবের বয়স ৭০ বৎসর হইবে; ইনি যুবতী। দুইটি সন্তান, একটি বালক, একটি বালিকা। দুইটিই ছোট। গৃহিণীটির বেশ সৌজন্য আছে; অথচ বড়মানুষী নাই। বড়মানুষ শুনিয়া যতটা ভয় হইয়াছিল, তাহা রহিল না। আমার বাধ-বাধ ঠেকিল না। রাত্রে মিস্টার টমাসের বড় ভাই ও মিস এস্টলিন

(১) Bristol—লণ্ডন হইতে ১১৮ মাইল পশ্চিমে এবং ব্রিস্টল চ্যানেল হইতে ১৩ মাইল দূরে একটি বড় শহর, য়্যাভন (Avon) নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে 'আর্নোজ ভেল' নামক গোরস্থানে রাজা রামমোহন রায়ের দেহাবশেষ সমাহিত আছে।

আমাদের সঙ্গে আহার করিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে অনেক কথা হইল। মিঃ টমাস আবগারি আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

২৭-৯-৮৮। আজ আহারাদির পর "আর্নোজ ভেল সিমেট্রি"তে রামমোহন রায়ের সমাধি দেখিতে গেলাম। যাইবার সময় পথে ই জি ব্রাউন কোম্পানীর অফিসে একবার যাওয়া গেল। ইঁহারা রাজার সমাধিটি মেরামত করিয়াছেন। ইঁহাদের অফিস হইয়া বরাবর গোরস্থানে গেলাম। সেখানে রাজার সমাধি-ক্ষেত্রে বসিয়া প্রার্থনা ও আত্মচিন্তাতে কিয়ৎকাল যাপন করিলাম। একটি প্রার্থনা লিখিলাম। তৎপরে কিয়ৎকাল আত্মচিন্তা ও রামমোহন রায়ের জীবনবিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে গৃহাভিমুখে ফেরা গেল।

রামমোহন রায়কে তাঁহার দেশবাসিগণ এখনও চিনিল না; তাই আজ আমি একা তাঁহার শ্রাদ্ধ করিতে এখানে আসিয়াছি।

রামমোহন রায়ের মনের বিস্তার, হৃদয়ের প্রশস্ততা, আমি বুদ্ধিতে আঁকড়াইয়া পাই না। এমন মানবপ্রেম অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি যে-সময়ে কলিকাতায় আসিলেন, সে-সময়ে হঠাৎ বড় মানুষ হইবার সময়। বিশ্বনাথ মোতিলাল, রামদুলাল সরকার, মোতি শীল, রামকমল সেন প্রভৃতি সকলে তখন উঠিতেছেন। সকলের গতি যখন ধনবৃদ্ধির দিকে, রামমোহনের গতি তখন হইল রাজকীয় পদ পরিত্যাগের দিকে। ভাল, যেন কর্ম্মই ছাড়িলেন; কর্ম ছাড়িয়া কি সুখে বসিয়া পায়ের উপর পা দিয়া শ্রমের অন্ন, বিশ্রামের সুখে আহার করিতে পারিতেন না?—অনায়াসেই পারিতেন। কিন্তু স্বদেশের দুর্দশা দেখিয়া তাঁহার প্রাণ এমন কাঁদিয়াছিল যে, নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না; দুরন্ত পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন। যাহাদের জন্য পরিশ্রম আরম্ভ করিলেন, তাহারা নির্যাতন করিতে লাগিল। রাশি রাশি গ্রন্থ ছাপাইয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিতে লাগিলেন; নিত্য নব নব গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন; ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। কি সত্যানুরাগ, কি পরোপকার স্পৃহা, কি স্বদেশের হিতকামনা! পরে যখন

কোম্পানীর সনন্দ নূতন করিয়া দিবার কথা উপস্থিত হইল, এবং হিন্দুসমাজ যখন সতীদাহ সম্বন্ধীয় আইন রদ করিবার জন্য বিলাতে দরখাস্ত পাঠাইলেন, তখন এখানে (বিলাতে) এই আশাতে ছুটিয়া আসিলেন যে, যদি দেশের লোকের হইয়া দুটা কথা বলিতে পারেন, এবং যদি হতভাগিনী বিধবাদিগের হইয়া কিছু করিতে পারেন। এখানেও দুরন্ত পরিশ্রম করিলেন; খাটিতে খাটিতে এই ব্রিস্টল নগরে ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার প্রাতে তাঁহার প্রাণ গেল।

কি মহৎ দৃষ্টান্ত! তিনি আমাদের সম্মুখে যে-দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। সেই সত্যানুরাগ, সেই পরোপকার স্পৃহা, সেই প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, সেই শ্রমশীলতা, সেই সহিষ্ণুতা, সেই বিনয় আমরা কিরূপে পাইব? আজ আমার হৃদয় তাঁহার গুণাবলী স্মরণ করিয়া একদিকে লজ্জিত, অপরদিকে উৎসাহিত হইতেছে; আপনাদের হীনতা অনুভব করিয়া একদিকে যেমন ম্লান হইতেছি, অপরদিকে উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া এই আশা করি, যে-পথ তিনি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, এই পথে যদি সাহস ও ধৈর্যের সহিত অগ্রসর হইতে পারি, তবেই নিজের ও ভারতের সদ্‌গতি। এই ত মানব জীবন, এই ত নবজন্মের অধিকার যে, আমরা ইন্দ্রিয়লালসা, ভোগবাসনা, স্বার্থপরতার ক্ষুদ্র সীমাকে অতিক্রম করিয়া পরের হিতসাধনে জীবন সমর্পণ করিতে পারি। পাপের সহিত সংগ্রাম, সামাজিক দুর্গতি নিবারণের প্রয়াস, অন্ধকারের মধ্যে আলোক বিস্তারের চেষ্টা, এই ত মানব জীবনের দেবভোগ্য অন্নপান!

ফিরিবার সময় পথে 'গার্ডেন' নামক ভেজিটেরিয়ান রেস্তোরাঁ হইতে আহার করিয়া টমাস সাহেবের বাড়িতে আসিলাম। আসিয়া সায়ংকালের বক্তৃতার জন্য রামমোহন রায়ের জীবনচরিত পড়িয়া নোট লইয়া প্রস্তুত

তৎপরে সায়ংকালে আহারান্তে মিঃ টমাস ও তাঁহার গৃহিণীর সঙ্গে বক্তৃতাস্থলে গেলাম। গিয়া দেখি হলটি লোকে পূর্ণ হইয়াছে। সেইদিন

এই নগরে আর এক স্থানে একটি সভা হইবার কথা ছিল; সুতরাং এত লোক যে আসিবে তাহা আমরা মনে করি নাই। যা হোক, বক্তৃতা আরম্ভ হইল। আমাকে একাই বক্তৃতা করিতে হইল। দ্বিজদাস দত্তের আসিবার কথা ছিল। আজ প্রাতে রামমোহন রায়ের সমাধিক্ষেত্রে যাইবার সময় মিস্ এস্ট্লিনের (১) বাড়িতে গিয়া দ্বিজদাসের এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, শরীরের দুর্বলতাবশত আসিতে পারিলেন না। যাহা হউক, আমি কর্তব্য জ্ঞানে আসিয়াছি। রামমোহন রায়ের প্রতি আমার যে কর্তব্য, তাহা সামান্যরূপে পালন করিবার জন্য আসিয়াছি; সুতরাং সেজন্য আমার দুঃখ হইল না। বক্তৃতাও হইয়া গেল। সভাস্থ সকলে যেন সন্তুষ্ট হইয়াছেন বোধ হইল; কিন্তু আমি তত সন্তুষ্ট হই নাই; নার্ভাস হইয়াছিলাম। এই নার্ভাসনেস্ বোধ হয় আমার এ জন্মে আর যাবে না। বক্তাতান্তে বাড়িতে আসা গেল।

২৮-৯ ৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া দেশে পত্র লেখা গেল। তৎপরে মিস্টার টমাসের সঙ্গে মিস্ মেরী কার্পেণ্টার-প্রতিষ্ঠিত 'রেড লজ' ও 'ইণ্ডাস্ট্রি স্কুল' দেখিতে যাওয়া গেল। প্রথমটিতে বালিকাদিগকে রাখা হয়। যে সকল বালিকা কোনও প্রকার অপরাধে ম্যাজিস্ট্রেটদিগের নিকট নীত হয়, ম্যাজিস্ট্রেটগণ তাহাদিগকে এইখানে প্রেরণ করেন। তাহারা যেরূপ গৃহে, যেরূপ পিতামাতার হস্তে প্রতিপালিত হয়, তাহা অপেক্ষা এখানে কিছুকাল বন্দী থাকা তাহাদের পক্ষে কল্যাণকর। দ্বিতীয়টি বালকদিগের স্কুল, এখানে দুই এক প্রকার শিল্পকাজ শিখাইবার ব্যবস্থা আছে।

(১) সম্ভবত ইনি ব্রিস্টল-নিবাসী ডাক্তার জে বি এস্ট্লিনের কন্যা। এই এস্টলিন-পরিবার উদার একেশ্বরবাদী ছিলেন এবং কার্পেণ্টার-পরিবারের ন্যায় ইহারাও রাজা রামমোহনের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। স্টেপ্‌ল্টন্ গ্রোভে রাজার অন্ত্যেষ্টি সময়ে শবানুগামী অন্যান্য শোককারীদের মধ্যে এই উভয় পরিবারের ৫।৬ জন পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

এখান হইতে ফিরিয়া বাড়িতে আসিয়া 'লাঞ্চ' খাইয়া আবার ক্লিফ্‌টন ডাউন স্টেশনের অভিমুখে চলিলাম। মিঃ জে বি নাইটের সংগে ঠিক ছিল যে, তিনি ও তাঁহার ভগিনী এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে মিলিবেন ও তদনন্তর সকলে মিলিয়া জর্জ ম্যুলার (১)-এর প্রতিষ্ঠিত সুপ্রসিদ্ধ 'অর্ফ্যানেজ' দেখিতে যাইব। পথে তাঁহাদের দুইজনের সঙ্গে দেখা হইল। যথাসময়ে আমরা অর্ফ্যানেজে আসিয়া উপনীত হইলাম। ও বাবা! সে কি ব্যাপার! অনাথাশ্রম এক রাজ্যি জুড়িয়া বসিয়াছে, দুই হাজারের উপরে পিতৃ-মাতৃহীন বালক-বালিকা এখানে আশ্রয় পাইয়াছে। বালকদের শয়নঘর, আহারের ঘর, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিশুদের খেলার ঘর, সমুদয় দেখিলাম। শিশুগুলি অতি উত্তম স্থানে আছে; সুস্থ-দেহ, সবল; দেখিয়া মনে অপূর্ব আনন্দ হইল। কিসের অধিক প্রশংসা করা যাইবে বুঝিতে পারি না;—কি ধর্মভাবের, কি লোক-হিতৈষণার, কি কার্যকারিণী শক্তির? আমাদের দেশকে এই পরোপকার প্রবৃত্তির পথে প্রবর্তিত করিবার চেষ্টা করা উচিত।

প্রফেসর নিউম্যান

২৯-৯-৮৮। আজ প্রাতে আহারের পর 'ওয়েস্টন-সুপার-মেআর' (২)-এর

(১) George Muller—একান্ত ভগবদ্বিশ্বাসী, প্রার্থনানির্ভর, সেবাব্রত জার্মান কন্‌গ্রিগেশনাল ধর্মযাজক; ইনি ২৫ বৎসর বয়সে ইংল্যাণ্ডে আগমন করেন এবং ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ হইতে মৃত্যুকাল (১৮৯৮) পর্যন্ত ব্রিস্টলেই বাসস্থান এবং কর্মস্থল নির্ধারণ করিয়া সমাজসেবা এবং ধর্মপ্রচারেই আত্মোৎসর্গ করেন। ব্রিস্টলের অনতিদূরে ইঁহার প্রতিষ্ঠিত বিশাল অনাথাশ্রম স্বেচ্ছাকৃত দানের সাহায্যেই পরিচালিত হইত। ভগবান ব্যতীত অন্য কাহারও নিকটে কখনও তিনি দান বা সাহায্য প্রার্থনা করেন নাই।

(২) Weston-super-Mare—লণ্ডন হইতে ১৩৭ মাইল পশ্চিমে, ব্রিস্টল চ্যানেলের উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র শহর, সমারসেট-শায়ারের অন্তর্গত।

অভিমুখে যাত্রা করা গেল। যথাসময়ে প্রফেসর এফ ডব্লিউ নিউম্যান (১)-এর গৃহে আসিয়া উপনীত হইলাম। নাতিদীর্ঘ, নাতিহ্রস্ব, কৃশকায় মানুষটি, দেখিবামাত্র মনে কি এক অপূর্ব ভাব হইল। ৮৩ বৎসর বয়ঃক্রম হইয়াছে, তথাপি এখনও দেহে বল ও মনে উৎসাহ কেমন রহিয়াছে! হাসিটি ও ভাবটি অনেকটা রামতনু লাহিড়ীমহাশয়ের মত। কি পবিত্রমূর্তি পুরুষ! আমার মনের মত মানুষ। দেশে এমন ভাল কাজ নাই যাহার সঙ্গে যোগ নাই। সকল প্রকার য়্যান্টি-মুভমেণ্টের মধ্যে ইনি আছেন। আসিয়া দেখিলাম, ইঁহার একখানি গণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অক্সফোর্ডে ছাপা হইতেছে, তাহার প্রূফ দেখিতেছেন। টেবিলের উপরে দেখি ইঁহার অনুবাদিত 'হোমার' রহিয়াছে। একদিকে 'ম্যাথম্যাটিক্স', 'পলিটিক্যাল ইকনমি'; অন্যদিকে 'য়্যারাবিক ডিক্শনারি', 'হিব্রু মনার্কি'; অন্যদিকে আবার 'দি স্যোল' (৩)! কি সর্বতোমুখীন প্রতিভা! একটা বিদ্যার জাহাজ! এরূপ একটি লোক দেখিবার জন্য সাগর পার হইয়া আসা নিরর্থক হয় না। কথা কহিতেই বড় ভালবাসেন; এমন বিষয় নাই, যাহাতে চিন্তা নাই ও যে বিষয়ে কথা কহিতে ভালবাসেন না। আমি কেবল মুখটি বুজিয়া শুনি। জেম্স মার্টিনোর সঙ্গে যেদিন দেখা হইয়াছিল, সেদিন আমি-হতভাগা কেবল নিজেরই কথা দশ কাহন কহিয়াছিলাম; তাঁহাকে বড় বলিতে দিই নাই। এবারে শুনিতেছি ও লক্ষ্য করিতেছি।

[১] Dr. F. W. Newman (1804-'97)—বহুবিদ্যাবিশারদ সুপণ্ডিত ইউনিটেরিয়ান এবং চিন্তাশীল লেখক; ম্যান্চেস্টার নিউ কলেজ ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজের প্রফেসর; পরে লণ্ডন ইউনিভার্সিটি হল-এর অধ্যক্ষ হন। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জন হেনরি নিউম্যান প্রথম জীবনে য়্যাংগ্লিকান চার্চের ধর্মযাজক ছিলেন, কিন্তু পরে রোম্যান ক্যাথলিক মতবাদ গ্রহণ করেন। তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও চারিত্রপ্রভাবে ইংল্যাণ্ডে রোম্যানিজ্মের পুনরভ্যুদয় হয়। ইহার পর তিনি পোপকর্তৃক বহু-সম্মানিত "কার্ডিন্যাল" পদবীতে উন্নীত হন।

(৩) বলাবাহুল্য, এই সমস্ত পুস্তক তাঁহার স্বরচিত।

রামমোহন রায়ের জীবন বিষয়ে চিন্তা করিয়া গত দুইদিন হইতে হৃদয়ে মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে যে ভাব জাগিয়াছে, ইহাকে দেখিয়া তাহা বর্ধিত হইয়াছে।

৩০-৯-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে প্রফেসর নিউম্যানের সহিত সমুদ্রোপকূলে বেড়াইতে গেলাম। তিনি পথে গ্ল্যাড্স্টোনের বিষয় অনেক বলিলেন। আফগান যুদ্ধ, জুলু যুদ্ধ সম্বন্ধে তাঁহার যে ব্যবহার, তাহার উল্লেখ করিয়া এই প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিলেন যে, গ্ল্যাড্স্টোনের উপর নির্ভর করা যায় না; তাঁহার উপরে বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। আমি শুনিলাম, কোন মতামত প্রকাশ করিলাম না। ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্নে অনেকক্ষণ একটি স্বতন্ত্র ঘরে বসিয়া পড়াশুনা করিলাম।

সায়ংকালে মিসেস নিউম্যানের সহিত প্লীমাথ ব্রিদ্রেন অর্থাৎ জর্জ ম্যুলারের শিষ্যদিগের এক উপাসনালয়ে যাওয়া গেল। জর্জ ম্যুলারের জামাতা, মিস্টার রাইট উপাসনা করিলেন ও Reasoning together with the Lord-এই বিষয়ে উপদেশ দিলেন। ইহারা বাইবেলের উপরই খুব নির্ভর করিয়া থাকেন। মিস্টার নাইট বলিলেন যে, তাঁহার ভগিনী ও ভগিনীপতি এই সম্প্রদায়ের লোক; আমার সেই বাড়িতে যাওয়ার কথা হওয়াতে তাঁহারা বাইবেল ঘাঁটিয়া দেখিলেন যে, একজন 'হীদেন'-এর সহিত এতদূর মাখামাখি ভাল নয়। তাই তাঁহারা টেলিগ্রাম করিয়া দিলেন যে আমার সেখানে থাকা হইবে না।

১-১০-৮৮। "স্ট্রীট" একটি পল্লীগ্রাম, সমারসেটশায়ারে অবস্থিত। ইহার নিকটেই গ্ল্যাস্টন্‌বেরি (১); সেখানে ইংলণ্ডের অতি প্রাচীনকালের চিহ্নসকল

(১) Glastonbury—সমারসেট-শায়ারের অন্তর্গত একটি প্রাচীন ক্ষুদ্র শহর; প্রাচীন 'বাথ' নগর হইতে ৩৭ মাইল দূরে। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, এখানে পৌরাণিক কিংগ্ আর্থারকে সমাহিত করা হয়। এখানে ৬০১ খৃষ্টাব্দে একটি রোম্যান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের মঠ স্থাপিত হয়; কালক্রমে এই মঠ বৈভব এবং বিশালতায় ইংল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মঠ এবং ক্যাথলিকগণের তীর্থস্থান বলিয়া

রহিয়াছে। আমি এখানকার ইম্পে-পরিবারের দ্বারা বিশেষরূপে নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছি। এ বাড়িতে এক বিধবা মাতা ও দুই অবিবাহিতা কন্যা। তন্মধ্যে ক্যাথারিন ইম্পে ছোট কন্যা, আমার সমবয়স্কা, সমবিশ্বাসী, চিরপ্রফুল্লা, উৎসাহশীলা, জাতিবর্ণ বিভেদের বিরোধিনী। আমার সঙ্গে অনেক মিলে। ক্যাথারিনের সঙ্গে লণ্ডনে দেখা হইয়াছিল—(১৩ই জুলাই-এর ডায়েরি দ্রষ্টব্য)। তদবধি হৃদয়ের একটা যোগ হইয়াছিল—সেই টানে আসিয়াছি। পরিবারটি বড় সুখী পরিবার। ইহারা কোয়েকার মতাবলম্বী। সুরাপান নিবারণে অতুল উৎসাহ, সে-বিষয়ে অনেক কাজ করিতেছেন। ইহাদের মাতা তাঁহার নিজের ভ্রাতার সঙ্গে 'জ্যাম'-এর কারবার করেন। ক্যাথারিনের ভগিনী—'এলেন' কৃষিজাত দ্রব্যের ব্যবসা করেন। সমস্তদিন ইহারা কাজে ব্যস্ত।

আজ বৈকালে ক্যাথারিনের সঙ্গে বেড়াইতে গেলাম। গিরি ও উপত্যকাতে স্থানটি কি সুন্দর! এক পাহাড়ের উপর দুইজনে মাটিতে বসিয়া ধর্ম বিষয়ে অনেক কথা হইল। ক্যাথারিন বলিলেন, তিনি খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের স্যাক্রিফিশিয়াল ডকট্রিনে বিশ্বাস করেন না। যীশুর বিষয়ে আমার যে ভাব, তাহা আমি ব্যক্ত করিলাম। যতই কথা কহিতেছি, ততই দেখিতেছি, দুইজনে আশ্চর্য মিল। আমি খোলা লোক, ক্যাথারিনও খোলা লোক ; আমি নিরামিষাশী, ক্যাথারিনও নিরামিষাশী, আমি ইউনিভার্সাল স্যালভেশনে বিশ্বাসী, তিনিও তাই।

এখানে রাত্রে মেয়েদের সঙ্গে অনেক কথা হইল। মিস মিট্‌ফোর্ড নামে

পরিগণিত হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধে ইংল্যাণ্ডের স্বেচ্ছাচারী রাজা অস্টম হেনরি যখন ধর্ম-সংস্কারে (Reformation) প্রবৃত্ত হন, তখন তিনি এই মঠের বিষয় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ দেন। কিন্তু মঠাধীশ (Abbot) স্বেচ্ছায় অধিকার ত্যাগে সম্মত না হইলে রাজার আদেশে ওখানেই তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয় এবং মঠটিকে ধ্বংস করা হয়। এই ধ্বংসাবশেষই এই স্থানের প্রধান আকর্ষণের বস্তু।

একজন মহিলা এখানে আছেন, ইনি অতি বুদ্ধিমতী। ইঁহার সঙ্গে ভারতবর্ষ বিষয়ে, রাজনীতি বিষয়ে, সমাজ-সংস্কার বিষয়ে অনেক কথা হইল। এই দূর গ্রামে নারীজাতির মধ্যে কিরূপ আশ্চর্য জীবন্ত ভাব। আমাদের পক্ষে এক নূতন দৃশ্য।

২-১০-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে মিস মিট্‌ফোর্ড, ক্যাথারিন ও আমি গ্ল্যাস্টন্‌বেরি য়্যাবির ভগ্নাবশেষ দেখিতে গেলাম। ইহা অতি প্রাচীনকালে নির্মিত হয়, পরে অষ্টম হেনরির সময় ভগ্ন হয়। এক সময় ইহা রোমান ক্যাথলিকদিগের তীর্থস্থান ছিল। য়্যাবি দেখিয়া পাহাড় দিয়া ঘুরিয়া গাড়ি করিয়া আসা গেল; আমি বামদিকে বসিয়া, ক্যাথারিন আমার দক্ষিণ দিকে বসিয়া গাড়ি চালাইতেছেন; আমার লজ্জা হইতে লাগিল। এই সকল মেয়ে আত্মরক্ষা করিতে জানে; জীবনের উচ্চ লক্ষ্য ধরিয়াছে ও জীবনকে সার্থক করিবার জন্য উৎসাহিত। 'ম্যান ডাজ নট লিভ্‌ বাই ব্রেড য়্যালোন'— এই উপদেশের ভাব ইহাদের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

অপরাহ্নে আমরা কোয়েকারদিগের এক উপাসনা সভাতে যাই। এই সমিতির গৃহটি ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে নির্মিত। উপাসনার পূর্বে টী-পার্টি হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় ৫০।৬০ জন পুরুষ ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন; ইঁহারা অনেকে শ্রমজীবি-শ্রেণীর লোক। এখানে একটি 'সান্‌ডে স্কুল' আছে; তদ্ভিন্ন সুরাপান-নিবারণ বিষয়ে অনেক কাজ হইতেছে। সেই সকল কাজে মেয়েরা খুব উৎসাহী। লণ্ডনে যে সকল বড় বড় ব্যাপার চলিতেছে, এখানে থাকিয়া ইঁহারা তাহার সঙ্গে যোগ দিতেছেন।

এই ক্ষুদ্র গ্রামে তিন চারটি কল চলিতেছে; জুতার কল, 'জ্যাম'-এর কল, প্রভৃতি। তাহাতে ইহার তিন হাজার অধিবাসীর মধ্যে প্রায় দুই হাজার কাজ পাইতেছে।

ইঁহাদের বার্ষিক সভায় আমাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করাতে, আমি ভারতবর্ষীয় প্রজাদের দরিদ্রতা ও সুরাপানের বিস্তার সম্বন্ধে কিছু বলিলাম। তৎপরে রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়িতে আসা গেল।

৩-১০-৮৮। অদ্যও "স্ট্রীট"-এ রহিয়াছি। আজ প্রাতে আহারের পরই ক্যাথারিন বৈকালে আমার যে বক্তৃতা হইবে তাহার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। বক্তৃতার পূর্বে কিঞ্চিৎ জলযোগ হইবে। মিস্টার জন ব্রাইট (১)-এর জামাতা মিঃ উইলিয়ম ক্লার্ক এখানে সাধারণের জন্য একটি 'হল' নির্মাণ করিয়া দিয়াছেন। 'ক্যাথুরানি' (২) স্থির করিয়াছেন যে, সেইখানে বক্তৃতা হইবে। সকালে ক্যাথুরানি আমাকে বলিলেন যে, তিনি ও তাঁহার মামাতো ভগিনী দুজনে হল-গৃহটি সাজাইতে যাইতেছেন; আমাকে সঙ্গে যাইতে হইবে, 'হল' দেখিয়া আসিতে হইবে; উইলিয়ম ক্লার্কের জুতার কারখানা দেখিতে হইবে। উত্তম কথা—আমি প্রস্তুত। ক্যাথুরানির উৎসাহ দেখে কে! এমন সপ্রতিভ, সদানন্দ মেয়ে অল্পই দেখিয়াছি। কাথুরানী ফুল তুলিতেছেন, ডালা সাজাইতেছেন, ফল ফুলুরি বাঁধিতেছেন, আমি তাঁহাদের বাগানে বেড়াইতেছি। অবশেষে যাইবার সময় হইল; কয়েকজনে যাত্রা করা গেল। কাথুরানী আমার হাতে এক পেয়ারা দিলেন ও আপনারা দুইজনে এক একটি পেয়ারা লইয়া বলিলেন যে, প্রত্যেকে এক একটি পেয়ারা খাইতে খাইতে যাইতে হইবে। বেশ তাহাতেই প্রস্তুত; পেয়ারা খাইতে খাইতে তিনজনে যাত্রা করা গেল।

(১) John Bright (1811-89)—কোয়েকার-মতবাদী বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ ও সুবিখ্যাত বাগ্মী; বহু বৎসর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে লিবার‍্যাল পার্টির বিশিষ্ট সদস্যরূপে ইনি নানাপ্রকার লোকহিতকর কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন এবং কয়েকবার মন্ত্রিসভার সদস্যও হইয়াছিলেন। রিচার্ড কব্ডেন-এর সহযোগে ইনি "অ্যান্টিকর্ন ল' লীগ" গঠন করিয়া যে তুমুল আন্দোলন পরিচালনা করেন, তাহার ফলে ব্রিটিশ সরকার "কর্ন ল'জ" প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

(২) ক্যাথুরানি—মিস ক্যাথারিন ইম্পে-ই গুণগ্রাহী শাস্ত্রী মহাশয়ের স্নেহাদরে ক্রমশ ক্যাথারিন হইতে 'ক্যাথুরানী', কাথুরানী' এবং অবশেষে "কাথু'তে পরিণত হইয়াছেন।

ক্রমে 'হল'-ঘরে উপস্থিত। এই হল-ঘরটি শ্রমজীবীদিগের জন্য নির্মিত হইয়াছে। এখানে একটি রীডিংরূম আছে; একটি প্রকাণ্ড 'হল' আছে তাহাতে বক্তৃতাদি দেওয়া যাইতে পারে; মধ্যে মধ্যে কনসার্ট প্রভৃতিও হয়। আর একটি ছোট 'হল' আছে, তাহাতে ছোটখাট সভা হইতে পারে। সেই ঘরে আমার বক্তৃতা হইবার কথা ছিল। আমি কাগজ পড়িতে লাগিলাম, কাথুরানী ও তাঁহার ভগিনী ঘর সাজাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরেই কাথুরানী আসিয়া আমাকে জুতার কারখানা দেখাইতে লইয়া যাইতে চাহিলেন, আমি চলিলাম। তিনি গিয়া আমাকে একজন লোকের জিম্মা করিয়া দিয়া আসিলেন। সে ব্যক্তি আমাকে ঘুরাইয়া সকল দেখাইল। কলে জুতা তৈয়ারি হইতেছে—কি কাণ্ড! সেখান হইতে পুনরায় 'হল'-ঘর হইয়া বাড়িতে ফেরা গেল।

মধ্যাহ্ন-আহারের পর আমার 'জাতিভেদ' নামক বক্তৃতার শ্রীমতী নাইট যে অনুবাদ করিয়াছেন, তাহা কাথুরানীকে পড়িতে দিয়া, আমি উপরে গিয়া বক্তৃতার জন্য প্রস্তুত হইতে ও পড়িতে লাগিলাম। অপরাহ্নে কয়জনে আবার 'হল'-ঘরের দিকে যাত্রা করিলাম।

পথে কুমারী ক্লার্ক নাম্নী কুমারী কব্‌ (১)-এর এক বন্ধুকে দেখিতে গেলাম।

ক্রমে সায়ংকাল উপস্থিত, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ এক এক করিয়া আসিতে লাগিলেন। চা ও কিঞ্চিৎ জলযোগ হইল। তৎপরে আমার বক্তৃতা হইল। আমি রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত ও ব্রাহ্মসমাজের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত কিছু কিছু বলিলাম। বক্তৃতায় প্রায় একঘণ্টার অধিককাল সকলে বসিয়া রহিলেন; নানাপ্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। গড়ের উপর অতি উত্তম হইয়া গেল। রাত্রে সকলে চলিয়া গেলে কাথুরানী ও আমি বাড়ি ফিরিলাম। পথে কাথু বলিলেন, শুঁড়ীর দোকান দেখিতে চাও ত ঐ বাড়িতে প্রবেশ কর। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি আমার সঙ্গে ওখানে যাইবে ত? কাথু বলিলেন—

(১) মিস্ কব্‌ সম্বন্ধে ৯১ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

যাইতে পারি, তবে আমার পক্ষে যাওয়াটা একটা পরীক্ষা। আমি বলিলাম—না, আমাদের যাওয়া উচিত নয়। আমি কৌতূহলের জন্য যাওয়া উচিত বোধ করি না।

ক্রমে আমরা বাড়িতে পৌঁছিলাম। ভয়ানক অন্ধকার, আমি ভাল করিয়া পথ দেখিতে পাইতেছি না; কাথ্ হাসিয়া আমাকে ধরিয়া বলিলেন, "এই যে দরজা, তুমি ঠিক যেন মাতালের মত ঘুরিতেছ।" দুজনে খুব হাসিলাম। পরে ঘরে আসিয়া আগুনের কাছে চারিজন মেয়ে ও আমি পাঁচজনে ঘিরিয়া বসিয়া খুব গল্প ও নানাপ্রকার ভাল ভাল কথা হইতে লাগিল। ইংরাজ পরিবারের এইটি অপূর্ব সৌন্দর্য। কাথুর বড় ভগিনী 'এলেন' আমার অপেক্ষা বয়সে বড়; তাঁহার গাম্ভীর্য, ভদ্রতা, কার্যদক্ষতা দেখিলে শ্রদ্ধা না করিয়া থাকা যায় না।

এখানে আসিয়া বড়ই উপকৃত হইয়াছি। এক দিকে যেমন প্রকৃতির শোভা দেখিয়া নয়ন-মন তৃপ্ত হইতেছে, আর একদিকে তেমনি এই কয়জন স্ত্রীলোকের পবিত্র সহবাসে আসিয়া আনন্দ হইতেছে। ক্যাথারিনের অমায়িক ব্যবহারে মনকে মুগ্ধ করিয়াছে। দুইটি বাসনা হৃদয়ে প্রবল হইতেছে: প্রথম, জীবনকে জ্ঞানালোচনা, সদনুষ্ঠান ও লোকোপকার দ্বারা সার্থক করা; দ্বিতীয়, নারীজাতির উন্নতি সাধনে দেহ-মন অর্পণ করা। আশা করি, এই দুই বিষয়ে আমার দৃষ্টি সর্বদা সজাগ থাকিবে।

নানা কথার মধ্যে পরকালে বিশ্বাসের মূল কি, সে বিষয়ে কথা হইল। আজ যেন আর বিছানায় যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না; এই শেষ রাত্রি; কল্য প্রাতে কাথুর মা ও কুমারী মিট্‌ফোর্ডের সহিত আর দেখা হইবে না; তাই আজ রাত্রি ১টা পর্যন্ত সকলে বসিয়া গল্প করা গেল। ১টার সময় শয্যায় যাওয়া গেল।

৪-১০-৮৮। আজ প্রাতে জন ব্রাইটের কন্যা ও জামাতার সহিত আহার করা গেল। জন ব্রাইটের কন্যা অতি লক্ষ্মী, মুখখানিতে সাধুতার চিহ্ন দেদীপ্যমান। তিনি ভারতবর্ষ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করিলেন। তাঁহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের প্রজাদের দরিদ্রতা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক কথা হইল। কাথুরানী

আমাকে টুনোপাখীর (১) গল্পটা পুনরুক্তি করাইলেন। সেখান হইতে কাথ্ আমাকে গাড়িতে করিয়া রেলওয়ে স্টেশনে আনিলেন। যতক্ষণ গাড়ি না ছাড়িল কাথ স্টেশনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

লণ্ডনে পৌঁছিতে ৪টা বাজিয়া গেল। ক্রমেই শীত পড়িতেছে। ওয়াটার্লু স্টেশন হইতে বাড়ি আসিতে ব্যাগটি লইয়া বাসের উপরে বসিতে হইল। ঠাণ্ডা বাতাস ও বৃষ্টিতে হাতদুখানি অবশপ্রায়। বাড়িতে পৌঁছিয়া দুর্গামোহনবাবুকে ও দেবেন মুখার্জিকে দুই পত্র লিখিলাম। আজ আর অন্য কাজ হইল না।

৫-১০-৮৮। আজ বাড়িতে পত্র লিখিবার দিন, প্রাতঃকাল হইতে সেইজন্য খুব ব্যস্ত। প্রাতে উঠিয়া কাথুরানীকে ও মিসেস টমাসকে পত্র লিখিলাম। তৎপরে মনে হইল যে, হেম জয়কালীর (২) জন্য একখানা ফরসাইথের 'ডিফারেন্শ্যাল ইকোয়েশান' পুস্তক পাঠাইতে বলিয়াছে। না পাঠাইলেই নয়। তখনি ধড়াচুড়া পরিয়া ম্যাক্‌মিলান কোম্পানীর দোকানের উদ্দেশে যাত্রা করিলাম। সেখানে আরও কয়েকখানি বই কিনিলাম।

ফিরিবার সময় পথে আসিতে আসিতে এই চিন্তার উদয় হইল: আমার জীবনের প্রধান লক্ষ্য কি তাহা আমি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিতেছি। দেশের যুবক-যুবতীদিগের মনে মনুষ্যত্বের আকাঙ্ক্ষা, উন্নতি স্পৃহা, স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি ও সাধুতার প্রতি প্রবল অনুরাগ উদ্দীপ্ত করা। এইজন্যই ত 'স্টুডেণ্ট্‌স্ সার্ভিস'-এর সৃষ্টি। সেইজন্যই স্টুডেণ্ট্‌স্ সার্ভিসে আমার প্রাণ এত খোলে। আমাকে ইহার অনুকূল কয়েকখানি গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে হইবে। স্মাইল্‌স্-এর 'সেল্‌ফ্ হেল্‌প'-এর ন্যায় বাঙলায় বই আবশ্যক। এইজন্য কতকগুলি

(১) টুনোপাখি—বাল্যকালে শিবনাথের কুকুর, পাখি, ইত্যাদি পুষিবার খুব শখ ছিল। একটি শালিখছানাকে ধরিয়া বহুযত্নে তাহাকে প্রতিপালন করিয়া নানারূপ কৌতুককর বুলি শিখাইয়াছিলেন, ইহার নাম দিয়াছিলেন "টুনো"।

(২) জয়কালি দত্ত—রাঁচীর সুবিখ্যাত উকিল ও বিশিষ্ট ব্রাহ্ম; ইনি এই সময়ে কলেজে উচ্চশ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

জীবনচরিত ক্রয় করা আবশ্যক। যদি 'ট্রুবনার'-দের নিকট কিছু টাকা পাই, কতকগুলি জীবনচরিত কিনিয়া লইতে হইবে; অর্থাৎ, যেরকম জীবনচরিত আলোচনার দ্বারা, মানবজীবনের মহৎ ভাব লোকের মনে আবদ্ধ হইতে পারে, এমন সকল জীবনচরিত কিনিতে লইবে; এবং সেই সকল উপাদান হইতে অন্তত এমন একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে হইবে, যাহা অগ্নিময় অক্ষরে মনুষ্যত্বের কথা যুবক-যুবতীর মনে লিখিয়া দিবে। কবিতাতে এই ভাবাত্মক গ্রন্থ লিখিতে হইবে। এমন গ্রন্থ লিখিতে হইবে যাহা বঙ্গসাহিত্যে স্থায়ী হয়।

কিন্তু লেখা ও বলা অপেক্ষা এইরূপ জীবন প্রস্তুত করিতে হইবে। এমন জীবন চাই, লেখা ও রচনাতে যাহার দশ ভাগের এক ভাগও প্রকাশ পাইবে না।

বাড়িতে আসিয়া পত্র লিখিতে প্রায় সাড়ে তিনটা বাজিয়া গেল। তারপর দেবেন মুখুজ্জে আসিল। তাহার নিকট ব্রিস্টল যাত্রার বিবরণ বলিতে বলিতে বৈকাল হইয়া গেল। আহারান্তে সেন্ট ফ্রান্সিস অব য়্যাসীসি(১)-র জীবনচরিত পড়িতে পড়িতে পড়িতে শয়নের সময় উপস্থিত হইল। আজও আমার পুস্তকের কাজ হইল না।

(১) St. Francis of Assissi—ধনী ইটালীয় বণিকের পুত্র, পৈত্রিক বিলাস বৈভব ত্যাগ করিয়া ২৫ বৎসর বয়সে (১২০৭ খৃষ্টাব্দ) সন্ন্যাস অবলম্বন-পূর্বক দারিদ্রব্রত গ্রহণ করিয়া ধর্মপ্রচার এবং দুঃস্থ, সমাজ-পরিত্যক্ত—বিশেষত কুষ্ঠরোগাক্রান্ত—জনগণের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার অপূর্ব ত্যাগ, সেবা, মানবপ্রেম ও ধর্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া অচিরেই কতকগুলি অনুচর ও সহকর্মী আসিয়া জুটিলে তিনি তাহাদিগকে কঠোর নিয়ম-সংযমে সংঘবদ্ধ করিয়া এক কৃচ্ছ্র ব্রতী, ভিক্ষানির্ভর, সেবাপরায়ণ সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় গঠন করেন। পোপের অনুমোদন এবং আশীর্বাদ লাভ করিয়া এই ফ্রান্সিস্ক্যান সম্প্রদায়ের ভিক্ষু এবং ভিক্ষুণীগণ ইংল্যাণ্ড, স্পেন ও ফ্রান্স হইতে আরম্ভ করিয়া ঈজিপ্ট পর্যন্ত নানাস্থানে মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহাদের কঠোর জীবনযাত্রা, আশ্চর্য ধর্মভাব ও জনসেবার জলন্ত নিদর্শন দ্বারা খৃষ্টধর্মের মহিমা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

৬-১০-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া দৈনিক লিপি লিখিয়া অপরাহ্নে বই লিখিতে আরম্ভ করিলাম। যত শীঘ্র বইখানি সারিয়া ফেলিব ভাবিতেছি, তত শীঘ্র সারিয়া ফেলিতে পারিব কি না সন্দেহ। যাহা হউক, কয়েক ঘণ্টা লেখা গেল। ১টার পর দেবেন মুখুজ্জে আসিল। সে আজ বার্মিংহামে মিসেস টিণ্ডেল-এর বাড়িতে গেল; সেখান হইতে সিসেস্টারে যাইবে। দেবেন চলিয়া গেলে আমি দুর্গামোহনবাবুকে দেখিবার জন্য কিউতে গেলাম। তাঁহাকে ব্রিস্টল, ওয়েস্টন এবং স্ট্রীট-এর গল্প শুনাইয়া কিয়ৎক্ষণ পরেই ফেরা গেল। তাঁহারা রিচমণ্ডে (১) ফোটোগ্রাফ তুলাইতে গেলেন। আমি ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ির পাশে একটি ভারতবর্ষীয় ছেলের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। এটি মাদ্রাজী ছেলে এখানে আসিয়া পড়িয়াছে; একটি ইংরাজ ভদ্রলোক উহাকে যত্নে পালন করিতেছেন। এ-ব্যক্তি রামস্বামী আয়েঙ্গারের একজন আত্মীয়। ছেলেটি বুদ্ধিমান ও সুচতুর। ইহার মধ্যে এখানে অনেকের নিকট পরিচিত হইয়াছে। ভবিষ্যতে একটা কাজের লোক হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে দেশে ফিরিয়া যায় কিনা জানি না। ইহার সঙ্গে আরও কয়েকটি ইংরাজ পুরুষ ও মহিলা ছিলেন; তাঁহাদের সঙ্গেও আলাপ হইল। ভারতবর্ষ বিষয়ে অনেক কথা হইল।

তারপর বাড়িতে আসিলাম। আহারের পর মিস কলেট-এর Early Chronicles of the Brahmo Samaj পড়িয়া নোট লইলাম। তৎপরে সেণ্ট ফ্রান্সিস্ অব্ য়্যাসীসির জীবনচরিত পড়িতে লাগিলাম।

শয়নের পূর্বে আত্মচিন্তা করিতে গিয়া আমার মনে আজ এই ভাবের উদয় হইল:—আমার জীবনের লক্ষ্য বঙ্গীয় যুবক-যুবতীদিগের মনে নৈতিক বল ও ধর্মানুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া যাওয়া। বিধাতা সেইদিকেই আমাকে লইয়া আসিয়াছেন। আমার বক্তৃতা, আমার গ্রন্থাবলী, আমার কবিতা সকলেরই

(১) Richmond— লণ্ডন হইতে ৯ মাইল দূরে, টেম্‌স নদীর তীরে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র শহর।

ঐদিকে গতি। কিন্তু এখন আবার এই লক্ষ্যসিদ্ধির বিষয়ে আরও উৎসাহের সহিত কোমর বাঁধিতে হইতেছে। আমি অনেকবার আপনার মনে মনে এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছি,—আচ্ছা, যদি আমার প্রণীত সমুদায় গ্রন্থ পুড়িয়া যায় এবং আমার নামগন্ধও না থাকে, তাহাতে আমি দুঃখিত হইব কি না? আমি মনকে বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, তাহাতে আমার দুঃখ হয় না। কারণ, আমি যে-পরিমাণে জাতীয় জীবনে নৈতিক বলের সঞ্চার করিতে পারিয়াছি, সেইটুকুই আমি; আমার নাম থাকুক না থাকুক, সেই পরিমাণে আমার জীবন সার্থক হইয়াছে। অর্থাৎ, আমার জীবনের দৃষ্টান্ত, আমার সেবা এবং আলাপের দ্বারা যদি দশটি লোকেরও সাধুতাতে রুচি, সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি, সত্যাচরণে সাহস জন্মিয়া থাকে, তবে আমার জীবন নিরর্থক হয় নাই।

যুবকযুবতীদিগের মধ্যে কার্য করিবার সময় ভাঙ্গা ও গড়া উভয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। একদিকে কুসংস্কার ভঞ্জন, জাতিভেদ দমন, শাস্ত্র-নিগড় ভেদ—অপরদিকে সাধুতাতে নিষ্ঠা, সাধুজনে ভক্তি, ধর্মপ্রবণ বিশ্বাস, ঈশ্বরে প্রগাঢ় নির্ভর সমভাবে রক্ষা করিতে হইবে। ইহা রক্ষার একমাত্র উপায় আমাকে উভয় ভাবাপন্ন হইতে হইবে। একদিকে 'সোশ্যালিস্ট(১) 'সেকুলারিস্ট' (২) প্রভৃতির গ্রন্থাবলী পড়িতে ও ভাবগ্রহণ করিতে হইবে; অপর দিকে সাধুদিগের জীবনালোক ও ভজনসাধনাদির দ্বারা ভক্তি ও বিশ্বাসকে জাগ্রত করিতে হইবে।

(১) Socialist—৬৮ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

(২) Secularist—ইহ-সর্বস্ব সমাজনীতিবাদের পক্ষাবলম্বী; এই মতবাদে ঈশ্বর এবং পরকাল সম্বন্ধে মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন স্বীকার করা হয় না; কিন্তু কি কি পার্থিব উপায়ে মানবের ঐহিক জীবনযাত্রা সুগম এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তিপূর্ণ হয়, তাহাই অনুসন্ধান ও আয়ত্ত করা মানুষের আশু কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয়। বলা বাহুল্য, ইহা জড়বাদ, অজ্ঞেয়তাবাদ ও হিতবাদের সংমিশ্রণে উদ্ভূত। জনহিতৈষী 'হোলিওক' এবং 'ব্র্যাড্‌ল' ঊনবিংশ শতকে এই মতবাদের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন।

আমি উভয় ভাবকে যে পরিমাণে নিজ জীবনে ধারণ করিতে পারিব, সেই পরিমাণে অপরের মনে দিতে পারিব। ইহার জন্য প্রস্তুত হইয়া দেশে ফিরিতে হইতেছে।

কন্‌গ্রিগেশনাল চার্চ

৭-১০-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে মিস্টার ট্যাওয়েলের সঙ্গে একটি কন্‌গ্রিগেশনাল চার্চ (১)-এ গেলাম। সেখানে মিঃ য়্যালেন নামে একজন উপদেষ্টা উপদেশ দিলেন। লোকটি কথা কহিবার সময় ঠোঁট দুইখানি ভাল করিয়া খোলেন না, এবং S গুলো বড় অধিক উচ্চারণ করেন; সেই জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার সকল কথা ধরিতে পারা গেল না। যাহা হউক, তাঁহার উপদেশের স্থূল বিষয় এই যে, যীশুর মৃত্যুটা একটা আকস্মিক ঘটনা নহে; কোনপ্রকারে তাঁহাকে ধরিয়া মারিয়াছিল তাহা নহে, তিনি মরিবার জন্যই আসিয়াছিলেন।

আমরা এতটা না বলি, এ কথাটা সত্য যে তিনি মরিতে প্রস্তুত ছিলেন ও একদিন তাঁহাকে হত্যা করিবে ইহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাহা হইলেও ত যথেষ্ট।

সন্ধ্যার সময় মিস্টার বেন্‌সন নামক একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে Belles Isle-নামক স্থানে, শ্রমজীবীদের মধ্যে তাঁহারা কিরূপ কাজ করিতেছেন, তাহা দেখিতে গিয়াছিলাম। ১৬ বৎসর পূর্বে ইহারা ৪০।৪১ জন লোক ডাকিয়া উপদেশাদি দিতে আরম্ভ করেন। এখন সহস্রাধিক পুরুষ ও রমণী

(১) Congregational church—ফ্রী-চার্চ প্রটেস্ট্যাণ্টগণের বহুবিধ সম্প্রদায়ের অন্যতম; এই মতবাদী খৃষ্টানগণ ধর্মের ক্ষেত্রেও গণতন্ত্রের পক্ষপাতী। ইহাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ভজনালয়গুলির প্রত্যেকটাই স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন; প্রত্যেকটির কার্যকলাপ, সংশ্লিষ্ট উপাসকমণ্ডলীর মতানুসারেই নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

ইহাদিগের উপদেশ শুনিতে আসেন। ইহা বড় ভাল। ইংলণ্ডের শ্রম-জীবীদিগের মধ্যে ধর্মবিহীনতা যেরূপ বাড়িতেছে, তাহা ভয়ানক চিন্তার বিষয়। কিন্তু এখানে একটা বিষয় দেখিয়া মনে বড়ই আনন্দ হয় : যেরূপ পাপ আছে, তেমনি তাহার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞাও আছে ; শত শত নরনারী কোমর বাঁধিয়াছে। মিঃ বেন্‌সন যীশুর পাপীকে তরাইবার জন্য আগ্রহের বিষয়ে উপদেশ দিলেন ; বেশ লাগিল।

যীশুর সকল কথার মধ্যে দুটি কথা বড় ভাল লাগে। প্রথম—তিনি বলিলেন, আমি পাপী তাপীর জন্যই আসিয়াছি। 'প্রডিগ্যাল সান্'-এর উপমা, 'লস্ট শীপ'-এর উপমা প্রভৃতির দ্বারা তিনি এই সত্যটি আপনার শিষ্যগণের মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; দ্বিতীয়—দরিদ্রদিগের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন—এই গরীবদিগকে যাহা দিতেছ, তাহা আমাকেই দেওয়া হইতেছে। এই দুইটি কথা বাস্তবিক দেব-ভাব-সম্ভূত, ইহা মানবীয় ভাব নহে। মানুষের স্বভাব এই যে, সে প্রেম আকর্ষণ করে ; যাহাতে প্রেম আকৃষ্ট হইবার মত রূপ বা গুণ থাকে, তাহার দিকেই প্রেম যায়। যে কদর্য, যে গলিত, যে পাপের দুর্গন্ধে পূর্ণ, তাহার দিকে প্রেম যাওয়া আমাদের মানবীয় প্রকৃতির ধর্ম নহে। কিন্তু ঈশ্বরের প্রেম সকল প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া ইহাদিগের প্রতি ধাবিত। এই জন্য বলি—পাপী মলিন দীন পতিতকে যে প্রীতি করে, সে ঐশী শক্তির দ্বারা চালিত। যীশুর জীবনের মহত্ত্ব এইখানে।

খৃষ্টীয় জগতে এই দুইটি মহোপদেশের কি সুন্দর ফলই ফলিয়াছে। কত হাজার-হাজার পুরুষ রমণী খৃষ্টধর্ম প্রচার করিবার জন্য, দেশে বিদেশে, অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে দিন রাত্রি পরিশ্রম করিতেছেন, কত লক্ষ-লক্ষ টাকা এতদর্থে সংগৃহীত ও ব্যয়িত হইতেছে। এই লণ্ডনে শতশত লোক শ্রমজীবী ও দরিদ্র-দিগের মধ্যে খাটিতেছে। কত হাজারহাজার অনাথ-নিবাস, আশ্রয়-বাটিকা সৃষ্ট হইয়াছে। এ সকল যীশুর প্রদত্ত এই দুই মহৎ ভাবের ফল মাত্র। কিন্তু কেহ হয়ত বলিবেন যে আমাদের দেশেও ত যীশুর ধর্ম গৃহীত হইয়াছে, ইংলণ্ডের ন্যায় সেখানে এই দুই বস্তু দৃষ্ট হয় না কেন? ইংলণ্ডের অর্থের স্বচ্ছলতা এই দুই ভাব

প্রস্ফুটিত হইবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু যেখানেই যীশুর প্রতি আস্থা ও অনুরাগ দেখা যাইতেছে, সেখানেই এই দুইটি ফুটিতেছে। এই দুইটি খৃষ্টীয় ধর্মজীবনের অঙ্গরূপে প্রকাশ পাইতেছে।

দীনে দয়া ও পাপীর প্রতি প্রেম এই দুইটি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ভাল করিয়া ফোটে নাই। পাপীর প্রতি প্রেম হিন্দুধর্মের ভাব নয়। 'পরিত্রাণায় সাধূনাং, বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে'—ভগবদ্গীতার এই বচনে হিন্দুধর্মের ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে। ব্রাহ্মধর্ম ও ব্রাহ্ম-সমাজের এই এক মহান লক্ষ্য যে, ভারতবাসীর ধর্মভাবকে দীনদুঃখী ও পাপীতাপীর সেবায় প্রবর্তিত করিবে। সে সম্বন্ধে আমরা কি করিতেছি?

প্রভুর ভোজ

পূর্বোক্ত উভয় স্থানেই উপাসনান্তে অনেকে প্রভুর ভোজ (১) খাইবার জন্য থাকিলেন। প্রার্থনান্তর একটু রুটি ও একটু একটু মদ সকলে খাইলেন।

(১) Lord's Supper—খৃষ্টধর্মবিহিত একটি বিশেষ সংস্কার বা অবশ্য করণীয় ধর্মানুষ্ঠান, এই প্রভুর ভোজে ক্রুসিফিক্শনের পূর্বরাত্রে, ধরা পড়িবার আগে জেরুসালেমের উপকণ্ঠে এক নির্জন উদ্যান-বাটিকায় যীশু তাঁহার বারোজন প্রিয়শিষ্যের সহিত যে শেষ নৈশ-আহার গ্রহণ করেন, তাহার স্মরণার্থ, কোয়েকার ও ইউনিটেরিয়ান ব্যতীত অন্যান্য সম্প্রদায়ের খৃষ্টানগণ—কেহ সপ্তাহে একাধিক বার, কেহ একবার, আবার কোন কোন সম্প্রদায় মাসে একবার—এই অনুষ্ঠানটি পালন করেন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ে এই অনুষ্ঠানটিকে ম্যাস্, কম্যুনিয়ন, হোলি কম্যুনিয়ন, ইউক্যারিস্ট, লর্ড্স্ সাপার, ইত্যাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ইহাতে নির্ধারিত দিনে উপাসনার শেষে যাজকের 'উৎসর্গীকৃত' (consecrated) মদ্য ও রুটি হইতে অল্প-অল্প অংশ উপাসকমণ্ডলীর মধ্যে বিতরিত হয় এবং তাঁহারা উহা যীশুর রক্তমাংসজ্ঞানে গলাধঃকরণ করিয়া পুণ্যার্জন করেন, বা যীশুর ভাবে অনুপ্রাণিত হন বলিয়া মনে করেন।

আমি এই খৃষ্টীয় ব্যাপার পূর্বে কখনও দেখি নাই। যীশুর স্মরণার্থে ইঁহারা এরূপ করেন। কোন মহাজনের স্মরণার্থ এরূপ করাটা একটা প্রথার মধ্যে দাঁড়াইলে, তাহার ফল কতদূর থাকে তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু একটা চিন্তা আমার মনে উদয় হইল : এই প্রথা সুরাপানটাকে পশ্চিম দেশীয় খৃষ্টাশ্রিত জাতিসকলের মনে নির্দোষ করিয়াছে এবং সেই কারণেই খৃষ্টানগণের মধ্যে সুরাপান নিবারণ করিতে গেলে তেমন ফল পাওয়া যায় না।

৮-১০-৮৮। আজকার বিশেষ ঘটনার মধ্যে দুর্গামোহনবাবুকে লইয়া মিস্ কলেটের সঙ্গে দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তিনি দুর্গামোহনবাবুকে একটি পুস্তক উপহার দিলেন।

দুর্গামোহনবাবু বলিলেন, মিস্টার নাইটকে দিবার জন্য ১০০ পাউণ্ড আসিয়াছে, অবিলম্বেই তাঁহাকে পাঠাইবেন।

হলোয়ে ইয়ুথ্স্ ইন্স্টিটিউট

১০-১০-৮৮। রাত্রে হলোয়ে ইয়ুথ্স্ ইন্ষ্টিটিউট দেখিতে গিয়াছিলাম। এখানে প্রায় দুইশত যুবক, ইহাদের বয়স ১৪ হইতে ২১ পর্যন্ত, প্রতিদিন রাত্রে সম্মিলিত হয়। স্কুল ও ক্লাব এই দুই বস্তু মিলাইলে যাহা হয়, এই ইন্ষ্টিটিউটটি তাই। যুবকদিগকে অঙ্কশাস্ত্র, কিমিতিশাস্ত্র, প্রভৃতি শেখান হয়। একটি লাইব্রেরী আছে, যাহা হইতে এখানকার যুবক-মেম্বারগণ পুস্তক বাড়িতে লইয়া যাইতে পারে। একটি জিম্নেশিয়ম্ আছে, তাহাতে অনেকগুলি লোককে খেলিতে দেখিলাম।

১১-১০-৮৮। আজ দুর্গামোহনবাবু দেশে যাত্রা করিলেন। ‘লিভারপুল স্ট্রীট’ স্টেশন হইতে ট্রেনে করিয়া ‘য়্যাল্বার্ট ডক’ পর্যন্ত যাওয়া গেল। তিনি ‘মির্জাপুর’ নামক ষ্টীমারে যাত্রা করিলেন। ষ্টীমারে গিয়া পুরাতন লোক সব দেখিতে পাইলাম। পুরাতন প্যাসেঞ্জারদিগের মধ্যে দুই-একজন যাইতেছেন। মান্দ্রাজের বিশপটিকেও যাইতে দেখিলাম। ‘মির্জাপুর’ ষ্টীমারে দুর্গামোহনবাবু যাইতে পারিলেন বলিয়া আনন্দ হইল। কারণ, সেই সকল পুরাতন চাকর,

তাঁহাকে যত্ন করিয়া লইয়া যাইবে। পার্বতীবাবু এই সঙ্গে যাত্রা করিলেন না—তিনি নেপ্‌ল্‌সে (১) গিয়া দুর্গামোহনবাবুর সহিত জুটিবেন। দুর্গামোহনবাবুকে বিদায় দিয়া আসিবার সময় মনটা কেমন করিতে লাগিল।

বৈকালে দিদী কলেটের সঙ্গে দেখা করি। সেখানে গিয়া মিস্ এস্ট্‌লিনের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি লণ্ডনে কয়েক দিনের জন্য আসিয়াছেন। অনেক কথা হইল। মিস্ এস্ট্‌লিনকে রামমোহন রায়ের কাস্ট্ (২) ও পাগড়ী পাঠাইতে বলিলাম।

১২-১০-৮৮। আজ প্রাতে উঠিয়া দেশে কয়েকখানি পত্র লিখিয়া বই লিখিতে বসিলাম। প্রায় তিনটা পর্যন্ত লিখিয়া তৎপরে ডক্টর গুপ্ত ও মিসেস গুপ্তের সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। সেখানে মিস্ গুল্‌ডিং চা খাইতে আসিতে বলিলেন। একটি বেশ সপ্রতিভ মেয়ে, বয়স ২০।২১ বৎসর, আমদের সঙ্গে চা খাইলেন। এখানকার মেয়েগুলি, বিশেষতঃ অল্পবয়সী মেয়েগুলি, আহ্লাদে পুতুলের মত। ডাক্তার গুপ্তের বাড়ি হইতে আসিয়া 'সেন্ট পল' নামক কবিতা-পুস্তক একটু পড়িলাম। তৎপরে আহারান্তে কিয়ৎকাল উপাসনা ও আত্ম-চিন্তাতে যাপন করিয়া ও সেণ্ট ফ্রান্সিসের জীবনচরিত ও প্রফেসর নিউম্যানের প্রেরিত 'ইউনিটেরিয়ান রিভিয়ু' একটু পড়িয়া ১১টার পূর্বে শয়ন করিতে গেলাম।

১৩-১০-৮৮। আজকার বিশেষ ঘটনার মধ্যে অপরাহ্ণে কলেট দিদীর সহিত দেখা করিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার বাড়ি হইতে আসিবার সময় পথে

(১) Naples—ইটালীর দক্ষিণ উপকূলবর্তী ভূমধ্যসাগরীয় বন্দর।

(২) Cast—মহানিদ্রায় নিমগ্ন রামমোহন রায়ের স্কন্ধদেশ হইতে মস্তক পর্যন্ত সমস্ত মুখাবয়বের একটি প্ল্যাষ্টিক প্রতিকৃতি ও রাজার ব্যবহৃত পাগড়ীটি ব্রিস্টলে তাঁহার গুণগ্রাহী ইউনিটেরিয়ান বন্ধুগণের নিকট ছিল। শাস্ত্রীমহাশয় উহা ইংল্যাণ্ড হইতে লইয়া আসেন। বর্তমানে উহা ২৬৭নং আপার সার্কুলার রোডে 'রামমোহন রায় লাইব্রেরী'-গৃহে সংরক্ষিত আছে।

একটা চোয়াড়ে গোছের লোক আমাকে হিন্দী ভাষাতে 'রাম রাম' বলিয়া সেলাম করিল। হিন্দী বলিল দেখিয়া আমি তাহার সহিত কথা কহিলাম। সে ব্যক্তি বলিল, সে আগে আমাদের দেশে রেলওয়ে ড্রাইভার ছিল। এখন লিভারপুলে থাকে, সেখানে কি একটা কাজ করে—স্ত্রী ও দুই মেয়ে আছে। কিছুক্ষণ পরে এ ব্যক্তির মতলবটা বোঝা গেল, আমার নিকট কিছু আদায় করা। অবশ্য আমি দিলাম না। আমি স্পষ্টই বলিলাম, রাস্তাতে আমি তোমাদের মত লোককে কিছু দিই না, কারণ তাহারা সেই পয়সাতে মদ খায়। সে খানিক দূর আসিয়া যখন বুঝিল যে, আমি কিছুতেই দিব না, তখন রোষ-কষায়িত দৃষ্টি আমার উপর ফেলিয়া কি বলিতে লাগিল। আমি তাহার কথাতে কর্ণপাত না করিয়া চলিয়া আসিলাম।

কলেট দিদীর বাড়ি হইতে যে বইগুলি আনিতেছিলাম, পথে দুইটি বালকের ঘাড়ে তাহা চাপাইলাম। ইহার একটি বালকের সঙ্গে কথায় কথায় জানিতে পারিলাম, তাহার পিতা একজন রাজমজুর; তাহার আর এক ভাই ও সাত ভগিনী আছে। তাহার বাপ মা এক ঘরে থাকে ও তাহারা কয় ভাইবোনে আর এক ঘরে থাকে। তাহার পিতার এখন কাজ নাই; তাহার এক বোন কিছু রোজগার করে, তাহাতেই কষ্টেসৃষ্টে চলে। লণ্ডনের দরিদ্রদিগের কি অবস্থা!

সায়ংকালে কোয়েকার সম্প্রদায়ের একজন ভদ্রলোক এখানে আহার করিতে আসিলেন। তাঁহার সঙ্গে আলাপ হইল। তিনি আমাকে পরদিন র‍্যাডাল্‌ট স্কুল দেখাইতে লইয়া যাইবেন বলিলেন।

আজকার 'স্পেক্টেটর' পত্রিকায় 'ভেজিটেরিয়ান ড্রাঙ্কার্ড' (নিরামিষাশী মাতাল) সম্বন্ধে আমার পত্র বাহির হইয়াছে।

র‍্যাডাল্‌ট স্কুল

১৪-১০-৮৮। আজ রবিবার। প্রাতে উঠিয়া কাপড়চোপড় পরিয়া 'র‍্যাডাল্‌ট স্কুল' দেখিতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। সাতটার পূর্বেই

'হাইবেরি' স্টেশনে পৌঁছিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই কোয়েকার ভদ্রলোকটি উপস্থিত হইলেন। দুইজন একত্র হইয়া কোয়েকারদিগের য়্যাডাল্ট স্কুলে গিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের যাইবার পূর্বেই তাঁহাদের প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইয়া গিয়াছে। গিয়া দেখি, তাঁহারা তাঁহাদের প্রভিডেন্ট ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র লইয়া বসিয়াছেন এবং সভ্যদিগের অনেকে হাতের লেখা লিখিতেছেন। বুড়ো বুড়ো মর্দরা কপিবুক দেখিয়া দাগা বুলাইতেছে। তৎপরে বাইবেল ক্লাস আরম্ভ হইল। 'গস্‌পেল অব জন'-এর শেষ অধ্যায় হইতে এক-এক 'ভার্স' (Verse) এক-এক জনে করিয়া পড়া হইল। তৎপরে যাঁহার প্রতি সেদিনকার উপদেশ আরম্ভ করিবার ভার ছিল, তাঁহাকে দশ মিনিট বলিতে দেওয়া হইল। তিনি তাঁহার ভাব ব্যক্ত করিলেন। তৎপরে যাঁহার ইচ্ছা তিন মিনিট করিয়া সেই সম্বন্ধে বলিলেন। যেই তিন মিনিট হয় অমনি ঘণ্টা পড়ে। শেষে প্রেসিডেন্ট মহাশয় কিছু বলিলেন।

এখানে কোয়েকার সম্প্রদায়ের লোকগণ নিজ ব্যয়ে প্রকাণ্ড দুই বাড়ি নির্মাণ করিয়াছেন। এই ইংলণ্ডের ভূমিতে সকল প্রকার সদনুষ্ঠান বেশ বাড়িয়া থাকে। কোন ভাল কাজ এখানে মারা যায় না। ইহার প্রধান কারণ যীশুর চরিত্র ও উপদেশ। সৎকার্যকে এদেশের লোকে যীশুর ও ঈশ্বরের প্রিয়কার্য বলিয়া জানে এবং নরসেবাতে যীশুর সেবা হয় বলিয়া বিশ্বাস করে। লণ্ডনের খৃষ্টীয় সম্প্রদায়দিগের কাজকর্ম যতই দেখিতেছি, খৃষ্টধর্মের প্রতি আস্থা আমার ততই বাড়িতেছে; ইহার ইতিবৃত্ত পড়িবার আগ্রহ মনে দিন দিন ততই বর্ধিত হইতেছে।

যীশু ও বাইবেল আমাদিগকে পূর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিতে হইবে। কারণ, আমরা ভারতবর্ষের ধর্মভাবকে যে নূতন পথে লইয়া যাইতে চাহিতেছি—অর্থাৎ মানবের কল্যাণ সাধনই যে ঈশ্বরের সেবা—এইটি যীশুর জীবনের প্রধান শিক্ষা এবং যীশুবৃক্ষে এই ফল সুন্দর ফলিয়াছে। তবে এই চিন্তা যে, আমাদের প্রাচীন ধর্মজীবনে যে-যে উৎকৃষ্ট ভাব ছিল, তাহা রক্ষার উপায় কি? যীশুকে প্রবল করিলে যদি তাহা ভাঙিয়া যায়! সংক্ষেপে বলিতে

গেলে, যোগের গভীরতা ও ভক্তির উন্মাদনা এই দুইটি আমাদের দেশীয় ভাব। এই দুইটিকে একেবারে ভগ্ন হইতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু এ দুইটিকে প্রধান হইতে দেওয়াও কর্তব্য নয়; তাহাতে মানবকে জগৎহিতৈষণা হইতে দূরে লইয়া যাইবে।

চারিদিকে দিন দিন সভ্য জগতের চিন্তা ও ভাবের যেরূপ বিকাশ দেখিতেছি, ধর্মের প্রতি যেরূপ আক্রমণ ও বীতশ্রদ্ধ ভাব দেখিতেছি, মানবহিতৈষণায় যেরূপ প্রখর দৃষ্টি দেখিতেছি, তাহাতে যে-ধর্ম-সম্প্রদায় এখন মানব-হিতৈষণা হইতে দূরে পড়িবে ও স্বার্থপর ধর্মসাধনে নিযুক্ত হইবে, তাহার মৃত্যু অনিবার্য; তাহা ঘৃণার সহিত এক কোণে পরিত্যক্ত হইবে। ব্রাহ্মসমাজ সম্পূর্ণরূপে মানব-হিতৈষণাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিতেছেন না বলিয়াই পশ্চাতে পড়িতেছেন। যে সকল গভীর চিন্তা গভীর দুঃখ দেশবাসীর হৃদয়কে আন্দোলিত করিতেছে, ব্রাহ্মসমাজ তাহা হইতে দূরে দাঁড়াইয়া, কেবল আধ্যাত্মিক তত্ত্বের আলোচনাতে ব্যস্ত আছেন। ইহা হইলে ইহার সংবাদ কেহ লইবে না এবং ইহা অচিরকাল মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় হইয়া থাকিবে। ইতিমধ্যেই এই দিকে ইহার গতি দৃষ্ট হইতেছে। এ গতি নিবারণ করিতে হইবে। এইটি বিলাত যাত্রার প্রধান শিক্ষা বলিয়া মনে হইতেছে।

'ডেস্ট্রাক্টিভ ফিউরি' অপেক্ষা 'কন্‌স্ট্রাকটিভ ল্যভ'কে প্রধান করিতে হইবে।

বৈকালে হাণ্টদের বাড়িতে যাওয়া গেল। ইহারা আমাকে বড় ভালবাসে। মেয়েগুলির উপরে আমারও ভালবাসা পড়িয়াছে। আমি গিয়া বলিলাম, তোমাদিগকে যেন এক যুগ দেখি নাই। নানা প্রকার কথাবার্তাতে সময় কাটিতে লাগিল। লেথী বলিল, 'শাস্ত্রী-মহাশয়, তুমি অনেক দিন আস নাই, আজ শীঘ্র যেয়ো না। আজ আমাদের সঙ্গে থাক'। আমি তার অভিপ্রায়টা ভাল বুঝিতে পারিলাম না; রাত্রে থাকিতে বলিতেছে, কি সায়ংকালের কয়েক ঘণ্টা থাকিতে বলিতেছে। আমি বলিলাম, 'তুমি কি বলিতেছ আমি বুঝিতে পারিলাম না'। অমনি মেয়েটার গাল দুটি লাল হইয়া উঠিল, বোধ হয়

অপমানিত বোধ করিল; তাহার উপর তাহার পিতা আবার কি বলিলেন। অমনি মেয়েটা অভিমানে ভব্‌ ভব্‌ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল এবং ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। আমি বার্বারাকে পাঠাইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলাম ও গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলাম, 'লক্ষ্মী মা! আমার কথায় রাগ করো না, তোমার কথার অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই'। অমনি মেয়েটা জল হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পর একজন ভদ্রলোক সপরিবারে আসিলেন। সকলে একত্র আহার করা গেল। তাহার পর একটা নূতন খেলা: একজনকে চোখ বাঁধিয়া বাহিরে রাখিয়া আসা হইবে; তাহার অজ্ঞাতে সকলে একটা যুক্তি করিয়া তাহার দ্বারা কিছু করাইবার জন্য ঠিক করিয়া রাখা যাইবে। তৎপরে সে ব্যক্তিকে ভিতরে আনিয়া একজন তাহার স্কন্ধে হাত দিয়া থাকিবে; আর সে ব্যক্তি সেই স্থিরীকৃত কার্য করিবে। যেরূপ প্ল্যান করা গিয়াছিল ঠিক তদ্রূপই ঘটিল। ইহা খুবই আশ্চর্য। এতদ্দ্বারা স্পিরিচুয়ালিজ্‌ম্‌-এর ব্যাপার অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারা যায়। ঘরে ফিরিতে প্রায় ১১টা হইল।

১৭-১০-৮৮। এ কয়দিন কেবল বই লিখিয়াছি। নূতন বিশেষ কিছু দেখা হয় নাই। মঙ্গলবার মিস ম্যানিঙের সঙ্গে দেখা করিয়া আসিয়াছি। তিনি যাত্রার আয়োজনে খুব ব্যস্ত আছেন।

১৯-১০-৮৮। আজ প্রাতে বাড়িতে এবং দেশের বন্ধুদিগকে পত্র লিখিতে প্রায় ১১টা বাজিয়া গেল। তৎপরে চিঠিগুলি ডাকে দিবার জন্য ও আর দুইটি কাজ সারিয়া আসিবার জন্য বাহির হইলাম। প্রথম কাজ, আমার লাইব্রেরীর জন্য একটি শীলমোহর করিতে দেওয়া; দ্বিতীয়, স্ট্রাউস (১)-এর

---

(১) David Friedrich Strauss—একজন জার্মান ধর্মতত্ত্ববিদ্‌ ও সুলেখক, প্রখ্যাত দার্শনিক হেগেল এবং শ্লাইয়ারমাখেরের ছাত্র। ইহার রচিত "লাইফ অব জীসাস", "দ্য ক্রাইস্ট অব ফেইথ য়্যাণ্ড দ্য জীসাস অব হিষ্ট্রি", "দি ওল্ড য়্যাণ্ড দ্য নিউ ফেইথ"—ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি প্রচলিত খৃষ্টধর্ম এবং 'গস্পেল'-বর্ণিত জীসাসের কাহিনীর অনেক বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন।

"লাইফ অব জীসাস" যে ভল্যুম পূর্বে দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা আনা ও 'লাইফ অব গ্রোট' (১)-এর দামটা দিয়া আসা। আগে ভাবিয়াছিলাম, স্ট্রাউসের "লাইফ অব জীসাস" ভল্যুম খানা লইব না, দাম অনেক—সাত শিলিং; কিন্তু পরে ভাবিলাম যে, এক ভল্যুম—এক ভল্যুমই সই; তাহাতেও যীশুর বিষয় অনেক পাওয়া যাইবে। দুটো দিক ত দেখা চাই।

ডি, এফ, স্ট্রাউস

ষ্ট্রাউস এক দিকের কথা খুব ভাল করিয়া বলিবেন। যীশু ও যীশুর ধর্মের ইতিবৃত্ত ভাল করিয়া আলোচনা করিবার ইচ্ছা মনে অত্যন্ত প্রবল হইতেছে। সুতরাং যথাসাধ্য এই ইচ্ছা চরিতার্থ করিবার যোগাড় এখন হইতে করিতে হইতেছে। অর্থাভাব ত আছেই; তার মধ্যে যতদূর হইয়া উঠে।

তৎপরে বাড়িতে আসিয়া আমার বইখানির কতকগুলি নূতন "করেকৃশন" করিলাম। কলেট দিদীর বাড়িতে যাওয়া গেল। সেখানে দুজনে একত্রে ঐ বইয়ের অনেকটা পড়িলাম। তিনি অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। সন্ধ্যার পর আর কোথাও যাওয়া হইল না।

২০-১০-৮৮। আজ মিস্ ম্যানিং ভারতবর্ষ যাত্রা করিলেন। আমি যাইতে পারি নাই; শুনিলাম, দশ-বারো জন ভারতবর্ষীয় লোক তাঁহাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইবার জন্য "ডক"-এ গিয়াছিলেন।

সন্ধ্যাকালে মিঃ মাল্-এর বাড়িতে আহার করা গেল।

২১-১০-৮৮। আজ রবিবার। প্রাতে ভাবিয়াছিলাম ভয়সীর গীর্জাতে যাইব, কিন্তু নীচে আসিয়া সে সঙ্কল্প চলিয়া গেল। দেখিলাম উপাসনাতে মনটা বসিতেছে না। ভাবটা যেন পাতলা-পাতলা হইয়া গিয়াছে। মনে

(১) George Grote (1794-1871)—সুবিখ্যাত ইংরেজ রাজনীতিবিদ্ এবং ঐতিহাসিক। ইহার রচিত, দ্বাদশ-খণ্ডে সম্পূর্ণ বিরাট "হিষ্ট্রি অব গ্রীস" ইহাকে বিশেষরূপে যশস্বী করিয়াছে।

করিলাম— আজ প্রাতঃকালটা নির্জন উপাসনা, ধর্মগ্রন্থ পাঠ ও চিন্তাতে কাটান যাউক। তাহাই করা গেল। উপাসনা, প্রার্থনা ও জর্জ ম্যুলারের "ন্যারেটিভ"(১) পড়িয়া কয়েক ঘণ্টা কাটান গেল। অনেক দিনের পর জর্জ ম্যুলারের 'ন্যারেটিভ' আবার পড়িলাম ; ইহাতে তাঁহার জীবন-চরিত আছে। একজন প্রকৃত বিশ্বাসী ও ধর্মানুরাগী লোক বটে। বাইবেলের উপর কি দৃঢ় নির্ভর! আমার বড় বাসনা হয় যে, আমি ঐরূপ দৃঢ়তার সহিত সত্যের উপরে নির্ভর করি। বিশ্বাস ও নির্ভরশক্তি আমার বোধহয় নিতান্ত কম।

দুপুরবেলা মিস্ টেশমাখের-এর সঙ্গে আহার করা গেল ; তৎপরে দুইজনে একটি ইউনিটেরিয়ান "সান্‌ডে স্কুল" দেখিতে গেলাম। অনুমান ১৬০টি বালক-বালিকা উপস্থিত ছিল।

বালকবালিকাদিগকে ৭।৮ বৎসর পর্যন্ত একসঙ্গে পড়ান হয় ; তৎপরে বালিকাদের ও বালকদের স্বতন্ত্র শ্রেণী। এটা আমার তত ভাল বোধ হইল না। এদেশে বালক-বালিকা পথে-ঘাটে পরস্পর মিশিতে পারে ; যখন তাহারা মিশিবেই, তখন ধর্মোপদেশের স্থলে একত্র মিশিলে তাহাদের পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও একপ্রকার আধ্যাত্মিক বন্ধুতা জন্মিতে পারে। তবে বয়ঃপ্রাপ্ত বালকদিগকে উপদেশ দিবার সময়, বোধ হয় এমন অনেক কথা বলিতে হয়, যাহাতে বালিকাদিগের উপস্থিত থাকা উচিত নয় ; বালিকাদিগকে হয়ত এমন অনেক কথা বলিতে হয়, যাহা পুরুষদিগের সাক্ষাতে বলা উচিত নয়। এই জন্যই বোধ হয় এইরূপ নিয়ম হইয়া থাকিবে।

আর একটি জিনিষ দেখিলাম, ইহাদের "সান্‌ডে স্কুলে" কোন "ক্যাটি-কিজ্‌ম্" পড়ান হয় না। এক-একটি শ্রেণীতে এক-এক খানি উপদেশপূর্ণ বই ধরান আছে ; তাহা হইতে উপদেশ দেওয়া হয়। স্কুল দুইটি বসিবার পূর্বে শিশুদিগকে একত্র করা হইল। আমি তাহাদিগকে কিছু বলিলাম।

(১) এই 'ন্যারেটিভ'-এর সম্পূর্ণ নাম—"God's Dealings with George Muller" ; বলা বাহুল্য, ইহা ম্যুলারের স্বরচিত আত্মকাহিনী।

তৎপরে মিস কলেটের বাড়ি যাওয়া গেল। সেখানে প্রায় রাত্রি নয়টা পর্যন্ত আমার বই পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। তৎপরে বাড়িতে ফিরিলাম। আজ আর কোন গীর্জাতে যাওয়া হইল না।

২২-১০-৮৮। আজকার বিশেষ ঘটনার মধ্যে ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরীতে গিয়া শুনিলাম যে, ট্রুবনাররা আমার বই লইবে না। শুনিয়া বড় একটা দুঃখ হইল না।

প্রাতে হেমের পত্রে সংবাদ পাইয়াছি যে, মাতাঠাকুরাণীর শরীর বড় অসুস্থ; এমন কি আমার সহিত দেখা হয় কিনা সন্দেহ। ট্রুবনাররা যদি বইখানি লইত, তবে থাকিতে বাধ্য হইতাম। তাহারা যদি ছাড়িয়া দেয় ভালই; সত্বর ফিরিয়া মাকে দেখিতে পাইব। এখন যাত্রার আয়োজন করিতে হইতেছে। কিন্তু টাকা কোথায়? ব্রিস্টলের ২০ পাউণ্ড ঋণ, নবেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত এই স্থানের বাসা খরচ, পুস্তকাদি ক্রয় ও যাত্রার আয়োজনের খরচ, এই টাকা কোথা হইতে আসিবে? মিঃ নাইটের নিকট হইতে ৩০ পাউণ্ড ধার লইয়া ব্রিস্টলের দেনা আগে শোধ করিতে হইতেছে। আমার যাইবার খরচ অন্তত ৪০ পাউণ্ড লাগিবে; তাহা কোথা হইতে হয়? আজ ভুবন, হকু ও দেবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে পত্র লিখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, তাহারা কে কত ধার দিতে পারে। বুদ্ধিতে যতপ্রকার উপায় যোগায়, অবলম্বন করি, তারপর প্রভু আছেন। উপায় উদ্ভাবন ও পরিশ্রম করিয়া সম্পূর্ণ অবিশ্বাসীর ন্যায় কাজ করিতে হইবে; অথচ কৃষকের পরিশ্রমের মধ্যে আশা যেমন বৃষ্টিধারার প্রতি থাকে, সেইরূপ আমারও নির্ভর তাঁহার উপরে থাকিবে।

২৩-১০-৮৮। মঙ্গলবার প্রাতে লেডেন হল স্ট্রীটে গিয়া পি য়্যাণ্ড ও কোম্পানির ষ্টীমারের তত্ত্ব লইলাম। তৎপরে মিঃ নাইটের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য "আর্ল্‌স কোর্টে" গেলাম। সেখানে শুনিলাম, তিনি বাড়িতে নাই; কোথায় গিয়াছেন, রাত্রে ফিরিবেন। তৎপরে সেখান হইতে বাসাতে আসিয়া ৮নং সেণ্ট জর্জেস স্কোয়ারে, মিস মায়ের বাড়িতে খাইতে গেলাম।

ইনি অক্সফোর্ড মিউজিয়মের রেভাঃ টাউনশেণ্ডের বন্ধু। এখানে দেখিলাম মিস্টার বেল পীড়িত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। ইহাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই। আহারাদির পর সকলে একত্র হইয়া এক মীটিঙে যাওয়া গেল। সেখানে আর আর মিত্র (১) একটি রচনা পাঠ করিলেন, বিষয় "কলিকাতার বাঙ্গালী ছাত্রগণ"। আমাকে কিছু বলিতে অনুরোধ করাতে আমি বলিলাম, অক্সফোর্ড মিশনের বন্ধুদের ব্যবহারের গুণে শিক্ষিত যুবকদিগের খৃষ্টধর্মের প্রতি বিরাগ কমিয়া গিয়াছে। মীটিং হইতে রাত্রি ১০টার পর বাসাতে ফিরিলাম।

২৪-১০-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে খানিকটা চিঠিপত্র লিখিয়া, তৎপরে ডাকঘর হইতে দেবেনের প্রেরিত ১২ পাউণ্ড মানিঅর্ডার ভাঙ্গাইয়া স্ট্রাউস-এর—"লাইফ অব জীসাস"-এর দাম ৭ শিলিং দিয়া আসিতে গেলাম। সেখান হইতে একটু সংবাদপত্র পড়িয়া কলেট দিদীর বাড়িতে আসিলাম। সেখানে "বেঙ্গল হর্করা" হইতে রামমোহন রায়ের "মিরাত্-উল-আখ্বর"(২) -এর বিষয় কিছু কিছু পড়া গেল। তৎপরে আমার বই হইতে "ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ"-এর বিবরণ পড়িয়া শুনাইলাম। প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় ঘরে ফিরিলাম। আজ আহারান্তে রাত্রে আর কোথাও গেলাম না।

(১) সম্ভবত ইনি কলিকাতা-ভবানীপুরের বিখ্যাত মিত্র-বংশের রাজ-রাজেশ্বর মিত্র—তৎকালীন সুলেখক গ্রন্থকর্তা ও পুস্তকপ্রকাশক। ইহার সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ যদি কেহ জানাইতে পারেন, ধন্যবাদের সহিত গৃহীত হইবে।

(২) Mirat-ul-Akhbar—রামমোহন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ফার্সিভাষায় প্রকাশিত প্রথম ভারতীয় সাপ্তাহিক সংবাদপত্র; এই ফার্সি নামটির অর্থ—সমাচার-দর্পণ। ইহা ১৮২২ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হইয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বন্ধ হইয়া যায়। রামমোহনের কাগজে খৃষ্টীয় ত্রিনীতিবাদ—অর্থাৎ পিতা-ঈশ্বর, পুত্র-ঈশ্বর ও পবিত্রাত্মা-ঈশ্বর—এই [illegible] ত্রিত্ব-বাদের উপর কিঞ্চিৎ শ্লেষপূর্ণ মন্তব্য প্রকাশিত

দুপর বেলা "হকু" ও ভুবনের পত্র পাইলাম। ভুবন লিখিয়াছে সে চৌদ্দ পাউণ্ড দিতে পারে; "হকু" লিখিয়াছে সে ১৮ পাউণ্ড দিতে পারে।

২৫-১০-৮৮। আজ প্রাতে জে বি নাইটের প্রেরিত ৩০ পাউণ্ড পাইলাম। ঐ ৩০ পাউণ্ড লইয়া ষ্টীমারের প্যাসেজ বুক করিবার জন্য গেলাম। মনে করিয়াছিলাম ৩৭ পাউণ্ড দিতে হইবে, কিন্তু সেখানে যাইতে তাঁহারা বলিলেন, যেহেতু আমি ছয় মাসের মধ্যে ফিরিয়া যাইতেছি, অতএব শতকরা ২০ পাউণ্ড বাদ যাইবে; আমার সর্বসমেত ২৯ পাউণ্ড ১২ শিলিং লাগিবে। মনে বড়ই আনন্দ হইল—ভাবিলাম, জগদীশ্বর এইরূপেই আমাকে রাখিতেছেন। ব্রাহ্ম সমাজের কাজের জন্য কতকগুলি প্রাচীন ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ ও কতকগুলি জীবন-চরিত কিনিব মনে করিয়াছিলাম, তাহা হইয়া উঠিবে না ভাবিতেছিলাম; কিন্তু তাহার উপায়ও হইয়া গেল। এখন "হকু"ও ভুবনের নিকট ৩২ পাউণ্ড পাইলে ব্রিস্টলের ২০ পাউণ্ড দিয়া ও দেবেনের পাঁচ পাউণ্ড দিয়া অবশিষ্ট টাকার বই কেনা যাইবে।

সায়ংকালে স্টেডসাহেবের বাড়িতে আহার করিতে গেলাম। আহারান্তে চোখ বাঁধাবাঁধি খেলা হইল। মিসেস স্টেড তাঁহাদের ছবিগুলি দিলেন। মিস্টার স্টেড রেলগাড়িতে তুলিয়া দিয়া গেলেন।

২৬-১০-৮৮। আজ বাড়িতে পত্র লেখা গেল। দুপরে ট্রুবনার কোম্পানির দোকানে গিয়া কতকগুলি বই কিনিলাম এবং প্রফেসর নিউম্যান প্রদত্ত বইগুলি আদায় করিলাম। আজ দিদি কলেটের কাগজপত্র সমস্ত পাঠান গেল।

হওয়ায় ভারতের তৎকালীন অস্থায়ী বড়লাট জন য়্যাডাম "নেটিভ প্রেস"-এর ধৃষ্টতায় অগ্নিশর্মা হইয়া ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণকল্পে এক কঠোর অর্ডিন্যান্স ও রেগুলেশন জারি করেন। আত্ম-সম্মান বজায় রাখিয়া সেই রেগুলেশন ('Adam's Gag') অনুযায়ী সংবাদপত্র পরিচালনা অসম্ভব মনে করিয়া রামমোহন ঐ আইনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাস হইতে সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ করেন।

২৭-১০-৮৮। আজ হুকুর প্রেরিত ১৮ পাউণ্ড পৌছিল। সেই টাকা ও নিজের নিকট হইতে কিছু দিয়া ব্রিস্টলের ব্রাউন কোম্পানিকে ১৯ পাঃ ১৮ শিঃ ১৩ পেন্স পাঠাইয়া দিলাম। রাজা রামমোহনের সমাধি মেরামতের দরুণ তাঁহাদের দেনা শোধ হইল। তৎপরে ব্রেক্‌নকে রাসেল কোম্পানির দোকানে ফোটো তুলাইতে গেলাম। ১২ শিলিং জমা দিয়া আসিলাম। ইহাতে ১২ খানি ফোটো পাওয়া যাইবে। "কাথু" ইস্পেকে একখানি, মিসেস স্টেডকে একখানি, ট্যাওয়েলদেরকে একখানি, মিস্‌ মিটফোর্ডকে একখানি, মিস্‌ এস্ট্‌লিনকে একখানি, মিসেস নিউম্যানকে একখানি ও দিদী কলেটকে একখানি, এই কয়খানি বিতরণ করিতে হইবে। এতভিন্ন "ইণ্ডিয়ান আইডীল্‌স" (১) যে তিনখানি কিনিয়াছি, একখানা ক্যাথারিনকে, একখানা মিসেস স্টেডকে ও একখানা ট্যাওয়েলদিগকে দিয়া যাইতে হইবে।

সন্ধ্যার পর আটটার সময় হাণ্টদের বাড়িতে একটি ছোটখাট সভাতে ব্রাহ্ম-সমাজের বিষয়ে কিছু বক্তৃতা করা গেল। রাত্রি সাড়ে ১০টার সময় হাঁটিয়া বাড়িতে আসিলাম। আজ শনিবারের রাত্রি, পথে অনেক লোক। "ব্রিটানিয়া পাবলিক হাউস" হইতে বাড়ি পর্যন্ত আসিতে এইটুকু রাস্তার মধ্যে চার-পাঁচজন স্ত্রীলোক, বয়ঃক্রম পঁচিশের উপরে হইবে না, আমাকে ডাকিল; কেহ বলিল, গুড্‌ ঈভ্‌নিং, ল্যাডী, হাউ আর ইউ? কেহ বলিল, আর ইউ কোয়াইট ওয়েল ডারলিং? কেহ বলিল, উড্‌ন্‌ট্‌ ইউ স্পীক, ডারলিং? আমি কথা কহি না দেখিয়া সরিয়া পড়ে। একটা মেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছে, তাহাকে বলিলাম—তুমি কি চাও? সে বলিল—আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিতে চাই; তুমি আমার ঘরে যাবে? আমি বলিলাম, "না"। তখন সে চলিয়া গেল। আর কয়েক পা যাইতে না যাইতে দেখিলাম, একটু ভদ্রগোছের একটি মেয়ে দাঁড়াইয়া

(১) Indian Idyls—"লাইট অব এশিয়া"—নামক বুদ্ধ-জীবনী সংক্রান্ত মহাকাব্যের রচয়িতা স্যার এডুইন আর্নল্ডের রচিত ভারতীয় গ্রাম্য কবিতার সংগ্রহ পুস্তক।

আছে। সেই মেয়েটা আমার পাশে পাশে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল; বাঘিনী যেমন শিকারের সঙ্গে যায় তেমনি আসিতে লাগিল; কিন্তু কিছু বলিল না। ভাবে বুঝিলাম, আমি একবার তাহার দিকে চাহিলেই সে কথা কয়; কিন্তু আমি তাহার মুখের দিকে চাহিতেছি না। অনেকক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল ও পশ্চাতে সরিয়া পড়িল। মনে ভাবিলাম অবশিষ্ট পথ স্নিগ্ধপদ্রবে আসিব। আবার এক মেয়ে উপস্থিত; মুখে ভয়ানক মদের দুর্গন্ধ। তাহার বয়স ১৭ বৎসরের বেশি হইবে না। আবার—"গুড্ ঈভ্নিং, ল্যাডী!" কিন্তু "ল্যাডী"র মুখে কথা নাই; সুতরাং বুঝিল বেগতিক। আমি বিদেশী লোক বলিয়াই বোধ হয় এরূপ করিতে সাহসী হয়। যাহা হউক, অনেক "ল্যাডী"র হাত ছাড়াইয়া অবশেষে বাড়ি পৌছান গেল।

২৮-১০-৮৮। আজ প্রাতে আহারান্তে মিস্ নেলী (১) ও মিস্ এডিথ (১) -এর সঙ্গে "ফাউণ্ড্লিং য়্যাসাইলাম" দেখিতে গেলাম। সেখানে প্রথমে গীর্জায় উপাসনায় যাওয়া গেল। যিনি উপাসনা করিলেন, তিনি 'রেভারেন্স' বিষয়ে উপদেশ দিলেন। উপাসনাস্থানে প্রায় দুই তিন শত বালকবালিকা অর্গানের দুই পাশে বসিয়াছে। তাহাদের টুপিতে কিছু বিশেষত্ব আছে। উপাসনা শেষ হইবার পূর্বেই অতি ক্ষুদ্র শিশুগুলিকে তুলিয়া লইয়া গেল। তৎপরে আমরা শিশুদের খাওয়া দেখিতে গেলাম। তাহাদের স্নানের ঘর, খেলার ঘর, প্রভৃতি দেখিয়া আহারের স্থানে যাওয়া গেল। পারফেক্‌ট ডিসিপ্লিন! মার্চ্ করিয়া খাইতে আসে। আহারের পূর্বে সঙ্গীত, তদনন্তর আর এক ইঙ্গিতে আহার আরম্ভ। ইংলণ্ডে যেকাজই দেখি—সকলের সঙ্গে নিয়মশৃঙ্খলা ও ধর্মভাব জড়িত।

শেষে মেয়েদের আহারের স্থানে যাওয়া গেল। সেখানেও সুন্দর দৃশ্য; বালকবালিকা স্বতন্ত্র স্থানে আহার করে। "সিগ্রিগেশন অব দি সেক্‌সেজ" ভাল কিনা বলিতে পারি না। একত্র আহার ও পাঠ করিলে পরস্পরের ম্যানার্স উন্নত হইতে পারে।

(১) গৃহকর্ত্রী মিসেস ট্যওয়েলের অবিবাহিতা কন্যাত্রয়ের দুইটি।

এই সকল বালকবালিকা প্রায় সমুদয় জারজ। অনেকেই ভদ্রলোকদিগের দ্বারা চাকরাণীদিগের গর্ভে উৎপন্ন। ইহাদের মাতাগণ গোপনে ইহাদিগকে রাখিয়া যায়। শিশুগণ পিতামাতাকে জানে না। তৎপরে পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্কও থাকে না। শিশুগুলি বড় হইলে বালিকাদিগকে চাকরাণী করিয়া দেওয়া হয়, বালকদিগকে কোন প্রকার কাজ শিখান হয়।

বিকালে কলেট দিদীর বাড়িতে গেলাম। আমার পুস্তক হইতে "নিউ ডিস্‌পেন্‌সেশন"-এর বিবরণটি পড়া গেল। তিনি অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ফিরিতে রাত্রি হইল।

২৯-১০-৮৮। গতকল্য রাত্রে বাড়িতে আসিয়া ডক্টর রস্টের এক পত্র পাইলাম। তাহাতে তিনি লিখিয়াছেন যে, ট্রুবনাররা অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছেন—এ দেশের লোকের ব্রাহ্মসমাজের বিষয় জানিবার সেরূপ আগ্রহ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে বই ছাপাইলে উহা বিক্রয় হইবে না আশঙ্কা করিয়া কোম্পানি আমার পুস্তক না লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।

গতকাল গিল্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটে "ফাউণ্ড্লিং য়্যাসাইলাম" (১) দেখিতে গিয়াছিলাম। সেখানে গীর্জাতে রেভারেণ্ড এস মামারি নামে একজন ধর্মযাজক 'রেভারেন্স' বিষয়ে যে উপদেশ দিলেন, তাহাতে তিনি লিউক্স সাহেবের "হিষ্ট্রি অব ইউরোপীয়ান ওআর্লড" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পড়িলেন এবং বলিলেন, বর্তমান সময়ে রেভারেন্স না কমিয়া বরং বাড়িতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি শেলীর কবিতা ও জন স্টুআর্ট মিলের "এগ্‌জামিনেশন অব স্যার উইলিয়ম হ্যামিল্টন" হইতে কোন কোন অংশ পড়িয়া দেখাইলেন যে, তাঁহাদের সত্যানুরাগ কেমন প্রবল—উহাই রেভারেন্স।

(১) লণ্ডনস্থ গিল্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটে পরিত্যক্ত জারজ শিশুগণের জন্য এই আশ্রমটি ১৭৫৪ খৃষ্টাব্দে নির্মিত হয় এবং তখন হইতেই এখানে ৬৭ শত শিশু প্রতিপালিত হইতে থাকে। ১৯২৬ অব্দে আশ্রমটি স্থানান্তরিত হইলে এই স্থানটি জনসাধারণের খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের জন্য সংরক্ষিত হয়।

আমার মতে, দি প্রেফারেন্স অব দি স্পিরিচুয়াল ইন মেন্ ওভার দি কার্নাল ইজ্ রেভারেন্স। সাধুভক্তিই রেভারেন্সের প্রধান দৃষ্টান্ত; সাধুভক্তির অর্থ—ধর্মজীবনের উচ্চ আদর্শের নিকট মস্তক অবনত করা; ইহাই প্রকৃত 'রেভারেন্স' বা নিষ্ঠা। ব্রাহ্মসমাজমধ্যে এটিকে প্রবল রাখিতে হইবে। সাধুজীবন অবলম্বন করিয়া উপদেশাদি দেওয়া কর্তব্য। স্টীমারে যে এক মাস থাকা যাইবে, তাহার মধ্যে অন্তত ছয় মাসের মত লেসন্স ও সার্মন্স যোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে।

আজ প্রাতে হেমের পত্রে জানিলাম, রামকুমারবাবুর (১) গৃহিণী পরলোকগতা হইয়াছেন। ৪ঠা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার, ইরিসিপেলাস রোগে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে রামকুমারবাবু যে প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা অতি চমৎকার বোধ হইল। বাস্তবিক নারদের মায়াদর্শনের ন্যায়, তাঁহার কয়েকদিনের জন্য সংসার সুখদর্শন হইয়া গেল। তিনি যে প্রকৃতিতে উদাসীন বৈরাগী ছিলেন, এখন তাহাই হইলেন। কিন্তু চারিটি শিশুসন্তান

(১) রামকুমার ভট্টাচার্য, বিদ্যারত্ন—ইনি প্রথম জীবনে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ব্রত গ্রহণ করিয়া মহোৎসাহে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। আসামের চা-বাগানের ইংরেজ মালিকগণের সুবিধার জন্য কঠোর কুলী আইন প্রবর্তনের ফলে কুলীগণের উপর ক্রীতদাস অপেক্ষা বর্বর যে অত্যাচার চলিতে থাকে, ব্রাহ্মসমাজ তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করিলে বিদ্যারত্নমহাশয় নিজ জীবন বিপন্ন করিয়া গোপনে চা-বাগানে প্রবেশ করেন এবং কুলীদিগের মধ্যে আত্মগোপন করিয়া তাহাদের দুরবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া ও চা-করদিগের অত্যাচারের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ধারাবাহিকভাবে 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। পরবর্তী জীবনে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া রামানন্দ স্বামী নামে পরিচিত হন।

ইহার চারিটি সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠটি পুত্র সন্তান; জন্মের অনতিপরেই তাহার মাতার মৃত্যু হয় এবং তাহার কয়েকদিনের মধ্যেই সেও গতাসু হয়।

আমাদের হাতে পড়িল; হেমের মা ছোট মেয়েটিকে রাখিয়া অতি উত্তম কাজ করিয়াছেন। বড় দুটি বিধুর (১) কাছে আছে। আমরা আপনাদের সন্তানদিগকেই মানুষ করিতে পারি না, আমাদের উপরে আবার অপরের সন্তান প্রতিপালনের ভার! সেদিন অন্নপূর্ণা (২) ছয়টি ছেলেমেয়ে আমাদের হাতে দিয়া গিয়াছেন, আবার এই চারিটির ভার পড়িল। মাতৃহীন ব্রাহ্ম বালক-বালিকাদিগের রক্ষার একটা উপায় না করিলে চলিতেছে না।

তিনটি কন্যার মধ্যে কনিষ্ঠাটির বয়স তখন এক বৎসর চারি মাস; মহাশয়ের প্রথমা পত্নী প্রসন্নময়ী দেবী ইহার লালনপালন ভার গ্রহণ করেন। প্রথমা ও দ্বিতীয়া কন্যার বয়স তখন যথাক্রমে পাঁচ ও তিন বৎসর। ইহাদের প্রতিপালনের ভার গ্রহণ করেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী—বিধুমুখী রায়চৌধুরী। এই কন্যাত্রয় সুষমা, সুরমা ও রমা (ডাক নাম 'বুটী') সকলেই সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন; প্রথমা এবং কনিষ্ঠা কন্যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এ ডিগ্রী লাভ করেন। জ্যেষ্ঠা সুষমার বিবাহ হয় প্রফেসর সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের সহিত; মধ্যমা সুরমার সহিত বিবাহ হয় উপেন্দ্রকিশোরের সহোদর ভ্রাতা রায়বাহাদুর প্রমদারঞ্জন রায়ের এবং কনিষ্ঠা রমার বিবাহ হয় রায়-বাহাদুর উপেন্দ্রমোহন সেনের সহিত।

(১) বিধুমুখী রায়চৌধুরী—দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠকন্যা, উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সহধর্মিণী ও প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক সুকুমার রায়, শ্রীযুক্তা সুখলতা রাও এবং সুবিনয় রায় প্রভৃতির মাতা ছিলেন।

(২) অন্নপূর্ণা দেবী—তৎকালীন বগুড়ার প্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীমন্ত চট্টোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী, ৩১ বৎসর বয়সে আটটি সন্তান রাখিয়া পরলোকগমন করেন। শাস্ত্রীমহাশয় সম্ভবত ভ্রমক্রমে "ছয়টি ছেলেমেয়ে"র উল্লেখ করিয়াছেন। এই ধর্মপ্রাণা উদ্যমশীলা মহিলা অতগুলি শিশুসন্তানের জননী হইয়াও বগুড়ার প্রতিবেশীদিগকে লইয়া ধর্মালোচনা এবং স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজে প্রকাশ্যভাবে নিয়মিত সাপ্তাহিক উপাসনার কার্য পরিচালনা করিতেন।

আমাদিগকে কেবল ধর্মসংস্কারের ভাবনা ভাবিতে হইতেছে না; তৎসঙ্গে গুরুতর সামাজিক প্রশ্ন সকল আসিতেছে। জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সকল ভার বহনে সমর্থ করুন।

৩০-১০-৮৮। গতকল্য সন্ধ্যাকালে উপাসনা করিবার সময় একটি ভাব বড় প্রবলরূপে মনে উদিত হইল। সেই করুণাময় পিতা, করুণাময়ী মাতার সহিত জীবনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ বিশেষরূপে অনুভব করিলাম। বিশ্বাস যদি করিতে হয়, অকপটে বিশ্বাস করাই কর্তব্য; নতুবা নিয়ম-কারাগারে অকর্মণ্য ঈশ্বরকে বন্দী রাখিয়া দূরে দূরে থাকিয়া পূজা করাতে সুখ নাই। আমি অনেকবার তাঁহার অভয়বাণী শুনিয়াছি, কাল আবার শুনিলাম। তিনি আমাকে বলিলেন, "কেন তুমি ভয় কর? অকুতোভয়ে আমার সত্য রাজ্যে প্রবিষ্ট হও এবং আমার সেবাতে প্রাণমন নিয়োগ কর; আমি তোমার সঙ্গে"।

ইনিই ব্রাহ্মসমাজের প্রথম মহিলা আচার্য এবং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রথম অধ্যক্ষ সভার সভ্য ছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্তবাবুর মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটিলে ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য বহরমপুরে পাঠাইয়া দিয়া অসহায় বালক-বালিকাগুলিকে কলিকাতায় আনিয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। কয়েক মাসের চিকিৎসায় শ্রীমন্তবাবু কতকটা প্রকৃতিস্থ হইলে সন্তানগুলিকে পুনরায় স্বীয় তত্ত্বাবধানে বগুড়ায় লইয়া যান। এই সন্তান-গুলির মধ্যে দুইটি ব্রাহ্মসমাজে সুপরিচিত। প্রথমা কন্যা সুশীলা—সম্প্রতি পরলোকগত প্রচারক আচার্য বরদাকান্ত বসু মহাশয়ের সহধর্মিণী ছিলেন। দ্বিতীয় সন্তান সুধীরচন্দ্র, কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হইতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ডাক্তারি পাস করিয়া বগুড়াতেই রুগ্ন পিতার নিকট থাকিয়া প্রাক্টিস আরম্ভ করেন। যশস্বী ডাক্তার এবং পরোপকারী বলিয়া সমগ্র উত্তরবঙ্গে তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১৯৫০ সনে কলিকাতায় আসিবার পথে জনৈকা মাড়োয়ারী [illegible] মুসলমান দুর্বৃত্তদের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে গিয়া ট্রেনেই আততায়িগণের ছুরিকাঘাতে ৭৬ বৎসর বয়সে নিহত হন।

আমি বিগত দশ বৎসর ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়াছি, অতি অসম্পূর্ণভাবে; দুর্বলতা ও রিপুকুলের তাড়নাতে অস্থির হইয়া ভাল করিয়া তাঁহার সেবা করিতে পারি নাই। যতই দেশে ফিরিবার সময় হইয়া আসিতেছে, ততই তিনি আমাকে নূতন করিয়া তাঁহার চরণে হৃদয়-মন সমর্পণ করিতে বলিতেছেন। আর দশ বৎসরের জন্য আমি আবার আত্মোৎসর্গ করিতেছি। প্রভু, তুমি আমার সহায় হও; হে বিধাতা, আমাকে তোমার সেবার উপযুক্ত কর।

৩১-১০-৮৮। আজ রাত্রে ভয়সীসাহেবের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়া গেল। বাড়িতে তিনটি কন্যা ও একটি ছেলে আছে। তাছাড়া একটি ছেলে অক্সফোর্ডে আছে. আর একটি ছেলের বিবাহ হইয়াছে। সর্বজ্যেষ্ঠা কন্যাটিরও বিবাহ হইয়াছে, তিনি এডিনবরায় আছেন। পরিবারটি বড় ভাল। মেয়েগুলি বড় সরল ও সাধুভাবাপন্ন। কয়েক ঘণ্টা বিমল সুখে কাটাইলাম।

১-১১-৮৮। আজ রাত্রে স্টেড-সাহেবের বাড়িতে আহার করিলাম। মিসেস স্টেড ও ছেলেদের সঙ্গে চোখ বাঁধাবাঁধি খেলা করা গেল। মিঃ স্টেড একটি ধুচুনির মধ্যে একটি পেনি রাখিয়া দিলেন, তাঁহার কন্যাটির চোখে কাপড় বাঁধা; আমি তাহার পিঠে হাত দিয়া আছি। মেয়েটি বরাবর গিয়া ধুচুনি হইতে পেনিটি লইয়া জ্যাক্-এর হাতে দিল (১)।

২-১১-৮৮। অদ্য অপরাহ্ণটি মিস্ কলেটের সঙ্গে যাপন করিলাম। আমার বইয়ের "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ"-এর বিবরণ-অংশটুকু পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইলাম। অতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন।

৩-১১-৮৮। আজ দুপরবেলা সেণ্ট য্যাল্‌বান্স (২)-এ যাত্রা করা গেল।

---

(১) এই ঘটনার বিশদ বিবরণ শিবনাথের "আত্মচরিত"—সিগনেট সংস্করণ—এর ২২৮-৩০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(২) St. Albans—লণ্ডন হইতে ২২ মাইল দূরে অবস্থিত একটি প্রাচীন শহর, হার্ট্‌ফোর্ড-শায়ারের অন্তর্গত। ইহা একটি ক্যাথিড্রাল টাউন, অর্থাৎ একজন বিশপের আবাসস্থান।

পথে মার্কুইস অব সল্‌জ্‌বেরির "হ্যাট্‌ফীল্ড ক্যাস্‌ল" (১) দেখিয়া যাওয়া গেল। অতিপ্রাচীন বাড়ি, বড়মানুষীর সীমা-পরিসীমা নাই। শুনিলাম মিঃ ব্যাল্‌ফুর(২) সেদিন সেখানে আসিবেন। লাইব্রেরীটি কি প্রকাণ্ড! "হ্যাট্‌ফীল্ড হাউস" দেখিয়া সেণ্ট য়্যালবান্সে আসা গেল। এখানে ভূতপূর্ব আর্চ-ডীকন গ্র্যাণ্ট (৩)-এর বিধবা, মিসেস গ্র্যাণ্ট বাস করেন। ইনি মিস মারের মামী। ইহার বাড়িতেই রাত্রে অবস্থিতি করিলাম।

(১) Hatfield Castle—ইহার অপর নাম 'হ্যাট্‌ফীল্ড হাউস'। দশ মাইল পরিধি-বিশিষ্ট সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত এই সুদৃঢ় প্রাসাদটি সপ্তদশ শতকে রবার্ট সিসিল (Cecil) কর্তৃক নির্মিত হয়। কথিত সময়ে ইহা রবার্ট এ টি গ্যাস্কয়েন-সিসিল, তৃতীয় মার্কুইস অব সল্‌জ্‌বেরির বাসভবন ছিল। [৭৪ পৃষ্ঠার পাদটীকায় 'লর্ড সল্‌জ্‌বেরি' দ্রষ্টব্য]।

(২) Arthur James Balfour—ইনি তৃতীয় মার্কুইস অব সল্‌জ্‌বেরির ভাগিনেয়; প্রথমে মাতুলের প্রাইভেট সেক্রেটারিরূপে রাজনীতিতে হাতেখাড়ি লাভ করেন; পরে ক্রমশ সেক্রেটারি ফর স্কটল্যাণ্ড, চীফ সেক্রেটারি ফর আয়ার্ল্যাণ্ড এবং ফার্স্ট লর্ড অব দ্য ট্রেজারি হন। অবশেষে মাতুল (লর্ড সল্‌জ্‌বেরি) ১৯০২ খৃষ্টাব্দে প্রধানমন্ত্রিত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলে ব্যাল্‌ফুর রক্ষণশীল দলের নেতারূপে ১৯০২-৫ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় প্রথমে য়্যাস্কুইথের নেতৃত্বাধীনে ফার্স্ট লর্ড অব দি য়্যাড্‌মিরাল্‌টি ছিলেন ও পরে লয়েড জর্জের প্রধানমন্ত্রিত্ব কালে বৈদেশিক সেক্রেটারিরূপে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে মিত্রশক্তির সপক্ষে যুদ্ধে নামাইতে সমর্থ হন। যুদ্ধের অবসানে তিনি প্রিভি-কাউন্সিলের লর্ড প্রেসিডেণ্ট এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে 'আর্ল' পদবীতে উন্নীত হন।

(৩) Dr. Anthony Grant—ইনি বহু বৎসর সেণ্ট য়্যাল্‌বান্সের আর্চ ডীকন এবং পরে রচেস্টারের ক্যানন হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে ৭৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

৪-১১-৮৮। অদ্য প্রাতে আহারান্তে সেণ্ট য়্যাল্‌বান্স-এর য়্যাবী (১) দেখিয়া লণ্ডন যাত্রা করা গেল। এই মঠটি অতি প্রাচীন, কোন কোন অংশ রোমান টালি দ্বারা নির্মিত।

রাত্রে ভয়সী-সাহেবের গীর্জাতে উপদেশ দেওয়া গেল। ব্রাহ্মধর্মে আমরা যে শক্তি ও বল লাভ করিয়াছি, সেই বিষয় কিছু বলিলাম। আমাদের থীইজ্‌ম্ যে কনস্ট্রাক্‌টিভ, তাহার বিবরণ দেওয়া গেল। ভয়সী বলিলেন যে, তিনি উপদেশটী মুদ্রিত করিবেন।

বড্‌লীয়ান লাইব্রেরি

৫ই-৬ই নভেম্বর। এই দুইদিন অক্সফোর্ডে যাপন করা গেল। কলেজগুলি ও বড্‌লীয়ান লাইব্রেরি (২) ও ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউট দেখিলাম। মাক্স ম্যুলার ও

(১) Abbey of St Albans—৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্সিয়ার রাজা অফ্‌ফা (Offa)—হেপ্টার্ক-এর একজন—এই মঠটি নির্মাণ করেন। ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে ইহার অধ্যক্ষ (Abbot Wallingford) এখানে একটি মুদ্রাযন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। উহা ইংল্যাণ্ডের তৃতীয় মুদ্রাযন্ত্র। ১৮৭৫ অব্দ হইতে মঠের অন্তর্গত গীর্জাটিকে একটি ক্যাথিড্রালরূপে পরিগণিত করা হইতেছে।

(২) Bodleian Library—অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত লাইব্রেরির নাম; ইহা অক্সফোর্ডের প্রাক্তন ছাত্র স্যার টমাস বড্‌লী (Bodley) দ্বারা ১৬০২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। বড্‌লী-সাহেব এই লাইব্রেরির সংগঠনে সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেন এবং স্বোপার্জিত বহু অর্থব্যয়ে অনেক দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থরাজি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করেন। বিদ্যালয়ের এই সাধারণ পাঠাগারের রক্ষাকল্পে তিনি তাঁহার সম্পত্তিও দান করেন। ইহাতে পাঁচ লক্ষের উপর পুস্তকাদি সংরক্ষিত আছে। কথিত হয় যে, জ্ঞানগর্ভ দুষ্প্রাপ্য এবং মহামূল্য গ্রন্থাদির এরূপ সমাবেশ একমাত্র জগদ্‌গুরু পোপের ভ্যাটিক্যান লাইব্রেরি ভিন্ন জগতে অন্য কোথায়ও নাই।

হাণ্টার (১) তখন অক্সফোর্ডে ছিলেন না বলিয়া দেখা হইল না। হাণ্টার পরে আমাকে এক পত্র লিখিয়াছেন।

৭-১১-৮৮। আজ সমস্তদিন চিঠিপত্র লিখিতে ও বিদায় লইতে গেল। অপরাহ্নে কলেটদিদীর নিকট বিদায় লইলাম। তিনি কেশববাবুর একখানি পত্র পড়িয়া শুনাইলেন। বিদায় লইবার সময় কাঁদিয়া ফেলিলেন। তাঁহার কান্না দেখিয়া কেমন ভাব হইল! অনেক কষ্টে বিদায় লওয়া গেল।

রাত্রিটা বাসাতেই কাটাইলাম।

ইংলণ্ড ত্যাগ

৮-১১-৮৮। আজ পি য়্যাণ্ড ও কোম্পানির "এস এস রোহিলা" নামক জাহাজে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিতেছি। মিঃ মাল্ ও সেবারাম স্টেশনে আসিয়াছিলেন। স্টীমারে আসিয়া হাণ্টসাহেবের প্রেরিত কতকগুলি ছবি পাইলাম। কি ভালবাসা!

৯-১১-৮৮। আজ আমরা ইংলিশ চ্যানেলে পড়িয়াছি। প্রাতঃকালে ডেকে গিয়া দেখি লণ্ডনের 'ফগ্' আর নাই; কুয়াশার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়াছি। অতিশয় ঠাণ্ডা বাতাস দিতেছে, ডেকে দাঁড়াইয়া থাকাই কঠিন।

আমাদের সেকেণ্ড ক্লাস সেলুনে কয়েকজন পুরুষ ও স্ত্রীলোক যাইতেছে। ইহাদের মধ্যে লেডি হ্যারিসন (২)-এর একটি জার্মান চাকরানী যাইতেছে।

(১) Sir W. W. Hunter, LL. D., K. C S. I. (1840-1900)—সুপণ্ডিত ভারতীয় সিভিলিয়ান এবং বিশিষ্ট ঐতিহাসিক। তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে 'ডিক্‌শনারি অব নন্-এরিয়ান ল্যাঙ্গোয়েজেস', 'দি ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার', বিশেষত 'দি ইম্পীরিয়াল গেজেটীয়ার অব ইণ্ডিয়া' তাঁহাকে সমধিক সুপ্রসিদ্ধ করিয়াছে। কথিত সময়ে তিনি অক্সফোর্ডেই বসবাস করিতেছিলেন।

(২) ইঁহার স্বামী—Sir H. L. Harrison, I.C.S.—এই সময়ে (১৮৮১-৯০) কলিকাতার পুলিস কমিশনার ও কলিকাতা কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ছিলেন। কলিকাতার হ্যারিসন রোড তাঁহারই স্মৃতি বহন করিতেছে।

ইংরাজ-প্রকৃতি ও জার্মান-প্রকৃতিতে এই প্রভেদ দেখিতেছি যে, জার্মানগণ সহজে লোকের সঙ্গে মেশে। এ মেয়েটি আপনা হইতে আমার সঙ্গে কত কথা বলে; কত কি দেখায়। কালা মানুষের উপর বড় ভয়; বলে,—"আই য়্যাম সরি গড হ্যাজ মেড দেম ব্ল্যাক"। আমি বলিলাম—নো ফীয়ার, ইউ উইল ফাইণ্ড মেনি গুড মেন য়্যাণ্ড উইমেন য়্যামঙ্গ্‌স্ট্‌ দীজ ব্ল্যাক্‌স। উত্তর—আই হোপ সো। আমি পুনরায় বলিলাম—য়্যাণ্ড পারহ্যাপস ইউ উইল ল্যভ দেম, আফটার ইউ হ্যাভ স্টেইড দেয়ার সাম টাইম। উত্তর—নো, আই শা'ণ্ট ল্যভ দেম, আই মে জ্যস্ট লাইক দেম। তখন বুঝিলাম, ইংরাজী ভাষাতে 'ল্যভ' ও 'লাইক'-এর ঢের তফাত। 'ল্যভ' শব্দের অর্থ প্রেম নহে, কিন্তু প্রণয়। একটি সামান্য চাকরানী, এ পড়ে, দৈনিক লিপি লেখে, ও প্রার্থনাপুস্তকাদি সর্বদা সঙ্গে রাখে। আমাদের ব্রাহ্মসমাজের বিষয় শুনিতে অতিশয় আগ্রহ।

ইংরাজের সদ্‌গুণাবলী

এই কয়েক মাস ইংলণ্ডে বাস করিয়া ও নানাপ্রকার সদনুষ্ঠানের আয়োজন দেখিয়া ইংরাজ জাতির যে-যে সদ্‌গুণ চক্ষে পড়িয়াছে ও মনে লাগিয়াছে, তাহা এই :—

(১ম) ইহাদের স্বাবলম্বন প্রবৃত্তি : কোন ভাল কাজ করিতে, কোন অন্যায় নিবারণ করিতে ইহারা পরের মুখাপেক্ষা করে না। অন্য কে কি করিবে, তাহা আগে না ভাবিয়া, আমি কতটুকু করিতে পারি, সেই চিন্তাতে রত হয়; এবং সেইটুকু করিবার জন্য যত্ন করে।

(২য়) সত্য ও সাধুতার জয় হইবে—এ বিশ্বাস ইহাদের মনে অতি প্রবল; ইহার উপরে নির্ভর করিয়া সকল শ্রেণীই কাজ করিতেছে। ইহাতেই প্রকাশ যে, এই জাতি ঈশ্বরবিশ্বাসী; এমন কি যাহারা আপনাদিগকে নাস্তিক ও ধর্ম-বিরোধী বলিয়া পরিচয় দেয়, তাহাদের মধ্যেও এই সদ্ভাব দৃষ্ট হয়।

(৩য়) ইহারা সাধু চেষ্টাতে পরিশ্রান্ত হয় না; এই সদ্‌গুণ পূর্বোক্ত বিশ্বাস-প্রবণতা হইতেই সম্ভূত।

(৪র্থ) পরদুঃখ নিবারণের প্রবৃত্তি ইহাদের অতি প্রবল। কোন কাজের দ্বারা, কোন শ্রেণীর, বাস্তবিক কিছু উপকার বা কোন দুঃখ দূর হইবে—একবার বুঝাইয়া দিতে পারিলেই অমনি ইহাদের সাহায্য করিবার প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দরিদ্র ও পতিতদিগকে উদ্ধার করিবার বাসনা খৃষ্টধর্মের একটি প্রধান ভাব, সেই ভাব ইহাদের মধ্যে সুন্দররূপে প্রস্ফুটিত।

(৫ম) ইহাদের পারিবারিক ব্যবস্থা অতি উৎকৃষ্ট; শান্তি, নিস্তব্ধতা, পরিচ্ছন্নতা, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা ও শ্রমশীলতা সকলগুলি এখানে চমৎকাররূপে সম্মিলিত। ডিসেন্সির প্রতি তাহাদের কেমন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

১০-১১-৮৮। আজ প্রাতঃকাল হইতেই আকাশের গতিক খারাপ। জাহাজ বিস্কে উপসাগরের সন্নিহিত হইয়াছে। ক্রমেই সাগরতরঙ্গে নৃত্য বাড়িতেছে। উপরের ডেকে দাঁড়াইবার যো নাই, ঢেউ জাহাজের উপরে আসিতেছে; চারিদিকের দরজা জানালা আঁটা রহিয়াছে। কেহই স্থির থাকিতে পারিতেছেন না; ভাল করিয়া চলিতে পারিতেছেন না, সকলেই টলমল; বিনা মদে মাতাল! মেয়েরা শয্যাতে অঙ্গ ঢালিয়াছেন ও বমন করিতেছেন। লেডী হ্যারিসনের চাকরানীটি টলমল করিয়া চলিয়া বেড়াইতেছে। যেখানে বসিয়া লিখিতেছি, তাহার মাথার উপর আচ্ছা করিয়া আঁটিয়া, ত্রিপল দিয়া চাপা দিয়াছে, তাহার উপরে ঝুপ ঝাপ ঢেউ আসিয়া পড়িতেছে। এমনি জলের দাপট, বোধহয় যেন ষ্টীমার দুইখানা হইয়া গেল।

আসিবার উদ্যোগে জিনিসপত্র কেনা, বাক্সবন্দী করা ও পাঠানর ব্যস্ততায় কয়েকদিন মন এত উদ্বিগ্ন ছিল যে, ভাল করিয়া হাড় ভিজাইয়া উপাসনা করিবার সময় পাই নাই। গতকল্য আহারের পর সুমিষ্ট উপাসনা করা গেল।

ইংরাজ পরিবারে একটি ভাব দেখিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিয়াছি—সেটি ধর্মনিয়ম। 'ষ্ট্রীট'-এর মিস্ ইম্পে প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া একটু ধর্মগ্রন্থ পড়েন ও ভগিনীর জন্য বইখানি খুলিয়া রাখিয়া যান। প্রত্যহ একটু বাইবেল পড়েন, তাহাতে চাকরানীগণও যোগ দেয়। গ্রীষ্ম নাই, বর্ষা নাই, শীত নাই—জল ঝড় নাই, এটি চলিবেই চলিবে। প্রফেসর নিউম্যানের

বাড়িতেও এই নিয়ম, অনেক বাড়িতেই এই নিয়ম। এটি বড় সুন্দর। আমাদের দেশ হইতে পারিবারিক ধর্মসাধন উঠিয়া গিয়াছে; আগে প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের ঘরে বালকবালিকাদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া হইত। ইংরাজী শিক্ষার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে লোকের ধর্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া যাইতেছে। সেই সঙ্গে ধর্মশিক্ষা লোপ পাইতেছে। আমার বাড়িতে এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে হইবে।

অনেকের মত এই যে, বালকবালিকাদিগকে ধর্মশিক্ষা দেওয়া ভাল নয়। তাহারা যাহা বুঝিতে পারে না, তাহা তাহাদিগকে শিখান উচিত নয়। বড় কঠিন সমস্যা! পাটিগণিত ও য়্যাল্‌জাব্রার কত নিয়ম ও জ্যোতিষশাস্ত্রের কত তত্ত্ব তাহাদিগকে জ্ঞানের উন্মেষ হইবার পূর্বেই শিখান হইয়া থাকে; তত্ত্বগুলি তাহারা পঠনোদ্দেশে অবিচারেই গ্রহণ করে; বয়সের সহিত জ্ঞান বাড়িলে, তত্ত্বগুলির পশ্চাতে কি যুক্তি আছে তাহারা তাহা বুঝিতে পারে। সেইরূপ কেহ কেহ ইহা বলিতে পারেন যে, ধর্মতত্ত্বসকলও কেন জ্ঞান উন্মেষের পূর্বে তাহাদিগকে শিক্ষা দিব না? আর দেওয়াতেই বা দোষ কি?

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে ধর্মভাব পাতলা থাকিতে ইহার আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ পাইবে না এই ভাবকে গাঢ় করিবার দুইটি উপায়ঃ—

(১ম) পরিবারে ও বাহিরে বালকবালিকা যুবকযুবতীদিগের ধর্মশিক্ষার উপায় বিধান করা; অর্থাৎ যাহাতে ধর্মবিশ্বাস সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, তাহার উপায় করা।

(২য়) নরনারীর হৃদয়ে বৈরাগ্য ও নরসেবার অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা। ব্রাহ্ম নেতাদিগের অন্তরে ও জীবনে প্রকৃত বৈরাগ্যের ভাব না আসিলে ইহার শক্তি প্রকৃষ্টরূপে জাগিবে না। যথার্থ স্বার্থনাশের অগ্নি জ্বালিয়া তুলিতে হইবে। জগদীশ্বর কি প্রকৃত বৈরাগ্যমন্ত্রে আমাকে দীক্ষিত করিয়া তাঁহার কার্যে প্রবৃত্ত করাইবেন না?

১১-১১-৮৮। আজ সমস্ত দিন 'বে-অব-বিস্কে'তে গেল। আজ ভোর হইতে জাহাজের দুলুনি ভয়ানক বৃদ্ধি পাইয়াছে। রাত্রি শেষে এমনই দুলুনি

হইয়াছিল যে, ঘুমাইতে পারা গেল না; জিনিসপত্র পড়িয়া ছড়াইয়া গেল; একখানা বই ক্যাবিন হইতে বাহির হইয়া সেলুনে আসিয়া উপস্থিত! মেয়েদের অধিকাংশ শয্যাশায়ী। পুরুষদেরও অনেকের সেই দশা। আমার ঘরে যিনি আছেন, তিনি দুইদিন হইতে শয্যা লইয়াছেন। রাত্রে ক্যাবিনে শয়ন করিয়া তারা দেখিয়াছি; অথচ ভয়ানক ঢেউ, ডেকের উপর দাঁড়াইবার যো নাই। বড় ঠাণ্ডা বাতাস, কিয়ৎক্ষণ পরেই শীত ধরে। তামাক খাইবার ঘরে বসিবার যো নাই, চুরুটের গন্ধে বমি আসে। নীচে বসিয়া লিখিবার যো নাই। যাহা হউক আজ 'ম্যাথিউ' প্রায় দশ চ্যাপ্টার মনোযোগের সহিত পড়িয়া 'লেসন্স' সংগ্রহ করিয়াছি।

জার্মানির যে চাকরানীটি যাইতেছে কালা মানুষের উপর তার বড় ভয়। সে আমাকে বলিতেছে যে, তাহার বন্ধুগণ তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছে যেন কালা মানুষের সঙ্গে প্রেমে না পড়ে। তার মনে ভয় আছে ও প্রতিজ্ঞা আছে যে, কালা মানুষের সঙ্গে সে প্রেমে পড়িবে না। আমি অভয় দিয়া বলিতেছি—ভয় নাই, কালা মানুষদিগকে দয়ালু পরোপকারী দেখিবে। আমি ইহাকে বলিয়াছি, যদি তুমি বিদেশে একাকিনী ক্লেশে পড় বা অসহায় অবস্থায় পড়, আমাকে পত্র দ্বারা সংবাদ দিও, আমি যথাসাধ্য তোমার সাহায্য করিব।

আমাদের জাহাজের স্টুআর্ডেসটি সুন্দরী নহে, কিন্তু তাহার মুখে একপ্রকার গাম্ভীর্যযুক্ত কমনীয়তা আছে, যাহা আমার ভাল লাগে। আমি চরিত্রের বলশালিনী দৃঢ়তা-সম্পন্না স্ত্রীলোক দেখিতে ভালবাসি।

১৩·১১-৮৮। গত দুইদিবস অতিশয় মনোযোগের সহিত বাইবেল পড়িতেছি। এত মনোযোগের সহিত আর কখনও পড়ি নাই। ইহার উপদেশাবলী একখানি পুস্তকে সংগ্রহ করিতেছি। যীশুর জীবনচরিত লেখক তাঁহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার অনেক বাদ দিতে হইবে। চৈতন্যের শিষ্যদিগের ন্যায় ইহারাও কতকগুলি লক্ষ্য সম্মুখে রাখিয়া লিখিয়াছেন। যীশুর কথা ও জীবনের দ্বারা আপনাদের বিশেষ বিশেষ মতের সপক্ষে কিছু বলানই ইহাদের উদ্দেশ্য; সুতরাং ইহাদের উক্তি সকল কিছু বাদ-সাদ দিয়া

লইতে হইবে। আপাতত বোধ হইতেছে নিম্নলিখিত কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধীয় উক্তি বাদ দিয়া অপরগুলি গ্রহণ করা যাইতে পারে :—

(১ম) যীশুর মসীহত্ব (Messiahship) সম্বন্ধীয় উক্তি ;

(২য়) যীশু ডেভিডের বংশজাত (১) এই সম্বন্ধীয় উক্তি ;

(৩য়) তাঁহার অলৌকিক ক্রিয়া সম্বন্ধীয় উক্তি ;

(৪র্থ) ইহুদীদের প্রতি তাঁহার পক্ষপাত সম্বন্ধীয় উক্তি ; এবং

(৫ম) তাঁহার ধর্মবিরোধীদের প্রতি বিদ্বেষভাবের উক্তি।

(১) যীশু ডেভিডেব বংশজাত ?—প্রাচীন ইহুদীজাতির অন্যতম এক শক্তিশালী রাজার নাম ছিল ডেভিড (৬০ পৃষ্ঠায় পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। বাইবেলে উক্ত হইয়াছে যে, এই ডেভিডের বংশে এক হাজার বৎসর পরে যীশু জন্মগ্রহণ করেন। অন্যান্য নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের মহাপুরুষ বা পরমপুরুষগণের মাহাত্ম্য-বৃদ্ধির জন্য তাঁহাদের উৎকট-অনুরাগী ভক্তবৃন্দ যেরূপ ধর্মোন্মাদনার প্রাবল্যে বাস্তববোধ ও মাত্রাজ্ঞান হারাইয়া স্ব স্ব ধর্মগুরু সম্বন্ধে বহুবিধ উদ্ভট ও অসম্ভব কাহিনীর ধূম্রজাল রচনা দ্বারা প্রাকৃতজনকে বিভ্রান্ত করিতে প্রয়াস করিয়া আসিতেছেন, মহাত্মা যীশুর সম্বন্ধেও তাহার কিছুমাত্র ব্যতিক্রম হয় নাই। তাই সূত্রধর যোসেফ ও তৎপত্নী মেরীর পুত্র যীশুর জন্মগৌরব ও বংশ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহার অত্যুৎসাহী ভক্তগণ বাইবেলে যীশুকে ভগবানের "একজাত পুত্র"—(the only begotten Son of God), রাজা ডেভিডের বংশধর—"ইহুদীদের রাজা" (the King of the Jews), ইত্যাদি গৌরবজনক আখ্যা দান করিয়াছেন,- যদিও ইহুদীরা ঐ যুগে পরপদানত জাতিই ছিল এবং যীশুকে রাজা বলিয়া কদাপি তাহারা স্বীকার তো করেই নাই, বরং মর্মান্তিক বিদ্রূপের সহিত তাঁহার মস্তকে কাঁটার মুকুট পরাইয়া নিষ্ঠুরভাবে তাঁহাকে হত্যা করিয়াই তৃপ্তি লাভ করিয়াছিল !

সেণ্ট ম্যাথিউ-এর "সু-সমাচার"—(Gospel)-এ বর্ণিত হইয়াছে যে, যোসেফ মেরীকে পত্নীত্বে বরণ করিয়াই যখন বুঝিতে পারিলেন যে তিনি

যীশুর চরিত্রের সৌন্দর্য

এগুলি বাদ দিয়া যে-সকল ভাল কথা আছে, তাহার সমুদায় যে যীশুরই মুখের কথা এমন বোধ হয় না। যীশুর চরিত্র মৌচাকের ন্যায় বহুজনের উন্নত ধর্মভাবানুরঞ্জিত কল্পনার দ্বারা চিত্রিত; আর একটি তাজের ন্যায় বহু-হস্ত-নিহিত উৎকৃষ্ট প্রস্তর সমূহ দ্বারা ইহা খচিত। যীশুর মুখের কথা ও কার্যবিবরণী জনপরম্পরায় মুখে মুখে সুন্দররূপে চিত্রিত হইতে হইতে এইরূপ দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু তাহা হইলেও একথাটা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এমন একটা জীবন আবির্ভূত হইয়াছিল, যাহার সৌন্দর্যে এক নবশক্তির নব আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তাহার চারিদিকে এই সকল সুন্দর ভাব আপনাআপনি গ্রথিত হইয়াছিল। সেই জীবনটুকু ধরিবার উপায় কি, যে-জীবন জগতে নবজীবন প্রসব করিয়াছে? সেই জীবনকে ঠিকভাবে ধরিবার উপায় নাই; কারণ, তাঁহার লিখিত নিঃসংশয়রূপে গৃহীত কোন গ্রন্থই নাই। সে-জীবনকে নিশ্চিতরূপে ধরিতে না পারা গেলেও, উহা যে-সকল জীবনকে উৎপন্ন করিয়াছে ও জগতে যে-ফল প্রসব করিয়াছে, তাহা ত পাঠ করা যাইতে পারে।

অন্তঃসত্ত্বা, সেই সময়ে এক দেবদূত আসিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে মেরী নিষ্পাপ কুমারী (Holy Virgin)-ই আছেন, কারণ ভগবানের পবিত্রাত্মা (The Holy Ghost) পুত্ররূপে তাঁহার গর্ভে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। দেবদূতের বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যোসেফ তখন মেরীকে সাদরে ও সসম্ভ্রমে পত্নীত্বে গ্রহণ করিলেন। যথা সময়ে ডিসেম্বরমাসের এক প্রচণ্ড শীতের রাত্রে জেরুসালেমের অনতিদূরে বেথেলহেম-পল্লীর এক দীন সরাইখানার আস্তাবলে দারুণ দুর্দশার মধ্যে 'ইহুদীদের রাজা' যীশুর জন্ম হইল! এই গল্পেলেই উক্ত হইয়াছে—যে সূত্রধর যোসেফই প্রকৃতপক্ষে রাজা ডেভিডের বংশাবতংস। মেরীর সহিত ডেভিডের বা অন্য কোন ইহুদীরাজার কোনরূপ রক্তের সম্পর্ক ছিল এরূপ জানা যায় না। এরূপ অবস্থায় যীশুকে রাজা ডেভিডের বংশোদ্ভূত বলা যায় কিরূপে?

যাহা হউক, গত দুই দিবস বাইবেল ও ডক্টর জে টাউলার (১)-এর জীবনচরিত ও উপদেশাদি পড়িয়া প্রাণে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। নিজের পরিবারকে ও সমাজের ধর্মজীবনকে নিয়মাধীন ও সমুন্নত করিবার বাসনা, সর্বাপেক্ষা প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এই একমাসকাল জাহাজে প্রকৃত তপস্যাতে যাপন করিবার ইচ্ছা দৃঢ় হইতেছে। বারবার মনে এরূপ আবেগ আসিতেছে যে, ঈশ্বরের চরণে সাষ্টাঙ্গে পড়িয়া থাকি ও প্রার্থনাতে সমুদয় সময় কাটাই। ধর্মের যে-সকল বাহিরের নিয়মের উপরে বরাবর বীতশ্রদ্ধ ছিলাম, এখন সে-সমুদয় মিষ্ট লাগিতেছে। এমন কি পূর্বকালে রোমান ক্যাথলিকগণ যে পৃষ্ঠে কশাঘাত করিয়া রক্তপাত করিত, তাহাও মিষ্ট বোধ হইতেছে। তাহার আবশ্যকতা দেখিতেছি না ; কিন্তু যে ব্যাকুলতা ও ধর্মভাব হইতে তাহা হইত, উহা স্মরণ করিয়াই মিষ্ট লাগিতেছে। এমনি বোধ হইতেছে যে, ধর্মবিশ্বাসের শিথিলতা ও ধর্মজীবনের বিশৃঙ্খলা অপেক্ষা সেরূপ কঠোর তপস্যাও ভাল।

এই প্রতিজ্ঞা মনে দৃঢ় হইতেছে যে, এবার ফিরিয়া গিয়া আমার নিজের পরিবার মধ্যে শৃঙ্খলা, শান্তি, আনন্দ ও ধর্মনিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাহ্মসমাজে দৃষ্টান্ত দেখাইতে হইবে। এই কয়টি নিয়ম প্রবর্তন করিতে চাই :—

(১) একবেলা একত্র আহার ও আহারের পূর্বে সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা ;

(২) প্রাতে উপাসনাকালে ধর্মোপদেশ ;

(১) Dr. J. Tauler—ইনি একজন জার্মান দেশীয় সাধু এবং ধর্মতত্ত্ববিদ্। ১২৯০ খৃষ্টাব্দে স্ট্রাসবুর্গে ইহার জন্ম হয় এবং অল্প বয়সেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া ফ্রান্সের দারিদ্র্যব্রত 'ডমিনিক্যান' সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে যোগদান করেন। প্যারী-নগরে ধর্মতত্ত্বে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম সংস্কারে আত্মনিয়োগ করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেন। ইনি জার্মান ভাষায় সুলেখক ছিলেন ও অনেক পুস্তক এবং সন্দর্ভাদি রচনা করেন। মিস সুসান্না উইকওয়ার্থ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে এই সাধুপুরুষের জীবন-কাহিনী ও উপদেশাবলীর ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

(৩) একদিন বিশেষভাবে ধর্মালাপ ;

(৪) মধ্যে মধ্যে বন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ ও গোষ্ঠীসুখ সম্ভোগ।

হে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর, এ জীবনকে তুমি তোমার কার্যের জন্য লইয়াছ, তাহাতে সন্দেহ নাই! আমি কেন সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছার অনুগত হইতে পারিতেছি না? এই একমাস কাল তপস্যাতে আমাকে নিযুক্ত কর। আমাকে এবার ফিরিয়া নবভাবে কার্যারম্ভ করিতে সমর্থ কর।

১৫-১১-৮৮। এ কয়দিনে বাইবেলের ম্যাথিউ, মার্ক, ল্যুক শেষ করিয়া জনের প্রায় অর্ধেক পড়িয়া ফেলিয়াছি ও লেসনের জন্য নোট লইয়াছি। টাউলার-এর জীবনচরিত পড়িয়া শেষ করিয়াছি। তাঁহার 'সার্মন'গুলি পড়া শেষ হয় নাই। সার্মনগুলি পড়িতে গিয়া একটি বিষয় ধরিতে পারিতেছি :—

জনসেবাই ঈশ্বরের সেবা

মনুষ্যসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন, মানুষের সুখ-দুঃখ ভুলিয়া যে-ঈশ্বর-প্রীতি তাহা আর আমার ভাল গাগে না ; যেন অস্বাভাবিক ও স্বার্থপর বোধ হয় ; তাহাতে আনন্দ হয় না, অধিক পড়িতে ধৈর্য থাকে না। এমন একলসেঁড়ে ধর্মভাব আমরা ভারতবর্ষে অনেক দেখিয়াছি। যে মানুষকে ভালবাসে না, মানুষের সুখ-দুঃখের প্রতি যার দৃষ্টি নাই, লক্ষ লক্ষ নরনারীর দুর্গতি অজ্ঞতা পাপ ও ক্লেশ যার প্রাণকে ব্যথা দেয় না, সে-দুঃখ দূর করিবার জন্য যার কিছু করিবার ইচ্ছা হয় না, সে ঈশ্বরকে প্রিয়তম, প্রাণের প্রাণ, প্রভৃতি যাহাই বলুক না কেন, তাহাতে আমার মন ভিজে না। টাউলার জগতের দুঃখে কাঁদেন নাই–তাহা নহে, বরং পীড়িত মহামারী-গ্রস্ত নরনারীর সাহায্যার্থ খাটিতে গিয়া তিনি পোপের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন এবং অনেক নিগ্রহ সহ্য করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় উক্তিসকল সন্ন্যাসী-জীবনের উপযোগী। ইহা আমার ভাল লাগে না। যাহা হউক, এই বিতৃষ্ণাকে নিবারণ করিয়াও উহা পড়িতে হইবে। কারণ, ঈশ্বর-প্রীতি সম্বন্ধে অতি মহৎ তত্ত্ব ইহার মধ্যে আছে।

"ছায়াময়ী পরিণয়"-এর যতটুকু লেখা হইয়াছিল, তাহা কপি করিয়া

ফেলিয়াছি। মনে করিয়াছিলাম যে, জাহাজ কলিকাতায় পৌঁছিবার মধ্যে "ছায়াময়ী পরিণয়" (১) ও নবেল খানি শেষ করিতে পারিব ; কিন্তু গত দুই দিন লিখিবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি যে, ইন্স্‌পিরেশন আসে না। ইন্‌স্পিরেশন না আসিলে লিখিব কি? ভাবই ত লেখনীর প্রেরণা। ভাবের উত্তেজনা হৃদয়ে না হইলে, লেখনী সরস দ্রব্য প্রসব করিতে পারে না।

১৭-১১-৮৮। 'টাইমস' পত্রিকা হইতে গ্ল্যাড্‌স্টোনের মিড্‌ল্যাণ্ড্‌স ক্যাম্পেন (২)-এর বক্তৃতা পড়িতে পড়িতে লোকে যেরূপ তাঁহার প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে একপ্রকার অপূর্ব আনন্দ হইল। সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্ল্যাড্‌স্টোন, ব্রাইট, প্রভৃতির কথা মনে হইয়া এই চিন্তার উদয় হইল : এই সকল ব্যক্তি যদিও জীবিত, তথাপি ইঁহাদের চরিত্র ইতিহাসের অন্তর্গত হইয়াছে ; ইঁহাদের চরিত্র জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

---

(১) শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়ের পরিকল্পিত এক আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য ; এই সময়ে তিনি উহা রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। অল্পদিন পরেই ইহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

(২) Midlands—কথাটির অর্থ 'মধ্যবর্তী অঞ্চল' ; এই নামটি বিশেষত ইংল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী—নটিংহাম, ডার্বি, স্ট্যাফোর্ড, লীস্টার, রাট্‌ল্যাণ্ড, নর্দাম্প্‌টন, ওআরউইক এবং উর্স্‌স্টার—এই শায়ারগুলির সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ পার্লামেন্টের সাধারণ নির্বাচনের ফলে উদারনীতিক দলের নেতা মহামতি ডব্লিউ ই গ্ল্যাড্‌স্টোন তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর পদ লাভ করিয়া আয়র্ল্যাণ্ডের 'হোম রূল বিল' পাস করাইয়া লইতে অসমর্থ হইয়া জনমত নির্ধারণের জন্য সমগ্র জাতির নিকট আবেদন জানাইয়া এক তুমুল আন্দোলন ঘটাইয়াছিলেন। সম্ভবত সেই আন্দোলনকেই এখানে 'মিডল্যাণ্ড্‌স ক্যাম্পেন' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ইহা উল্লেখযোগ্য যে, তাঁহার এই প্রচেষ্টা বিফল হওয়ায় তিনি ঐ বৎসরেই প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন এবং তাঁহার স্থলে রক্ষণশীল দলের নেতা মার্ক্‌ইস অব সল্‌জ্‌বেরি প্রধানমন্ত্রী হন।

ইঁহাদের প্রতি দেশের লোকের যে অনুরাগ তাহা ইঁহারা অনেক যুগের দেশ-হিতৈষিতা সাধুতা ও যোগ্যতার প্রদর্শনদ্বারা ক্রয় করিয়াছেন। আমাদের দেশে দুর্ভাগ্যবশত এরূপ লোক অধিক পাওয়া যায় না, যাঁহাদের চরিত্র ও জীবনের গুরুত্ব এত অধিক; যাঁহারা এইরূপে বহু-বহু বৎসর পাঠ, চিন্তা, পরিশ্রম ও স্বদেশ-হিতৈষণার দ্বারা লোকের অনুরাগকে উপার্জন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। এবার ইংলণ্ডে আসিয়া অন্যান্য উপকারের মধ্যে এই একটা উপকার হইয়াছে যে, পাকা বনিয়াদের উপরে নিজের কার্যের ভিত্তি স্থাপনের ইচ্ছা জন্মিয়াছে। ছেলেখেলার ন্যায় ভাবুকতা ও ক্ষণিক প্রবৃত্তির উপরে কাজ আর করিব না—এইরূপ ইচ্ছা জন্মিয়াছে। কিন্তু আমি দেখিতেছি—গত ১৫ বৎসরের অস্থায়ী, চঞ্চল, চিন্তাবিহীন কার্যপ্রণালীতে আমার প্রকৃতি তদ্ভাবাপন্ন হইয়াছে; ইহাকে শাসনাধীন, স্থায়ীনিয়মাধীন করা এক প্রধান সংগ্রামের কর্ম। এবার এই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

নূতন কার্যপ্রণালী

এবার দেশে গিয়া কিরূপে কাজ করিব?—অর্থাৎ (১ম) নিজের জন্য, (২য়) পরিবারের জন্য, (৩য়) ব্রাহ্মসমাজের জন্য, ও (৪র্থ) দেশের জন্য, কিরূপ প্রণালীতে কাজ হইবে?

প্রথম, নিজের জন্য—ইংলণ্ডে আসিয়া নিজের শিক্ষার হীনতা বিশেষরূপে অনুভব করিয়াছি। জগতের এত প্রকার জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে অতি অল্প বিষয়ই জানি; কেবল তাহা নহে, শিক্ষার দোষে সে-সকল জানিবার প্রবৃত্তিও বর্ধিত হয় নাই। কেবল জ্ঞান সঞ্চয় করা শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে, জ্ঞানে অনুরাগী করা তাহার একটি প্রধান উদ্দেশ্য। বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে সে ভাবের বিকাশ হইতেছে না। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে না! নিজের শিক্ষার মধ্যে যে গলদ থাকিয়া গিয়াছে, তাহা সংশোধন করিতে হইবে। মানসিক বৃত্তি সকল সতেজ থাকিতে থাকিতে যথাসাধ্য জ্ঞান সঞ্চয় করিতে হইবে। লাইব্রেরি নির্মাণ ও পাঠ উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়স্বরূপ।

দ্বিতীয়, পরিবারের জন্য—এসম্বন্ধে তিনটি মূলভাব মনে রাখিতে হইবে :—(ক) পরিবার মধ্যে জ্ঞানচর্চা করা, (খ) সদনুষ্ঠান-প্রবৃত্তি প্রবল রাখা, (গ) ধর্ম-সাধনকে সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত রাখা। এই সকল উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আমাকে পরিবারের উন্নতিসাধনে পূর্বাপেক্ষা অধিক মনোযোগী হইতে হইবে; অধিক সময় দিতে হইবে।

তৃতীয়, ব্রাহ্মসমাজের জন্য--ব্রাহ্মসমাজের মন্দিরে বা অন্যত্র যাহা কিছু বলিব, তাহাতে এই কয়টি ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে :—(ক) সত্য ও সাধুতাতে বিশ্বাস, (খ) ঈশ্বর-কৃপাতে নির্ভর, (গ) সদনুষ্ঠানে রুচি, (ঘ) দীনজনে দয়া। সমুদায় 'লেসন্স' ও উপদেশ এই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া করিতে হইবে।

চতুর্থ, দেশের জন্য—বিশেষভাবে এই কয়টি কার্যের দিকে মনোযোগী হইতে হইবে :—

(১) সম্মিলিত সামাজিক উপাসনা ; (২) ছাত্র সমাজের উপাসনা ;

(৩) সাধকমণ্ডলী ; এবং (৪) ব্রাহ্মিকা সমাজ।

১৮-১১-৮৮। আজ রবিবার ; প্রাতে উঠিয়া ডেকে গিয়া উপাসনা করিলাম। কয়েক দিন হইতে সমুদ্রের অবস্থাটা ভাল ছিল না। বৃষ্টি, বাদল ও জাহাজের ঢুলুনিতে সকলে অস্থির। উপরে গিয়া দাঁড়াইবার যো ছিল না ; একে বৃষ্টি, তাহাতে বাতাস। আমাদের জাহাজ জিব্রাল্টারে দাঁড়ায় নাই ; রাত্রি দুপুরের সময় কখন জিব্রাল্টার অতিক্রম করিয়াছে, ঘুমাইয়া ছিলাম বলিয়া জানিতে পারি নাই। গতকাল আমরা নেপ্‌ল্‌স নগরে পৌঁছি। এখানে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইয়া গেল ; অন্ধকার ঘিরিয়া আসিল, সুতরাং নামিয়া গিয়া শহরটা দেখা হইল না। জাহাজের অনেকে গিয়াছিলেন, তাঁহারা আসিয়া বলিলেন যে, বড় কিছুই দেখিতে পারেন নাই। সুতরাং যাই নাই বলিয়া আমার একটা বিশেষ দুঃখ হইল না। নেপ্‌ল্‌সে হায়দরাবাদের একজন লোক উঠিলেন। ইহার সঙ্গে লণ্ডনে মিঃ মাল্‌-এর বাড়িতে দেখা হইয়াছিল। ইনি আসিয়া ইটালির যে বর্ণনা করিলেন, তাহা শুনিয়া দুঃখ হইল। ভিক্ষুকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক, প্রবঞ্চনা ও বিদেশীদের প্রতি অসদ্ব্যবহার ততোধিক। এমন কি,

আমেরিকান একজন লোক বড় সাধ করিয়া দেশ দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন, তিনি দেশের লোকের অবস্থা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। এই সকল শুনিয়া বোধ হইল যে, এদেশের লোক বোধ হয় অত্যন্ত দরিদ্র। রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মের প্রবলতা নিবন্ধন, জাতীয় মনের বিশেষ দুর্গতি হইয়াছে—ইহাও অসম্ভব নহে। ইউরোপে দেখিতেছি, যে-যে দেশে প্রটেস্ট্যান্টিজ্ম প্রবল, সেখানে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব প্রবল। সুতরাং সেই সকল দেশের জাতীয় মনে মনুষ্যত্ব ও তেজস্বিতা প্রবল—যথা, জার্মানি, ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্স।

নেপ্‌ল্‌সে আসিয়া মিস্টার হাণ্টের এক চিঠি পাইলাম ও মিস্ মারের এক চিঠি এবং মিঃ মাল-এর প্রেরিত এক তাড়া খবরের কাগজ পাইলাম। ইংরাজ বন্ধুদের সদ্ভাবে আমার মন মুগ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ মিস্টার হাণ্ট তাঁহার পত্রের মধ্যে তাঁহার তৃতীয়া কন্যা 'লেথী'র এক ছবি পাঠাইয়াছেন। আমি মেয়েটাকে বড় ভালবাসি। তাহার ছবি হাতে লইয়া মনে হইল – আহা, যদি কথা কহিত, কি আনন্দই হইত!

যাত্রার প্রাক্কালে আমি যে কয়েকখানি চিঠি লিখিয়া আসি, তাহার মধ্যে কাথুরানীকে 'স্ট্রীটে' যে পত্র দিয়াছিলাম, তাহাতে আমি তাঁহাকে কিভাবে দেখি—তাহা লিখিয়াছিলাম। নেপ্‌ল্‌সে আসিয়া তাহার উত্তর পাইলাম। কাথুরানী এমনি সৎ মেয়ে যে, আমাকে লিখিয়াছেন, "তুমি কোন কল্পিত ক্যাথারিনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছ, প্রকৃত ক্যাথারিন এত ভাল নয়; এত ভালবাসার উপযুক্ত নয়"। আমি লিখিয়াছি, "তুমি আমাকে নূতন কথা বলিলে না; আমি তোমাকে জানিবার পূর্বে আপনাকে জানি এবং ইহাও জানি যে, আমি যাহাকে 'আমি' বলি, তাহার অনেক দোষ; তথাপি তাহাকে প্রীতি করি। তখন এমন এক ভগিনীর আত্মাকে শত ত্রুটি সত্ত্বেও কেন ভালবাসিব না, যার অন্তরে সাধু কামনা এত প্রবল?" কাথুরানী রূপলাবণ্য বা শক্তিসামর্থ্যে অগ্রগণ্যা নারীদের মধ্যে নহে; সামান্য অবস্থার একজন সামান্যা স্ত্রীলোক। কিন্তু সকলের অপেক্ষা এই রমণী আমার প্রীতিকে আকর্ষণ করিয়াছে। ইহার

মধ্যে বিধাতার হস্ত আছে। ইংরাজের মেয়েদিগের যে-সদ্‌গুণ দেখিয়াছি, তাহা চক্ষে রাখিয়া আমাদের দেশের পারিবারিক জীবন গঠন করিতে হইবে। জগদীশ্বর আমার এই কার্যের সহায় হউন।

গতকল্য সহযাত্রী মিঃ ম্যাক্‌লীন ও মিঃ স্টেইন্‌স্‌-এর নিকট রামকৃষ্ণ পরমহংসের গল্প করিতে করিতে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে, রামকৃষ্ণ জাতি মানিতেন না, ঠাকুর পূজা করিতেন না,—তাহাতে সমাজ তাঁহাকে ঘৃণা করিত কি না। আমি বলিলাম—'না'। তৎপরে এই প্রশ্ন মনে উদয় হইল যে, আমরা ত জাতিভেদ ও পৌত্তলিকতা বর্জন করিয়াছি ও ধর্মসাধন করিতে চাই; আমরা কেন লোকের দ্বারা ঘৃণিত বোধে পরিত্যক্ত হইতেছি! ইহার এক উত্তর: তাঁহারা হিন্দুভাবে প্রচার করিয়াছেন; অর্থাৎ, সন্ন্যাসী বা সাধুর যেভাব লোকের অন্তরে বিদ্যমান আছে, সেই ভাবাপন্ন হওয়াতেই ইহাদের প্রতি লোকের আস্থা এবং শ্রদ্ধা।

আমরা কেন এইভাবে প্রচার করি না, তাহা হইলে ত লোকে আমাদিগের কথা অধিক মনোযোগের সহিত শুনিবে?—কিন্তু আমরা ত জীবনের সে-প্রকার আদর্শ দেখাইতে চাহি না; কারণ, তাহার প্রধান ভাব—মানব জীবনের প্রতি ঘৃণা; মানবের দিকে পশ্চাৎ ও ঈশ্বরের দিকে সম্মুখ। এই ভাবের প্রশ্রয় আমরা দিতে পারি না। মানবজীবন মানবপ্রকৃতি মানবদেহ মানবসমাজ—এসমুদায়কে ঈশ্বরের লীলাক্ষেত্র বলিয়া আমাদের দেখিতে হইবে। আমাদের প্রাচীন ভাবের পক্ষপুটের মধ্যে আশ্রয় লইয়া নূতন ডাক ডাকিলে চলিবে না; মুরগীর ডানার তলে বসিয়া হাঁসের ডাক ডাকিলে হইবে না। মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা—এই ভাবকে ভাল করিয়া ধারণ করিয়া সাধন করিতে হইবে!

কল্য আর একটি বেশ কথা মনে হইয়াছে; সেটি এই—বৌদ্ধধর্ম এদেশে এক হাজার বৎসরকাল প্রচারিত হইয়া, রাজাদিগের দ্বারা গৃহীত হইয়াও অবশেষে এ দেশ হইতে বিলুপ্ত হইল কেন? হিন্দুধর্মের এমন একটি ঘনত্ব ও জীবন আছে, যাহা সকল আক্রমণকে বাধা দিয়াছে। বৌদ্ধদিগের প্রচার, মুসলমানদিগের তরবার ইহাকে বিপর্যস্ত করিতে পারে নাই। খৃষ্টা

আওরঙ্গজেব কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভাঙ্গিয়াছে, হিন্দুধর্ম আবার সোনার মন্দির গড়িয়াছে। গয়া, কাশী, শ্রীক্ষেত্র যে প্রধান তীর্থস্থান, তাহা কেবল এই জন্যই যে, এই তিনক্ষেত্রে হিন্দুধর্ম বৌদ্ধধর্মকে পরাজিত করিয়া আপনার গৌরব স্থাপন করিয়াছে। বর্তমান সময়ে আমরা কিরূপে আশা করিতে পারি যে, সেই হিন্দুধর্মকে বিপর্যস্ত করিব? উত্তর এই :— বর্তমান সময়ে চারিদিক হইতে এত আলোক ইহাকে ঘিরিতেছে যে, ইহার অন্ধকারময় স্থানসকল আলোকময় হইয়া যাইবে। কেহ কেহ বলিবেন—এই আলোকে ত ধর্মকেও মারিবে। উইচ্‌ক্রাফ্‌ট ও ভূত-পেত্নীতে বিশ্বাস লোকে যেমন ছাড়িতেছে, তেমনি ঈশ্বর-বিশ্বাসও ছাড়িবে। 'ট্রাস্ট্‌ ইন দি ইটার্নাল' মানব প্রাণ হইতে উঠিয়া যাইবে।

'ফেইথ্‌লেস ওআর্লড'-এর কি দশা হইবে তাহা কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। কারণ, বেকন (১)-এর কথা ঠিক—'ডেপ্‌থ অব ফিলজফি উইল ব্রিংগ্‌ মেন্‌স মাইণ্ড্‌স্‌ ব্যাক টু রিলিজ্যন'। প্রাতে উপাসনাকালে এই প্রশ্ন আপনাকে অনেকবার করিলাম—ব্রাহ্মসমাজের যে লক্ষ্য তাহা সত্য ও সাধুতার দিকে কি না? যদি তাহা হয়, ইহার উপরে দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইব না কেন? ইহাতে অবিশ্বাস প্রকাশ করিলে ঈশ্বরে অবিশ্বাস প্রকাশ পায়। এই বিশ্বাস জলন্ত আগুনের মত হৃদয়ে সর্বদা দেখিতে পাই না বলিয়া মনে করি যে, আমি ঈশ্বর-বিশ্বাসী নহি।

(১) Sir Francis Bacon—ষোড়শ শতকের মহাজ্ঞানী ইংরেজ রাজনীতিবিদ্‌ ও চিন্তানায়ক। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'নোভাম অর্গানাম', 'দ্য নিউ অ্যাটলান্টিস', 'দি অ্যাড্‌ভান্সমেন্ট অব লারনিং'—বিশেষত তাঁহার জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাবলী সমধিক প্রসিদ্ধ। ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে 'ভাইকাউণ্ট সেণ্ট অ্যালবান্স' উপাধিমণ্ডিত হইয়া তিনি ব্রিটিশ হাউস অব লর্ডস-এর সভাপতি অর্থাৎ লর্ড চ্যান্সেলররূপে সমগ্র বিচার-বিভাগের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেন; কিন্তু উৎকোচ গ্রহণের অপরাধে পদচ্যুত ও কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। অবশ্য, রাজানুগ্রহে অচিরেই তিনি মুক্তিলাভ করেন।

কং ফুচ

১৯-১১-৮৮। আজ মিস কবেটের নূতন পুস্তকের এক অধ্যায় ও কংফুচ(১)-এর জীবনচরিতের কতকটা পড়িলাম। কংফুচের প্রতি চীনের রাজগণ যেরূপ সম্ভ্রম ও পূজা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া মন মুগ্ধ হইল। সেদিন গ্ল্যাড্‌স্টোনের প্রতি মিড্‌ল্যাণ্ড্‌সের লোকদিগের সদ্ভাব প্রদর্শনের বিবরণ পড়িতে পড়িতে চক্ষে জল আসিতেছিল। মানুষের প্রতি মানুষের সদ্ভাব দেখিলে আমার মন গলিয়া যায়। কংফুচ-এর মন্দিরে চীনবাসিগণ যে-প্রার্থনা করে তাহার অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে; তাহা পড়িয়া দেখিলাম যে, খৃষ্টধর্মে খৃষ্টের ন্যায় তাঁহাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করা হয় নাই, তাঁহাকে 'পারফেক্ট সেজ' (sage) বলিয়াই সম্বোধন করা হইয়াছে; অথচ ধূপ দীপাদির দ্বারা তাঁহার মূর্তি পূজা করা হইতেছে। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলে দেখা যায় যে, সাধু-পূজা বাস্তবিক সাধুতারই পূজা। তবে ধর্মের সকল প্রকার বাহিরের ক্রিয়া কলাপের ন্যায় এই সাধু-পূজাও কেবল মাত্র বৃথা লৌকিক ক্রিয়াতে পরিণত হইতে পারে ও সাধুতার ভাব জীবনকে অধিকার নাও করিতে পারে। আবার ইহাও বিবেচ্য বিষয় যে, অতিরিক্ত সাধুভক্তি লোকের উন্নতি স্পৃহাকে মন্দীভূত

(১) Kong-Fu-Tse (ইংরেজি উচ্চারণ—কন্‌ফুসিয়াস 'Confucius')—ভগবান তথাগত বুদ্ধের সমসাময়িক চীনের মহাজ্ঞানী নেতা এবং সমাজ-সংস্কারক—যাঁহার অতুলনীয় প্রভাব সমগ্র চীন-সমাজের উপর আড়াই হাজার বৎসরকাল সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। তিনিই চীনের সর্বপ্রধান শিক্ষাগুরু এবং ব্যবস্থাপক; তাঁহার নির্দেশিত নীতিমার্গে এতাবৎকাল চীনের রাষ্ট্র, রাজনীতি, ব্যক্তিজীবন এবং সমাজজীবন শাসিত হইতেছিল। চীনবাসীরা তাঁহাকে দেবতাজ্ঞানে শ্রদ্ধাভক্তি করে, যদিও তিনি কোন ধর্মের প্রবর্তন করেন নাই। প্রাচীন গ্রীসের মহর্ষি সক্রেতিসের ন্যায় কংফুচও বিশ্বাস করিতেন যে, অজ্ঞানতাই সমস্ত পাপ ও অনর্থের মূল এবং জ্ঞানেই মানবের মুক্তি ও সার্থকতা; স্বভাবতই মানবহৃদয়ের প্রবণতা সাধুতার প্রতি এবং যথার্থ শিক্ষা দ্বারা পরিচালিত হইলেই প্রত্যেকের পক্ষে সৎজীবন লাভ সম্ভব।

করিতে পারে। আমাদিগকে সাধুভক্তিকে সর্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে হইবে, অথচ ইহাকে লৌকিক পূজা বা উন্নতির প্রতিবন্ধকরূপে পরিণত হইতে দেওয়া হইবে না। যখন কোন সম্প্রদায় বা জাতির জীবন বদ্ধ জলের ন্যায় স্থিতিশীল হইয়া পড়ে, তখনই এমন যে সাধুভক্তি, তাহাও দূষিত বাষ্পের স্বরূপ হয়। সাধুভক্তি যাহাতে উন্নতিকে রোধ করিতে না পারে, এইজন্য ইহাও দেখিতে হইবে যে, চিন্তা ও কার্যের স্বাধীনতার ভাবও লোকের মনে প্রবল থাকে। ব্রাহ্মসমাজ নূতন সমাজ; ভূতকালের বন্ধন আমরা অনেকটা ছিঁড়িয়া বাহির হইয়া আসিয়াছি। সম্পূর্ণ নূতনভাবে ও নূতন সত্য সকলের উপরে সমাজের ভিত্তি স্থাপন করিতে যাইতেছি। সাধুভক্তি ও গুণিজনের গুণগ্রাহিতার ভাব ইহাতে মলিন হইবার সম্ভাবনা। কেশববাবু সাধুভক্তির অত্যন্ত ছড়াছড়ি করিতেন, তাহার প্রতিবাদ করিয়া সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্ম। সুতরাং সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সাধুভক্তি হইতে দূরে সরিয়া যাইবার সম্ভাবনা আছে।

কংফুচকে একজন রাজা একবার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে রাজ্য সুশাসনে রাখিতে গেলে, কিরূপ লোককে মারা উচিত? কংফুচ উত্তর করিলেন—"রাজ্য সুশাসন করিবার জন্য মানুষ মারিবার প্রয়োজন কি? রাজা সৎ হউন, তিনি দেখিবেন যে, লতা যেমন বাতাসের নিকট নত হয়, তেমনি প্রজাকুল তাঁহার নিকট নত হইবে"। কংফুচ বিশ্বাস করিতেন, মানবহৃদয় সাধুতার নিকট স্বভাবতই অবনত। এই মহাসত্য যে তিনি ধরিয়াছিলেন, এইখানেই তাঁহার মহত্ত্ব; ইহার গুণেই তাঁহার পূজায় মন্দির নির্মিত হইয়াছে; ইহার গুণেই চীনের রাজমুকুট সকল তাঁহার চরণে স্থাপিত হইয়াছে। সর্বদেশের সর্বজাতির মধ্যেই সাধুতার প্রতি এই সমাদর দৃষ্ট হয়।

ভারতবর্ষের সকল প্রকার অজ্ঞতা কুসংস্কার ও দুর্নীতির মধ্যে সাধুভক্তি কি প্রবল! আমাদের দেশে মানবহৃদয়ে এই সাধুভক্তি বিশেষ আশ্চর্যভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে জাতিভেদের কঠোর শাসন সত্ত্বেও অতিশয় হীন-জাতীয় ব্যক্তিগণ কেবল সাধুতার গুণে দেবপ্রাপ্য সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন। কবীর একজন জোলা ছিলেন, তুলসী একজন সামান্য লোকের সন্তান, নানক

একজন চাউল বিক্রেতার চাকর, চৈতন্ত একজন গরীব বামুনের ছেলে, তুকারাম একজন অতিশয় দরিদ্র লোক, 'কুরাল' (১)-এর রচয়িতা বল্লুবর (২) একজন পারিয়ার সন্তান। অথচ এই সকল দরিদ্রের সন্তান ভারতের ধর্মচিন্তাকে যেরূপ আলোড়িত করিয়াছেন, এমন আর কেহ করেন নাই। সাধুভক্তি যতক্ষণ বিগুমান আছে, ততক্ষণ ভারতবাসীর ধর্মোন্নতি সম্বন্ধে নিরাশ হইবার প্রয়োজন নাই।

(১) কুরাল (বা তিরুকুরাল)—তামিল ভাষার আদিকবি বল্লুবর-রচিত নীতিমূলক কবিতা-পুস্তক, তামিলগণের পঞ্চম বেদ। ১৩৩০টি শ্লোকে রচিত এই গ্রন্থে ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবিধ পুরুষার্থ কিরূপে লাভ হয়, তাহা বিস্তৃত-ভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহার অনেক স্থলে বৌদ্ধ ধর্মের উল্লেখ আছে।

(২) বল্লুবর (বা তিরুবল্লুবর)—নিম্নকুলোদ্ভূত পূতচরিত্র দার্শনিক এবং কবি; তামিল ভাষার আদি কবিতা-গ্রন্থ 'তিরুকুরাল'-এর রচয়িতা। তাঁহার আবির্ভাব-কাল সঠিক নিরূপিত হয় নাই। কোন কোন তামিল লেখকের মতে তিনি ভগবান যীশুর সমসাময়িক বা তাঁহার পূর্ববর্তী ছিলেন। মাদ্রাজ শহরের অন্তর্গত মায়লাপুর অঞ্চলে এক অস্পৃশ্য পারিয়া-পরিবারে তিনি প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। কুরালের প্রথম শ্লোকে আত্মপরিচয়ে বল্লুবর বলিয়াছেন—তাঁহার মাতার নাম 'আদি' এবং পিতার নাম 'ভগবান'। পরবর্তীকালে রচিত 'কন্দপ্রাণম্'—নামক তামিল গ্রন্থে তাঁহার বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে এক অতি রহস্যপূর্ণ কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে বল্লুবরের পিতা একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ এবং মাতা, পারিয়া কন্যা হইলেও, ঘটনাচক্রে এক সুব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহার কন্যারূপে প্রতিপালিত হইয়া, ব্রাহ্মণের সহিত বিবাহিতা হন। সাধ্বী পত্নীর পূর্ব-পরিচয় জ্ঞাত হইয়া ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে প্রথমত ত্যাগ করেন; কিন্তু পরে তাঁহাকে আবার গ্রহণ করেন এই শর্তে যে, তাঁহাদের সন্তান হইলে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। পিতৃপরিত্যক্ত বল্লুবর এই কারণে পারিয়া গৃহে প্রতিপালিত হন। এই কাহিনীর মধ্যে দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ

একজন খৃষ্টান মিশনারী এই জাহাজে যাইতেছেন ; তাঁহার সহিত এই বিষয়ে অনেক কথা হইল। তাঁহাকে বলিলাম, মানবহৃদয় স্বভাবত পাপপ্রবণ, একথা স্বীকার করিতে পারি না ; কারণ, দেখা যায়—মানবের নিজের জীবন যাহাই হউক না কেন, তাহার হৃদয় সাধুতার অনুগত। সকল জাতির ইতিবৃত্ত এই কথার সাক্ষ্য দিতেছে। তিনি এই কথার কোন উত্তর করিলেন না।

এ বিষয়ে আমার অন্তরে ঈশ্বরের মহিমা স্মরণ করিয়া বড় আনন্দ হইতে লাগিল। তিনিই মানব-হৃদয়কে সাধুতার অনুগত করিয়া দিয়াছেন ; তিনিই সর্বদেশে এবং সর্বকালে মানব-হৃদয়ে সত্যকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। তিনিই মানবের গুরু হইয়া তাহাকে ধর্মপথে লইয়া যাইতেছেন। খৃষ্টধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, মুসলমান-ধর্ম প্রভৃতি এই মহদ্ধর্মেরই অন্তর্গত ও ইহারই প্রকাশভেদ মাত্র।

সন্ধ্যার পরে জাহাজের লোকদিগের সহিত স্যাল্‌ভেশন আর্মির বিষয়ে ও সুরাপান বিষয়ে অনেক কথা হইল। আমি বলিলাম, সুরাপান না থাকিলে তোমাদের নিম্নশ্রেণীর লোকের এত হীনাবস্থা হইত না। একথার সত্যতা তাহারা আর অস্বীকার করিতে পারিল না।

রাত্রিশেষে নিদ্রাভঙ্গে লণ্ডনের অগণ্য বিপথগামিনী বালিকার দুর্গতির কথা স্মরণ হইয়া এরূপ মনের ভাব হইতে লাগিল যে, তাহাদের মধ্যে কেহ যদি আমার ভগিনী হইত, আমি তাহার শত অপরাধ সত্ত্বেও তাহার হাতে-পায়ে ধরিয়া তাহাকে ফিরিতে অনুরোধ করিতাম এবং ফিরিলে তাহাকে আদর করিয়া ঘরে লইতাম। পাপী অনাথ দীন-দরিদ্রের প্রতি জনসমাজের দয়ার অভাবে তাহারা আরও পাপাচরণের মধ্যে ডুবিয়া যায়। শুঁড়ীখানাতে ও মদে ইংলণ্ডের যে-টাকা ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা ইহার সমুদায় অনাথ, দীন-দরিদ্রের এবং বিপথগামিনী বালিকার রক্ষা ও শিক্ষার সদুপায় হইতে পারে।

মহিমা ও প্রাধান্য রক্ষার প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট। এখানে লক্ষণীয়—তামিল 'তিরু' উপসর্গটি, সংস্কৃত 'শ্রী' বা 'শ্রীমৎ' শব্দের ন্যায়, শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে সাধুব্যক্তি, পবিত্র স্থান ও ধর্মগ্রন্থের নামের পূর্বে প্রযুক্ত হয়।

ইংলণ্ডে আসিয়া অপরাপর ভাবের মধ্যে এই একটা ভাব হৃদয়ে উদিত হইয়াছে: অপর কোন সম্প্রদায় বা জাতির ধর্মশাস্ত্র বা ধর্মমত বা ধর্মজীবন আলোচনা আমরা দুই ভাবে করিতে পারি: প্রথম, কোন্ কোন্ বিষয়ে মিল, সেই দিকে বেশি দৃষ্টি দিতে পারি; দ্বিতীয়, কোন্ কোন্ বিষয়ে গরমিল, সে বিষয়ে বেশি মনোযোগী হইতে পারি। গরমিলের দিকটা বেশি না দেখিয়া মিলের ভাগের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখাই ভাল। তাহাতে যাহা সৎ আছে তাহার আদর করা হয়, এবং তদ্দ্বারা সৎকে উৎসাহিত ও আপনাদের সাধু প্রবৃত্তিকে অধিক উদ্দীপিত করা যায়।

আগামী দশ বৎসরের কার্যপ্রণালীতে এই একটি ভাব মনে রাখিতে হইবে।

২০-১১-৮৮। জাহাজে নিত্য নিত্য লিখিবার নূতন কথা বা ঘটনা বেশি থাকে না, প্রত্যহ সেই এক লোক, এক খাওয়া, এক বেড়ান, সেই এক কলের ঘড়ঘড়ানি। নূতন ঘটনা নাই। নূতন সংবাদ মধ্যে ডেনমার্ক-দেশীয় একজন লোক এই জাহাজে যাইতেছেন; দার্জিলিঙে ইঁহার এক চা-বাগান আছে। ইঁহার সঙ্গে আসামের কুলীদের বিষয়ে কথা হইল। ইঁহার মতে তাহাদের অবস্থা তত শোচনীয় নয়। আমি বলিলাম—"তাহাদের অবস্থা ক্রীতদাসদিগের অবস্থা অপেক্ষাও শোচনীয়। ক্রীতদাসকে লোকে যত্ন করে, যেমন গরুবাছুরকে যত্ন করে; কারণ, সে মরিয়া গেলে তাহার প্রভুরই ক্ষতি। কিন্তু কুলীকে তাহার প্রভু পাঁচ বৎসরের জন্য পায় (১); তাহার মধ্যে যত পারে কাজ আদায়

(১) একশত বৎসর পূর্বে আসামের জঙ্গলাকীর্ণ পার্বত্য অঞ্চল অতিশয় ম্যালেরিয়া ও কালাজ্বর প্রপীড়িত ছিল বলিয়া চা-বাগানে কুলী টিকাইয়া রাখা খুব কঠিন সমস্যার ব্যাপার ছিল। সেজন্য চা-কর সাহেবদিগের চেষ্টায় ও তাঁহাদের সুবিধার জন্য "আসাম কুলী-আইন" বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে কুলীদিগকে পাঁচ বৎসরের জন্য চুক্তিবদ্ধ করিয়া চা-বাগানের কাজে লওয়া হইত এবং চুক্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে, এমন কি তাহার পরেও, চাবাগান হইতে মুক্তিলাভ তাহাদের পক্ষে দুর্ঘট ছিল। পার্বত্য অনিয়ন্ত্রিত

করিয়া লইবার চেষ্টা করে। শরীর অসুস্থ হইলেও ইহাদের বিশ্রামের অধিকার থাকে না। ইহার অপেক্ষা দাসত্ব আর কি হইতে পারে?" তখন সে-ব্যক্তি চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা গেল যে, 'ফ্রী লেবার' হওয়াতে তাঁহাদের কোন ক্ষতি হয় কিনা। তিনি বলিলেন, 'না; ছোটনাগপুর হইতে অনেক যুবক আপনাআপনি আসে'। বেশ কথা।

শিষ্যগণের প্রতি যীশুর উপদেশ

সন্ধ্যার সময় ডেকে বসিয়া উপাসনা করিবার সময় যীশুর জীবন ও উপদেশাবলীর বিষয় অনেক চিন্তা করিয়াছি। বিশেষত তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে যেভাবে প্রচারকার্যে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই বিষয়ে অনেক চিন্তা করিলাম।

এসম্বন্ধে তাঁহার যে উপদেশ তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি প্রধান বলিয়া বোধ হয়:—

(ক) আকাশের পক্ষীদিগের ন্যায় ঈশ্বরের কৃপার উপর নির্ভর কর। বাহির হইবার সময় কোন প্রকার অর্থ-সম্বল সঙ্গে লইও না। (Take no thought for the morrow; be like the birds of heaven.)

অঞ্চল (non-regulated areas) ও অনগ্রসর দেশীয় রাজ্যগুলি হইতে দরিদ্র সরলবিশ্বাসী নরনারী এবং বালকবালিকাদিগকে নানা প্রলোভন ও স্তোক-বাক্যে ভুলাইয়া ফুসলাইয়া চা-বাগানে চালান দিবার জন্য দেশের নানাস্থানে সেযুগে আড়কাঠি স্থাপিত হইয়াছিল। একবার চুক্তিপত্রে তাহাদের টিপসহি আদায় করিতে পারিলে চা-কর সাহেবদিগের হাত হইতে আর তাহাদের অব্যাহতি ছিল না। দেশের পুলিস এবং শাসন-বিভাগ তখন চা কর সাহেবদিগের পৃষ্ঠপোষক; সুতরাং এক অকালমৃত্যু ভিন্ন অন্য কেহ কুলীদিগকে মালিকদের জোর-জুলুম ও অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তি দিতে পারিত না। এই কারণেই "আসাম কুলী য়্যাক্ট"-এর বিরুদ্ধে দেশহিতৈষী নেতৃগণ স্বদেশে এবং ইংলণ্ডেও আন্দোলন চালাইয়াছিলেন।

(খ) লোকে অত্যাচার করিলে আনন্দিত হইও; কর্কশ ব্যবহারের পরিবর্তে কর্কশ ব্যবহার দিও না। (Don't resist evil ; but rather rejoice of men that persecute you)

(গ) পরস্পরকে ভালবাসিও। (Love one another.)

(ঘ) সকলের সেবক হইতে প্রস্তুত হও। (Be the servant of all.)

(ঙ) যেখানে যাইবে, দীর্ঘকাল এক স্থানে থাকিবে। (Don't wander about, but stay in the first house you visit.)

(চ) রোগীকে আরোগ্য দাও; পাপীকে সুপথ দেখাও। (Heal the sick ; and seek the sinful and the lost.)

প্রথম ও শেষটি সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। ঈশ্বরের প্রতি এইরূপ নির্ভর, মানবের প্রতি এইরূপ প্রেম—এই দুইটি পাইলে, পাইতে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কিন্তু দুই দুইটি বিষয়ে আমি কী হীন!

আর একটি কথা মনে হইয়াছে: চার্ল্স্ কিঙস্লি (১) মিস সুসান্না উইঙ্কওঅর্থ (২)-এর কৃত 'লাইফ য়্যাণ্ড সার্মন্স্ অব টাউলার'-নামক গ্রন্থের ভূমিকায় লিখিয়াছেন :—"The critic of Tauler no man has a right to become, who has not first ascertained that he is a better man than Tauler"—অর্থাৎ, টাউলারের দোষত্রুটি লইয়া সমালোচনা

(১) Charles Kingsley—ওয়েস্টমিন্স্টার য়্যাবির ক্যাননু, কেম্ব্রিজে মডার্ন হিস্টরির প্রফেসর এবং সুলেখক বলিয়া খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকগুলির মধ্যে Hypatia, Westward Ho. Water Babies, Two Years Ago, ইত্যাদি ইংরেজি-শিক্ষিত-মহলে সুপরিচিত।

(২) Miss Susanna Winkworth—ইনি এবং ইহার কনিষ্ঠা ভগিনী ক্যাথারিন উইঙ্কওঅর্থ—উভয়েই জার্মান ভাষায় ব্যুৎপন্না ছিলেন এবং তাঁহারা উভয়েই বহু জার্মান গ্রন্থ—বিশেষত ধর্মপুস্তক ও গাথা ইংরেজিতে অনুবাদ করিয়াছিলেন। (২০৩ পৃষ্ঠার পাদটীকায় Dr. Tauler দ্রষ্টব্য)।

করিবার অধিকার সেই লোকের নাই, যে না নিশ্চিতরূপে জানে যে, টাউলারের চেয়ে সে আরও ভাল লোক।

সকল ব্যক্তির সম্বন্ধেই এইরূপ কথা খাটে। কংফুচ বলিয়াছেন, যাহা তুমি করিয়া দেখ নাই, তাহা প্রচার করিও না—"ফাস্ট´ য়্যাক্ট, দেন স্পীক"। অপরের দোষ প্রদর্শন করিবার সময় ইহা প্রকাশ পায় যে, তোমাতে সেদোষ নাই বা তদ্বিপরীত গুণ আছে। তাহা যদি না হয়, অর্থাৎ—তুমি নিজেই যদি সে-দোষে দোষী হও, কেন অপরকে আক্রমণে উৎসাহী হও? কিন্তু তাই বলিয়া কি মিথ্যাকে সত্য বলিব?—তাহার প্রয়োজন নাই, অন্তত তীব্রতার সহিত আক্রমণ করিও না; আক্রান্তগণের মধ্যে আপনাকেও ধরিয়া লও।

এমন কোন ব্যক্তি নাই, যাহার কোন না কোন দুর্গন্ধময় স্থান মাছি বাহির করিতে পারে না। কোন্ মানুষ আছে যাহার চরিত্র তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলে ত্রুটি বাহির হয় না! বাছিয়া বাছিয়া ত্রুটি বাহির করাই কি আমাদের কাজ, না ভ্রাতৃভাবে প্রত্যেক সাধুভাবকে উৎসাহিত করা আমাদের কাজ?

জগতের মহাজনদিগের সম্বন্ধেও আমাদের কাজ কি? কাহার কি পরিমাণ ভ্রম-প্রমাদ ছিল, তাহা নিরূপণ করিবার জন্য বিচারাসনে বসা আমাদের কর্ম নয়; কিন্তু কাহার কি পরিমাণ সাধুতা ছিল, তাহা দেখিয়া হৃদয়মনকে উন্নত করাই আমাদের কাজ। এই আর একটি সত্য, যাহা ইংলণ্ড বাসকালে মনে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়াছে।

ডক্টর লেগ (১) নামে খৃষ্টীয় মিশনারী কংফুচের যে জীবনচরিত লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া দেখা যায় যে, তিনি ক্রমাগত কংফুচের খাতায় খরচ

(১) Rev. James Legge, D. D., LL. D. (1815-97)—স্কচমিশনারি ও সিনোলজিস্ট; লণ্ডন মিশন সোসাইটির ধর্মযাজকরূপে ১৮৩৯-৭৩ পর্যন্ত ম্যালাক্কা ও হংকঙে প্রচারকার্য করেন; পরে ১৮৭৫ অব্দে অক্সফোর্ডে চীনা-ভাষার প্রথম অধ্যাপক নিযুক্ত হন। চীনা ক্লাসিক্স ও বহুগ্রন্থের তিনি রচনা অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন, তন্মধ্যে কংফুচ-এর জীবন-চরিতও একখানি পুস্তক।

লিখিয়া যীশুর খাতায় জমা করিবার চেষ্টা করিতেছেন; কংফুচ-এর দাম কমাইয়া যীশুর দাম বাড়াইবার প্রয়াস পাইতেছেন। এরূপ কেন হয়?—একটা বিশেষ মত খাড়া করিবার ভাব না থাকিলে এরূপ ব্যবহার হয় না। এই জন্যই দেখা যায়, দলাদলিতে সত্যানুসন্ধান ও সত্যানুসরণের স্পৃহাকে ম্লান করে। যীশু আমার আত্মীয়, কংফুচ আমার পর—তাহাত নহে। আমার যে-পিতা, যে-প্রভু, মেরীর পুত্র যীশুর মধ্যদিয়া অনেক মহান তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, সেই প্রভুই কংফুচের মধ্যদিয়া অনেক অমূল্য সত্যরত্ন দিয়াছেন; দুইজনেই হৃদয়ের গভীর প্রেম ও কৃতজ্ঞতার পাত্র। আধ্যাত্মিক সত্য গ্রহণ-সম্বন্ধে মানবাত্মাকে মুক্ত রাখাই ব্রাহ্মধর্মের এক মহৎ উদ্দেশ্য।

প্রার্থনা

হে প্রভু, আমাদিগের হৃদয়ে বিনয়, সাধুভক্তি ও আধ্যাত্মিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা সর্বদা প্রবল রাখ।

সমাপ্ত

বর্ণানুক্রমিক বিশদ নামসূচী

(পৃষ্ঠাংকের সহিত যেখানে 'পা' যুক্ত, সেখানে পাদটীকাও দ্রষ্টব্য)
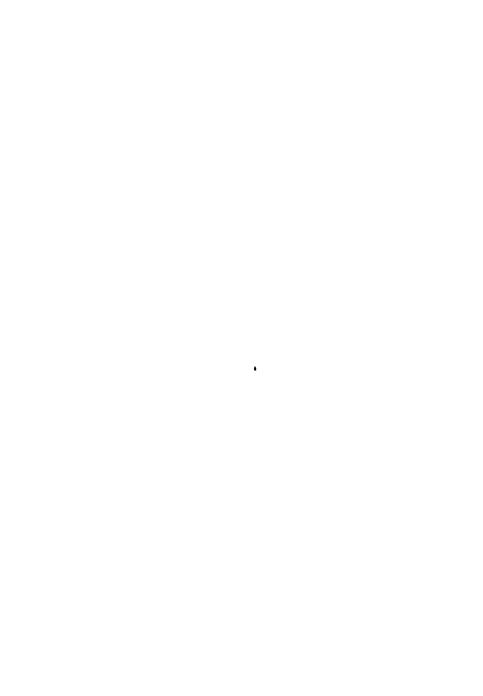
আউটষ্টিল সিস্টেম—২৭, ২৯ পা।

আর্চবিশপ অব ক্যাণ্টারবেরি—৯৩পা, ১০৫পা।

আর্নো'জ ভেল—৫১পা, ১৫৮।

আর্নট, স্যাণ্ডফোর্ড—৬৪পা।

আর্নল্ড, স্যার এডুইন—৬৬পা, ১৮৭পা।

আসাম কুলি—১১৬, ১৩২, ১৩৫, ১৪১, ২১৫, ২১৬।

আসাম কুলী য়্যাক্ট—১২৭, ১২৯, ১৩১, ১৩২, ২১৫, ২১৬।

ইউনিটেরিয়ান—১৬পা, ৪৫পা, ৫০পা, ৫১পা, ৫৫, ৫৬পা, ৫৭পা, ৫৮, ৫৯পা, ৬৬পা, ৯১পা, ১১৪, ১১৫পা, ১২৫পা, ১৫২পা, ১৬২পা, ১৮৩।

'ইণ্ডিয়ান আইডীল্‌স'—১৮৭ পা।

'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট'—১২৫পা, ১৩০, ১৪০।

ইম্পে, মিস ক্যাথারিন—১১২, ১১৩, ১৬৪-৬৯, ১৮৭, ১৯৮, ২০৮।

ইলিয়ট, জর্জ—১৩৩পা, ১৩৫।

ইস্রায়েলাইট—২৮ পা।

উইণ্ডসর ক্যাস্‌ল—১২৩ পা।

উইম্বল্‌ডন—১২৬ পা।

উইলসন, স্যার রোল্যাণ্ড—১০২পা, ১১০, ১১১।

উইলিয়াম্‌স, ডঃ হিউ—৮৫পা, ৮৮, ১৫৩।

এইন্‌স্‌ওঅর্থ, রেভাঃ—৭৮, ৯০, ১০৫

এগ্‌জিটার হল—৯২পা, ১০৬পা, ১১৫, ১৪০, ১৪২।

এস্টলিন, মিস—১৬০পা, ১৭৭, ১৮৭।

ওআগ্‌লে, বি এম—১১৬ পা, ১২৫।

ওয়েলিংটন, ডিউক অব—৫৫পা, ১২৩।

ওয়েসলীয়ান—১০৭পা।

ওয়েস্টমিন্‌স্টার হল—৬৯পা।

ওয়েস্টমিন্‌স্টার য়্যাবী—১১৩পা।

কং ফুচ—২১১পা, ২১২, ২১৮, ২১৯।

কন্‌ওয়ে, এম ডি—১২৫পা, ১৫৬।

কন্‌গ্রিগেশনাল চার্চ—১২০পা, ১৭৩পা।

কব্‌, মিস এফ সি—৯০পা, ৯১, ৯৪, ৯৬, ১৬৭।

কলেট, মিস এস ডি—৫০পা, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৭৯, ৮২, ১১৩, ১১৭, ১২৪, ১২৭, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৯-৫০, ১৭১, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৮২, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৯০, ১৯৬।

কাউএল, প্রফঃ ই বি—৯৩পা, ১১১।

কাথ্ (কাথ্‌রানি)—মিস ইম্পে দ্রষ্টব্য।
কার্পেণ্টার, ডঃ জে ই—৫৬পা,৭৩,৯২।
কার্পেণ্টার, মিস মেরী—৫১পা, ৫২পা, ৬১পা, ৭২পা, ১৫৭, ১৬০পা।
কার্স্ট, রবার্ট এন—১৩পা।
কিঙস্লি, রেভাঃ চার্লস—২১৭পা।
কীটিংগ, মিসেস—৮৯, ৯০।
কেইন, ডব্লিউ এস—১১৬পা।
কেন্‌সিংটন ওআর্ক হাউস—৭৮।
কেম্‌ব্রিজ—৭৮পা, ৯৩পা, ১০২, ১১০-১২।
কেয়ার্ড, জন—১৩৮(ক) পা।
কোয়েকার (সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস্)—৬৪পা, ৬৫পা, ৯১, ১১২, ১৬৪, ১৬৫, ১৭৮-৭৯।
কোঁৎ (Comte), আই এ—৬৮পা।
ক্রিস্ট্যাল প্যালেস—৯৫পা।
ক্লার্ক, মিঃ ডব্লিউ—১৬৬, ১৬৮।
ক্লার্ক, রেভাঃ—২২, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৩৯, ৪৪, ৪৭, ৫২।
গংগোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ—১০পা, ১৯১ পা।
গর্ডন, জেনারল সি ই—৫৫পা, ৫৬।
গুপ্ত, ডাঃ বংকুবিহারী—১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৭৭।
গুহ, হরকুমার—৬৪পা,৮৮,১৮৪,১৮৬।
গ্যারিবল্ডি—৩৬পা।
গ্ল্যাড্‌স্টোন, ডব্লিউ ই—৬০পা, ৬৯, ১২৩পা, ১৫০পা, ১৬৩, ২০৫পা, ২০৬, ২১১।
ঘোষ, ডাঃ (মিস) সরোজিনী—৮৪পা।
ঘোষ, মিসেস সুহাসিনী—৮৪পা।
ঘোষাল, হরিমোহন—৪৭পা।
চট্টোপাধ্যায়, আদিনাথ—৭১পা।
" নগেন্দ্রনাথ—৭১পা।
" ভুবনমোহন—৬৪পা, ১৮৪, ১৮৬।
" ডাঃ শ্রীমন্ত—১৯১ পা।
চৌধুরী, হেমন্তকুমারী—১৩৮(ক)পা-১৩৯পা।
'ছায়াময়ী-পরিণয়'—২০৪, ২০৫ পা।
টমাস, মিঃ হার্বার্ট—১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০।
টাইসেন, ডঃ—৪৯, ৫৮, ৬০, ৬১।
টাউলার, জে—২০৩পা, ২০৪, ২১৭, ২১৮।
টেশমাখের, মিস—৮৭, ১১০, ১২১, ১২৩, ১৮৩।
ট্যাওয়েল, মিঃ ও মিসেস—৫৪, ৫৯, ৬০, ৬২পা, ১৭৩, ১৮৭।
ট্রিনিটেরিয়ান—৫৭পা।
ট্র্যাফাল্‌গার স্কোয়ার—১১৮পা-১১৯পা, ১২৪পা।

ঠাকুর দেবেন্দ্রনাথ—৫৯, ৬৩পা, ৬৭পা, ১০০পা, ১১৫।
ডারউইন, চার্লস—১১০পা।
ডেভিড (দায়ূদ নরপতি)—৬৩পা, ১৩৮ক, ২০১পা, ২০২পা।
ত্রিত্ব বা ত্রিনীতি-বাদ (খৃষ্টীয়)—১৬পা, ৫৭পা, ১৮৫পা।
থিয়ের, লুই য়্যাডল্‌ফ—৪৩পা।
থীইজম (থীইস্ট)—৪৫পা, ৪৬, ১০২পা, ১৯৫।
থ্রী য়্যাপীল্‌স টু দ্য খৃষ্টিয়ান পাবলিক—২২, ২৬।
দত্ত, অক্ষয় কুমার—১০০পা।
„ জয়কালী—১৬৯পা।
„ দ্বিজদাস—৫৪পা, ১৪১, ১৪৩, ১৫৫, ১৬০।
„ সীতানাথ—৬৭পা, ১১২, ১৩৮।
দাস, দুর্গামোহন—৫, ৭, ৯, ১০, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ৩০, ৩১, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৪৭, ৪৮, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৬৫, ৭৫, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১১৩, ১২৫-২৬, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ১৪৬-৪৯, ১৫১, ১৫২, ১৫৭, ১৭১, ১৭৬, ১৭৭।
দাস, সতীশরঞ্জন—৪৯পা, ৫৮, ১৪২।
নর্থব্রুক, লর্ড—১২৩পা, ১২৪।
নাইট, মিঃ ও মিসেস জে বি—৬৬পা, ৬৭, ৭৩, ৮৮, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১৩৬, ১৪৪, ১৫১, ১৫২, ১৫৪, ১৫৭, ১৬১, ১৬৩, ১৬৭, ১৭৬, ১৮৪।
নিউটন, স্যার আইজ্যাক—১১১পা।
নিউম্যান, এফ ডব্লিউ—১৬২পা, ১৬৩, ১৭৭, ১৮৬, ১৯৮।
নিও-প্যাগানিজ্‌ম—৯৪পা।
নিও-হিন্দু দল—১৩০পা।
নূতন গান—৯৩পা-৯৪পা।
নেলসন, হোরেশিও—১২৩পা-১২৪পা।
নৌরোজী, দাদাভাই—৮২, ১১৩, ১২৪, ১২৯, ১৩২, ১৫০পা।
ন্যায়রত্ন, মহেশচন্দ্র—১১১পা, ১১২।
ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান য়্যাসোসিয়েশন—৬১পা, ৭২।
ন্যাশনাল গ্যালারি—১১৭পা, ১৫৩।
পরমহংস, রামকৃষ্ণ—২০৯।
পাকড়াশী, অযোধ্যানাথ—১৩২পা, ১৩৩।
পার্কার, ডঃ জোসেফ—১২০পা।
„ থিয়োডোর—৭১পা, ১০২, ১২২, ১৩০, ১৩৮ক, ১৪০।
পার্নেল, চার্লস এস—৮২পা।
পার্সিভ্যাল, ডঃ—৬৯।

পাল, বিপিন চন্দ্র—৯পা।
পীপ্ল্স প্যালেস—৭৯, ৮০পা।
প্যালে ক্রিস্ট্যাল—৪৩।
প্লীমাথ ব্রিদ্রেন—১৬৩।
ফসেট, মিসেস হেনরি—৮০ পা।
ফীমেল সাফ্রেজ—১১০ পা।
ফ্যারার, ডঃ—১৩পা, ১১৪।
বংগ-মহিলা সমাজ—৭৪পা, ৯৭।
বড্লীয়ান লাইব্রেরি—১৯৫পা।
বনার্জি, ডব্লিউ সি—৮৩ পা, ১৩২পা।
বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্র—৬৭পা, ১১৩।
,, সুরেন্দ্রনাথ—৬৭পা, ১১৩।
,, শশীপদ—৫১পা।
বসু, আনন্দমোহন—১৮পা, ২৮, ২৯, ৩০, ৬৬. ৬৭, ৮৯, ১১০, ১৩১।
,, স্যার জগদীশচন্দ্র—৮৯পা।
,, রাজনারায়ণ—৬৭পা, ৯১, ১১৩।
বাউন্স, রেভাঃ কোপল্যাণ্ড—৭৩।
বাটলার, মিসেস জে ই—৮২পা।
বানিয়ান, জন—২৭পা।
বার্ণার্ডো, ডাঃ টি জে—৭৯ পা।
বিদ্যাভূষণ, দ্বারকানাথ—১১২ পা।
বিদ্যারত্ন, রামকুমার— ১৯০পা-১৯১পা।
বিরাজমোহিনী দেবী—১পা, ২৮।
বিশপ অব লণ্ডন—৯৩, ১১৮পা।
বুথ, জেনারল উইলিয়ম—৯৮পা, ১০৮, ১০৯, ১৪০, ১৪২।
বুথ-টাকার, মিসেস—১৮০পা, ১৪২।
বেকন, স্যার ফ্রান্সিস—২১০পা।
বেসান্ট, ডঃ য়্যানী—৫২পা, ৫৩পা, ৬৮।
"বৌ ঠাকুরাণী"—২পা, ৩, ৬৭, ৯৭।
ব্যালফুর, আর্ল এ জে—১৯৪পা।
ব্রাইট, জন—১৬৬পা, ২০৫।
ব্রুক, স্টপফোর্ড—৪২পা, ১০৬,১১৪-১৫, ১৩০-৩১, ১৩২, ১৩৬, ১৪০।
ভয়সী, রেভাঃ চার্লস—১৫পা-১৬পা, ৪৫, ৫৯, ৬০, ৬৯, ৭০, ৭৫, ৮৪, ৮৬, ১০৬, ৮২, ১৯৩, ১৯৫।
মনিয়ার-উইলিয়ামস, স্যার—৬৬পা-৬৭পা, ৭১, ৭৪, ৯২, ৯৩, ১০৫।
মল্লিক, ডঃ ডি এন—৭৪, ৭৭, ৭৮পা, ১২৫।
মহলানবীশ, গুরুচরণ—৪৭পা।
মাডগাওকার, স্যার গোবিন্দ—১২৫পা, ১৩০।
মাদ্রাজের বিশপ—১৫পা, ৩৩, ৩৪, ৩৮, ১৭৬।
মারে, মিস—১৮৪, ১৯৪, ২০৮।
মার্টিনো, ডঃ জেম্স—৮৮ পা, ৯৩, ৯৪, ১৬২।
মাল্, মিঃ—৭৪, ৮৩, ১১৬, ১২২, ১৪০, ১৪৪, ১৯৬, ২০৮।

মিচেল, ডঃ মারে—৬৬পা।
মিট্‌ফোর্ড, মিস—১৬৪, ১৬৮, ১৮৭।
'মিড্‌ল্যাণ্ডস ক্যাম্পেন—২০৫পা।
মিত্র, কৃষ্ণকুমার—৭ পা।
মিল, জন স্টুআর্ট—৮৮পা, ১৮৯।
'মিলেনিয়ম'—৩৮পা।
মিসরের মমী—৪৩পা।
'মুক্তি ফৌজ'—৯৮পা, ১০৭পা।
মুখোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ—৫৪পা, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৮৮, ১৩৬, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪২, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৭০, ১৭১, ১৮৪, ১৮৬।
„ নীলাম্বর—১১১পা।
„ ক্ষেত্রমোহন—৮৩পা।
মুসা (মোজেস)—২৮পা।
মেট্রোপলিট্যান ট্যাবার্নাক্ল— ১০৬পা।
মৈত্র, হেরম্বচন্দ্র—৫০পা, ৬৭।
ম্যাক্‌লারেন, মিঃ—১১০, ১১৫, ১২৭।
ম্যাটসিনি—৩৬পা।
ম্যাডোনা—১৫৩পা।
ম্যানিঙ, মিস এলিজাবেথ—৬১পা, ৬৬, ৬৯, ৭২-৭৩, ৭৪, ৭৮, ৯০, ১০৯, ১২৩, ১২৭, ১৮১, ১৮২।
ম্যুলার, ম্যাক্স—৮৬পা, ৮৭, ৮৮, ১৯৫।
যীশু-চরিতের শিক্ষা—১৭৪-৭৫, ১৭৯, ২০২।
রমাবাঈ, পণ্ডিতা—৭২পা।
রস্ট, ডঃ আর—১৩৯পা, ১৪১, ১৫৩, ১৮৯।
রামানাথন, অনারেব্ল—১০, ১১, ১২।
রায়, পার্বতীচরণ—৫পা, ৬, ৯, ১৭, ১৮, ২০, ৩২, ৩৪, ৩৫, ৪১, ৪৭, ৪৮, ৫১, ৬৪, ৬৬, ৭০, ৮৮, ৯৫, ১২৫-২৬, ১৩৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭।
রায়, স্যার প্রফুল্লচন্দ্র—১৩২পা।
রায়, ডঃ প্রসন্নকুমার—৬৮পা, ৯১।
রায়, রাজা রামমোহন—১৫, ২২, ২৬, ৫১-৫২, ৬৪, ১০৪, ১১৩, ১১৫, ১১৭, ১২৭, ১৫৭-৬০, ১৬৩, ১৬৭, ১৭৭, ১৮৭।
রায়, সরলা—১৮পা।
রায়চৌধুরী, বিধুমুখী—১৯১পা।
রিসারেকশন—৭০ পা।
রীজ ডেভিড্‌স, ডঃ—৮৮পা, ৮৯পা, ৯২।
রীজেন্ট্‌'স পার্ক—৭৬ পা, ১৪০।
রেনান, আর্নেস্ট—১৩৭(ক)পা, ১৩৮ক, ১৩৯, ১৪৪।
"রেডলজ"—১৬০।
রোম্যান ফোরাম—১২৯পা।
'র‍্যাডিক্যাল'—১১৯পা।
'র‍্যাগেড স্কুল'—৮পা, ১৯পা।

লাবক, স্যার জন—১১৭পা।
লাহিড়ী, রামতনু—১১২পা, ১৬২।
" শরৎকুমার- ...২পা।
লেগ, ডঃ জেম্‌স—২১৮পা, ২১৯।
ল্যান্সডাউন, লর্ড—১২৪পা।
ল্যাম্বেথ প্যালেস—১০৫পা।
লুয়েস, জি এইচ—১৩৬পা।
"শুক্তি সংগ্রহ"—১৪৩।
শ্যাফ্‌টস্‌বেরি, লর্ড—১৯পা, ৩৪।
সরকার, লাবণ্যপ্রভা—১৮পা, ৬৭।
সর্দার, দয়াল সিং—৯১পা।
সল্‌জ্‌বেরি, লর্ড—৭৪পা, ১৯৪, ২০৫।
'সেকুলারিস্ট'—১৭২ পা।
সেন, কেশবচন্দ্র—৫১পা, ৫৬, ৫৯, ৮৯, ১০০, ১৯৬, ২১২।
" গুরুপ্রসাদ—৬২পা।
" পরেশনাথ—১৮পা।
সেণ্টপল'স ক্যাথিড্রাল—৫৫পা।
সোশ্যালিস্ট—৬৮ পা, ১১৯।
সোসাইটি অব ফ্রেণ্ডস—কোয়েকার দ্রষ্টব্য।
স্টুআর্ট, প্রফেসর—৮২, ৮৩, ১৩১, ১৩২পা, ১৩৫।
স্টেড, ডব্লিউ টি—৫৩পা, ১২৬, ১২৭, ১৩৩, ১৩৪-৩৫, ১৪১, ১৮৬, ১৮৭, ১৯৩।
স্ট্রাউস, ডি এফ—১৮১পা, ১৮২, ১৮৫।
স্পার্জন, সি এইচ—৪৬পা, ১০৬-৭পা।
স্মাইল্‌স, স্যামুয়েল—১১৭পা, ১৬৯।
স্মিথ, স্যামুয়েল—১১৬পা।
স্যাণ্ড, জর্জ—১৩৩পা।
স্যাল্‌ভেশন আর্মি—১০৭-৯, ১২১, ১২৭, ১৩১, ১৫০, ২১৪।
'হরু'—গুহ, হরকুমার দ্রষ্টব্য।
হাণ্ট, ডব্লিউ এফ—৪৫, ৭০, ৮৩, ৮৯, ১২৭-২৮, ১৩৩-৩৪, ১৮০-৮১, ১৮৭, ১৯৬, ২০৮।
হাণ্টার, স্যার উইলিয়ম—১৫১পা।
হাণ্টার, স্যার ডব্লিউ,ডব্লিউ—১৯৬পা।
হিউয়েস এইচ, পি—৭৫পা, ৭৬, ১৪৯।
হিবার্ট, রবার্ট—৮৬পা, ৮৭, ৮৮।
হেম—২পা, ১০, ১৮, ২৮, ৬৭, ৭১, ৯১, ১০১, ১৬৩, ১৩৫, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৯, ১৬৯, ১৮৪, ১৯০।
হেমের মা—১পা, ১৯১।
হ্যাণ্ডেল, জি এফ—৯৫পা।
হ্যারিসন, স্যার এইচ এল এবং লেডি—১৯৬পা, ১৯৭।
য়্যাডাম, উইলিয়ম—১১৫ পা।
য়্যাণ্ডার্সন, ডাঃ মিসেস ই জি—১০৪পা-১০৫পা, ১০৯।
য়্যাবী অব গ্ল্যাস্টনবেরি—১৬৩ পা-১৬৪পা, ১৬৫।
য়্যাবী অব সেণ্ট য়্যালবান্স—১৯৫পা।